

শ্রীশ্রীগোপালসহস্র নাম

(সম্মোহনতন্ত্রোক্ত শ্রীশ্রীগোপালসহস্র নামের ব্যাখ্যা ও
তাৎপর্যসহ)

বৈষ্ণবাচার্য
প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী
এম্. এ, বিদ্যাভূষণ

(জ্ঞানেশ্বরী, ভাগবতপ্রবেশ, গল্পে ভাগবত, সঙ্কানীর সাধুসঙ্গ,
কথকতার কথা প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা)

: প্রকাশক :
শ্রীগোলকনাথ কুণ্ডু
শ্রীকৃষ্ণগোপাল জীউর মন্দির, বিরাটী
কলিকাতা—৫১

প্রাপ্তিস্থান

- ১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগোপাল জীউর মন্দির
বিরাটী কলিকাতা-৫১
- ২। মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ট্রাট
কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।
- ৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরনী
কলিকাতা—৬
- ৪। 'গুরুকুঞ্জ'
৩, বৈষ্ণব সঙ্গিলনী লেন,
হাওড়া—৪

প্রিন্টার :

শ্রীঅমিতকুমার দাস

দাস প্রিন্টার

১২৩।১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

কলিকাতা-৬

প্রাক্ কথন

ভারতীয় সাহিত্যে স্তোত্র এক প্রধান অংশ জুড়িয়া আছে। বেদ স্তোত্রময়, উপনিষদ্ স্তোত্রময়, পুরাণ সংহিতার তো কথাই নাই। খণ্ডকাব্য, মহাকাব্য, কোষকাব্য, চম্পু ও নাটক প্রভৃতি সর্বত্র মহত্তের মহিমা সূচক স্তোত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। নানা পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকীর্ত্তন্য স্ততি ভিন্নও শতনাম সহস্রনাম স্তোত্রেরও অভাব নাই। সাধক ভক্ত গোষ্ঠী স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার শতনাম, সহস্রনাম সংস্কৃত বা প্রাদেশিক ভাষায় রচনা করিয়াছেন। মহাভারতে আনুশাসনিক পর্বে দানধর্মে ভীষ্ম যুদ্ধিষ্ঠির সংবাদে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্র (লঘু) খুবই প্রাচীন। আচার্য শংকর নীলকণ্ঠ প্রভৃতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া অশেষ কল্যাণ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে পার্বতীমহাদেব সংবাদে বিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রও ভক্তগণের সমীপে বিশেষ সমাদরনীয়। সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্র একান্তী ভক্তগণের সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্বল। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা না থাকায় তাৎপর্য বুঝিতে অনেকেরই অসুবিধা হয়, এই কথা অস্বীকার করা যায় না।

সর্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তসার শ্রীসহস্রনাম পরমসাধন। সেই শ্রীনামের তাৎপর্য, ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের সঙ্গে পরিচয় একান্ত প্রয়োজনীয়। এক হরিনাম সাধনই কলিযুগের সুনির্দিষ্ট সাধ্য ও সাধন। সর্বতোভাবে সেই নামমালার সৌন্দর্য উপলব্ধির নিমিত্তই ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। নামের প্রতিটি অক্ষর অমৃতময়। ইহা উপলব্ধি করিতে হইলে নানা ভাবে শ্রীনামের অনুশীলন করিতে হইবে। শ্রীনাম সর্বাবস্থায় সকল জীবের মঙ্গল সাধক। অতএব এই নামই আমাদের প্রধানতম অবলম্বন। শ্রীগোপাল সহস্রনামের বাংলা ব্যাখ্যা বা আলোচনা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। বিরাটি শ্রীকৃষ্ণ গোপাল মন্দিরের সেবারেও আমার

প্রিয় বান্ধব শ্রীগোলক কুণ্ড শ্রীগোপাল সহস্রনাম ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই। এই স্তোত্রে কিছু কিছু নাম আছে যেগুলির ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। পূর্ব ব্যাখ্যাত্ববর্গের পদাঙ্কানুসরণ ভিন্ন সেই সকল নামের তাৎপর্য প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পাঠ ব্যতিক্রম অনেকগুলি আছে। ওঁবিষ্ণুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর প্রদর্শিত পাঠান্তর আমরা সংযোজন করিয়াছি। পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র কৃত ব্যাখ্যার ভাব ও পাঠ স্থল বিশেষে গ্রহণ করা হইয়াছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ওঁবিষ্ণুপাদ অনন্ত শ্রীবিভূষিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশাবতংস প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত “সাধন সংগ্রহ” গ্রন্থে বঙ্গাক্ষরে গোপালসহস্র নাম সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার পর পণ্ডিত জ্বালাপ্রসাদ মিশ্র কৃত হরিভক্তি প্রকাশিকা টীকা সহ এই গ্রন্থ দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত দেখি। পুরী শ্রীরাধাকান্তমঠ হইতে প্রকাশিত ওড়িয়া অক্ষরে জগদানন্দ দাস কৃত সংস্করণও আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ সম্পাদনে সহায়ক হইয়াছে। মূল শ্লোকের পাঠক্রম নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকার দেখিয়াছি। উহাদের মধ্যে প্রধানতঃ বোম্বাই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস হইতে প্রকাশিত (১৮৪৭ শকাব্দ) গ্রন্থের মূল অনুসরণ করিয়াছি। অগ্ৰাণ্ড বিকল্পপাঠ পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে।

এই স্তব গ্রন্থ নাম প্রেমিকের কণ্ঠমণি স্বরূপ হইবে বলিয়া আশা করি। ইহার ব্যাখ্যায় প্রায়শঃ শ্রীগোবিন্দের লীলাসমূহের সূচনা দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে ভক্তগণের প্রতিপদে লীলানন্দ অনুভব করিবার সহায়তা হইবে।

শ্রীরাসপূর্ণিমা

১৩৫৭

শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী

সম্পাদক



মুরলীনন্দাঙ্কাদে। দিব্যমালাস্বরাতঃ।
স্বকপোলযুগঃ স্বভ্রযুগলঃ স্নললাটকঃ ॥

শ্রীশ্রীগোপালসহস্রনাম-স্তোত্রম্

ওঁ কৈলাস শিখরে রম্যে গৌরী পুচ্ছতি শংকরম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডাখিলনাথস্তং সৃষ্টি সংহারকারকঃ ॥ (১)

ত্বমেব পূজ্যসে লোকৈক ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শ্বরাদিভিঃ ।

নিভ্যং পঠসি দেবেশ ! কস্য স্তোত্রং মহেশ্বর ॥ (২)

আশ্চর্যমিদং খ্যাভং জায়তে ময়ি শংকর ।

ভৎপ্রাণেশ মহাপ্রাজ্ঞ সংশয়ং ছিদ্ধি মে প্রভো ॥ (৩)

সর্বঋতুতে পরম রম্য-স্থান কৈলাস পর্বতের শিখরদেশে অবস্থান পূর্বক শংকর-প্রিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করেন। হে দেবেশ, আপনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংহারের কর্তাস্বরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণের পূজ্য। হে মহেশ্বর, আপনি প্রতিদিন তবে আবার কাহার স্তোত্র পাঠ করেন? এই বিষয় আমার সমীপে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বলিয়া মনে হয়। হে প্রাণেশ্বর, আপনি মহাপ্রাজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে আপনার প্রভুত্ব, আমার এই সংশয় আপনি ছেদন করুন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে “গুরুঃ শস্ত্রশ্চ সর্বেষাং তস্য শক্তিঃ প্রিয়া সতী”। শংকর ও গৌরীর সংবাদ গুরু ও শিষ্য সংবাদ। শক্তি ও শক্তিমান গৌরীশংকর এক আত্মা হইলেও প্রশ্নকর্ত্রী ও উত্তর দাতা স্বরূপে পৃথক্। শক্তি সেবা-কারিণী, শক্তিমান সেব্য। সেব্য সেবক সম্বন্ধ এখানে সংস্চিত।

পদ্মাসতী গৌরী পতিব্রতানারীর পরম আদর্শ। ইনি পতিকেই পরম দেবতা বলিয়া সেবা করেন। তিনি যখন দেখিলেন—প্রতিদিন নিয়মপূর্বক শংকর কাহার স্তব করেন, তখনই তাঁহার মনে সংশয় জাগিল, শংকর কাহার স্তব করেন তিনি কে? তাঁহার সম্বন্ধে জানিতেই হইবে। শংকরের ন্যায় আর জ্ঞানী গুরু কে? তিনিই এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিতে সমর্থ। দেবাদিদেব বলিয়া শংকর পরিচিত। তিনিই ঈশ্বরের ঈশ্বর মহেশ্বর। তবে আবার কাহার ধ্যান, কাহার নাম কাহার স্তোত্র পাঠ? গৌরী বলেন—অত্যন্ত গোপন বা রহস্য কথা হইলেও আমার সমীপে প্রকাশ করিতে তোমার কোনো সংকোচের কারণ থাকিতে পারে না। যেহেতু তুমি আমার প্রাণের প্রভু, আমাকে ভিন্ন বলিয়া তো কোনদিন তুমি বুঝিতে দাও নাই। তুমি যে সবকিছুই করিতে পার। তুমি যে সকল সংশয় দূর করিয়া তোমার সেবিকার সন্দেহ দূর করিয়া দিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। “পতিরৈব গুরুঃ স্ত্রীণাং” এই কথা অনুসারে তুমিই তো আমার অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবে। (১৮ অধ্যায়) কশ্যপমুনি পত্নী দিতিকে উপদেশ প্রসঙ্গে বলেন—

পতিরৈব হি নারীণাং দৈবতং পরমং স্মৃতম্ ।

মানসঃ সর্বভূতানাং বাসুদেবঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥

স এষ দেবতা লিঙ্গৈর্নামরূপবিকল্পিতৈঃ ।

ইজ্যতে ভগবান্ পুংভিঃ স্ত্রীভিঃচ পতিরূপধৃক্ ॥

তস্মাৎ পতিব্রতা নার্যঃ শ্রেয়ঃস্কামাঃ স্মমধ্যমে ।

যজন্তেহনশ্চ-ভাবেন পতিমাত্মানমীশ্বরম্ ॥

(ভাঃ ৬।১৮।৩৩-৩৫)

স্ত্রীর সমীপে পতি পরম দেবতা । সর্বজীবের অন্তর্যামী ভগবান বামুদেব
লক্ষ্মীপতি নানা দেবতার নাম ও রূপ ভেদে পূজিত হন । স্ত্রীর সমীপে
পতিরূপে তাহার অভিব্যক্তি । মঙ্গল অভিলাষিণী স্ত্রী অনন্তভাবে
পতিকে বিষ্ণুরূপে ভাবনা করিবে । দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে
বলেন—

যা পতিঃ হরিভাবেন ভজেচ্ছ্রীরিব তৎপরা ।

হর্যাত্মনা হরেলোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে ॥

(ভাঃ ৭।১।২৯)

নিজেকে লক্ষ্মীর ন্যায় ভাবিয়া স্বামীকে যে নারায়ণ মনে করে এবং
যত্ন করিয়া পরিচর্যা করে, সেই নারী শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায় ভাগ্যবতী হইয়া
বৈকুণ্ঠে হরির সহিত অভিরমিত হয় । শুধু পতিসেবা নয়, তাহার
বান্ধবগণেরও সেবা বিহিত হইয়াছে । পতি নানাপ্রকার দোষলিপ্ত
থাকিলেও নির্ধন বা রোগী হইলেও তাহাকে অযত্ন করা বা পরিহার
করা সাধুসম্মত নয় ।

ভতুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্মো হুমায়য়া ।

তদ্বক্ষনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাং চানুপোষণম্ ॥

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোহপি বা ।

পতিঃ স্ত্রীভি ন হাতব্যো লোকেপ্ স্ত্রিভিরপাতকী ॥ ভাঃ ১০।২৯।২৪

পতিসেবা করিতে হইলে নিজের দেহ শুদ্ধি ও মনঃশুদ্ধি প্রয়োজন ।
তাহারই জন্ত স্ত্রীলোকের সর্বপ্রথমেই দীক্ষা গ্রহণ আবশ্যক ।

মন্ত্রেণাত্মবিশুদ্ধিঞ্চ পতিসেবা সহায়তা ।

পত্যাঞ্চ সেবয়া মুক্তিরিত্যর্থং মন্ত্রসেবনম্ ॥

মস্ত্র গ্রহণে হৃদয় শোধন। হৃদয় শোধনে পতিসেবায় নৈপুণ্য ও
সহায়তা এবং সেই সেবায় সংসারাসক্তি হীনতা লাভ হয়।

শ্রীমহাদেব উবাচ—

যত্মাসি কৃত পুণ্যাসি পার্বতি প্রাণবল্লভে ।
রহস্তাতিরহস্তং চ যৎপৃচ্ছসি বরাননে ॥ (৪)
জীম্ভাভাবান্ মহাদেবি পুনস্তং পরিপৃচ্ছসি ।
গোপনীয়ং গোপনীয়ং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ (৫)
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ শ্রান্তস্মাদ্ যত্নেন গোপয়েৎ ।
ইদং রহস্তং পরমং পুরুষার্থ প্রদায়কম্ ॥ (৬)
ধন রত্নৌষ মাণিক্য তুরজম গজাদিকম্ ।
দদাতি স্মরণাদেব মহামোক্ষ প্রদায়কম্ ॥ (৭)
তত্ত্বৈহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুস্বাবহিতা শ্রিয়ে ।
যোহসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎশরূপী জনাৰ্দ্দনঃ ॥ (৮)
সংসার সাগরোত্তীর্ণ করণায় নৃণাং সদা ।
শ্রীগজাবরূপেণ ত্রৈলোক্যং ব্যাপ্য ভিষ্ঠতি ॥ (৯)

মহাদেব বলেন—প্রাণবল্লভে পার্বতি, তুমি পুণ্যবতী, ধন্যতিথ্য।
সুন্দরি, তুমি অতীব রহস্য কথাই জিজ্ঞাসা করিয়াছ। তোমার এই
প্রশ্ন নিজের জ্ঞান নয়, কেননা তুমি মহাবিষ্ণুরূপিণী চিৎশরূপা তোমার
অজ্ঞাত কিছু নাই। পরোপকারের জ্ঞানই এই জিজ্ঞাসা। তুমি
পার্বতী নিত্য উৎসবদায়িনী। তোমার পিতা হিমালয় পরম ভক্ত
তাহার কন্যকা পরম ভক্তিমতী তুমি। এ জ্ঞানই সাধনার পরম রহস্য
নাম সম্বন্ধে প্রশ্ন। ভক্ত কবি বলেন—

বেপশ্চে দুরিতানি মোহমহিমা সম্মোহমালম্বতে ।
সাংকং নখরঞ্জনীং কলয়তি শ্রীচিত্রগুপ্তঃ কৃতা ॥

সানন্দং মধুপৰ্কসন্তু তি বিধৌ বেধা করোত্যাশ্রমম্ ।

বস্ত্রং নান্নি তবেশ্বরাভিলষিতে ক্রমঃ কিমশ্রুৎপরম্ ॥

শ্রীভগবানের নাম গ্রহণের অভিলাষ হওয়া মাত্র সেই ভাবুকের দেহের পাতকসমূহ প্রকম্পিত হইতে থাকে, তাহার মোহ অজ্ঞান মোহ প্রাপ্ত হইয়া যায়। যমপুরীতে পাপের হিসাবরক্ষক চিত্রগুপ্ত আতঙ্কের সহিত নাম গ্রহণকারীর নাম পাপীর তালিকা হইতে নিশ্চিহ্ন করিবার জন্য তাহার নখরঙ্গনী (নরুণ বা চিহ্ন অপসারণ যন্ত্র) খুঁজিয়া রাখেন। ব্রহ্মলোকের উপর যাইবার সময় ব্রহ্মা নামগ্রহণকারীকে মধুপৰ্ক দ্বারা অভিনন্দিত করিবেন বলিয়া আনন্দের সহিত মধুপৰ্ক সংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। আর কি বলিব সেই নাম গ্রহীতার পরমভাগ্যের কথা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষা শ্লোকে শ্রীনামের মহিমা মাধুর্য বর্ণনা করিয়া শ্রীনামই যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পরম সাধন এবং পরম সাধ্য ইহা উপদেশ করেন।

চেতো দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিভাবধু জীবনম্ ।
আনন্দানুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাশ্রয়পনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ॥
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম
কৃষ্ণপ্রেমোদগম, প্রেমায়ুত আশ্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবায়ুত সমুদ্রে মজ্জন ॥

শ্রীনামকীর্তন চিন্তের মলিনতা দূর করিয়া গজার পবিত্রতা ধারণ করে। মেঘ যেমন দাবানলকে নির্বাপিত করায় নাম সেইরূপ পাপময় সংসার তাপ-দাবানল নির্বাপিত করে। চন্দ্রজ্যোৎস্নায় কুমুদ বা শ্বেত পদ্ম বিকশিত হয়, সেইরূপ নামচন্দ্র কিরণে সর্ব-শুভ মঙ্গল কুমুদের বিকাশ হয়। পরাবিত্তা ভক্তি, তিনি বধূর মত তাহারই প্রিয় প্রাণপতি শ্রীনাম সর্বসাধনার উদগম করাইয়া থাকেন। পরমানন্দ সমুদ্রের বৃদ্ধি কারক পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ এই শ্রীনামকীর্তন পদে পদে অমৃত আশ্বাদন দান করেন। অতু রসাস্বাদন দূর করিয়া দেয় এই কীর্তন সকল আত্মার রসাভিষেক করিয়া সাগর স্বরূপ। তাই কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় “কৃষ্ণ প্রাপ্তি সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন”।

শংকর বলেন—মহাদেবি, স্ত্রীস্বভাব বশতঃ তোমাকে বলি, এই পরমরহস্য নামমন্ত্র অযোগ্য ব্যক্তির সমীপে গোপন রাখা কর্তব্য। কেননা যাহারা মিথ্যা কথা বলে, অজ্ঞায় করিতে সংকুচিত হয় না, ছলনা করে, জ্ঞানের অনুশীলন করে না, সর্ববিষয়ে লুক্কচিত্ত, নির্দয় ও অশুচি, একরূপ স্ত্রী বা পুরুষ কাহারও নিকট এই নামতত্ত্ব প্রকাশনীয় নয়। তাহারাইহার মহিমা অবধারণ করিতে পারিবে না।

অযোগের প্রতি উপদেশ করিলেও উহা সিদ্ধির পথে হানি করিবে অতএব গোপনীয় রাখাই কর্তব্য। আগ্রহবান ব্যক্তির সর্বপ্রকার পুরুষার্থ সিদ্ধির পরম উপায় শ্রীনাম।

ধনরত্ন যানবাহন অথ গজাদি তো তুচ্ছ মহামোক্ষ পর্যন্ত শ্রীনাম প্রদান করেন। এখানে ধনরত্ন যান বাহন অথ গজাদি লাভের কথা শুনিয়া কেহ যেন বিপরীত ভাবনা না করেন। শ্রীনামের ফলে যাহা

লাভ হয়, উহা ভগবৎসেবার নিমিত্তই ব্যবহার হইয়া থাকে ! নাম সাধক উহা কামকামনার বশ হইয়া ভোগ করেন না ।

(ঋক্ ১।১৫৬।৩)

তমু স্তোতারঃ পূৰ্ব্যং যথাবিদ ঋতশ্চ গৰ্ভং জন্মুশা পিপর্তন ।

আশ্চ জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন মহন্তে বিষো স্তমতিং ভজামহে ॥

অতিশয় বিশ্বয়ের সহিত বলা হইতেছে যে, সেই প্রসিদ্ধ ভগবান পুরাতন বেদের তাৎপর্য-গোচর-ভগবানকে যে ভাবে তোমরা জান স্তব কর । ইহাতে জন্মের সাফল্য কর । হে বিষো, তোমার নাম চিৎ-স্বরূপ স্বপ্রকাশ এই নামের অল্প আভাসও জানিলে অন্ধর মাত্র উচ্চারণ করিয়াও আমরা স্তমতি ভক্তি লাভ করিতে পারিব !

পদং দেবশ্চ নমসা ব্যন্তুঃ শ্রবশ্চ বশ্রব আপন্নমুক্তম্ ।

নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্ত সংদূৰ্ষো ॥

ওঁ তৎসৎওঁ ।

লীলাময় আপনার চরণ নমস্কার দ্বারা অভিব্যক্ত । তাহার মহিমা পরস্পর কীর্তন করিতে করিতে আত্মমঙ্গলের জন্য সাক্ষাৎ দর্শন । শাস্ত্র হইতে আপনার নাম মাহাত্ম্যাবিশেষ শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ তাঁই শোখন কারক চিন্ময় পবিত্র নাম নিশ্চয় রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই নামই সত্য স্বরূপ ।

ওমিত্যেতদ্ ব্রহ্মণো নেদিষ্ঠংনাম । যস্মাদ্ভুচ্চার্যমান এব সংসার মহাভয়াৎ তারয়তি ত্রায়তে তস্মাদ্ভুচ্যতে তারম্ । (অথর্ব শিরা উপ ৩।৫)—

ওঁ কারের নাম তার, তাহার কারণ এই নাম ত্র্যম্বকের খুব নিকটস্থ
নাম ইহা উচ্চারণ করিলে সংসার মহাভয় হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ।

প্রত্যং তে অগ্নি শিপিবিস্ট নানার্যঃ শংসামি বয়ুনানি বিদ্বান্ ।

তং হা গৃণামি তব সমতব্যান্ ক্ষয়ন্তমস্তু বজ্রসঃ পরাকৈ ॥

(ঋক্ ৭।১০৯।৫)

হে বিষ্ণে! আপনার নামের মহিমা জানিয়া উহাই কীর্তন করিব ।
আমি ক্ষুদ্র হইলেও এই ত্র্যম্বকের ওপারে অবস্থিত মহা মহিমামণ্ডিত
তোমাকে স্তব করিব ।

সদা তে নাম স্বযশো বিবক্ষ্মি । (ঋক্ ৭।২২।৫)

“অমৃত নাম ধ্যেয়শ্চেতৈহঁবা অমৃতো ভবতি” (জাবালোপনিষৎ ৩য়)

অমৃত স্বরূপ ভগবানের নামদ্বারা অমৃতত্বই লাভ হয় ।

মর্ত্য অমর্ত্যস্তু তে ভূরি নাম মনামহে’

আমরা মর্ত্য, অমৃত স্বরূপ আপনার বহু বিস্তৃত নাম স্মরণ করি ।

অজ্ঞামিল উপাখ্যানে ভাগবত ঘোষণা করিয়াছেন—

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদ্রুদ্রমশ্লোক নাম যৎ ।

সংকীর্তিতমঘৎ পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥

যথাগদং বীৰ্য তমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া ।

অজ্ঞানতোপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মদ্রোপ্যদাহতঃ ॥

ন নিকৃতৈরুদিতৈ ত্র্যম্ববাদিভিস্তুথা বিশুদ্ধাত্যঘবান্ ত্রতাদিভিঃ ।

যথা হরেন্নামপদৈরুদাহিতৈ স্তুত্বমশ্লোক গুণোপলব্ধকম্ ॥

নৈকাস্তিকং তন্ধি কৃতেহপি নিকৃতেমনঃ পুনর্ধাবতি চেদসংপথে ।

তৎকর্মনির্হার মভীপ্সিতাং হরে গুণানুবাদঃ খলুসম্ভাবনঃ ॥

অজ্ঞানেও বালক অগ্নি সংযোগ করিলে কাষ্ঠ দগ্ধ হইয়া যায়, সেরূপ অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে যেভাবেই ভগবানের নাম করা হউক পাপকাষ্ঠ জ্বলিয়া যাইবেই। গুণ না জানিয়াও কোনো উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ঔষধ সেবনে রোগ দূর হইয়া যায়, সেইরূপ না জানিয়াও নামমন্ত্র উচ্চারণ করিলে সকল পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। বস্তু নিজের স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশে অপর কাহারও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করেনা।

নাম গ্রহণে যে ভাবের চিন্তাশুদ্ধি হয় চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা হয় না। প্রায়শ্চিত্তের পরে পুনরায় পাপে মন ধাবিত হয়, কিন্তু শ্রীহরিনাম গ্রহণকারী এরূপ শুদ্ধি লাভ করেন যে, পাপের প্রতি আর তাহার মন কখনও যায় না। চিরকালের জন্য শুদ্ধিবিধান নামের বৈশিষ্ট্য।

সকৃদুচ্চরিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
 বন্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রাপ্তি ॥
 ন গঙ্গা ন গয়া সেতুর্ন কাশী নচ পুষ্করম্ ।
 জিহ্বাগ্রে বর্ততে যন্ত হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥
 ঋগ্বেদোহথ যজুর্বেদঃ সামবেদো হথর্বণঃ ।
 অধীতাস্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥
 অশ্বমেধাদিভির্ঘজ্জৈন'রমেধৈঃ সদক্ষিণৈঃ ।
 যাজ্ঞিতং তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥
 প্রাণপ্রয়াণ পাথৈয়ং সংসারব্যাধি নাশনম্ ।
 দুঃখক্লেশপরিত্রাণং হরিরিত্যক্ষর দ্বয়ম্ ॥

একবার ‘হরি’ উচ্চারণ করিলে মুক্তির দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। গঙ্গাদি তীর্থফল অনায়াসে লাভ হয় ‘হরি’ উচ্চারণে। চারিবেদ অধ্যয়নের ফল বা নানা রূপ যজ্ঞের ফলও লাভ হয়। প্রাণ যাওয়ার সময় পরম সম্বল নাম। হে প্রিয়ে, সেই কথাই আমি তোমাকে বলিতেছি। তুমি মনোযোগ করিয়া সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ জনার্দনের কথা শ্রবণ কর। বেদ ও উপনিষদে তৎসৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ আমার ইচ্ছদেবের কথা বলিতেছি। মনস্থির করিয়া না শুনিলে সম্যকরূপে বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি হয় না।

স্বস্থচিন্তেঃ কৃতংকর্ম ফলত্যত্র ন সংশয়ঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মনঃ সংবোধয়েদ্ বুধঃ ॥

বুদ্ধিমান ব্যক্তি মনকে সংরুদ্ধ করিয়া অভিনিবিষ্ট ভাবে শ্রবণ করিবে। ইহারই উৎকর্ষ সমাধি। “পরোহি যোগো মনসঃ সমাধির্মনো নিরোধাম্লভেত কিম্” আমার ইচ্ছদেব গঙ্গাদ্রবরূপে আমার মস্তকে অবস্থান করেন। দেব কথার অর্থ প্রকাশময় আনন্দলীল। মায়াবহিত অতএব তিনি নিরঞ্জন। দেহ ইন্দ্রিয় বা পাঞ্চভৌতিক সম্বন্ধ রহিত তিনি চিৎস্বরূপ। “সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম” এই বেদ প্রমাণ। তাহাকে নিত্যানন্দতন্মু বলা হইয়াছে পদ্মপুরাণে—নিত্যানন্দতন্মুঃ শৌরির্ঘো হশরীরীতি ভাষ্যতে। সনৎকুমার সংহিতায় বলা হইয়াছে একং জ্যোতিঃ স্বরূপং চ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্। “ব্রহ্ম বৈবর্ত বলেন—এবং জ্যোতির্ময়ো দেবঃ সদানন্দঃ পরাৎপরঃ। আত্মারামস্ত তস্মাস্তি ন প্রকৃত্যা সমাগমঃ” তাঁহার সঙ্গে প্রাকৃত ব্যাপারের সম্বন্ধ নাই। ব্রহ্মসংহিতার বাক্য তুলনীয়—

অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃদ্ধিমস্তি
 পশ্যন্তি পাস্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি ।
 আনন্দ চিন্ময় রসোজ্বল বিগ্রহস্য—
 গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

তঁাহার সকল অঙ্গেই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি তিনি আনন্দ চিন্ময়
 রসে উজ্জ্বল দেহ সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।

জনাদ'ন কথার তাৎপর্য তিনি ভক্তগণের আরাধিত এবং যিনি ভক্তি
 দ্বারা জনগণের সমীপে গৃহীত হন। গীতা বলেন—ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া
 লভ্যো হৃদমেবং বিদোহজু'ন । অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—

গোপালাঙ্গনকর্দমে বিহরসে বিপ্রাধ্বরে লজ্জসে
 ক্রাষে গোস্মৃত হংকৃতেঃ স্তুতিশতৈর্মীনং বিধৎসে সতাম্ ।
 দাস্ত্যং গোকুলসুন্দরীষু কুরুষে স্বাম্যং ন দাস্তাত্মসু
 জ্ঞাতং কৃষ্ণং ত্বদীয়পাদযুগলং ভক্ত্যেকলভ্যং পরম্ ॥

গোপগণের অর্থাৎ নন্দগোপের গৃহাঙ্গনে কর্দমে লুটাপুটি খাইতে
 তোমার ভাল লাগে । কিন্তু ব্রাহ্মণগণের যন্ত্রস্থলীতে একটিবার দেখা
 দিতেও তোমার লজ্জা হয় । গোরুর বাছুরীগুলির সঙ্গে হাস্যা হাস্যা
 করিতে তোমার ভাল লাগে । আর কত শত স্তুতি করিলেও তুমি
 মৌন অবলম্বন করিয়া থাক । গোকুলের সুন্দরীগণের দাস্ত্য সেবা
 তোমার ভাল লাগে । কিন্তু সংযতেন্দ্রিয় স্বাত্মার্পণ করিতেছেন যাহারা
 তাহাদের প্রভুহও অঙ্গীকার কর না । ইহাতে বুঝা যায়, তোমার
 পাদপদ্ম লাভের একমাত্র উপায় ভক্তি । ভক্তিতেই তোমাকে
 পাওয়া যায় ।

মানুষকে এই সংসার সাগরের পারে নিবার জন্মই তিনি গঙ্গারূপে দ্রবীভূত হইয়া স্বর্গ মর্ত্য পাতাল ত্রিলোক ব্যাপিয়া অবস্থান করেন। তিনিমঞ্জিল জলজন্তু বহুল সাগর পার হওয়া বড়ই কঠিন। সংসার সাগর কাম ক্রোধাদি জলজন্তু বহুল, কিন্তু আমার ইচ্ছদেব গঙ্গারূপ ধারণ করিয়া স্নান ধ্যান দ্বারা অনায়াসে সংসার পারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখা যায়—

কলেদর্শ সহস্রান্তে বিষ্ণুস্তিষ্ঠতি মেদিনীম্।

তদধঃ জাহ্নবী তোয়ং তদধঃ গ্রাম্যদেবতাঃ ॥

ইহাতে আপাততঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক কলিযুগে ১০০০০ দশ হাজার বৎসর বিষ্ণুর স্থিতি তাহার অর্ধেক ৫০০০ বৎসর গঙ্গা এবং ২৫০০ বৎসর গ্রাম্য দেবতাগণ এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবেন। এই শ্লোকের তাৎপর্যে অস্তিম কলি বুঝিতে হইবে। অত্যাধা অত্যাধ পুরাণের সঙ্গে সমাধান করা যায় না। বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণ বলেন—

পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যস্তিমে কলৌ

তদৈব বিষ্ণুস্ত্যাক্ষতি মেদিনীং নরপুঙ্গব ॥

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, অস্তিম কলিতে পৃথিবী হইতে গঙ্গা অন্তর্ধান করিবেন আর সেই সময় বিষ্ণুও বিদায় নিবেন। তখনকার অবস্থা পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—

প্রগম্ভে দ্বাদশাদিত্যে প্রলয়ে সমুপস্থিতে।

তদা বৈ প্রলয়ংযাস্তু গঙ্গাত্যাক্ষঃ সরিষরাঃ ॥

প্রলয়কালে দ্বাদশ আদিত্য কিরণে ব্রহ্মাণ্ড ও গঙ্গাদি জলময় সকলই শুষ্ক হইয়া যাইবে। কলিকালে গঙ্গা স্নানের মহিমা স্কন্দ পুরাণে

যথা—অগ্নিহোত্রাদি কৰ্মাণি সাহপায়ানি কলৌ যুগে । গজ্ঞান্নানং
হরেন্নাম নিরপায়মিদং দ্বয়ম্ ॥ অগ্নি যাগযজ্ঞ কলিতে নিবান্দ সম্পন্ন
হয় না । কিন্তু গজ্ঞা স্নান আর হরিনাম করার আর কোনো বাধা
নাই । স্কন্দ পুরাণের বাক্য গজ্ঞাকে ভগবৎস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ।

নিরাকার মুপাসন্তে সাকারমপি কেচন ।
বয়ং সংসার সন্তুপ্তা নীরাকার মুপাস্মহে ॥
এক এবহি লোকাত্মা সত্ত্বাদি গুণ বর্জিতঃ ।
তদেব পরমং ব্রহ্ম জলাত্মা ভগবানজঃ ॥
যত্রাস্মুনি মহেশানি অপারে চিত্ত দুর্গমে ।
ব্রহ্মাণ্ড কোটয়ো যস্মিন্ননন্তা ব্রহ্মকোটয়ো ॥
উন্মুক্তস্তি নিমজ্জস্তি জলব্রহ্মণ্যনেকশঃ ।
যদেতৎপরমং ব্রহ্ম দ্রবরূপং মহেশ্বরী ॥
গজ্ঞাখ্যা পুণ্যতমং পৃথিব্যামাস কর্ণিকম্ ।

কেহ নিরাকার আর কেহ সাকার ব্রহ্ম উপাসনা করেন । আমরা
কিন্তু সংসার তাপে-সন্তুপ্ত হইয়া নীরাকার ব্রহ্ম গজ্ঞাকেই সেবন করি ।

সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ তিন গুণের অতীত জন্মরহিত ব্রহ্ম জলাত্মা । এই
ব্রহ্মজলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মা ভাসিতেছে ডুবিতেছে । এই দ্রব
ব্রহ্মই গজ্ঞানামে পৃথিবীতে অবতীর্ণ । কানীধণ্ডে দেখা যায়—

বহিঃ স্থিতং জলং যদব্জারিকেলান্তরে স্থিতম্ ।

তথা ব্রহ্মাণ্ডবাহুস্বং পরব্রহ্মাস্মু জাহুবী

বাহিরের জল যেমন নারিকেলের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া থাকে, ঠিক
সেই রীতিতেই দ্রব ব্রহ্মরূপা গজ্ঞা পৃথিবীর বাহিরে ও ভিতরে অবস্থান

করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ডে দশম অধ্যায়ে গঙ্গার আবির্ভাব সম্বন্ধে বিশেষ একটি বিবরণ আছে।

কার্ত্তিক মাস। শ্রীরাধা-মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। শ্রীরাধার প্রিয় তিথি পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার আদর পূজা করিয়া শ্রীরাস-মণ্ডলে অবস্থান করিতেছেন। অভিনব শ্রীরাস নৃত্য দর্শনের নিমিত্ত মুনি ঋষি সৌনকাদি এবং দেবতাগণ সমবেত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীতাভিজ্ঞা শ্রীসরস্বতী বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া গান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই সঙ্গীতের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া সরস্বতীকে নানা প্রকার উপহার প্রদান করিতেছিলেন। ব্রহ্মা দিলেন কণ্ঠ-হার। শিব দিলেন উত্তম মণি। শ্রীকৃষ্ণ দিলেন কৌস্তভ মণি। শ্রীরাধা দিলেন মণিমালা। শ্রীনারায়ণ দিলেন অগ্নান পুষ্পমালা। লক্ষ্মী দিলেন বহু মূল্য কুণ্ডল। ভগবতী দিলেন সরস্বতীর অন্তরে পরমা ভক্তি। ধর্ম দিলেন কীর্ত্তি। অগ্নিদেব দিলেন চিন্ময় বস্ত্র। বায়ুদেবতা দিলেন মণিময় নূপুর।

কিছুক্ষণ গান চলিতে লাগিল। ব্রহ্মার প্রেরণায় তখন শ্রীশংকর প্রতি পদে পরম উল্লাসজনক রসময় পঞ্চ রচনা করিয়া গান করিতে লাগিলেন। শংকরের সঙ্গীতে দেবতাগণ চিত্রার্ণবিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। তাহারা সকলেই মূর্চ্ছিত হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হইল। যখন অতিকন্ঠে তাহাদের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল তাহারা দেখিলেন, সমস্ত শ্রীরাসমণ্ডলভূমি জলময় হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে রসের পাথার বহিয়া যাইতেছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণকে কিন্তু আর দেখা যাইতেছিল না। তবে কি তাহারা বিগলিত হইয়া রসের পাথারে সাঁতার কাটিতেছেন? শ্রীরাসমণ্ডলস্থ

গোপীগণ ও দেববৃন্দ সকলেই যুগল অদর্শনে উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা ধ্যানে রহন্ত্য বুঝিবার জন্তু চেষ্টিত হইলেন। তিনি দেখিলেন শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীত রসে বিগলিত হইয়া পবিত্র গঙ্গারূপে পরিণত হইয়াছেন। ব্রহ্মার নির্দেশে মিলিত কণ্ঠে দেবতাগণ স্তব করিতে লাগিলেন। আকাশবাণী হইল—হে দেববৃন্দ, জগতের মঙ্গলের জন্তু শ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগলিত হইয়া গঙ্গারূপে আবির্ভূত হইলাম। গঙ্গার সেবায় আমাদের স্পর্শানুভব হউক।

ততো লোক। মহামূঢ়া বিষ্ণুভক্তি বিবর্জিতাঃ ।
 নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি পুনর্নারায়ণো হরিঃ ॥ (১০)
 নিরঞ্জনো নিরাকারো ভক্তানাং প্রীতিকামদঃ ।
 বৃন্দাবন বিহারায় গোপালং রূপমুদ্গিরন্ ॥ (১১)
 মুরলীবাদনাধারী রাধায়ৈ প্রীতিমাবহন্ ।
 অংশাংশেভ্যস্‌সমুন্মীল্য পূর্ণরূপ কলাযুতঃ ॥ (১২)
 শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো ভগবান্‌ব্রহ্মগোপ বরোদিতঃ ।
 ধরনীকুপিণীমাতৃ যশোদানন্দদায়িনী ॥ (১৩)
 দ্বাভ্যাং প্রযাচিভো নাথো দেবক্যাং বস্তুদেবতঃ ।
 ব্রহ্মণাভ্যর্থিভো দেবো দেবৈরপি সুরৈশ্চরি ॥ (১৪)
 জাতোহবল্যাং চ বস্তুতো মুরলীবাদনেচ্ছয়া ।
 তয়া সাধং বচঃ কুত্বা ততো জাতো মহীভলে ॥ (১৫)

সমাজে মানুষ যখন মহা অজ্ঞান সাগরে নিমজ্জিত, তখন তাহার বিষ্ণুভক্তি হইতে বিচ্যুত হয়। গঙ্গাদি তীর্থ সেবা বহিমুখ হইয়া নিশ্চিতভাবে শ্রীহরি নারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। নিরাকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্ম ভক্তগণের প্রীতি ও কামনা প্রদানকারী

বৃন্দাবন বিহারের নিমিত্ত গোপালমূর্তি প্রকাশ করেন। নিরাকার নিরঞ্জন বলিতে বুঝা যায়, প্রাকৃত আকার রহিত। নিরঞ্জন বলিতে গুণময় দোষলেশশূন্য। এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ অমুসন্ধান করিলেই দেখা যায়—

নির্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতত্ত্বো।

নিশ্চেতনাত্মক শরীর গুণৈশ্চ হীনঃ

আনন্দ মাত্র করপাদ মুখোদরাদিঃ

সর্বত্র চ স্বগত ভেদ বিবর্জিতাত্মা ॥

সর্বপ্রকার দোষশূন্য সর্বগুণযুক্ত পূর্ণস্বরূপ বিগ্রহ স্বতন্ত্র জড় দেহের ত্রিগুণময় প্রভাবশূন্য আনন্দময়রূপ করচরণাদিযুক্ত সর্বত্র স্বগত ভেদ বিবর্জিত আত্মস্বরূপ সেই ভগবান্।

ভক্তগণের উপকারের নিমিত্তই তিনি বৃন্দাবনে আবির্ভূত।

স স্বয়ং দ্বিভুজঃ কৃষ্ণো যশোদাগর্ভ সন্তবঃ

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি ॥

স্বয়ং ভগবান্ সেই কৃষ্ণদ্বিভুজ, যশোদার গর্ভ হইতে তাহার জন্ম। তিনি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অশ্রুত এক পদও গমন করেন না।

তিনি মুরলী বাজাইবার নিমিত্ত সর্বাধার শ্রীরাধিকার প্রতি প্রীতি প্রদর্শনপূর্বক অংশাবতার প্রভৃতি সকলের সৌন্দর্যাদি সদগুণভূষিত ও সর্বকলায় পূর্ণ স্বরূপ। মুরলী কথার অর্থ এইভাবে চিন্তনীয়। মুর = হৃদয়ের বাসনা, লী = লীন করিয়া দেয় যে। অর্থাৎ মুরলীর গানে হৃদয়ের সকল বাসনা লীন হইয়া যায়।

মুরলীর ধ্বনি শ্রবণে কুঞ্জেশ্বরী শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বশীভূত হন।
শ্রীরাধার আরাধনা বৈশিষ্ট্যে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত হন। সকল অবতারের
পরম অংশী শ্রীকৃষ্ণ। তাহা বলিয়া অংশাবতারগণের খণ্ডিতত্ব যেন কেহ
মনে না করেন। শ্রুতি বলেন—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমদুচ্যতে ।

পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অন্তত্বে দেখিতে পাওয়া যায়—

প্রজ্জ্বাল্যন্তে যথা দীপাদ্ বহুশো দীপরাশয়ঃ
তদাত্তেকাপিনো হানিস্তমোন্নত্বে পরেষপি
কার্যাস্তে কারণাপ্তত্বান চ বুদ্ধি স্তদাদিমে
তথাচিষ্টৈশ্বৰ্যবত্বাদ্ ব্যবস্থেয়ং পরাত্মনি
তথাপীশ্বরমূর্তিনাং নিত্যত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে
নিত্যত্বাদ্ধান্ন এবাস্ত কালাতীতত্বতস্তথা ।

বেদ বাক্যের তাৎপর্য অতি স্পষ্ট। অদৃষ্ট জগৎ বা দৃষ্ট জগৎ, লোকাভীত
স্বরূপ ও লৌকিক রূপ সকলই পূর্ণ স্বরূপ ভগবানের। পূর্ণ হইতেই
পূর্ণের আবির্ভাব। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইয়া গেলেও পূর্ণই অবশিষ্ট
থাকে। কোনো স্বরূপ অপূর্ণ নয়, সকলই পূর্ণ। অন্তত্বে যে কথা আছে
তাহাতেও পূর্বোক্ত বাক্যের ধ্বনি পাওয়া যায়। এক প্রদীপ হইতে
বহু প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলেও তাহাদের কোনোটির শিখায় অন্ধকার
বিনাশ শক্তি কিছু ভিন্ন হয় না। কার্য স্বরূপ হইতে কারণ স্বরূপ
হইলেও মূলে কোনো কিছু বৃদ্ধি হয় না, হ্রাসও হয় না। এইরূপ
অচিন্ত্য শক্তিমান পরম ঐশ্বর্যশালী শ্রীভগবানে এই ব্যবস্থা বুঝিতে

হইবে। ভগবানের মূর্তিতে নিত্যতার হানি হয় না। কারণ, তাঁহার ধাম নিত্য এবং কাল ও প্রকৃতির পরবস্তু।

বৈকুণ্ঠে সদনে নিত্যে নিবসন্তে মহোজ্জ্বলাঃ।

হানোপাদান রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥

নিত্যই বৈকুণ্ঠে উজ্জ্বল প্রকৃতিযুক্ত পার্শ্বদগণ সর্বপ্রকার জড় প্রাকৃত-উপাদান রহিত স্বরূপে অবস্থান করেন।

সেই পরমপুরুষ অংশ, অংশাংশ, আবেশ, কলা, পূর্ণ ও পূর্ণতমরূপে হয় ভাবে অবস্থান করেন।

অংশাংশোহংশস্তথাহবেশঃ কলাপূর্ণঃ প্রকথ্যতে,
ব্যাসাষ্টৈশ্চ ষষ্ঠঃ পরিপূর্ণতমঃ স্বয়ম্ ॥

অংশাংশ মরীচি প্রভৃতি, ব্রহ্মাদি অংশ, কলা কপিলদেব কূর্ম প্রভৃতি, আবেশ পরশুরাম প্রভৃতি, পূর্ণ শ্রীনৃসিংহ শ্রীরাম শ্বেতদ্বীপাধিপতি হরি এবং বৈকুণ্ঠে ষষ্ঠ, নারায়ণ প্রভৃতি। পরিপূর্ণতম স্বরূপ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।

পরিপূর্ণতমঃ সাক্ষাচ্ছ্রীকৃষ্ণো নাশ্চ এব হি।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে ভগবান্ পিতা নন্দগোপকে ও মাতা ধরণীরূপা যশোমতীকে বরদান ও আনন্দ দানের নিমিত্ত আবির্ভূত।

কৃষ্ণ স্বরূপ শুধু কালো বলিলেই হইবে না।

প্রেমাজ্ঞান চ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন

সন্ত সদৈব হৃদয়েহপি বিলোকয়ন্তি।

তং শ্যামসুন্দর মচিন্ত্যগুণস্বরূপম্ ।

গোবিন্দ মাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

প্রেমের কাজল পরিয়া সাধুগণ ভক্তির চক্ষুতে হৃদয়কমলে সেই
অচিন্ত্য গুণস্বরূপ আদি-পুরুষ গোবিন্দকে দর্শন করেন। আমি
তাহাকেই ভজন করি। এই কথা ব্রহ্মা তাহার ব্রহ্মসংহিতায়
বলিয়াছেন। কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোনো ভক্ত বলেন—

ত্বং মা প্রযাহি যমুনাতটমেব ভদ্রে

কুঞ্জান্তরে লগতি কোহপি ঘনাক্ষকারঃ ।

উড্ডীয় চক্ষুষি ভবত্যয়ি তেন লোকো

লোকদ্বয়াক্ষ দৃগিতি স্ফুটমেব ঘোষে ।

ওগো, তুমি যমুনাতটে বন্দাবনে যাইওনা। সেখানে কুঞ্জান্তরে
ঘোর অন্ধকার আছে। আর সেই অন্ধকার একবার যদি উড়িয়া
আসিয়া চক্ষুতে লাগে তখন ইহলোক পরলোক সবই ভুলিয়া যাইতে
হয়। তাহার চক্ষুতে আর সেই অন্ধকার মূর্ত্তি কৃষ্ণ ভিন্ন কিছু দেখিতে
পায় না।

শ্রীভাগবতের কথা অনুসারে শ্রেষ্ঠ বসুদ্রোণ তাহার পত্নী-ধরার
সহিত মিলিত ভাবে তপস্যা করেন এবং ভগবানকে নিজের পুত্ররূপে
লালনের ভাগ্য বর প্রার্থনা করেন। সেই দ্রোণ ও ধরাই নন্দ ও যশোদা
রূপে আবির্ভূত। অপর দিকে পৃথ্বী ও সূতপা তপস্যা করিয়া
ভগবানকে পুত্ররূপে পাইবার বর প্রার্থনা করেন। ভগবান তাহাদিগকেও
ঐ বর প্রদান করেন। পৃথ্বী ও সূতপা, দেবকী ও বসুদেব। তাই
শ্রীভগবান্ দেবকী বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত। ধরা ও দ্রোণ

ব্রহ্মার সমীপে প্রার্থনা করেন—যদি ভগবানকে পালন করিবার সৌভাগ্য হয়, আমরা মমুষ্য দেহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করিব। ব্রহ্মা আশ্বাস দিয়া বলেন—বৃন্দাবনে লীলাময় ভগবানের লালন ও পালনের সর্ব-প্রকার অধিকার আপনাদের। কেন না আপনারা পূর্ণতম বাৎসল্যের বিগ্রহ। তাই নন্দ ও যশোদার মধ্যেই দ্রোণ ও ধরার আবির্ভাব পূর্বাচার্যগণ নির্ধারণ করিয়াছেন।

যদি কৃষ্ণা ভবেৎ পুত্র আবয়োঃ সুখকারকঃ

তদা ব্রজে গমিষ্যাবো গোপানাং রাজ্যশাসকৌ।

এবমস্থিতি তেনোক্তৌ ধরা দ্রোণৌ বৃহদ্বনে .

জাতৌ নন্দ-যশোদাখ্যৌ কৃষ্ণপুত্রসুখবৃত্তৌ ॥

এদিকে অদिति ও কশ্যপ মহাবিশ্বের কৃপা লাভ করিয়া তাহাকেই পুত্ররূপে পাইবার জন্ম ইচ্ছা করেন। ভগবানও তাহাদিগকে বর প্রদান করেন। তাহারাই পূর্বোক্ত পৃশ্নি ও স্তুতপার সঙ্গে মিলিত হইয়া মথুরা মণ্ডলে দেবকী বনুদেব হন।

ব্রহ্মার প্রার্থনায় শ্রীভগবান এই পিতা মাতার সুখ সম্পাদন ও শ্রীতিবর্ষণের আদর্শ স্থাপনের নিমিত্ত এই পৃথিবীতে দ্বাপর যুগের শেষে আবির্ভূত। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা হরিবংশ হইতে আলোচনা করা যাইতেছে।

গর্ভকালে ঋসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ।

দেবকী চ যশোদা চ স্তুষ্বাবতে সমং তদা ॥

প্রসবকাল সম্পূর্ণ হাওয়ার পূর্বেই অর্থাৎ অষ্টম মাসেই যশোদা ও দেবকী একই সময়ে সন্তান প্রসব করেন। অনেকে মনে করেন নন্দ

গৃহে যশোদা কন্যা প্রসব করেন, আর সেই কন্যার সহিতই বনুদেবের পুত্রের বিনিময় হয়। এ কথা কিন্তু পুরাণ সমর্থন করেন। বরং সেই প্রমাণে ইহাই বুঝা যায় যে, যশোদা এক সময়েই এক পুত্র ও এক কন্যা প্রসব করেন। পুত্র গোপাল আর কন্যা যোগমায়া।

নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমজ্ঞায়ত।

গোপালাখ্য-কুমারশ্চ যোগমায়া চ কন্যকা ॥

বনুদেব যখন কারাগারে আবিস্কৃত বাসুদেবকে কোলে করিয়া যশোদার সূতিকাগৃহে প্রবেশ করেন তখন বাসুদেব নন্দকুমারগোপালের অঙ্গে একরূপ ভাবে প্রবেশ করিল যেমন চকিতে মেঘমালার মধ্যে সৌদামিনী-বিদ্যাৎ সকলের অগোচরে প্রবেশ করে। এই অতর্ক্য মিলনের মুর্ত্তি যশোদা দুলাল শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ইনিই শ্রীশ্রীগোপাল।

সংসার সার সর্বস্ব শ্যামলং মহত্ত্বজ্জলম্।

এতজ্জ্যোতিরহং বন্দ্যং চিন্তয়ামি সনাতনম্ ॥ (১৬)

আমি এই সংসারের সার সর্বস্ব শ্যামল অথচ পরমোজ্জ্বল এই সনাতন জ্যোতির্ময় রূপকেই ধ্যান করি। ইনিই গোপাল।

গৌর তেজো বিনা যন্ত শ্যামভেজঃ সমর্চয়েৎ।

জপেদ্বা ধ্যায়তে বাপি স ভবেৎ পাতকা শিবে ॥ (১৭)

ওগো পার্বতি, গৌর উজ্জ্বল তেজ ভিন্ন শুধু শ্যামল কান্তিকে যে অর্চনা করে জপ করে বা ধ্যান করে তাহার পাপ হয়। গৌরতেজ শ্রীরাধা। শ্রুতি প্রমাণ—

রাধয়া সহিতো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা

যোহনয়ো র্ভেদং পশ্যতি স সংস্রতে মূর্ত্তো ন ভবতি।

আবয়্যো বুদ্ধি ভেদং চ যঃ করোতি নরাধমঃ ।

তস্য বাসঃ কাল সূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ (ত্রঃ বৈব্য)

শিবে, তুমি মঙ্গলময়ী । অতএব ভেদবুদ্ধি তোমার নাই । তোমার আদর্শে মুখ্য জীবও ভেদবুদ্ধি পরিহার পূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধা হইতে অভিন্ন রূপে আরাধনায় প্রেরণা লাভ করিবে ।

স ব্রহ্মহা সুরাপী চ স্বর্ণশ্রেয়ী চ পঞ্চমঃ

এতৈর্দোষৈ বিলিপ্যেত তেজোভেদান্নহেৎসরি ॥ (১৮)

ওগো মহেশ্বর, শ্যামভেজ হইতে যে গৌরভেজকে ভিন্ন ভাবনা করে, যে শ্রীরাধা কৃষ্ণ ভেদবুদ্ধিকরে, সে ব্রহ্মঘাতী সুরাপায়ী স্বর্ণচোর এবং পঞ্চমহাপাতকী ।

তস্মাজ্জ্যোতিরভূদ্ বোধ্য রাধামাধবরূপকম্ ।

তস্মাদিদং মহাদেবি গোপালে নৈব ভাবিতম্ ॥ (১৯)

পরম কারুণিক বাৎসল্যময় শ্রীভগবান কৃপা পূর্বক স্বয়ং দুই প্রকার রূপে ভক্তকে অনুগ্রহ করেন । রাধাতাপিনীতে দেখা যায়—

যেয়ং রাধা বশ্চ কৃষ্ণো রসাক্তি দেহশ্চৈতকঃ

ক্রীড়নার্থং দ্বিধাভূৎ ।

দেহো যথা ছায়য়া শোভমানঃ শূন্য

পঠন্ যাতি তদ্ধাম শুদ্ধম্ ।

শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ রসের সমুদ্র । একদেহ হইয়াও লীলার জন্ত দুই রূপ ধারণ করিয়াছেন, দেহ যেমন ছায়ার সহিত শোভিত । এই কথা শ্রবণ

বা পাঠ করিলে তাহার শুদ্ধ ধামে গতি হয়। সামরহস্ত লক্ষ্মীনারায়ণ
সংবাদে যথা—

অনাছোয়ং পুরুষ এক এবাস্তি তদেবং
রূপং দ্বিধা বিধায় সর্বান্ রসান্
সমাহরতি স্বয়মেব নায়কারূপং
বিধায় সমারাধনতৎপরোহভূৎ ।
তস্মাৎ তাং রাধাং রসিকানন্দাং বেদবিদো বদন্তি ।
তস্মাদানন্দময়োহয়ং লোকে ।

অনাদি পুরুষ এক হইয়াও দুইরূপে সকল রসের সমাহার করেন।
নিজেই নায়িকারূপে আরাধনা পরায়ণা হন, এবং রাধানামে রসিক-
ভক্তগণের আনন্দদায়িনী হন। এই সংসারে এজন্ম ভগবান সর্বভাবে
আনন্দময়। ঋগ্বেদ আশ্বলায়নীয়াখার পরিশিষ্টে—

রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভাজতে জনেশ্বা ।
রাধা সঙ্গে মাধব আর মাধবের সঙ্গে শ্রীরাধা শোভিত হন। পরস্পর
নিত্য সম্বন্ধ, নিত্যলীলা।

শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্য—

ঙ্ং মে প্রাণাধিকা রাধে ঙ্ং চ সশরীরিণী মমার্কাংশরূপা হুম্
ইত্যাদি। আরও ঙ্ং কৃষ্ণার্থাঙ্গ সন্তুতা তুল্যা কৃষ্ণেণ সর্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ
ত্বগ্নয়ো রাধা ঙ্ং রাধা হরিঃ স্বয়ম্॥ নহি বেদেষু মে দৃষ্টো ভেদঃ
কেন নিরূপিতঃ অস্ত্রাংশা ঙ্ং ত্বদংশো বাপ্যয়ং কেন নিরূপ্যতে॥
কে কার অংশ তাহা কেহ নিরূপণ করিতে পারেন না। শ্রীরাধা ও
শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন দুইরূপে কোনো ভেদ স্বীকার করা যায়না। এই সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। রাধা কৃষ্ণময়ী শ্রীকৃষ্ণ রাধাময়। স্কন্দ-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের আত্মারামতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা আছে যথা—

আত্মা তু রাধিকা তস্মা তস্মৈব রমণাদসৌ ।

আত্মারামতয়া চাসৌ প্রোচ্যতে গৃঢ়বেদিভিঃ ॥

স। স এবাস্তি সৈব সঃ !

শ্রীকৃষ্ণের আত্মা রাধা, রাধার সহিত রমণ করেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে দেখা যায়—

রসো যঃ পরমানন্দঃ এক এব দ্বিধা সদা ।

শ্রীরাধা কৃষ্ণরূপাভ্যাং তস্মৈ তস্মৈ নমো নমঃ ॥

শ্রীরাধার আত্মা কৃষ্ণ, কৃষ্ণের আত্মা রাধা। রাধাই কৃষ্ণ আর কৃষ্ণই রাধা।

রাধাকৃষ্ণাত্মিকা নিত্যং কৃষ্ণো রাধাত্মিকা ধ্রুবম্

বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রাধৈবারাধ্যতে ময়া ॥

যঃ কৃষ্ণঃ সাপি রাধা চ যা রাধা কৃষ্ণ এব সঃ ।

এই কথাই ব্রহ্মসংহিতার ভাষায়—

একং জ্যোতির্দ্বিধাভিন্নং রাধামাধব রূপকম্ ।

কোনো স্থলে শ্রীরাধাকে সাধারণ জীব রূপে বর্ণিত দেখিলেও সাধক-গণের ভাবনা সেরূপ নয়, তাহার কারণ—যিনি যেটুকু সন্ধান করিয়াছেন বা পাইয়াছেন, অপার করুণা সাগরিকা শ্রীরাধার বর্ণনা তদনুরূপই করা হইয়াছে। বাস্তব শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের ভেদ অস্বীকার্য।

শাস্ত্রে দেখা যায়, “যজ্ঞ স্বরূপী স্বয়মাস বিষ্ণুঃ” ত্রক্ষা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ” এই সকল শ্রুতিবাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় জীব কোটিকেও কিভাবে ঈশ কোটির অন্তর্গত রূপে শুদ্ধ দৃষ্টিতে বিচার করা হইয়াছে। হরিস্মৃতি অনুসারে প্রসঙ্গটি দেখা যাক।

বাক্যদ্বয়েতু সম্প্রাপ্তে বেদার্থে তত্ত্বকোবিদৈঃ।

কল্পনা তত্র কর্তব্যো যয়াভেদো নিরশ্বতে ॥

যেখানে বিরোধ বাক্য দেখা যায় সেই স্থলে ভেদভাব দূর করিয়া বিচার করা কর্তব্য।

“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ম্”

ভাগবতের এই উক্তির অনুসারেই শ্রীরাধার স্বরূপটি চিস্তনীয়।

আনন্দরূপা রাধায়াঃ শক্তয়ঃ কোটিশো মতাঃ।

তৎকালে কোটিকোট্যাংশা দুর্গাদ্যাশ্চ প্রকীর্তিতাঃ ॥

পরমাংশিনী আনন্দরূপা রাধার কোটি কোটি শক্তি আছেন। তাহাদের মধ্যেই লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। প্রবোধিনী একাদশী প্রসঙ্গে এক চন্দ্রকান্তির উল্লেখ আছে। কেহ কেহ তাহাকে শ্রীরাধার সহিত অভিন্না মনে করেন। এখানেও মনে করিতে হইবে যে গোপ গণের মধ্যেও কৃষ্ণ নামে অল্প বালককে যেমন ‘তোক কৃষ্ণ’ শব্দদ্বারা পৃথক্ বুঝায়, তেমনি চন্দ্রকান্তি বা অপর কাহাকেও উপরাধা, অনুরাধা বা অল্প শব্দাদি সাহায্যে সঙ্কেতিত করা হয়।

শ্রীকৃষ্ণাদিতরো গোপঃ কৃষ্ণনামা যথোচ্যতে।

তথা শ্রীরাধিকাতোহন্যা চন্দ্রকান্তিঃ সনামিকা ॥

প্রোক্তাঃ সাধন সিদ্ধাস্থ রাধানাম্না পরাঃশ্রিয়ঃ ।

উপরাধা তয়া তাসাং খ্যাতিমুখ্যা প্রবৃত্তয়ে ॥

অপর সাধনসিদ্ধা গোপীকে উপরাধা নামে পরিচিত করা হইয়াছে ।
অপর গোপের সহিত বিবাহাদি ব্যাপারেও যোগমায়া'র নিজ শক্তিতে
প্রকটিত অন্য গোপীদেহেই রাধারূপের আন্তি সৃষ্টি প্রভৃতি সিদ্ধাস্ত
রহস্য অনুসন্ধান ।

দুর্বাসসৌমুনেষৌহে কার্তিক্যাং রাসমণ্ডলে ।

ততঃ পৃষ্ঠবতী রাধা সন্দেহং ভেদমাত্মনঃ ॥ (২০)

নিরঞ্জনং সমুৎপন্নং ময়াদীতং জগদ্রয়ি ।

শ্রীকৃষ্ণেন ততঃ প্রোক্তং রাধায়ৈ নারদায় চ ॥ (২১)

ততো নারদতঃ সর্বৈ বিরলা বৈষ্ণবা জনাঃ ।

কলৌ জানন্তি দেবেশি গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥ (২২)

শঠায় কুপণায়াদি দাস্তিকায় সুরেশ্বরি ।

ব্রহ্মহত্যা মবাপ্নোতি ভস্মাদ্যত্নেন গোপয়েৎ ॥ (২৩)

কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমায় শ্রীরাসমণ্ডলে দুর্বাসা মুনির মোহ ভঙ্গ
করিবার অভিলাষে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে এক প্রশ্ন করেন । তাহার
উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ রহস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সকল কথা প্রকাশ করেন । দুর্বাসার
মোহ হওয়ার কারণ এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়া
রাসমণ্ডলে বহুঃগোপীর সঙ্গে রমণ করেন ; তবে তাহার ভগবদ্বার
পরিচয় কি ?

দুর্বাসা ছিলেন সংঘম পরায়ণ সর্বভ্যাগী নিরাহারী ত্রতনিষ্ঠ মহাতেজা
মুনি । কার্তিক মাসে রাসমণ্ডলে গোপীনাথ ক্রীড়া করিবার পর কোনো

গোপী তাহাদের ব্রত সিদ্ধির জন্ত আত্মত্যাগী ব্রাহ্মণের হাতে ভোজ্য সমর্পণের জন্ত শ্রীকৃষ্ণকে এরূপ ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য দিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—যমুনার অপর তীরে দুর্বাসা মুনি আছেন। তাকে তোমরা ভোজন করাও। তবেই ব্রত পূর্ণ হইবে। গোপীরা বলিলেন—যমুনার ওপারে যাইব কি করিয়া নৌকা যে নাই। কৃষ্ণ বলেন—যমুনা পারে যাইতে যাইতে শুধু বলিবে ‘শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচারী এই সত্য আমরা জানি, অতএব এই সর্তে যমুনা আমাদের পরপারে নিয়া যাও’। গোপীগণ শ্রীরাধাকে সঙ্গে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বাক্য অনুসারে যমুনার সমীপে প্রার্থনা করিলে তাহারা সকলেই যমুনা পার হইয়া দুর্বাসার আশ্রমে উপনীত হইলেন। তাহারা বহু দ্রব্য প্রদান করিয়া দুর্বাসার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। তাহারা মুনিকে বলিলেন—এপারে আসিবার সময় “শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ড ব্রহ্মচারী” এই মন্ত্র বলিয়া যমুনা পার হইলাম। দুর্বাসার কৃষ্ণ সন্মুখে গোপী সন্মুখে যে মোহ হইয়াছিল, উহা দূর হইয়া গেল। তিনি বলিলেন—এখন যমুনা পারের জন্ত মন্ত্র বলিয়া যাও। ‘দুর্বাসা মুনি যদি সত্যই অনাহারী ব্রতচারী তবে যমুনা আমাদের পর কর’। তখন গোপীগণ বিন্মিত হইয়া মুনিকে জিজ্ঞাসা করেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সঙ্গে বিহার করিয়া কিরূপে অখণ্ড ব্রহ্মচারী হইলেন আর আপনিই বা আমাদের দেওয়া নানা সামগ্রী ভোজন করিয়াও কিরূপে নিরাহারী ব্রতচারী হইলেন, তাহা তো বুঝিতে পারিলাম না। তখন দুর্বাসা গোপীদিগকে শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব এবং গোপীসহ তাহার অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করেন।

শংকর বলেন—ওগো জগন্ময়ি শিবে, নিরঞ্জন শঙ্কর এই স্তোত্র

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে উপদেশ করেন। আমি উহা গ্রহণ করিয়াছি এবং নারদকে উপদেশ করিয়াছি।

অনন্তর দেবর্ষি নারদের নিকট হইতে সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব এই উপদেশ লাভ করেন। হে দেবেশি, কলিযুগে তাহারাই মাত্র এই মন্ত্রাবলী পরিজ্ঞাত আছেন। অতএব ইহা যত্নপূর্বক সাধারণের নিকট হইতে গোপনেই রাখিবে।

শঠ, পরবঞ্চক, কুপণ, দাস্তিক প্রভৃতির ইহাতে অধিকার নাই। তাহাদের উপদেশে অত্যন্ত দোষ উপস্থিত হয়, অতএব গোপনীয়।

আত্মানং ধর্মকৃত্যঞ্চ

পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্।

দেবতাতিথি ভূত্যাংশ্চ

স কদর্ঘ্য ইতি স্মৃতঃ ॥

কদর্ঘকে উপদেশ করিবে না।

অস্য শ্রীগোপালসহস্রনাম-স্তোত্রমন্ত্রস্য

শ্রীনারদ ঋষিঃ অনুরূপ্, ছন্দঃ শ্রীগোপালো

দেবতা কামো বীজম্, মাতা শক্তিঃ চন্দ্রঃ

কীলকম্, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তিজন্ম কলপ্রাপ্তয়ে

শ্রীগোপালসহস্রনাম পাঠে বিনিয়োগঃ ॥ (২৪)

প্রতিটি মন্ত্রে ঋত্বাদি স্মরণ করিয়া উহা জপের বিধান গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত উপায়। এই মন্ত্র স্তোত্র মন্ত্র। মন্ত্রাকর ও স্বরূপ বিচারে নানারূপ মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। একাকর, দ্ব্যাকর, ত্র্যাকর, দ্বাদশাকর প্রভৃতি অক্ষর অনুসারে মন্ত্রের নাম। আবার মহিমা অনুসারেও নাম

অথ ধ্যানম্—

কুঙ্কুমলীবর কান্তিমিশ্র বদনং বহুবতঃসংক্রিয়ং
শ্রীবৎসাক মুদার কৌন্তভধরং শীতান্বরং সুন্দরম্ ।
গোপীনাং নমোৎপলার্চিতভক্ত্যং গোগোপ-সংঘাতং
গোবিন্দং কলবেণু-বাদনপরং দিব্যাজভুষং ভজে ॥

অথ শব্দ ঔকারেরই গ্রায় মঞ্জলবাচক শব্দ । এই ধ্যানে পরম মঞ্জল হয় । পাপের পাহাড়ও এই ধ্যানে দূর হয় এবং শ্রদ্ধা-ভক্তির আবির্ভাব হয় । পাপ-বিক্ত হৃদয় পবিত্র হয়—শুদ্ধ হয় ।

যদি—শৈলসমং পাপং বিস্তীর্ণং যোজনান্ বহুন্ ।

ভিচ্ছতে ধ্যান যোগেন নাথোভেদঃ কদাচন ॥

সর্বপাপ প্রসন্তোহপি ধ্যায়ম্মিমিষমচ্যুতম্ ।

পুনঃ স পূতো ভবতি পংক্তিপাবন এবচ ॥

কোটচন্দ্র স্নানকারী শ্রীগোবিন্দের মুখচন্দ্র । জগতের আহ্লাদক ও হৃদয়ের অন্ধকার নাশক । ময়ূরমুকুট তাঁহার প্রিয়ের প্রতি আদর প্রদর্শন ।

রাধাপ্রিয়ময়ূরস্ত যত্র রাধেক্ষণপ্রভং ।

বিভর্ত্তি শিরসা কৃষ্ণস্তস্ত চূড়ামণিং যতঃ ॥

*

*

গ্রাহকো যস্ত নো কশ্চিন্তস্তাহং গ্রাহকঃ স্থিতঃ ।

ময়ূর ত্যক্ত বহুংগাং ধারণাদিতি সুচিতম্ ॥

কৃষ্ণধামল বলেন, শ্রীরাধার প্রিয় ময়ূর । ময়ূরের পাখায় শ্রীরাধার চকুর মত চিহ্ন । উহা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় তাই শিরে ধারণ করেন ।

অথবা বাহার কেহ গ্রাহক নাই আমিই তাহার গ্রাহক, ইহাই বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অতি তুচ্ছ ভূপতিত ময়ূরপুচ্ছকে শিরোদেশে উচ্চস্থানে স্থাপন করেন। শ্রীহরিবংশে শ্রীবৎসচিহ্ন ভগবান্ হৃদয়ে ধারণ করেন তাহার বর্ণনা আছে যথা—স চাত্তোরসি বিস্তীর্ণে রোমাচোদগম—রাজ্জিমান্। শ্রীবৎসো রাজতে শ্রীমান্ স্তনদ্বয়মুখাঙ্কিতঃ।

এই শুভ্র রোমাবলীর আবর্ত ভক্তগণের প্রতি সর্বপ্রকার কৃপা বর্ষণের উদারতার পরিচয় দেয়।

কণ্ঠে কোস্তভমণি দিব্য অলঙ্কার প্রকাশক। পীতাম্বর প্রীতির ছোটক, উত্তরীয় বস্ত্র ধনুকের আকারে এবং কর্ণে পুষ্পাদি, কাম দেবেরও মনোহারী রূপ।

পীতাম্বরধনুঃ পৌষ্পং বাণমাকর্ণ সঙ্কিতম্।

লোকান্ বিজয়তে কৃষ্ণো মন্থথস্ত্যাপি মন্থথঃ ॥

শৃঙ্গার রসের বিগ্রহ পুষ্পধনু ধারণ পূর্বক ত্রিভুবন বিজয়ী মন্থথেরও মন্থথ।

চড়ি গোপী মনোরথে মন্থথের মনমথে

নাম ধরে মদন মোহন।

তঁাহার প্রতিটি অঙ্গ নেত্রকমল দ্বারা অর্চনা করেন গোপীগণ। এই একাগ্রতা অন্য কাহারও সম্ভব নয়। সকল ব্রজবাসীকে গোবিন্দ আপন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, আর ইহাতেই তঁাহার পরমানন্দ স্বরূপের প্রকাশ। এই রূপই মন্ত্র সাধকের চিরদিন ধ্যানের বস্তু।

গোবিন্দের বেণুর ভাষাটিকে বুঝা ভারী কঠিন। আপন আপন ভাবে তার তাৎপর্য আবিষ্কৃত হয়। বিভিন্ন রক্রে বিচিত্র স্বর।

বেণুগুর্জতি মাধুর্যং মুকুন্দ বদনাশ্রিতঃ ।

কুব্জস্ত মা ভয়ং লোকা অধমোঙ্কারকো হরিঃ ॥

মুকুন্দের মুখাশ্রিত বেণু তারস্বরে ঘোষণা করে কেহ ভীত হইও না । অধমের উদ্ধারক শ্রীহরি বৃন্দাবনে আবির্ভূত হইয়াছেন ।

বেণুর কলধ্বনি গভীরাথের সূচক । অস্ফুট মধুর ধ্বনিকে বলে “কল” । জলের কল্লোলে কলধ্বনি, কলকণ্ঠের কাকলীতে কলতান । সবকিছু কলন বা সংগ্রহে এই কলধাতুর প্রয়োগ করেন ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত । কামনার পরিপূরণে কামবীজের মধ্যেও সেই কলধ্বনি রহিয়াছে । ব্রহ্মবাদীগণ প্রণবের তাৎপর্যও এই কামবীজের মধ্যেই দর্শন করিয়া থাকেন ।

ব্রীমোঙ্কারয়োরৈক্যং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।

মথুরায়্যাং বিশেষণে জপন্মোক্ষমবাগ্নুয়াৎ ॥

কামবীজের অর্থনিরূপণে উহাতে পুরুষ-প্রকৃতির মিলনানন্দ সংসূচিত হইয়াছে ।

ককারঃ পুরুষঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ

লশ্চানন্দাঙ্ককং প্রেমস্বথং চ পরিকীর্তিতম্

ঙ্কারঃ প্রকৃতী রাধা নিত্য্য বৃন্দাবনেশ্বরী

চুস্বনাঙ্গেষ মাধুর্য বিন্দুনা চ সমন্বিতম্ ॥

এই তাৎপর্য অনুসারে একটি বীজের মধ্যে যেমন স্তব্ধহং বট বৃক্ষের সর্বাঙ্গীন বিস্তার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, সেইরূপ এক ক্ষুদ্র কামবীজের মধ্যেই এই বিশ্ব ও বিশ্বাভীতের অনন্ত আনন্দ লীলার মহামাধুর্য আন্বাদনের বিষয় হয় ।

পূর্বোক্ত ধ্যান শ্লোকে লক্ষ্য করিবার বিষয় সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে
(১) ছেকোক্তি (২) পাদাখ্য মুদ্রা ও (৩) কৌশিকী রীতি।

যাহাতে নিজের রূপলাবণ্যের বিশেষ বশিত্ব বর্ণনা থাকে তাহার
নাম ছেকোক্তি, যে পদে বিশেষভাবে অভিপ্রায় সিদ্ধি—তাহাতে
পাদাখ্য মুদ্রা আর যে পদে করুণা শৃঙ্গার হাস্য রসের সরল বর্ণনা উহা
কৌশিকী রীতির কাব্য।

শ্রীনাম মহিমা প্রকাশে বিশেষ করুণাময় পঞ্চানন শঙ্কর পার্বতীর
সমীপে এই গোপালসহস্রনামের আরম্ভে বলেন—দেবি নামের
প্রতিটি শব্দকে চিন্ময় ভগবৎস্বরূপ বলিয়া ধারণা করিও।

স ত্রক্ষা স শিবঃ সেন্দ্রঃ” “ত্রক্ষা চ নারায়ণঃ, শিবশ্চ নারায়ণঃ”
“এতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” প্রভৃতি অতিবাচ্য ভুলিয়া যাইও না।

জ্যোতীংষি শুক্লানি চ যানি লোকে

সর্বে লোকা লোকপালান্ধরী চ।

ত্রয়াগ্নয়শ্চাহুতয়শ্চ সর্বে

সর্বে দেবা দেবকী পুত্র এব ॥

জ্যোতীংষি-বিষ্ণুর্ভুবনানিবিষ্ণু

বিষ্ণুর্বনানি বিষ্ণুর্গিরয়ো দিশশ্চ।

নদ্যঃসমুদ্রাশ্চ স এব সর্বং যদন্তি

নাস্তীতি চ বিপ্রবর্যঃ ॥

এই সংসারে যত জ্যোতির্মণ্ডল, স্বচ্ছতা, দেবতা, লোক, লোকপাল,
অগ্নি, যজ্ঞ ও আহুতি সকলই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। বন পর্বত
দিক্‌সমূহ নদনদী সমুদ্র সকলই যাহা আছে বা নাই বলিয়া প্রতীতি হয়,
বিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সকলই বিষ্ণুময়। বিষ্ণু ভিন্ন

আর কিছু নাই, কেহ নাই। পরা, পশুশ্রী, মধ্যমা ও বৈখরী, বাণীর এই চারিপ্রকার অভিব্যক্তির মধ্যে শ্রীনাম পরিব্যাপ্ত। ভাগবতে দেখা যায়—

সাংকেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব চ

বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণশেষাঘরং বিদুঃ ॥

সংকেত করিয়া বা পরিহাস করিয়া শ্রদ্ধায় বা হেলায় যেমন করিয়াই ভগবানের নাম করা হউক, উহা সকল পাপ বিদূরিত করে। যে কোনো নামই ভগবানের সম্বোধন হইলে উহা পাপ হরণ করে, কেন না ভগবান্ অন্তর্যামী। তথাপি শাস্ত্র বর্ণিত মহতের মুখে সমুচ্চারিত নাম গ্রহণ করিবারই বিধান রহিয়াছে।

ওঁ ক্লীং দেবঃ কামদেবঃ কামবীজ (দেব) শিরোমণিঃ

শ্রীগোপালো মহীপালঃ সর্ববেদান্তপারগঃ ।

কৃষ্ণঃ কমলপত্রাক্ষঃ পুণ্ডরীকঃ সনাতনঃ ॥

শ্রীশব্দ মঙ্গলবাচক। শ্রীরূপা মঙ্গলসম্পৎকে যিনি লাভ করিয়াছেন অথবা শ্রীলক্ষ্মী এই সম্পদে যিনি নাম সাধককে পালন করেন তিনি, শ্রীগোপাল। গো শব্দের নানা অর্থ—গাভী, বাণী, পৃথিবী, তেজ-পুঞ্জ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পৃথক্ অর্থ যোগে গোপাল কথাটির অনেক তাৎপর্য লাভ হয়।

শ্রীকৃন্দাবনে শ্রীগোপাল পরমারাধ্য। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর সমীপে স্বপ্নাদেশ প্রদান করিয়া শ্রীগোপালদেব গোবর্দ্ধনে প্রকটিত হন। গোপালের প্রতিষ্ঠায় ব্রজবাসীর পরমানন্দ। মাধবেন্দ্র গোপালের আদেশ পাইলেন, দীর্ঘকাল বনের মধ্যে যুক্তিকা তলে অবস্থান হেতু গোপালের শ্রীবিগ্রহের তাপ নিবারণের জন্ত চন্দন

লেপন করিতে হইবে। সার চন্দন সংগ্রহে পরমোন্মাদভরে মাধবেন্দ্র দক্ষিণ-দেশস্থিত মলয় পর্বতের সার চন্দন আনয়নে স্তূদূর বৃন্দাবন হইতে রওনা হইলেন। পথে চলিতে চলিতে রেমুনা তীর্থে আসিয়া উপস্থিত। সেখানে শ্রীগোপীনাথ প্রতিষ্ঠিত। সন্ধ্যারতির পর গোপীনাথের কীরভোগ হয়। মাধবেন্দ্র ভোগ দর্শন করেন। তাহার আকাঙ্ক্ষা হয়, যদি জানিতে পারিতাম এই কীরের স্বাদ আমিও শ্রীগোপালের সেবায় অনুরূপভাবে কীরভোগ দিতাম। অন্তর্যামী গোপীনাথ ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। পূজারী আসিয়া ডাকিয়া বলেন, কাহার নাম শ্রীমাধবেন্দ্র। সাধু পূজারীর হাত হইতে কীর প্রসাদ গ্রহণ করেন। খোঁজ লইয়া জানিলেন সত্যই ভোগের পাত্রগুলি হইতে একখানা কীরের পাত্র গোপীনাথ নিজের বস্ত্রাবরণে রাখিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরের পূজারীও তাহা পূর্বে বুঝিতে পারেন নাই। দ্বিপ্রহর রাত্রে গোপীনাথ পূজারীকে নিদ্রা হইতে উথিত হইয়া সেই কীর মাধবেন্দ্রকে প্রদান করিবার জন্ত স্বপ্নদেশে 'দিলেন। গোপীনাথ ভক্তের জন্ত কীর চুরি করিয়াছেন। লোক জানাজানি হইলে বহু লোকের সমীপে মাধবেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে। তাই 'প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যান পলাইয়া'। মাধবেন্দ্র দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় আবার পরম কৃপালু গোপীনাথের দর্শনে রেমুনায়ে আগমন করেন। এ সময় শ্রীগোপাল তাহাকে স্বপ্নদেশে করেন—মাধবেন্দ্র, তুমি বহু কষ্ট করিয়া যে চন্দন ও কর্পূর সংগ্রহ করিয়াছ উহা বহন করিয়া আর গোবর্ধনে আসিতে হইবে না। গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ আর আমার বিগ্রহ পৃথক নয়। তুমি চন্দন কর্পূর দ্বারা গোপীনাথের বিগ্রহ সেবা কর, তবেই আমার পরমা তৃপ্তি লাভ হইবে। শ্রীগোপীনাথের

সেবার মাধ্যমে শ্রীগোপালের সন্তোষ বিধান করিয়া মাধবেন্দ্র-পুরী
গোস্বামী কীরচোরা গোপীনাথ ক্ষেত্রেই দেহ সংরক্ষা করেন। এই
প্রসঙ্গে ইহাও চিরন্তন স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে যে, বাংলার ভূমিকে
তাঁহার চরণ অলঙ্কৃত করিয়াছিল, আর তাহারই ফলে ভবিষ্যৎকালের
বৈষ্ণব সমাজ পাইয়াছিল শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীমদীশ্বর পুরী গোস্বামী ও
শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে সেই প্রসিদ্ধ শ্রীগোপাল প্রেমী মাধবেন্দ্র পুরী
গোস্বামীর প্রেম প্রতিভু শিষ্যস্বরূপে। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু স্বমুখে
মাধবেন্দ্রের পবিত্র চরিত্র বর্ণনা করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ দান করেন।

নিত্যানন্দ বোলে যত তীর্থ করিলাম।

সম্যক তাহার ফল আজি পাইলাম :

নয়নে দেখিলুঁ মাধবেন্দ্রের চরণ।

এ প্রেম দেখিয়া ধন্য হইল জীবন ॥

মাধবেন্দ্র বোলে প্রেম না দেখিলুঁ কোথা।

সেই মোর সর্ব তীর্থ হেন প্রেম যথা ॥

জানিলু কৃষ্ণের কৃপা আছে মোর প্রতি।

নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলুঁ সংহতি।

যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়।

সেই স্থান সর্ব তীর্থ বৈকুণ্ঠাদি ময় ॥

চৈঃ ভাঃ আঃ ৬

শ্রীগোপাল বলিলে শ্রীরাধা সহ গোপালকেই ধ্যান করিবে।

যশ্চ রাধাং বিনা তং ধ্যায়তি প্রবদতি।

প্রপঠতি স মূঢ়তমোক্তমঃ। (গো তাঃ)

আদৌ রাধাং সমুচ্চার্য পশ্চাৎকৃষ্ণং বদেদবুধঃ।

মহীপাল—পাণ্ডবাদি মহীপ রাজাগণের যিনি পালক অথবা সমগ্র
মহী—পৃথিবীর পালন কর্তা।

সর্ববেদাঙ্গপারগঃ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতীষ
এই ষড়ঙ্গ বেদ সম্বন্ধে যিনি পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন। সান্দীপনী মুনির অবন্তী
নগরস্থিত গৃহ বিছালায়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব বিছাশিক্ষার নিমিত্ত উপনীত
হইলে প্রতিদিন এক একটি বিছায় পারদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া
আচার্যের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ কথার কত
অর্থ আছে বলিয়া শেষ হয় না। তিনি যে ভক্তের মন আকর্ষণ করেন
এই কথাই প্রধান ভাবে অনুধ্যান করি।

অপহরতি মনোমে কোহপায়ং কৃষ্ণচোরঃ

প্রণত ছুরিতচোরঃ পূতনা প্রাণচোরঃ।

বসন-বলয়-চোরো বাল গোপাঙ্গনানাং

নয়ন-হৃদয়-চোরঃ পশুতাং সজ্জনানাম্ ॥

এই অনির্বচনীয় শক্তি ধারক কৃষ্ণ আমার মনকে হরণ করিতেছে।
ইনি প্রণামকারীর পাপচুরি করেন, পূতনার প্রাণ, তরুণী ব্রজাঙ্গনার
বসন ও বলয়, দৃষ্টি নিক্ষেপকারী দর্শকসামুদ্রগণের নয়ন ও হৃদয় চুরি
করেন। ব্রহ্মবৈবর্তে “পরিপূর্ণভমং ব্রহ্ম তেন কৃষ্ণ ইতি স্মৃতঃ।”
কমলপত্রাক্ষ, কমলদলের স্থায় রক্তিমাভ কৃপায় অরুণ বর্ণ বিস্তৃত নয়ন।

পুণ্ডরীক, পদ্মশোভাময়, সর্ববালকের ভূষণ স্বরূপ, সনাতন, চিরন্তন
নিত্য স্বরূপ।

গোপতি ভূপতিঃ শান্তা গ্রহর্তা বিশ্বতোমুখঃ।

আদিকর্তা মহাকর্তা মহাকালঃ প্রভাপবান্ ॥২৭

গাভীর মালিক, বেদের প্রতিপাত্ত বজ্র পুরুষ। ভূপতি—বরাহ

অবতারে ধরণী উদ্ধার প্রসঙ্গে ভাগবতে, সংস্থাপয়ৈনাং জগতাং সতস্বয়াং
লোকায় পত্নীমসি মাতরং পিতা ।

শাস্তা—মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং জন্ম, গুণ, কর্ম সম্বন্ধে
উপদেশাদি দ্বারা লোকশাসক ।

প্রহর্তা—প্রীতি প্রদত্ত তুলসী পত্রাদির স্বীকার কর্তা ।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্লামি প্রযতাত্মনঃ ॥

বিশ্বতোমুখ—সকল দেবতার মধ্যে যিনি মুখ্য বা প্রধান উপাস্ত
অথবা সকল দেবতার মুখ স্বরূপ । সর্বদিকেই বাহার মুখ এই তাৎপর্যও
বর্ণিত হয় ।

আদিকর্তা—ব্রহ্মারও হৃদয়ে বিশ্ব সৃষ্টির প্রেরণা দায়ক । যো
ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বম্ ।

যথোর্গনাভিঃ সৃজতে গৃহতে চ যথা

পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি

যথা সতঃ পুরুষাং কেশ লোমানি

তথাকরাং সংভবতীহ বিশ্বম্ ॥

মহাকর্তা—য আত্মদো বলদো যস্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্ত
দেবা য হবিষা বিধেম তস্মাদুচ্যতে মৃত্যু মৃত্যুঃ ।

তিনি আত্মদান করেন, বলদান করেন, তাহাকে বিশ্বের সকলে
উপাসনা করে, সমস্ত দেবতা বাহার উপাসক, আমরা তাহাকেই আহুতি
দিতেছি । তাহাকে মৃত্যু মহাকর্তা বলিয়া জানিবে ।

প্রতাপবান—বাহার আজ্ঞা কেহ লঙ্ঘন করিতে পারেনা । যযা-

চিতস্ত্যাং গুণকর্মদামভিঃ স্তুত্বস্তরৈর্বৎস বয়ং স্তুষোজিতাঃ । সর্বে
বহামো বলিমীশ্বরায় প্রোতনসীব দ্বিপদে চতুষ্পদঃ ॥”

মানুষ যেরূপ পশুর নাকে দড়িদিয়া বাঁধিয়া ইচ্ছামত চালিত
করে, সেইভাবে আমরা সকলে তাহার বাণীরূপ সূত্রে নিজ নিজ গুণ
কর্ম ভোরে আবদ্ধ হইয়া তাহারই নিমিত্ত পূজোপহার সংগ্রহ করি।

জগজ্জীবো জগদ্ধাতা জগদ্ভর্তা জগদ্ববুঃ ॥

মৎস্তো ভীমঃ কুহুভর্তা হর্তা বরাহমূর্তিমান্ ॥ ২৮ ॥

জগজ্জীব—বিশ্বের চৈতন্য দাতা “যেন জাতানি জীবন্তি।” প্রাণ
বা অপান বায়ু নয়, যাকে নির্ভর করে সকল বায়ু, তিনি জগজ্জীব।
ন প্রাণে নাপানেন মর্ত্যো জীবতি কশ্চন। ইতরেণ তু জীবন্তি
যস্মিন্নতা উপাশ্রিতাঃ ।

জগদ্ধাতা—জগতের ধারণ করিবার জন্য যুগে যুগে যিনি অবতার
মূর্তি ধারণ করেন। “ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।”

জগদ্ভর্তা—সকলের ভরণ-পোষণ করিয়া যিনি জগতের ভর্তা পিতা
সর্বেষাং বৃত্তিদঃ পিতা হইয়াছেন।

জগদ্ববু—যজ্ঞই ধন যজ্ঞোবৈ ববুঃ এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে বৃষ্টি-
দ্বারা পৃথিবীর ধনবৃদ্ধি করেন যজ্ঞমূর্তি ভগবান্ ।

মৎস্ত—আজ অবতার বেদ উদ্ধারক তিনি, নিজ চরণে এই চিহ্ন
ধারণ করেন। বামচরণে মৎস্ত চিহ্ন ভক্তের স্মরণীয়। ভীমঃ—ভয়ঙ্কর-
যাহার ভয়ে বাতাস চলে, সূর্য জ্বলে, অগ্নিতেজ ধারণ করে, চন্দ্র জ্যোৎস্না
দেয়, মৃত্যু ছুটিয়া যায়।

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্যঃ ।

ভীষাস্মাদগ্নি শচন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥

কুহুভর্তা—অমাবস্যাতে সন্তানের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের যিনি সহায়ক। অমাবস্যায় পিতৃলোকে চন্দ্রালোক পড়ে না। ইহাতে অন্নের হানি হয়। তখন অগ্নিই দেবতাদের অন্ন পৌঁছাইয়া দেয়। অগ্নিদেবানামমদঃ। এই নিয়মে ভগবান সন্তানের কৃত শ্রাদ্ধাঙ্গ অগ্নিদৃতে দ্বারা পিতৃগণের সমীপে পৌঁছাইয়া দেন।

হর্তা—ভক্তের দুর্গতি হরণ করেন। কোন্স্তুয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্ৰুতি ॥ হে অর্জুন, আমার ভক্তের বিনাশ নাই, এই মহাসত্য তুমি ঢাক বাজাইয়া প্রচার কর।

বরাহমূর্তিমান—হিরণ্যাক্ষদানবকে বধের নিমিত্ত ভগবান যজ্ঞবরাহ মূর্তি ধারণ করেন। প্রথমে ব্রহ্মার নাসিকা হইতে ক্ষুদ্র মশকের মত বহির্গত হইয়া ক্রমে মেঘখণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সমুদ্রের তলায় হিরণ্যাক্ষকে আক্রমণ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর তাহাকে পদাঘাতে নিহত করেন। মাতা যশোমতী শ্রীগোপালের কণ্ঠে বরাহমূর্তি মাদুলীর মত ধারণ করাইয়াছিলেন, বিদ্র প্রশমনের জন্য সেই বরাহমূর্তি দ্বারা শোভায়মান কৃষ্ণ।

নারায়ণো জ্ববীকেশ গোবিন্দো গরুড়ধ্বজঃ।

গোকুলেন্দ্রো মহাচন্দ্রঃ শবরীপ্রিয়কারকঃ ॥২০

নারায়ণ—যিনি সকল জীবের পরমাশ্রয় তিনি জলেই আবাসস্থান করিয়া আছেন।

আপোনারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ

অয়নং তন্তুতাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

জ্ববীকেশ—চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ যাহার কেশ বা দীপ্তি।

সূর্য্যচন্দ্রমসোঃ শশদংশুভিঃ কেশ সংজিতৈঃ ।

বোধয়ন্ স্বাপয়ন্শ্চৈব জগদুত্তীর্ণতে পৃথক্ ॥

বোধনাৎ স্বাপনান্শ্চৈব জগতো হর্ষণং ভবেৎ

অগ্নীষোম কৃতৈরেবং কর্মভিঃ পাণ্ডুনন্দন ।

হৃষীকেশো মহেশানো বরদো লোকভাবনঃ ॥

গোবিন্দঃ—গৌরেষা তু যতো বাণী তাং চ বেদ যতো ভবান্ !
গোবিন্দস্ত ততো দেবো মুনিভিঃ কথ্যতে ভবান্ । বাণীকেই গো বলে
সেই বাণী বেদ স্বরূপ আপনাকে গোবিন্দ বলা হয় ।

গরুড়ধ্বজ—নিজভক্ত বাহনকে যিনি উচ্চ স্থান দিয়া ধ্বজায় স্থাপন
করিয়াছেন । গোকুলেন্দ্র—গোকুলের সকল ঐশ্বর্য প্রাপক । মহাচন্দ্র—
চন্দ্রেরও চন্দ্র যিনি, অথবা এই মহীতে অবতীর্ণ চন্দ্র ।

সৃষ্ণ্যপি ভবেৎসূর্য্যো বায়োর্য্যুর্বিধো বিধুঃ ।

শর্বরী প্রিয়কারকঃ—বিষ্ণুর নাম শর্বরী । বিষ্ণাবধূজীবন। পরাবিষ্ণুর
প্রিয় কারক ।

কমলা মুখলোলাক্ষঃ পুণ্ডরীকঃ শুভাবহঃ ।

দুর্বাঙ্গা কপিলো ভোমঃ সিদ্ধসাগর সঙ্গমঃ ॥ ৩০

কমলানামক সখীর প্রতি দর্শনে চঞ্চল নয়ন অথবা কমলা শ্রীলক্ষ্মী ।
পুণ্ডরীক—শ্বেত কমলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট । শুভাবহ জীবগণের
মঙ্গলদাতা । দুর্বাঙ্গা অধর্মবিনাশ কারী আত্মারাম ।

কপিল তত্ত্বজ্ঞান উপদেষ্টা ।

ভোমঃ সকল ভুবনে প্রসিদ্ধ । প্রতিমারূপে পৃথিবীতে পূজিত ।

সিদ্ধ সাগর সঙ্গম—সমুদ্র কর্তৃক স্তুত ।

দুর্বাঙ্গা কপিল ভোম প্রভৃতি নামও শ্রীগোপালেরই ইহা কি করিয়া

সম্ভব হয়, এরূপ আশঙ্কা করিলে উত্তরে বলিতে হয়—শ্রীনামের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে তাহার বৃত্তি কতদূর যায় তাহা বিচার করা প্রয়োজন। শব্দের দুই প্রধান বৃত্তি। এক যুক্ত-প্রগ্রহা আর মুক্ত-প্রগ্রহা। দুর্বাসা প্রভৃতি শব্দের মুক্ত-প্রগ্রহা বৃত্তিতে শ্রীগোপাল পর্যন্ত পৌঁছায়। কেননা গোপাল সর্ব কারণের কারণ অতএব সকল নাম, সকল রূপের পরম আশ্রয় গোপাল।

গোবিন্দো গোপতি গোত্রং কালিন্দী প্রেম পুরকঃ।

গোশ্বামী গোকুলেন্দ্রো গো গোবর্ধন বরপ্রদঃ ॥ ৩১ ॥

গোবিন্দ, সকল বেদ প্রতিপাদ্য গো শব্দে বেদ। গোপতি, বেদসংরক্ষক। গোত্র—সকলবেদশাখা বিস্তার পূর্বক গোত্র ও প্রবরের প্রবর্তক, কালিন্দী নামে দ্বারকা মহিবীর প্রীতিবর্ধনকারী, বৃন্দাবন বিহারে যমুনার হর্ষবর্ধন কারী।

নতুল্লভা তদুপধায় মুকুন্দগীত-

মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।

আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে

গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥

মুকুন্দের বেগুধনি শ্রবণে যমুনার হৃদয়ে আবর্ত লক্ষণ কামনা-ভঙ্গ-বেগ প্রকাশ। তরঙ্গসমূহ বাহুর মত প্রসারিত করিয়া যমুনা বিকশিত কমল উপহার বহন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। গোশ্বামী—গোপালক বেদস্বরূপ জ্ঞান বুদ্ধির প্রকাশক। আত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুকুর্বে শরণমহং প্রপত্তে। গোকুলেন্দ্র যেনুসমূহের মধ্যে ইন্দ্র। ইন্দ্রং নস্তাভিষেক্যামো ব্রহ্মণা চোদিতা বয়ম্। স্মরতি গোবিন্দ কুণ্ডে

গোবিন্দাভিষেক সময়ে এই কথা বলেন—ব্রহ্মাকর্তৃক প্রেরিত আমরা আপনাকে ধেনুগণের ইন্দ্ররূপে অভিষেক করি ।

নন্দাদি গোকুল ত্রাতা দাতা দারিদ্র্যভঞ্জনঃ ।

সর্বমঙ্গলদাতাচ সর্বকামপ্রদায়কঃ ॥ ৩২

নন্দাদি গোকুলের ত্রাণকর্তারূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের রক্ষা করেন । বিষজল কালীদহে মৃত প্রায় বন্ধুগণের কৃষ্ণপ্রাণ সঞ্চার করেন ।

বিষাস্ত স্তদুপস্পৃশ্য দৈবোপহত চেতসঃ ।

নিপেতুর্ব্যসবঃ সর্বে সলিলাস্তে কুরুদ্বহ ॥

বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ

ঈক্ষণামৃত বর্ষিণ্যা স্বনাতান্ সমজীবয়ৎ ॥

দাতা তাহার মত আর নাই তাহাকে স্মরণ করিলেও অতিপামণ্ডকেও তিনি আত্মদান করেন । বদান্তঃ কো ভবেদন্ত ঈদৃশো জগদীশ্বরঃ । স্বপাদং স্মরতাং যো বৈ স্বাত্মানমপি চার্পয়েৎ ॥

দারিদ্র্যভঞ্জন—সুদামাবিপ্র অতিঅল্প উপহার নিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন । শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে সর্বপ্রকার সমৃদ্ধি দান করেন । সুদামা বলেন—কৃষ্ণ ভিন্ন এমন আর কে ?

নূনং বতৈতন্ মম দুর্ভগস্য শশ্বদরিত্রস্ত

সমৃদ্ধিহেতুঃ ।

মহাবিভূতেরবলোকতোহস্তো

নৈবোপপত্তেত যদুত্তমস্ত ॥

সর্বমঙ্গলদান করেন এবং সর্বপ্রকার কামনা পূর্ণ করেন । রত্নিদেবের কথায় ইহার আদর্শ অনুসন্ধান ।

আদিকর্তা মহীভর্তা সর্বসাগর সিদ্ধুজঃ ।

গজগামী গজোদ্ধারী কামী কাম কলানিধিঃ ॥ ৩৩ ॥

আদিকর্তা—একোহং বহুশ্চাং ইত্যাদি শ্রুতির বক্তা । মহীভর্তা, শেষরূপে ধরণীধরেন্দ্র—মূলে রসায়ণ স্থিত আত্মতন্ত্রো যো লীলয়া ক্কাং স্থিতয়ে বিভর্তি । সর্বসাগর সিদ্ধুজ—ত্রিবিক্রম পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা ব্রহ্মাণ্ডের শিখর হইতে প্রবাহিত গঙ্গা, যাহার নাম বিষ্ণুপদী উহাধারা সমুদ্রকে পূর্ণ করেন যিনি ।

গজগামী—নাগঃ শক্রঞ্জয়ো নাম মাতুলোয়ং দদৌ মম ! এই শক্রঞ্জয় হাতীটিকে আমার মামা দিয়াছেন । গজোদ্ধারী গ্রাহের আক্রমণ হইতে গজকে অভিশপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজাকে উদ্ধার করেন যিনি । ভগবানের মহা কৃপালুতা এই গজোদ্ধার লীলাতেই স্মরণীয় ।

কামী—ভক্তগণ যাহার কামনা করেন । মনসো বৃত্তয়ো ন স্যুঃ কৃষ্ণ পাদান্বজাশ্রয়ঃ । বাচোভিধারিনী নান্নাং কায়ন্তং প্রহ্বণাদিষু ॥ কর্মভি-
ভ্রাম্যমানানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া । মঞ্জলাচরিতৈর্দানৈরতিরনঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥
আমার মনের বৃত্তি কৃষ্ণ লাগুক, আমার বাণী দেহ কর্ম সকল শ্রীকৃষ্ণ সেবায় থাকুক, আমার কর্ম সকল শ্রীকৃষ্ণ সেবায় থাকুক, আমার কর্ম-
ফলানুসারে জন্মান্তর দেহান্তর হইলেও মনের রতি শ্রীকৃষ্ণে ইহাই পরম লাভ । সকল কামকলার পরমাশ্রয় অতএব কৃষ্ণ কামকলানিধি ।
চতুঃষষ্টি কামকলা যথা—

বন্ধাস্ত্র ষোড়শ প্রোক্তাঃ সিংহবিক্রমণাদয়ঃ

তথা স্নানাদি ভেদেন শৃঙ্গারা ষোড়শ স্মৃতাঃ

আলিঙ্গনাদি ভেদেন মৈথুনং চাষ্টথা মতম্

বাহ্যভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধা রতিরিস্মৃতে
 শ্রবণাদিবিভেদেন দর্শনং শ্রাচ্চতুর্বিধম্ ॥
 ভাবাস্তু সংজ্ঞয়া পঞ্চ প্রোক্তান্তে বিভ্রমাদয়ঃ
 তথা হেলা প্রভৃতয়ঃ প্রোক্তা হাবা স্ত্রয়োদশ ।
 এবং কামকলাঃ প্রোক্তা চতুষষ্টি বি'ভেদতঃ ॥

১৬ বন্ধ ১৬ শৃঙ্গার ৮ মৈথুন ২ রতি ৪ দর্শন ৫ ভাব ১৩ হার একুনে ৬৪
 কামকলা, কামশাস্ত্রে বর্ণিত সকলই শ্রীকৃষ্ণে আশ্রিত ।

কলঙ্ক রহিতশ্চন্দ্রো বিম্বাস্তু বিম্বসত্তমঃ ।
 মালাকারঃ কৃপাকারঃ কোকিলস্বর ভূষণঃ ॥ ৩৪ ॥

আত্মা নিকলঙ্ক আনন্দময় অপ্রাকৃত চন্দ্র । চিত্রপটে লিখিত বিম্ব
 দর্শনেও অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দর্শনেও পাপ দূর হয় সর্বশ্রেষ্ঠ বিম্ব ।
 মথুরায় সুদামা মালাকার গৃহে গমন পূর্বক স্বেচ্ছায় তাহার মালা গ্রহণ
 করিয়া তাহাকে কৃপা করেন কৃষ্ণ । অথবা যে ব্যক্তি মালা জপ করে
 তাহাকে তিনি কৃপা করেন ।

কাষায়াম্রচ ভোজনাদি নিয়মান্নো বা

বনে বাসতো

ব্যাখ্যানাদথবা মুনি ব্রত ভরাচ্চিন্তোন্তবঃ কীর্যতে ।

কিন্তু স্ফীত কলিঙ্গ শৈলতনয়াতীরেষু বিক্রীড়তো

গোবিন্দশ্রুপদারবিন্দ ভজনরস্তুশ্চ লেশাদপি ॥

কাষায় বস্ত্রধারণ যম নিয়মাদি ব্রত অথবা পাণ্ডিত্য বা মুনি ব্রতে
 মনের মালিঙ্গ যায় না । কিন্তু যমুনার তীরে বিহারশীল শ্রীগোবিন্দের
 পদাম্বুজ ভজন আরম্ভেই উহা দূরে যায় ।

তাহার ধ্বনিতে বনের ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি সকল পাখী স্তব্ধ
হইয়া মুগ্ধ এবং নৃত্য পরায়ণ হয় ।

নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ঈড্য মুদা হরিণ্যঃ
কুর্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয় মীক্ষণেন ।
সুস্তিষ্ঠ কোকিলগণা গৃহমাগতায়
ধন্যা বনোকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥

রামোনীলাশ্বরো দেবোহলৌ দুর্দাম মদনঃ ।

সহস্রাক্ষপুরীভেক্তা মহামারী বিনাশনঃ ॥ ৩৫

রামেতি লোকরমণাৎ—সকল জনের প্রিয় বলিয়া বলরাম রাম
নামে পরিচিত । তিনি নীলাশ্বর শ্যামলকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বস্তুরূপে ধারণ
করিয়া শ্রীকৃষ্ণসহ অভিন্ন রূপভারই ভাব হৃদয়ে ধারণ করেন । স্বরূপ তত্ত্ব
বিচারেও বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রথম ও দ্বিতীয় বৃহ, অভিন্নাত্মকই বলা
হয় । তিনি যমুনা আকর্ষণ, প্রলম্বাসুর বধ প্রভৃতি লীলা করেন ।
শ্রীকৃষ্ণ লীলার পরিপূরক লীলাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণাবতারের সহিত অভিন্ন
ভাবেই ভাগবতেও কীর্তিত হইয়াছেন । তিনি হল ধারণ করিয়া কৃষক-
গণের অগ্রণী ও যমুনাকে আকর্ষণ করিয়া আদর্শ কৃষকের কার্যই
করিয়াছেন । উহাতে কর্ষিত জমিতে জল আনয়নের সহায়তা হইয়াছে ।
দুর্দাম প্রলম্বাসুর সখামূর্তি ধারণ করিয়া গোপ বালক সঙ্গে খেলায়
জুটিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে । রাম তাহা বুঝিতে
পারিয়া সেদিন ভাণ্ডীর বটের সমীপে বাহ ও বাহকরূপে খেলার
প্রবর্তন করিয়াছিলেন । পরাজিত কৃষ্ণের পক্ষাশ্রিত কপট দানব
প্রলম্বের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া তিনি তাহাকে মুষ্টির আঘাতে নিহত

করেন। তাহার অস্থির মূর্তি তখন সকলের সমীপে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বলরামের অভিন্ন তনু দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণসত্যভামার বাক্য অনুসারে ইন্দ্রের নন্দন কানন হইতে পারিজাত হরণ করিয়া সহস্রাঙ্গ ইন্দ্রকেও বিস্মিত করেন। মহামারী বিনাশন অর্থাৎ মৃত্যুভয় নিবারক, নাম স্মরণেই অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

মহাবিপৎকাল বিনাশনোহয়ং

জনাদ'নানু স্মরণানুভাবঃ ॥

জনাদ'ন শ্রীকৃষ্ণস্মরণমাত্র মহাবিপদের সময়ে রক্ষা পাইবে। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় একটি ঘটনায় কিভাবে ভগবান বিপন্নকে স্মরণ মাত্র রক্ষা করেন তাহার উল্লেখ আছে। ছোট একটি পাখীর কথা। অর্জুন ও ভগদত্ত দুজনে ভয়ঙ্কর সম্মুখ সমরে লিপ্ত হইয়া আছেন। এমন সময়ে একটি কুরুরী পক্ষী কুরুক্ষেত্রেরই একটি স্থানে তাহার ডিম্ব প্রসব করিয়াছে। যুদ্ধকালে অস্ত্র নিক্ষেপের ফলে যে কোনো সময় সেই অসহায় পক্ষীর ডিম্ব বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে ভগদত্তের হস্তীর কর্ণস্থিত বিরাট ঘণ্টা বিচ্ছিন্ন হইয়া এরূপ ভাবে সেই পাখীর ডিম্বকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিল যে, আর কোনোও অস্ত্রাঘাতে উহা নষ্ট হইবার আশংকা রহিল না। একমাত্র শ্রীজনাদ'ন স্মরণের ফলেই অসহায় পাখীর রক্ষা হইয়াছিল বলিয়া ঘটনাটি পুরাণ কথায়ও স্থান পাইয়াছে।

পার্থ কোদণ্ড নিমুক্তমাসন্নমতি বেগবৎ ।

তস্তা ভল্লমহিশ্যামং হৃচ চিচ্ছেদ জাঠরীম্ ॥

ভিন্নে কোষ্ঠে শশাংকাভং ভূমাবণ্ড চতুর্ভুজম্ ।

আয়ুষঃ সাবশেষবাহুল রাশাববাপ তৎ ॥

তৎকাল সমপাতঞ্চ সুপ্রতীকাদ্ গজোত্তমাৎ ।

পপাত মহতী ঘণ্টা বাণ সংহিন্ন বন্ধনা ॥

সমং সমস্তাৎ সংপ্রাপ্তা প্রভিন্নধরণাতলা ।

ছাদয়ন্তী খগাণ্ডানি স্থিতানি পিশিতোপরি ॥

সেই সময় অকস্মাৎ অর্জুনের অস্ত্রে পক্ষীর উদর বিদীর্ণ হইয়া গেল আর তাহার উদর হইতে শুভ্র চারিটি ডিম্ব বাহির হইয়া ভূমিতে পড়িল । সেই সময়ই বাণ দ্বারা হিন্ম সুপ্রতীক নামক ভগদত্তের হস্তীটির গলার ঘণ্টা ভগবদিচ্ছায় সেই ডিম্বগুলির উপর আচ্ছাদন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করে ।

এইভাবে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিলে নিশ্চয় তিনি কোনো না কোনো উপায় উদ্ভাবন করিয়া জীবকে রক্ষা করেন । এমন দয়ালু শ্রীভগবানকে আমাদের সর্বদাই স্মরণ করা একান্ত কর্তব্য নয় কি ?

শিবঃ শিবতমো ভেত্তা বলান্নাতি প্রপূজকঃ

কুমারী বরদারী চ বরেণ্যো হীমকেতবঃ ॥ ৩৬

শিব মঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণেরই এক নাম । শিবনামাসীতি শ্রুতঃ । শিবতম—অত্যন্ত কল্যাণকারী জ্ঞানদাতা ভেত্তা যিনি নানা প্রকার ভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন ।

বিভজ্যন্তে দিশো দেবা স্বরূপ লক্ষণ মানতঃ

যেনাস্তুর্ধামিনা সোহয়ং নিয়ন্তা মধুসূদনঃ ॥

মধুসূদনই দিক্ দেশ কালাদির বিভাগ করিয়াছেন ।

বলারাতি ইন্দ্র তাহার প্রপূজক বামন মূর্তিতে অথবা ইন্দ্রই যাহার প্রপূজক, ইন্দ্র যজ্ঞ ভঙ্গের পর গোবিন্দাভিষেকে। কুমারীগণ কাত্যায়নীর পূজার পর শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ বিধান করিলে তিনি গোপীগণকে বর প্রদান করেন—তাহারা পতিরূপে কৃষ্ণকে লাভ করিবেন।

সকলকার উপাস্ত বলিয়া বরণ্য। লক্ষণা বিবাহ সময়ে মীন-স্বরূপ লক্ষ্যভেদ করিয়া কৃষ্ণ মীনকেতন।

নরো নারায়ণো ধীরো ধীরাপতিরূদারধীঃ

শ্রীপতিঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীমান্ মাপতিঃ প্রতিরাজহা ॥ ৩৭

নর নারায়ণ দুই ঋষি বদরিকাশ্রমে পর্বতরূপে অবস্থিত ভগবদবতার —তপস্যার আদর্শ বিগ্রহ।

ধীরঃ যিনি বুদ্ধিগম্য বুদ্ধির নিয়ন্তা। ধীরাপতি রুক্মিণীর বাক্যে জানা যায়, যাহার বুদ্ধি স্থির ধীর তাহারই পতি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরুক্মিণী দেবীর উক্তি—হে মুকুন্দ, কুলশীল রূপ বিছা বয়স ধন গৃহ প্রভৃতির অতুলনীয় বৈভব দর্শন করিয়া তোমার গায় পরম শ্রেষ্ঠ পুরুষকে কোন্ কুলবতী বুদ্ধিমতী নারী পতিস্বরূপে বরণ না করে ?

কাত্যায়ন মুকুন্দ কুলশীল রূপ বিছা বয়ো দ্রবণ ধামভিরাঙ্কতুল্যম্।

ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কণ্ঠ্য কালে নৃসিংহং নরলোক মনোভিরামম্ ॥

উদারধী সর্বসময়ে সর্বাবস্থায় সকলের প্রতি সমান ব্যবহার একথা শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে জানা যায়।

নিক্ষিপ্তনা বয়ং শশ্মনিক্ষিপ্তন জনপ্রিয়ঃ

তস্মাৎপ্রায়েন ন হ্যাত্যা মাং ভজন্তি স্মদধ্যমে ॥

শ্রীপতি—লক্ষ্মীপতি শোভার পালক, শ্রীনিধি সকল সম্পদের আশ্রয়, শ্রীমান্ লক্ষ্মীযুক্ত মা-পতি—লক্ষ্মীপতি অথবা সকল প্রমাণের প্রামাণ্য ব্যাপক। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, সম্ভব, প্রভৃতি সকল প্রমাণের প্রমাণ। প্রতিরাজহা রাজাধিরাজ। হরিবংশ বর্ণনানুসারে ত্রুথকৌশিক দেশের রাজা কুণ্ডন পুরীতে ষাওয়ার পথে শ্রীকৃষ্ণকে নিজের রাজ্যে রাজ্যাভিষেক করেন। উহা দেবতা গন্ধর্ব সকলেই সমর্থন করেন। সেই সময় গগনস্থিত চিত্রাঙ্গদ সকলের সন্দেহ ভঞ্নের জন্ত ঘোষণা করেন—

এষ বিষ্ণু প্রভুর্দেবো দেবানামপি দৈবতম্।

জাতোহয়ং মানুষে লোকে নররূপেণ কেশবঃ ॥

তস্মৈ দেবাধিদেবায় কেশবায় মহাত্মনে।

অভিষেকং সুরৈঃ সার্থং কিমিচ্ছেয়মতঃ পরম্ ॥

বৃন্দাপতিঃ কুলং গ্রামী ধাম ব্রহ্ম সনাতনঃ।

রেবতী রমণো রামঃ প্রিয়চঞ্চললোচনঃ ॥ ৩৮

বৃন্দানামে গোপীর পতি বা শঙ্খাসুরপত্নী সমীপে পতিরূপে প্রতিভাত—নারায়ণ, কুল-যিনি বংশধারা রক্ষা করেন ; কুবিষয় দূর করেন। গ্রামী—শালগ্রাম নিবাসী। ধাম সকলের আশ্রয় “শ্রীকৃষ্ণাধ্যং পরং ধাম” “প্রকাশবহুলং ধাম”। ব্রহ্ম ব্যাপক, যাহা হইতে বৃদ্ধি লাভ হয়—বেদাঃ শাস্ত্রাণি বিজ্ঞানমেতৎ সর্বং জনাদনাৎ। সকল বস্তুই এক জনাদন হইতে প্রবৃত্ত হয়।

সনাতন—যিনি চিরন্তন, নানা শাস্ত্রবাক্য তাহারই বর্ণনা করে। রেবতীরমণ—পট্টমহিষী রেবতীর ভর্তা অথবা উক্ত নামে এক নক্ষত্রের সহিত চন্দ্ররূপে বিরাজমান। রাম—রমতে রময়াসার্থং তেন রাম ইতি

স্মৃতঃ—রমাপতি । প্রিয়—অনুরাগীজনের নিত্য তৃপ্তি বিধায়ক ।
চঞ্চল লোচন, চঞ্চলশচপলেহনলে এই অর্থে অগ্নি যাহার লোচন ।
অগ্নিতে তাহার রূপ ধ্যানের কথা উদ্ধবের প্রতি উপদিষ্ট “বহ্নিমধ্যে
স্মরেজ্জপং মমৈতদ্ ধ্যানমঙ্গলম্ ।”

রামায়ণ শরীরোহয়ং রামী

রামায়ণ তাহার শরীর । রামায়ণ (১০০) শ্রবণে তাহারই অনুভব
হয় পাপ দূর হয় । রা শব্দে বিশ্ব ম শব্দে ঈশ্বর, বিশ্ব ও ঈশ্বর যাহার
আশ্রিত তিনি রামী । এই পর্যন্ত একশত নাম হইল ।

.....রাম শ্রিয়ঃ পতিঃ ।

শবরঃ শবরীসবঃ সর্বত্র শুভদায়কঃ ॥ ৩৯

রাম নাম লোক রমণ হেতু । রমার বর ।

এবং বিমৃশ্যাব্যভিচারি সদগুণৈবরং

নিজৈকাশ্রয়তা গুণাশ্রয়ম্ ।

বত্রেবরং সর্বগুণৈরপেক্ষিতং

রমা মুকুন্দং নিরপেক্ষ মীপ্সিতম্ ॥

মাধুর্য শোভার পরমাশ্রয়,—শ্রিয়ঃ পতিঃ

যদঙ্গমাধুর্য বিলাস লক্ষ্ম্যা

সংভূষিতা গোকুল গোপকন্যাঃ

শবর যিনি সর্বত্র তত্ত্বজ্ঞান দান করেন । শব শিব তাকে যিনি
নিজ অঙ্গে ধারণ করেন, সেই মহাবিশ্ব । শবরী রাত্রি রূপেও যিনি
অন্ধকার মূর্তিতে অবস্থান করেন । সর্ব রূপেই তিনি আছেন ।
সর্বাবস্থায় মুক্তি দায়ক শুভকর ।

রাধা'রাধমিতা রাধী রাধাচিত্ত প্রমোদকঃ ।

রাধারতি স্মরণোপেতে রাধামোহনতৎপরঃ ॥ ৪০

যিনি রাধার আরাধনা করেন, কেশবন্ধনাদি দ্বারা প্রসন্ন করেন—

আরাধনং প্রকুরুতে স্বয়মেব যত্নাঃ

শ্রীনন্দরাজতনয়ো রচনা বিদগ্ধঃ ।

কেশপ্রসাধ কুসুমভরণাদিভিস্তাং

শ্রীরাধিকাং স্বজনসৌখ্যকরাং প্রপদে ॥

রাধার সহিত নিত্যসম্বন্ধ বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের নাম রাধী ।

রাধাচিত্তপ্রমোদক রাধাসুখেই শ্রীকৃষ্ণসুখী । রাধার সহিত লীলা-
রসেই সুখী, সর্বপ্রকারে শ্রীরাধার মন হরণ করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট ।

রাধাবশীকরো রাধা হৃদয়ান্তোজঘটপদঃ ।

রাধালিঙ্গন সন্মোদনো রাধানর্তনকৌতুকঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাধা কৃষ্ণের বশ শ্রীকৃষ্ণ রাধার বশ, রাধার হৃদয় কমল, তাহাতে
ভ্রমর শ্রীকৃষ্ণ । রাধার আলিঙ্গনে আনন্দ নর্তনে কৌতুক ।

রাধা সংজ্ঞাত সংশ্রীতো রাধাকাম্যফলপ্রদঃ ।

বৃন্দাপতিঃ কোকলিঙ্গিঃ কোকশোকবিনাশনঃ ॥ ৪২ ॥

রাধাই যাহার আনন্দ প্রদান করেন, সেই কৃষ্ণ রাধার সর্বপ্রকার
অভিলষিত বিষয় প্রদান করেন । তিনি বৃন্দাপতি সকল কামনার
(চক্রবাক চক্রবাকীর) আশ্রয় এবং তাহাদের শোক হরণকারী ।
প্রিয়ের সঙ্গে প্রিয়ার মিলনকারী ।

চন্দ্রাপতি স্তম্ভপতি স্তম্ভকোদণ্ড ভঞ্জনঃ ।

রামো রাশরশী রামো ভূতবংশ সমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

চন্দ্রা সখীর সহিত বিহারশীল, চন্দ্র নামক সখার পালক । কোপন
স্বভাব কংসের ধমুভঞ্জন কারক । দশরথপুত্র রাম এবং পরশুরামও
শ্রীকৃষ্ণই ।

বার্যমাণো নৃভিঃ কৃষ্ণ প্রসহ ধনুরাদদে ॥

করেণ বামেন সলীল মুদ্রতঃ

সজ্জং চ কৃত্বামিমিষেণ পশ্যতাম্ ।

নৃণাং বিকৃত্য প্রবভঞ্জন মধ্যতো—

যথেক্ষুদগুং মদকযুঁরুক্রমঃ ॥

এখানে রাম অর্থ আশ্রিত জনের আনন্দ দাতা, দাশরথি এরূপ
পাঠ হইলে দশরথের পুত্রকে বুঝায় এখানে দাশরথী এই পদের
অর্থ করিতে “রথ পৌরুষ দেহয়ো” এই কোষ প্রাপ্ত অর্থে রথ দেহকেও
বুঝায় । সেবক গণের দেহেরও রথী আর তাহাদের সকল পৌরুষেরও
পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ হৃষীকেশ । দশরথনন্দন এবং ভৃগু নন্দন ইহারা
সকলেই শ্রীকৃষ্ণ ।

আত্মারামো জিতক্রোধো মহামোহাজ্ঞভঞ্জনঃ

বৃষভানুভবো ভাবী কাশ্যপিঃ করুণা-নিধিঃ ॥ ৪৪

যিনি নিজেরই প্রকৃতিতে নিজে সর্বপ্রকারে রমিত হন, তিনি আত্মারাম ।

অথবা “আত্মা তু রাধিকা তস্ম—তথৈব রমণাদসৌ ।

আত্মারাম ইতি প্রোক্তো মুনিভির্গূঢ়বেদিভিঃ ॥

এই বাক্য অমুসারে রাধারমণ । যিনি ভৃগুমুনির চরণআঘাতে
ক্রুদ্ধ হন নাই, তাহার ন্যায় আর জিতক্রোধ কে আছেন ?

গোকুল কুলজরতীনাং পরুষা বাগপি যথা প্রমোদয়তি ।

স্তুতিরপি মহামুনীনামবনত শিরসাং সখে ন তথা ॥

বেণু বাদন পূর্বক সকলকার মোহ উৎপাদক ।

কবয় আনতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ ॥

আবার অজ্ঞান জীবের মোহান্বিত ভঞ্জনকারী—অজুনের রথে
বাস্তবদেব কৃষ্ণ ।

বৃষভানুরাজার কল্যাণ নিমিত্ত রাধারূপে আবির্ভূত অথবা যাহার
অনুগ্রহে বৃষস্বরূপ ধর্মের তত্ত্ব অনুভব হয় । কর্মানুসারে জীবের ফলদাতা
বলিয়া তিনি ভাবী । বামন অবতারে কশ্যপনন্দন কাশ্যপি ।

কোলাহলো হলী হালো হলী হলধর প্রিয়ঃ

রাধামুখো মার্তণ্ডো ভাস্করো রবিজো বিধুঃ ॥ ৫৫

“কোলোমেকল উৎসঙ্গে” এই হেমকোষ বাক্য অনুসারে যশোদার
কোলে ক্রীড়াশীল অথবা দুর্ভজনের কোলা বা ফলকে বিনাশ করেন
যিনি । হলী অর্থে কর্ষক যিনি জীবের হৃদয় ভূমি কর্ষণ করেন । তিনিই
হল, তিনিই হলচালক হলী । হরিবংশে তাহাকে লাজলী বলা
হইয়াছে ।

লাঙ্গলী মুঘলী চক্রী দেবকী তনয়ো ভবান্ ।

চাণুরমথনশৈব গোপ্রিয়ঃ কংসহা ভবান্ ॥

অথবা “বালা-বাসুঃ সখী হলী” এই ত্রিকাণ্ড কোষ বাক্য হইতে
হলা সখীর নাম, ইহাও বুঝা যায় । ‘হলা সপ্তসই’ হলী সখীর উক্তি
কিনা বিবেচনীয় । এই পুলিন্দী সখী গান নৃত্য করেন । বলদেব
প্রিয় বলিয়া হলধর প্রিয় নাম । রাধামুখ কমলের বিকাশে শ্রীকৃষ্ণ
সূর্য স্বরূপ । যিনি ভাস্কর সদৃশ অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন । সূর্যের
তেজও কৃষ্ণ, তাই তিনি রবিজ্ঞ । তিনিই চন্দ্র ।

বিধিবিধাতা বরুণো বারুণো বারুণীপ্রিয়ঃ

রৌহিণী কদম্বানন্দী বহ্নদেবাত্মজোবলী ॥ ৪৬

যজ্ঞের সকলপ্রকার বিধি তাহার রূপ, তিনিই বিধানদাতা। “যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।” তিনি বরুণ, যিনি সাধুগণের বরেণ্য এবং সাধুগণকে বরণ করেন। যে ত্যক্ত লোকধর্মাশ্চ সদর্থে তান্ বিভর্ম্যাহম্। যিনি অসৎকর্ম হইতে বারণ করেন, তিনি বারুণ। বারুণী একপ্রকার পানীয় উহাতে যাহার প্রীতি। রৌহিণী মাতার আনন্দদাতা। যিনি বহ্নদেবের পুত্র রূপে আবির্ভূত। বলনামক গোপের সখা অত্যন্ত বলবান কৃষ্ণ।

নীলাম্বরো রৌহিণ্যো জরাসন্ধ বধোহম্বলঃ

নাগো জরাস্ত্রো বিরুণো বিরুহো বরদো বলী ॥ ৪৭

লীলায় নীলাম্বরধারী, রৌহিণী নক্ষত্রে জাত, জরাসন্ধ বধ বিষয়ে উপদেষ্টা, সর্বভাবে নির্মল জাড্যভাব রহিত। নিষ্ঠা বিমুখের সমীপে গমন করেন না, অথচ যাহার মুখে মুরলী সকলকে শীঘ্রগতি প্রদান করে। যাহার ধ্বনি সকলপ্রকার অনিষ্ট দূর করিয়া দেয়। যাহার লীলার নিমিত্ত ব্রজে বৃক্ষ ও লতা উৎপন্ন হয়। যিনি সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করেন এবং বলবান্।

গোপথো বিজয়ী বিদ্বাংপিবিষ্টঃ সনাতনঃ।

পরশুরামবচোগ্রাহী বরগ্রাহী শৃগালহা ॥ ৪৮

গো সেবার পথেই তাকে পাওয়া যায়, তিনি সর্বত্র বিজয়ী, বিজয় নামে তাহার বন্ধু আছে, তিনি বিদ্বান্ কালত্রয় রহন্ত তিনি জানেন।

শিপিবিষ্ট-যজ্ঞাত্মা পশুতে অবস্থানকারী।

শৈত্যাচ্ছয়নযোগাচ্চ শী তু বারি প্রচক্ষতে।

তৎপানাদুষ্কণাচ্চৈব শিপয়ৌ রশ্ময়ৌ মতাঃ

তেষু প্রবেশাদ্ধৈ শেষ্ঠ্যচ্ছিপিবিষ্ট ইহোচ্যতে ॥

ইহাতে বুঝা যায়, শিপিবিষ্ট অর্থ কিরণময়। সনাতন নামে
সখার বন্ধু কৃষ্ণ। সখাদের নাম, চিত্র ক্রোড়ো বিশালাক্ষঃ পুণ্ডরীকো
বরুথপঃ। সনাতনঃ সুহাসশ্চ বলঃ কৃষ্ণঃ স্তম্ভলঃ ॥ পরশুরামের বাক্য
গ্রহণকারী, হরিবংশে গোমস্ত পর্বত আরোহণ প্রসঙ্গে পরশুরামের বাক্য
—তদ্ গচ্ছ কৃষ্ণ শৈলেন্দ্রং গোমস্তং চ নগোত্তমম্। জরাসন্ধমুখে
চাপি বিজয়ন্তামুপস্থিতঃ ॥ ইদং চৈবামৃত প্রথ্য হোমধেনোঃ পয়োমৃতম্।
পীত্বা গচ্ছত ভদ্রং বো ময়াদিষ্টেন কর্মণা ॥ হে কৃষ্ণ, তুমি গোমস্ত নামে
শ্রেষ্ঠ পর্বতে গমন কর। জরাসন্ধ যুদ্ধে তোমার সমীপে বিজয় উপস্থিত
হইবে। এই হোম ধেনুর অমৃতময় দুগ্ধ-পান কর। এই অমৃতময় দুগ্ধ
পান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম সেই স্থান হইতে গমন করেন, পরশুরামের
জয়াশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক। এই জয়লাভের বর পাইয়া তিনি বরগ্রাহী
হইলেন।

তিনি শৃগালবাসুদেবকে নিহত করেন। নিহত শৃগালের হস্ত
হইতে চক্র শ্রীকৃষ্ণের হস্তে ফিরিয়া আসিল। ইহা দেখিয়া সকলেই
বিস্ময়াভিভূত হইয়া রহিল।

দমঘোষোপদেষ্টা চ রথগ্রাহী স্তদর্শনঃ।

বীরপত্নী যশ জ্ঞাতা জরাব্যাদি বিঘাতকঃ ॥ ৪৯

দমঘোষ শিশুপালের পিতা, তাহাকে উপদেশ প্রদান করেন। এই
প্রসঙ্গ হরিবংশে আছে—দেশকাল বিশিষ্টস্য হিতস্য মধুরস্য চ।
বাক্যস্য দুর্লভ লোকে বক্তারশ্চৈদিসত্তম। ভাল কথা বলবার মত
লোক দুর্লভ। দমঘোষ রথ দান করেন, উহা শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন।

ইমৌ রথবরৌ দন্তৌ যুবয়োঃ কারিতৌ ময়া
যোজিতৌ শীঘ্র তুরগৈঃ স্বংগচক্রাক্কুবরৌ
শীঘ্রমাক্রহ ভদ্রং তে বলদেব সহায়বান্ ॥

ভক্তের সুখদায়ক সুন্দর তাই সুদর্শন। রুক্ষিণীকে বীরগণের মধ্য
হইতে হরণ করিয়া যশ লাভ করিয়াছেন এবং পত্নীর যশ রক্ষা
করিয়াছেন কৃষ্ণ।

জরা এবং ব্যাধির বিনাশক অন্তরের বাসনা বিঘাতক।

দ্বারকা বাসতত্ত্বজ্ঞো হৃতাসনবরপ্রদঃ

যমুনাবেগ সংহারী নীলাম্বর ধরঃ প্রভুঃ ॥ ৫০

দ্বারকায় অবস্থানপূর্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়ক। অগ্নিতে শ্রীকৃষ্ণ মস্ত্রে
আহুতি দিলে তাহার সন্তোষ হয়, এই বর দিয়াছেন। বংশীর ধ্বনি
দ্বারা যিনি যমুনাকে বিপরীত দিকে প্রবাহিত করিয়াছেন। তুমি নীল
আকাশের ধারক অথবা রাধারূপে নীল শাড়ী পরিহিত। প্রভু, তুমি
সবকিছু করিতে সমর্থ।

বিভুঃ শরাসনোধরী গণেশো গগনায়কঃ

লক্ষ্মণো লক্ষণো লক্ষ্যো রক্ষো বংশ বিনাশনঃ ॥ ৫১

বিভু শব্দে ব্যাপক। শত্রুর প্রতি শরাসন ধারণ করিয়া থাক।
শার্ঙ্গ তোমার ধনুক। সকল সেনার অগ্রভাগে গণেশরূপে তুমিই থাক।
গণের মধ্যে তুমি প্রধান। লক্ষ্মণার পতি, আবার তোমার অঙ্গে নানা-
প্রকার চিহ্ন ধারণ কর—লক্ষ জীবের তুমি সংরক্ষক, তুমিই সাধকগণের
একমাত্র লক্ষ্য—তুমিই রক্ষক এবং রাক্ষসকুলের বিনাশক।

বামনো বামনীভূতোহ বামনো বামনাক্রহঃ

যশোহানননঃ কর্তা যমলাভূম যুক্তিদঃ ॥ ৫২

বামনাবতার ইদং বিষ্ণু বিচক্রেমে ত্রেখা
নিদধে পদম্ সমুচ্যমস্ত পাঁহুরে ॥

বামনীভূত—বিরাট শরীর হইয়াও তুমি লীলায় ক্ষুদ্রকায় ধারণ কর। ক্রীড়ার সময় বামনাকৃতি সখার সঙ্কে আরোহণ কর। সর্ববিষয়ে বুদ্ধিদাতা—যমল অজুঁন রক্ত দুটির অন্তরে অবস্থিত—নলকুবর মণি-গ্রীবকে উদ্ধার করিয়াছ।

উলুখলী মহামানো দামবজ্রাহবয়ী শমী—

দধিভাণ্ড ভঞ্জনের ফলে মাতা যশোমতী তোমাকে উদ্বৃথলে বাঁধিয়া রাখেন সকল দেবতার সমীপে সম্মান পূজা লাভ করিলেও মাতার স্নেহ-রজ্জুতে আবদ্ধ দামোদর তুমি। ঋতি তোমাকে শমী বা শাস্ত বলিয়াছে।

শাস্তং শাস্ততম প্রমেয়ম্।

এই পর্যন্ত ২০০ নাম হইল।

ভক্তানুকরাণী ভগবান্ কেশবো বলধারকঃ ॥৫০

ভক্তগণ ভগবানের লীলা অনুকরণ করেন, ইহা সুন্দররূপে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানে শ্রীগোপী সমাজে রাস প্রসঙ্গে—

“লীলাভগবতস্তান্তা হনুচকুস্তদাঙ্গিকাঃ”

ভগবান—ঐশ্বর্য-জ্ঞান-বীর্য-যশ-ধর্ম ও শ্রী প্রভৃতি বাহার পূর্ণরূপে আছে তাহাকে বলে ভগবান্। যিনি বিশ্বের উৎপত্তি প্রলয় জীবগণের আগমন ও তাহাদের গতি জানেন, তিনি ভগবান্। জীবমাত্রকে ভগবান বলিলে ভগবানের অমর্যাদা হয়, এই জন্য কোনো ভক্ত সমাজে জীবকে ভগবান বলে না। তাহার কেশ জ্যোতি, অথবা কুঞ্চিত দীর্ঘ

কুন্তল আছে বলিয়া কেশব । অজু'নের বলধারক ইহা ভাগবতের কথায়
আছে ।

যস্মায়ঃ সম্পদো রাজ্যং দারাঃ প্রাণাঃ

কুলং প্রজাঃ ।

আসন্ সপত্ন বিজয়ো লোকাশ্চ

যদনুগ্রহাৎ ॥

কেশিহা মধুহা মোহী বৃষাস্ত্র বিঘাতকঃ ।

অঘাস্ত্র বিনাশী চ পুতনা মোক্ষদায়কঃ ॥ ৫৪

কেশী দানবকে ও মধু নামক দানবকে তুমি বধ করিয়াছ । তুমি
সকলের মোহ উৎপাদনে সুদক্ষ, বৃষাস্ত্র বিনাশক এবং অঘাস্ত্র অন্তক ।
পুতনাকেও তুমি মোক্ষ দিয়াছ ।

কুব্জা বিনোদী ভগবান্ কংসমৃত্যু র্মহামখী ।

অশ্বমেধো বাজপেয়ো গোমেধো নরমেধবান্ ॥ ৫৫

মথুরা লীলায় কুবজা সুন্দরীকে তুমি আনন্দ দান করিয়াছ সর্ব ঐশ্বর্য
মণ্ডিত তুমি কংসের সভায় মৃত্যুরূপেই দর্শন দিয়াছ । তুমি দ্বারকায় বিরাট
যজ্ঞও করিয়াছ । তোমার প্রিয় পাণ্ডবগণের দ্বারা করাইয়াছ । অশ্বমেধ,
বাজপেয়, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতি সকল যজ্ঞমূর্তি তুমিই । এই
সকল যজ্ঞ পবিত্র হওয়ার জন্ত দান লক্ষণ ক্রিয়া ।

কন্দর্প কোটি লাবণ্য চন্দ্রকোটি সুরশীতলঃ

রবিকোটি প্রতিকাশো বায়ুকোটি মহাবলঃ ॥ ৫৬

কোটি কামের সৌন্দর্য, কোটি চন্দ্রের শীতলতা, কোটি সূর্যের
উজ্জ্বলতা এবং কোটি বায়ু প্রবাহের বেগ ভগবানের আছে ।

ব্রজ ব্রজাণ্ড কৰ্তা চ কমলাবাহিতপ্রদঃ ।

কমলী কমলাক্ষচ্চ কমলা স্তূৰ্ণ লোলুপ ॥ ৫৭

শ্রীকৃষ্ণই ব্রজা আবার ব্রজাণ্ডের গতি তিনিই । লক্ষ্মীরও বাসনা পূরণে সমর্থ । কমল তাহার আসন । কমল তাহার নয়ন । কমলার সৌন্দর্য তাহার অভিলষিত । তিনি কিশোর বয়স সফল করেন শ্রীরাসাদি লীলায় ।

“কৈশোরকং মানয়ানঃ সহ তাভি মূমোদ হ ।”

সকলেই তাহার উপাসনা করে—

“আত্মাদি স্তূৰ্ণপৰ্য্যন্তৈর্মুৰ্ত্তিমন্তিরূপাসিতাঃ ।”

তিনি কমল ধারণ করেন—“বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মঃ ।”

কমলাভ্রভগারীচ কমলাক্ষ পুরন্দরঃ

সৌভাগ্যাধিকচিন্তোহয়ং মহামায়ী মহোৎকটঃ ॥ ৫৮

নারদের উপদেশে রুক্মিণীর ব্রত নিয়ম প্রতিপালন করেন । তাহার নেত্র কমলের দৃষ্টি প্রভাবে সুদামা বিপ্রেয় স্থায় দরিত্রও সর্বসম্পৎ লাভ করে ।

নূনং বতৈতন্মম দুর্ভগস্ত

শশ্বদরিত্রস্ত সমৃদ্ধিহেতুঃ ।

মহাবিভূতৈরবলোকতোম্বো

নৈবোপপত্তেত যদুন্তমস্ত ॥

শ্রীকৃষ্ণের অবলোকন ভিন্ন এরূপ ঐশ্বর্য হইতে পারে না, সুদামার এই বিশ্বাস । তিনি পুরন্দর কামদেবের স্থায় সুন্দর আবার বিবিধ আয়ুধধারণ পূর্বক দানবপুত্রীর ধ্বংসকারক ।

ভাগ্যবানগণ যাহাতে চিত্ত লগ্ন করেন, যিনি অচিন্ত্য মায়াপ্রভাব
বিস্তার করেন এবং সাধুগণের আরাধ্য ।

তারকারিঃ সুরভ্রাতা মারীচ ক্লেশ কারকঃ ।

বিশ্বামিত্রশ্রিঘো দাস্তোয়ামো রাজীবলোচনঃ ॥ ৫৯

যিনি তারকাকে বধ করেন, দেবতাদের রক্ষা করেন, মায়া মারীচকে
বধ করেন, বিশ্বামিত্র মুনির প্রিয়শিষ্য সংযম পরায়ণ কমলনয়ন রাম !

লঙ্কাধিপ কুলধবংসৌ বিভীষণবরপ্রদঃ

সীতানন্দ করো রামো বীরো বারিধি বন্ধনঃ ॥ ৬০

শ্রীরামরূপে রাবণবংশবিনাশকারী অথচ বিভীষণের বরদাতা সীতার
আনন্দদাতা, সমুদ্রে সেতু বন্ধনকারী বীর রাম ।

ধরদুষণ সংহারী সংকেত পূরবাসবান্

চন্দ্রাবলীপতিঃ কুলঃ কেশিকংসবধোহমলঃ ॥ ৬১

ধর ও দুষণ দানবের নিহন্তা পাপীকে মোক্ষ দাতা, গোলোক শ্বেত-
দ্বীপে বাসকারী, সখীগণকে সংকেত নামক স্থানে আনয়নকারী, রাধা-
চন্দ্রাবলীর সহিত পতিভাবে মিলিত তাহাদের অভিপ্রায় অনুসারে ।
যিনি যমুনা কুলেই বিহারশীল এবং কংস কেনী প্রভৃতি দৈত্যহন্তা ।

কাত্যায়নী ব্রত প্রসঙ্গে ব্রজের কুমারীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে
পাওয়ার জন্মই প্রার্থনা করেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে

মহাযোগিগ্নুধিশ্বরি ।

নন্দগোপ স্নতং দেবি

পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

এই প্রার্থনার উত্তরে দেবতার বর দেওয়ার কথাও আমরা শুনি—

যাতাবলাঃ ব্রজং সিদ্ধাঃ

ময়েমাঃ রংস্তুতে কৃপাঃ ।

তবেই বুঝা যায়, প্রার্থনা রূপেই মিলন হওয়ার কথাই সূচিত হইল । এ সম্বন্ধে বহুবিধ বিতর্ক থাকিলেও যাহারা ঔপন্যাস সম্বন্ধটিকে অসহ্য বলিয়া মনে করেন, তাহারা নিম্নোক্ত বাক্যে গোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ সংবাদ দেখিয়া আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই ।

ভগবানের অনুমোদিত বিষয় সত্যই হইবে, ইহাতে বিশ্বাসের কিছু নাই । কথিত আছে, ব্রজা যখন গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ অজ্ঞ হইতেই গোপবালক মূর্তি প্রকাশিত হইল এবং এক বৎসর পর্যন্ত এই কৃষ্ণময় গোপবালকগণের সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণময় বৎস চারণাদি লীলা করেন । এই অবসরে ব্রজের সকল গাভীরই বৎসরূপে বৎসমূর্তিতে কৃষ্ণ গোমাতার স্তন্য নিজে মুখ লাগাইয়া টানিয়া পান করিয়াছেন । অজানিতভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের অন্তরের আশাকে পূর্ণ করিয়াছেন ।

ব্রজের গোপীগণের পতিরূপে কৃষ্ণ পাওয়ার প্রার্থনাও এই অবসরেই শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ করেন । শ্রীকৃষ্ণই বিভিন্ন গোপবালকমূর্তিতে গোপীগণের পাণি গ্রহণ করেন । অবশ্য একবৎসর পর হইতে ব্রজার নিকট অবস্থিত গোপবালকগণের সঙ্গে পতিভাবে মিলনের সময় যোগমায়া নিজ শক্তিতে তাহাদের সমীপে ছায়া গোপী উপস্থাপিত করিয়া সত্যকার গোপীদের শ্রীকৃষ্ণ সমীপেই মিলিত করেন । এই রহস্য বাহিরে প্রকাশিত হওয়ার নয় । কৃষ্ণের প্রতি কাহায়ও কটাক্ষ

করিবারও সুযোগ হয় নাই। কেন না ব্রজের গোপগণ অনুভব
করিয়াছেন, তাহাদের নিজ নিজ পত্নী গৃহেই আছেন।

মন্যমানাঃ স্বপার্ষস্বান্

স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

কল্লাস্তরের কথায় চন্দ্রাবলী প্রভৃতির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মন্তোচ্চারণ
পূর্বক বিবাহের প্রসঙ্গও আছে। যথা—

নিতা সিদ্ধাস্ত পিতৃভিঃ

পাণি গ্রহণ পূর্বকম্।

সকুলং কৃষ্ণমভ্যর্চ্য

তস্মৈ দত্তাঃ পরিকরৈঃ ॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ প্রসঙ্গও শ্রীহরলীলামৃত তন্ত্রে আছে।
শ্রীশংকর পার্বতীকে বলেন—

অথ তত্র শুভে কালে বিপ্রানাহুয় সত্তমান্
বৃষভানুর্মহাভাগঃ পপ্রচ্ছোদ্বাহবাসরম্
ষোড়শেহহি বিবাহক্ং বিতুতে পরমং শুভম্
লগ্নাদি দোষ রহিতং প্রাগেবাস্মদ্বিচারিতম্
অথ নন্দ গৃহে প্রীত্যা প্রেমিতা লগ্ন-পত্রিকা
অশ্বাঃ স্বলংকৃতা দৃপ্তা হস্তিনশ্চ রথৈযুতাঃ
সৌবর্ণানি চ বাসাংসি নারিকেল যুতানি বৈ
নানাবিধানি রত্নানি কৃষ্ণপ্রীতৌ সমাদিশৎ
অথোৎসবঃ প্রববুধে গোপয়োরুভয়োগৃহে
উদ্বর্তনং দধূর্নার্যো দ্বয়োরঙ্গে মহাত্মনোঃ

অথোদ্ধাহদিনে সৰ্বে গোপগোপ্যঃস্বলংকৃতাঃ
 উপায়নান্যুপাদায় উভয়োরাযযুগ্'হম্ ।
 পুষ্পরুষ্টিঃ সুরৈমুক্তা ভানুগেহে ব্যজায়ত
 গীতেন গোপিকানাস্ত দেবলোকোহপ্যালংকৃতঃ
 অথাগ্নিঃ প্রক্রমে কালে উবাচাবনতোগ্রতঃ

অগ্নিরুবাচ—

নমামি রাধিকাং দেবীং বৃষভানুসূতাং শুভাম্
 যৎ পাদরেণু কণিকাং বাঞ্ছন্তি সুরযুধপাঃ
 নমামি পাদপদ্মন্তে নন্দনন্দন সৰ্বদা
 বৃষভানুসূতে দেবি পুনস্ত্বাংপ্রণমামাহম্ ॥
 কো বরাকো হহংনাথ প্রক্রমার্থং ভবামি বাম্
 ধৃত মে শিরসা নিত্যং যুবয়োঃ পাদরেণবঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

নমামি বৃন্দাবিপিনরজাংসি পশুপক্ষিণঃ
 কিং পুনর্দেবরূপং চ হ্যমতিপ্রেমসংযুতম্

শ্রীশিব উবাচ—

ইতু্যক্তা প্রক্রমং চক্রে শ্রীবৃন্দাবন নায়কঃ ।
 ততো মহোৎসবো বৃত্তঃ পশ্যতাং দম্পতী মুদা ॥
 নরাগামধনারীগামতিবিস্ময়দায়কঃ ।
 বৃষভানুদ'দৌ দানং বিপ্রোভ্যো বহু সম্পদম্ ॥
 অথাশিষো দহুর্বিপ্রা বিধিবৎপ্রতিপূজিতাঃ
 প্রীতিদানং দদৌ তত্র বৃষভানুর্মহামনাঃ ॥

দশ লক্ষমিতা গাবো বাসাংস্ততিমুদুনি চ ।
 দাসদাসীর্ধনং চাপ্যসংখ্যাং প্রদদৌ মুদা ॥
 বধুবরৌ রথে স্থাপ্য প্রেষয়ামাস সাদরম্ ।
 দিনমেকং বাসয়িত্বা পুনরানীয় স্বৈ গৃহে ॥
 দম্পতী বাসয়ামাস বভূব পরমোৎসবঃ ।
 বৃষভানুপুরে রম্যে দেবানামপি দুর্লভে ॥
 ইতি তে কথিতং ভদ্রে বিবাহো রাধিকাপতেঃ ।
 যং শ্রদ্ধা পরমাং ভক্তিং প্রাপ্নোতি কিমতঃ পরম্ ॥

মাধবো-মধুহা-মাধবী-মাধবীকো মাধবো বিভূঃ ।

মুক্তাটবী গাহমানো ধেনুকারিধঁরাশ্রয়ঃ ॥ ৬২ ॥

মাধব লক্ষ্মীপতি, মধু যাদব কুলে আবির্ভূত । মধু নামক দৈত্য
 নিহস্তা মধুর স্বভাব, মুরলীগানে মধুবর্ষণকারী—মাধবীলতা বা সখীর
 পরম বান্ধব, ধেনুকার অস্তক, যশোদার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হউন ।

বংশীবট বিহারী চ গোবর্ধনবনাস্রয়ঃ ।

তথাভালবনোদ্দেশী ভাণ্ডীরবন শংকহা ॥ ৬৩ ॥

যমুনাতটে বংশীবটে গোবর্ধনে তালবনে ভাণ্ডীর বনে বিহার করিয়া
 ব্রজবাসীর সর্বপ্রকার ভয় দূর কর । ভাণ্ডীর বনে আগুন লাগিয়াছিল ।

তথেষি মীলিতাক্ষেযু ভগবানগ্নিমূলগম্

পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাজোগাধীশো ব্যমোচরৎ ॥

ততশ্চ তেহক্ষীগুণ্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীর মাপিতাঃ ।

নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাশ্চ মোচিতাঃ ॥

বালকেরা চক্ষুমুদ্রিত করিলে কৃষ্ণ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অঞ্জলি করিয়া
জলের মত পান করিলেন। বালক ও গোবৎস সকলে বিপদ হইতে
মুক্ত হইল।

তৃণাবর্ত কৃপাকারী বৃষভানুসুভাপতিঃ ।

রাধাপ্রাণসমোরাধাবদনাক্ষমধুকরঃ ॥ ৬৪ ॥

তৃণাবর্ত হিংসা করিলেও কৃপালাভ করিয়াছে, তুমি রাধাকান্ত রাধার
প্রাণপ্রতিম এবং রাধা মুখকমলের মধুলুক ভ্রমর।

গোপীরঞ্জনঐবজ্ঞো লীলাকমলপূজিতঃ ।

ক্ৰীড়াকমলসন্মোহো গোপিকাশ্রীতিরঞ্জনঃ ॥ ৬৫ ॥

গোপীর মনোরঞ্জন, লীলাকমলদ্বারা তুমি পূজিত এবং লীলাকালে
কমলবনে বিহারশীল গোপীকার শ্রীতিতেই মুগ্ধ।

রঞ্জকো রঞ্জমো রজো রজী রজমহীকরুহঃ ।

কামঃ কামারিতস্তোহিয়ং পুরাণপুরুষঃ কবিঃ ॥ ৬৬ ॥

সকলকে অভিরঞ্জিত করিবার নিমিত্ত রঞ্জিয়া তুমি নানা রঙ্গ করিয়া
থাক। তুমি সাক্ষাৎ কামদেব এবং কামজয়ী পুরুষে অনুরক্ত।
কংসের ধনুর্ধাগ রঙ্গস্থলে কৃষ্ণ ও বলরাম প্রবেশ করিলে সভাস্থ
দর্শকগণ কৃষ্ণকে আপন আপন ভাব অনুসারে দেখিয়াছিলেন। এই
দর্শন রঞ্জের কথা ভাগবতে আছে।

যে কৃষ্ণকে কংস নিজের মৃত্যুরূপে দেখে তাহাকেই শ্রীলোকগণ
কামদেব রূপে দেখে।

মল্লানামশনির্নাং নরবরঃ শ্রীনাং স্মরো মূর্তিমান্ ।

গোপানাং স্বজনোহসতাং কিত্তিভুজাং শাস্তা

অপিত্রোঃ শিশুঃ ।

মৃত্যুর্ভোজপতে বিরাডবিদুযাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং ।

বক্ষিণাং পরদেবতেতি বিদিতো রজঃ গতঃ সাগ্রজঃ ॥

নারদো দেবলো ভীমো বালো বালমুখাম্বুজঃ ।

অম্বুজো ব্রহ্মসাক্ষী চ যোগী দত্তবরো মুনিঃ ॥ ৬৭

দেবর্ষিনারদ দেবল প্রভৃতি মুনির মধ্যেও প্রকাশশীল ভয়ঙ্কর
অথচ বাল্যভাব গ্রহণকারী মুখ কমল হাস্যমণ্ডিত কমলসুকোমল ব্রহ্ম-
রূপে জগতের সাক্ষী আবার যোগীশ্বর বরদাতা মৌনব্রতধারী ।

ঋষভঃ পর্বতো গ্রামো নদোপবনবল্লভঃ

পদ্মনাভঃ সুরজ্যেষ্ঠো ব্রহ্মা রুদ্রো—

ঋষভদেব অবতার, পর্বত নামে মুনি, গ্রামে নদনদীর তীরে উপবনে
ভ্রমণশীল, পদ্মনাভ সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই রুদ্র....

সকল সুরে গ্রামে তোমার প্রকাশ । (রুদ্র পর্যন্ত তিনশত নাম
পূর্ণ হইল ।)

* * * অহিভূষিতঃ ॥ ৬৮

কালিয় নাগকে দমন করিবার সময় তাহার উন্নত ক্ৰণাস্থিত মণিদ্বারা
পূজিত চরণ শ্রীকৃষ্ণ । তাহার মস্তক শীর্ণ হওয়াতে রক্তবিন্দু দ্বারা
ভূষিত চরণ । শ্রীকৃষ্ণের পাদস্পর্শে তাহার সকল দোষ দূর হয়, তাহার
মস্তকে শ্রীকৃষ্ণ নিজপাদান্বিত অঙ্কিত করিয়া ভূষিত করেন । নাগপত্নীরাও
শিশু দিগকে কৃষ্ণের সন্মুখে কৃপা পাওয়ার জন্য রাখিয়া পতিপ্রাণ ভিক্ষা
করেন । তাহারা নাগলোকের দিব্যবাস অলংকার মাল্য প্রভৃতি দ্বারা
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন ।

তং পূজয়ামাস মুদা নাগপত্ন্যশ্চ সাদরম্
 দিব্যাস্থর স্রঙ্খমণিভিঃ পরাধৈরপি ভূষণৈঃ
 দিব্যগন্ধানুলেপৈশ্চ মহতোয়াংপলমালয়া ।
 ইত্যাদি । বিরাট পদ্মমালা শোভিত কৃষ্ণ ।

গণানাং ত্রাণকর্তা চ গণেশো গ্রহিলো গ্রহী
 গণাত্রয়ো গণক্ৰোধী ক্রোড়ীকৃত জগৎত্রয়ঃ ॥ ৬৯

“অনেন সর্ব দুর্গানি যুগ্মজ্ঞস্তুরিষ্যথ”

এই গর্গ বাক্য হইতে দেখা যায়, কৃষ্ণ সত্যই গো গোপ সকল ব্রহ্ম-
 স্বাসীর সর্বপ্রকার বিপদে ত্রাণকর্তা। তিনি সকলের অগ্রণী তিনি
 সকলকে গ্রহণ করেন। এমন কি শত্রুও মিত্র বেশে আসিয়া তাহার
 সমীপে গৃহীত হইয়া থাকে। বৎসাস্থর প্রলম্ব প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।
 সকল গ্রহকে যিনি ভ্রামিত করেন, সকলগণের পরম আশ্রয় গোবিন্দ—
 স্বদেহে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন।

যাদবেন্দ্রো দ্বারকেন্দ্রো মথুরাবল্লভো ধুরী ।
 ভ্রমরঃ কুন্তলীকুন্তীসুতরক্ষী মহামখী ॥ ৭০

যদু শ্রেষ্ঠ—

যদুবাহু দণ্ডাভ্যুদয়ামুজীবিনো
 যদু প্রবীরা হকুতোভয়া মুহুঃ ।
 অধিক্রমন্ত্যংত্রিভিরাহুতং
 বলাৎসভাং সুধর্ম্মা সুরসন্তমোচিতাম্ ॥

দেববাহুিত সুধর্ম্মা সভা বাহার অনায়াস লক, বাহার বাহু বলে সকল

বাদব সর্বত্র নির্ভয়, তাহার সমান আর কে ? দ্বারকার সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য
ত্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত । মথুরা তাহার অত্যন্ত প্রিয় স্থান—

মথুরায়াং স্থিতিত্র্যক্ষান্ সর্বদা মে ভবিষ্যতি
মথুরায়াং বিশেষেণ মাং ধ্যায়ন্ মোক্ষমশ্নুতে ॥

তিনি বৃন্দাবনে সর্বাশ্রয় সর্বজনের আনন্দদায়ক ভ্রমরের ছায় কুঞ্জ
বনে বিহারশীল কেশব ও কুন্তীর নন্দনগণের পাণ্ডবগণের রক্ষক যন্ত
প্রবর্তক । পঞ্চ মহাযজ্ঞ ।

পাঠ হোমশ্চাতিথীনাং সপরিয়া তর্পণং বলিঃ ।

এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদি নামকাঃ ।

ত্রীকৃষ্ণ নিজে পঞ্চ মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ-ধর্ম শিক্ষা
দিয়াছেন । সঙ্ক্যা কেন ?

ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি কস্মাত্ৰাঙ্কণঃ সায়াং

আসীনঃ সঙ্ক্যামুপাস্তে কস্মাৎ প্রাতস্তিষ্ঠন্

কা চ সঙ্ক্যা কশ্চ সঙ্ক্যায়াঃ কালঃ কিঞ্চ

সঙ্ক্যায়াঃ সঙ্ক্যাত্মম্ ।

দেবশ্চানুরাশ্চা স্পর্ধন্ত তে চানুরাদিত্যমভিদ্ৰবন্ সাদিত্যো
বিভেত্তস্ত হৃদয়ং কূর্মরূপেণাতিষ্ঠৎ । স প্রজাপতিমুপাধাবৎ তস্ত
প্রজাপতিরেতদ্ ভেষজমপশ্যদৃতঞ্চ সত্যঞ্চ ব্রহ্মচোংকারঞ্চ ত্রিপাদঞ্চ
গায়ত্রীং ব্রহ্মণো মুখমপশ্য তস্মাৎ ব্রাহ্মণো হোরাত্রস্ত সংযোগে সঙ্ক্যা-
মুপাস্তে সজ্জ্যোতি গ্যাজ্জ্যোতিষোহদর্শনাৎ সোহস্তাঃ কালঃ সা সঙ্ক্যা তৎ
সঙ্ক্যায়াঃ সঙ্ক্যাত্মম্ ।

যৎ সায়মাসীনঃ সক্ষ্যামুপাস্তে তয়া বীর স্থানং জয়ত্যাৎ যদপঃ
প্রযুক্তে তা বিপ্রমো বজ্রীভবন্তি তা বিপ্রমো বজ্রীভূতাহস্রানপা
সন্তি ততো দেবাভবন্ পরাহ স্রাববন্ত্যাস্রনা পরাস্থ ভ্রাতৃব্যো ভবতি য
এবং বেদ যৎ সায়ং চ প্রাতশ্চ সক্ষ্যামুপাস্তে তয়া বীর স্থানাং স্থানং চ
সততমবিচ্ছিন্নং ভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ ।

দানবেরা একসময় প্রবল হইয়া সূর্যকে আক্রমণ করে সূর্য প্রজাপতির
সমীপে শরণাগত । প্রজাপতি সত্যদর্শন করিয়া সক্ষ্যা করেন, প্রণব
গায়ত্রীর মধ্যেই ব্রহ্মদর্শন হয় । তাহাতে তিনি ব্রাহ্মণের সত্যদর্শনের
উপায় সক্ষ্যার নির্দেশ প্রদান করেন । সকালে দাঁড়াইয়া, সক্ষ্যাকালে
উপবেশন করিয়া সক্ষ্যা করিতে হয় । সকাল সক্ষ্যায় মন্ত্র পাঠে যে
জল ত্যাগ করা হয়, উহা বজ্রের শক্তি লাভ করিয়া অসুর দানবকে দূর
করিয়া দেয় । সাধক বীরের স্থান লাভ করে । সকাল সক্ষ্যায়
সক্ষ্যোপাসনায় শ্রেষ্ঠগণের অধিকৃত স্থান হইতেও অধিকতর শ্রেষ্ঠ স্থান
লাভ হয় ।

যমুনা বরদাতা চ কণ্ঠ্যপশু বরপ্রদঃ ।

শংখচূড়বধো দামী গোপীরক্ষণ তৎপরঃ ॥ ৭১

যমুনা বলেছিলেন—নাশ্য পতিং বৃণে তমুতে শ্রীনিকেতনম্ তাহার
প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ । কণ্ঠ্যপ মুনি জন্মান্তরে সূতপা নামে
বর লাভ করেন । শংখচূড়কে বধ করেছেন কৃষ্ণ, হোলীর সময়
বৃন্দাবনে । যশোদার দাম বন্ধ দামোদর । গোপীগণের রক্ষক ।

পাঞ্চজন্ম করো রামী ত্রিরামী বনজা জয়ঃ ॥

ফাস্তনঃ ফাস্তন সখো বিরোধবধকারকঃ ॥ ৭২

হাতে পাঞ্চজন্ম নামে শঙ্খ—রামাগণের পতি । তিন রাম নাম ধারণ

কারী বলরাম, শ্রীরাম, পরশুরাম । বনমধ্যে বরাহাদি রূপ ধারণ কর ।
তোমার নাম জয়, বন্ধু অর্জুন, অর্জুনের বন্ধু তুমি । রামরূপে বিরাধ
রক্ষসের নিহন্তা ।

রুগ্মিণীপ্রাণনাথশ্চ সত্যভামা প্রিয়ংকরঃ ।

কল্লবৃক্ষো মহাবৃক্ষো দানবৃক্ষো মহাফলঃ ॥ ৭৩

তুমি রুগ্মিণীর প্রাণনাথ সত্যভামার ইচ্ছা পূর্ণ কর—কল্লবৃক্ষ হইতে
অধিক ফলদাতা তুমি মহাবৃক্ষ, দাতা শিরোমণি মহাফল মোক্ষ পর্যন্ত
দান কর ।

ধর্মদৃঢ়বন্ধমূলো বেদস্কন্ধঃ পুরাণ শাখাঢ্যঃ ।

ক্রেতুকুস্থমো মোক্ষফলো মধুসূদন পাদপো জয়তি ॥

মধুসূদন কল্লবৃক্ষেয় জয় হউক ।

অঙ্কুশো ভূমুরো ভাবো ভ্রামকো-ভ্রামকোহরিঃ ॥

সরলঃ স্বাখতো বীরো যদুবংশী শিবাঙ্ককঃ ॥ ৭৪

সর্বদেবতার নিয়ামক ব্রাহ্মণের প্রিয়—স্বর্ঘ্যজীবের ভাবনা এবং
কর্ম-অনুসারে সংসারচক্রে তাহাদিগকে ভ্রামিত করার কর্তা । সনাতন
সরল বীর যদুবংশ সমুদ্ভূত মঙ্গলময় তুমি ।

অথ নিত্যো দেব একো নারায়ণঃ ব্রহ্মা চ নারায়ণঃ শিবশ্চ
নারায়ণ ইতি ।

প্রত্যাশ্নো বলকর্তা চ প্রহর্তা দৈত্যহা প্রভুঃ ।

মহাধনো মহাবীরো বনমালা বিভূষণঃ ॥ ৭৫

স্বর্গীয় দেবতাগণের ধ্যেয় শ্রীকৃষ্ণের তৃতীয় বাহ, লীলায় পুত্র, সকল
বলের নিধান, প্রকৃষ্টরূপে পাপের বিনাশকারী, দৈত্য-হননকারী, মোক্ষ-
দাতা প্রভু তুমিই মহাধন, মহাবীর, তুমি বনমালা কণ্ঠে ধারণ কর ।

তুলসী-কুন্দ মন্দার-পারিজাত-সরোরুহৈঃ ।
 পঞ্চমী-রচিতা মালা বনমালা প্রকীর্তিতা ॥
 আপাদলম্বিনী যাতু শৃঙ্গার পরিধিস্থিতা ।

তুলসীদাম শোভাভ্যো জলঙ্কর বিনাশনঃ ।

শূর সূর্য্যোয়ুৰ্দ্ধশ্চ ভাস্করো বিশ্বপুজিতঃ ॥ ৭৬

তুমি তুলসীর মালায় অলঙ্কৃত জলঙ্করকে (বৃন্দার পতি) বিনাশ
 করিয়াছ বীর তুমি-সূর্যরূপে বিনষ্ট হইবে না তুমি তেজ দ্বারা চিরদিন
 বিশ্বপ্রকাশক জগতের পূজ্য ।

রবিস্তমোহা বহিষ্ক বাড়বোবড়বানলঃ ।

দৈত্যদৰ্পবিনাশী চ গরুড়ো গরুড়াগ্রজঃ ॥ ৭৭

তুমি অন্ধকার বিনাশক সূর্য বা অগ্নি । সমুদ্রে বনে বাড়বানল
 দমুজগণের দৰ্প বিনাশক তুমিই গরুড় আবার তাহার অগ্রজ ।

তাহার চাইতেও শীঘ্রগতিশীল ।

তুলসী কৃষ্ণ-প্রায়সী । তুলসী সেবায় গোবিন্দ বশীভূত হন ।

কৃষ্ণকে তুলসী জল দেয় যেই জন ।

তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন ।

জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ।

অতএব আত্মা বেচি করে ঋণের শোধন ;

গৌতমীয় তল্লো

তুলসী-দলমাত্রাণ জলন্ত চুলুকেন বা ।

বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তভোয়া ভক্তবৎসলঃ ॥

আরও দেখা যায়—

সাগ্রজং তুলসীপত্রং বিন্দলং ক্ষুদ্রমেব চ ।

মঞ্জরী সা তু বিখ্যাতা প্রশস্তা কৃষ্ণপূজনে ॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তুথা চ মঞ্জরী হরেঃ ।

তস্মাদদ্ব্যং প্রযত্নেন চন্দনেন তু মিশ্রিতাম্ ॥

দুই পত্র সহ অগ্রভাগে মঞ্জরী-শোভিত তুলসী কৃষ্ণপূজায় প্রশস্ত ।
যত্র সহকারে চন্দন মিশ্রিত করিয়া তুলসী-মঞ্জরী যুগলের চরণে অর্পণ
করিবে ।

গোপীনাথো মহীনাথো বৃন্দানাথো বিরোধকঃ

প্রপঞ্চী পঞ্চরূপশ্চ লতাশুভ্রাশ্চ গোপভিঃ ॥ ৭৮ ॥

গোপীনাথ, তুমি সকলের প্রার্থনীয়, বৃন্দারও তুমি প্রাণনাথ তোমার
উপদেশেই কোঁরব ও পাণ্ডবের বিরোধ যুদ্ধ বিগ্রহ হয় । তুমি এই প্রপঞ্চ-
বিস্তার করিয়া শিব দুর্গা গণেশ সূর্য-বিষ্ণু-দেবতারূপে অবস্থান কর ।
তরু-শুল্ল লতাও তোমারই রূপ, তুমি সকল গোপের, পালক ।

পঞ্চদেবাত্মকো দেবো বিদূর্ধোয়ো মুমুকুণা ।

ত্যক্ত হিংসাত্ত্ব ধর্মেণ সততং নিয়তাত্মনা ॥

গঙ্গা চ যমুনাক্রপৌ গোদা বেত্রবতী তথা ।

কাবেরী নর্মদা তাপ্তী গণ্ডকী সরযু রজঃ ॥ ৭৯ ॥

‘শ্রোতসামন্ত্রি জাহ্নবী’ বলিয়া গঙ্গারূপে শ্রীকৃষ্ণ তাহা প্রমাণ
দিয়াছেন । যমুনা, গোদাবরী বেত্রবতী বা কাবেরী নর্মদা তাপ্তী গণ্ডকী
সরযু সকল তীর্থই তাহারই শক্তিমূর্তি । তীর্থময় ভগবান তাহার
রজরূপে সকলের পাপ তাপ দূর করেন । তীর্থ ভগবানের রূপ-
প্রকাশ ।

ভক্ত প্রতিভীর্থে পৃথকরূপে ভগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ।
তীর্থ সমূহ ভগবানের ভক্ত মহিমায় সাধনোজ্জ্বল ভাবনোজ্জ্বল ।

রাজসন্তানসঃ সত্বী সর্বাদ্রী সর্বলোচনঃ

মুদা ময়োহিমুত ময়োযোগিনীবল্লভঃ শিবঃ ॥ ৮০

সত্ত্বরজ তমগুণত্রয়ের নিয়ামক হইয়াও স্বয়ং শুদ্ধ সত্ত্বময় । সর্ব অঙ্গ
সর্ব লোচন অমৃত আনন্দময় তোমার শ্রীঅঙ্গ । তুমি যোগিনীবল্লভ
যোগমায়ার প্রভু, কল্যাণময় তুমি ।

বুদ্ধোবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ

বুদ্ধিমানগণের শ্রেষ্ঠ তুমি বুদ্ধাবতার আর তুমিই বিষ্ণু । (চারিশত
নাম পূর্ণ হইল ।)

*

*

*

জিষ্ণুঃশচীপতিঃ

বংশী বংশধরো লোকো বিলোকো মোহনাশনঃ ॥ ৮১ ॥

সর্বত্র জয়শীল শচীপতি বংশীবাদনপর, নিজবংশ ধারণকারী এবং
দাসগণের প্রতি অনুগ্রহকারক । ত্রিলোকের প্রতি যাহার সমদৃষ্টি এবং
শরণাগতজনের মোহ হরণকারী ।

রবরাবো রবো রাবো বলো বালোবলাহকঃ ।

শিবোরুজো নলোনীলো লাজুলীলাঙ্গুলাশ্রয়ঃ ৮২ ॥

বেদবাক্যে যাহাকে জানা যায় । নাদেন ব্যজ্যতে বর্ণঃ পদং বর্ণাৎ
পদাদ্বচঃ ।

তালজ্জশ্চাপ্রয়াসেন মোক্ষমার্গংস গচ্ছতি ॥

নাদে বর্ণ পরিচয়, বর্ণদ্বারা পদ পরিচয়, পদ হইতে বাক্য এবং বাক্য
হইতে ব্যবহার পরিজ্ঞাত হওয়া যায় । তালজ্জ ব্যক্তি বিনাশ্রমে মোক্ষ
লাভ করিতে পারে ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ অনুসারে—

রোগ বিনষ্ট করেন বলিয়া জনার্দন শ্রীবিষ্ণুর নাম রুদ্র ।

সকলের নিয়ামক বলিয়া বিষ্ণু ঈশান । সর্বাণেশ্বর মহান বলিয়া বিষ্ণু মহাদেব । মুক্ত-জীব নাক সুখ ভোগ করেন, তাহাদের আশ্রয় বলিয়া বিষ্ণু পিনাকী । সুখরূপ বলিয়া বিষ্ণুই শিব । সর্বসংহার করেন অতএব হর ।

কৃতি বা চর্মময় জীবদেহে অবস্থান হেতু বিষ্ণু কৃতিবাস । প্রকৃতিতে জীবাধান হেতু বিরিক্তি । ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্ম এবং ঐশ্বর্য হেতু বিষ্ণুই ইন্দ্র ।

রুজংদ্রাবয়তে যথারুদ্রস্তস্মার্কজনার্দনঃ ।

ঈশনাদেব চেশানো মহাদেবো মহত্ততঃ ॥

পিবন্তি যে নরা নাকং মুক্তাঃ সংসার সাগরাৎ

তদাধারো যতো বিষ্ণুঃ পিনাকীতি ততঃ স্মৃতঃ ॥

শিবঃ সুখাত্মকত্বেন সর্বসংরোধনাক্ষরঃ ।

কৃত্যাত্মকমিদং বিশ্বং যতো বস্তু প্রবর্তয়ন্ ॥

কৃতি বাসাস্তুতো দেবো বিরিক্ষচ্চ বিরচনাৎ ।

বৃংহনাদ্বক্ষনামাসাবৈশ্বর্যাদিন্দ্র উচ্যতে ॥

এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ ।

বেদেষু স পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ ॥

ব্রহ্মপুরাণ বাক্য, বিষ্ণু নিজের নাম দান করেন—চতুর্মুখঃ শতানন্দী
ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি—

উগ্রো ভস্মধরো নগঃ কপালীতি শিবস্ত চ

বিশেষনামানি দদৌ স্বকীয়ান্‌পি কেশবঃ ॥

বিবিধ বিচিত্র রব বা রাগিণী যেমন মেঘমল্লার প্রভৃতিতে ইচ্ছা সিদ্ধি হয়। তিনিই বলস্বরূপ এবং গোপাল বালকরূপে ক্রাড়াশীল। তিনি ভক্তের সমীপে অভীষ্ট বর্ষণশীল মেঘের আয়। তিনিই শিব বা শৈব্যা সখীর প্রিয়। অভক্তের সমীপে অগ্নি রুদ্রস্বরূপ। তাহার মহিমা কখনও হ্রাস হয় না। যিনি আভূষণরূপে নীলমণি সদৃশ। তিনি লাস্কুল ধারণ করেন। নল নীল হুমুমান প্রভৃতি সকলের নিয়ামক। তিনি লাস্কুল আশ্রয়ে অগ্নি।

পারদঃ পাবনো হংসো হংসারুঢ়োজগৎপতিঃ ।

মোহনো মোহিনী মায়ী মহাময়ী মহামখী ॥ ৮৩ ॥

তিনি সংসারের পার কারণ, পবিত্র তিনি হংস, সৎ অসৎ বিচারণ-পরায়ণ হংস স্বরূপ, তিনিই হংসারুঢ় ব্রহ্মা, তিনি মোহিত করেন দেবতা দানব সকলকে। আবার মোহন স্বরূপে নিজেও মোহিত হন। মায়াকে তিনি পরিচালিত করিয়া মহামায়াবী এবং মহামুখী।

বিজ্ঞাবল্লিবামনোহমরগুরুঃ পাপাক্ষি কুস্তোভবঃ

তাপ স্বর্ণদূশে বরাহবপু রিত্যানন্দ কল্পদ্রুমঃ ।

দুঃস্বপ্নদ্রুমদাববহি রখিলাপদ্ ব্যালতাক্ষ্যাবনি

বীজানাং সুখসম্পদে বিজয়তে গোপালবেষো হরিঃ ॥

বলিমহারাজ স্ত্রানের প্রতীক তাহাকে নিরুদ্ধ করেন, বামনরূপে শ্রীহরি। পাপ যদি সমুদ্রের মত হয় উহাকে উদরস্থ করিবার সামর্থ্য ধারণ করেন অগস্ত্য মুনির আয় শ্রীহরি। তাপজ্বালার প্রতীক হিরণ্যাক্ষ দৈত্য, তাহাকে নিহত করেন বরাহ মূর্তি শ্রীহরি। দুঃস্বপ্ন বৃক্ষকে ধ্বংস করিবার পাবক শ্রীহরি। তিনি আনন্দ কল্পবৃক্ষ। বিপদ যদি হয় সর্প

তাহার বিনাশক গরুড় শ্রীহরি । সর্বপ্রকার সুখ সম্পদের রক্ষা বীজ
শ্রীগোপাল বেবে শ্রীহরি । সুখের সামগ্রীও তুমিই ।

সুষ্ঠুপানং ভোজনং চ পরিধানং চ ভূষণম্
যানং গানং স্বরূপং চ বিদ্যা স্বাম্যমকণ্টকম্
সৎ সঙ্গমাত্মনিষ্ঠত্বং বিপুলংকোশমেব চ
মহাস্তোতানি শাস্ত্রজৈঃ সুখানি কথিতানি চ ॥

উৎকৃষ্ট পানীয়, ভোজ্য, পরিধেয় বস্ত্র, অলংকার, যান, গান,
স্বরূপ, বিদ্যা, কৰ্ত্ত্ব্য, সাধুসঙ্গ, আত্মনিষ্ঠতা, ধন সম্পৎ এই গুলিই
সুখের ।

বৃষো বৃষাকপি: কাল: কালীদমন কারক:

কুব্জা ভাগ্যপ্রদো বীরো রজকক্ষয় কারক: ॥ ৮৪ ॥

ভক্তের অভিলাষ পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ধর্মবৃষ স্বরূপ—

বৃষোহি ভগবান্ ধর্ম: স্মৃতো লোকেষু ভারত ।

নৈঘণ্টুক পদাখ্যানৈর্বিদ্ধি মাং বৃষমিত্যুত ॥

ধর্মদ্বারা দুর্ঘটকে কম্পিত করেন বলিয়া শ্রীভগবান বৃষাকপি । তিনিই
কাল বা সকলের ক্ষোভ কারক, পুরাতন অবিকৃত পুরুষ কালাতীত ।
কালীয় নাগকে গঞ্জন করিয়া তিনি কালীয় দমন ।

চন্দ্রাদি অঙ্গরাগ অর্পণ মাত্র মথুরা নগরে কুব্জা মহাভাগ্য লাভ
করে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে । তাহার বাঁকা শরীর সোজা হইয়া যায় । তাহার
কুৎসিৎ আকৃতি হইয়া যায় পরমানন্দ মূর্তি, সে গোবিন্দের কৃপা লাভ
করিয়া ধন্য হয় ।

“অঙ্গরাগার্পণেনাহোদুর্ভগেদমবাচকম্”

কুব্জা অঙ্গরাগ অর্পণের ভাগ্যে কৃষ্ণকে নিজের গৃহে পাইবার জন্য প্রার্থনা করেন। বস্ত্রাদি লইয়া পথে যাইতেছিল রজক। শ্রীকৃষ্ণ তাহার সমীপে রাজসভায় যাইবার উপযুক্ত পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উদ্ধত সেই রজক শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া দুরুক্তি করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ হস্তদ্বারা তাহার মুণ্ডপাত করিলে তাহার সহচরগণ পলায়ন করে।

“রজকশ্চ করাগ্রেণ শিরঃ কায়াদপাহরৎ।”

ভাগবতে এই রজক বধের কথা মথুরালীলায় প্রসিদ্ধই আছে।

কোমলো বারুণোরাজা জলজোজলধারকঃ

হারকঃ সর্বপাপঘ্নঃ পরমেষ্টী পিতামহঃ ॥ ৮৫ ॥

অত্যন্ত মৃদু স্বভাব বরুণলোক সমুদভূত নানা ধান বাহনযুক্ত সকলের রঞ্জনকারী জলেই যাহার নিবাস এবং যিনি জলকে ধারণ করেন। সকল পাপহারক ব্রহ্মরূপে পিতামহরূপেও যাহার করুণা।

খড়গধারী কৃপাকারী রাধারমণ স্তম্ভরঃ।

দ্বাদশাখ্য সঙ্কোচী শেষনাগ ফণালয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

নন্দক নামে খড়গ্ ধারণ করিলেও কৃষ্ণকৃপাময়। শ্রীরাধারমণ এবং বৃন্দাবনে দ্বাদশ বনে আনন্দে বিলাসী এবং শেষনাগ শয়নেও অবস্থানকারী। দ্বাদশবন—

ভদ্রশ্রীবনয়োরুদার মহিমৈশ্বর্যাদি সন্দর্শনম্

শ্রীদামাদিভিরেব কেলিরুচিতা শ্রীলোহভাণ্ডীরয়োঃ

বাল্যক্রীড়নমেব তালকমহারণ্যস্থলে খাদিরে

সম্মুখাচল ধারণং চ বহুলারণ্যে হরের্গোমুখম্

শ্রুত্বোর্মোহকথা কুমুদনগতা বৃন্দাস্বরূপেক্ষণম্
কাম্যে জন্ম মধৌ বিচিত্রচরিতং বৃন্দাবনে কীর্ত্তিতম্ ॥

ভদ্র ও শ্রীবনে উদার মহিমা, লোহ এবং ভাণ্ডীর বনে সখা
শ্রীদামাদির সঙ্গে ক্রীড়া, মহাবন ও খদির বনে বাল্য লীলা, কাম্য
ও বহুলাবনে গোচারণ, গোবর্ধন, কুমুদ বনে ব্রহ্মমোহনলীলা, বৃন্দাবনে
স্বরূপদর্শন, মধুবনে জন্ম ও অগত্ৰ বিচিত্র লীলা ।

কামঃশ্যামঃ সুখঃশ্রীদঃ শ্রীপতিঃশ্রীনিধিঃ কুভী ।
হরিহরৌ নরোনারৌ নরোত্তম ইষুপ্রিয়ঃ ॥ ৮৭ ॥

মুক্ত পুরুষগণও যাহার কামনা করে সেই সকল সুখের সৌভাগ্যের
বীজ শ্যাম-সুন্দর, যিনি ভক্তের প্রীতির জগুই ইচ্ছুক এবং যিনি প্রীতি
করা মাত্র অনুগ্রহ করেন । সকলের চালক সকল কর্মে নিপুণ এবং
পাপ তাপ হরণকারী পরমশ্রী প্রেমদান করিয়া মনোহরণকারী । নর
সমগ্রজীব এবং নরোত্তমকৃষ্ণরূপে তিনিই সকলের বাঞ্ছাপূরক ।

গোপালী চিত্ত হর্তা চ কর্তা সংসারভারকঃ
আদিত্যেবো মহাদেবো গৌরীশ্বর রনাত্রয়ঃ ॥ ৮৮ ॥

‘চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং এই বাক্য অনুসারে গোপীগণের মনোহরণ
সংসার বন্ধন ছেদনের কর্তৃক তাঁহারই হাতে । তিনি আদি ও মহাদেব ।
তিনিই গৌরীর প্রাণপতি স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।

সামু খামু বিমুখতা ত্রাতাক্রুর পরায়ণঃ
রোলম্বী চ হমগ্রীবো বানরান্নিবনাশ্রয়ঃ ॥ ৮৯ ॥

তিনি সাধুগণের অভীষ্ট দাতা, শ্রীলক্ষ্মীর প্রাণপতি সকল সংসারের
আহ্লাদক ও বিধায়ক । তিনি ত্রাতা, তিনিই ক্রুর । তিনি ভিন্ন আর

কেহ আশ্রয় নাই। যাহার গলায় বনমালা বেঁধেন করিয়া ভ্রমর পংক্তি,
তিনি হয়গ্রীব অবতার, দ্বিবিদের শত্রু বৃন্দাবন-বিহারী।

বনং বনীবনাধ্যক্ষো মহাবক্ষো মহামুনি ॥

শ্রমশুক মণিপ্রাপ্তো বিজ্ঞো বিঘ্নবিঘাতকঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনধাম নানাপ্রকার উপাসকের নিমিত্ত বিভিন্ন অংশে
বিভক্ত। এই সকল বনেরই অধ্যক্ষ শ্রীকৃষ্ণ। যিনি সংসারময় মহাবন্ধন
সৃষ্টি করিয়াছেন, মুণীন্দ্রগণেরও আরাধ্য, শ্রমশুকমণির রহস্য যিনি
উদ্ঘাটন করেন, যিনি অভিজ্ঞ এবং বিঘ্ন বিনাশক।

অশুভানি নিরাচক্ষে তনোতি শুভসমুত্তম্।

স্মৃতিমাত্রেন যঃ পুংসাং ব্রহ্মতন্মজ্জলং বিদুঃ ॥

গোবর্দ্ধনো বর্দ্ধনৌয়ো বর্দ্ধনীবর্দ্ধনঃ প্রিয়ঃ

বর্দ্ধন্তো বর্দ্ধনো বর্দ্ধী বর্দ্ধিযুঃ স্মৃযুঃ প্রিয়ঃ ॥ ১১

গোসকলের বর্ধনকারী যজ্ঞ অনুষ্ঠাতা, বাল্যভাবে উপাসকের বর্দ্ধক,
দর্শনানন্দ প্রিয় ভক্তবৎসল ভক্তের মহিমা-খ্যাপক, যিনি একরূপ হইতে
বহুরূপ ধারণ করিয়া আনন্দ দান করেন সুন্দর ও স্নেহল।

বর্দ্ধিতো বৃদ্ধকোবৃদ্ধো বৃন্দারক জনপ্রিয়ঃ।

গোপালরমণীভর্তা সাক্ষকূটবিনাশনঃ ॥ ১২

বশোদার লালনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। তুমি জগতে পিতা মাতা পিতামহ স্মৃদ্ধ
পূরণ পুরুষ, বৃন্দাবনের জনপ্রিয় এবং গোপ রমণীগণের প্রেমাস্পদ,
তুমিই আবার জাম্ববতীর পুত্র সাক্ষ নামক কূট রোগীর রোগ বিনাশক।
(এখানে ৫০০ শত নাম পূর্ণ হইল।)

রুক্মিণীহরণশ্রেয়শ্রেয়ী চন্দ্রাবলী পতিঃ ।

শ্রীকর্তা বিশ্বভর্তা চ নরো নারায়ণো বলী ॥ ৯৩

রুক্মিণীকে প্রেমবশে হরণ করিয়াছ। চন্দ্রাবলীর সহিত বিহার করিয়াছ। শ্রীলক্ষ্মীর প্রাণপতি বিশ্বের পতি নর ও নারায়ণ তোমার অংশ। তুমি অতুলনীয় শক্তিশালী।

গণোগণপতিশ্চৈব দত্তাত্রেয়ো মহামুনিঃ ।

ব্যাসো নারায়ণো দিব্যোত্তব্যো ভাবুকধারকঃ ॥ ৯৪

তুমি গোযুথ গণনা কর, তুমি যোগেশ্বর মহামুনি দত্তাত্রেয় ও জ্ঞানরূপে আবির্ভূত। তুমি বেদবিভাগকর্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ ব্যাস —তুমি বদরী-নারায়ণে তপস্তা পরায়ণ দিব্যভাবধারার বাহক ও ধারক নারায়ণ ঋষি।

ঋঃ শ্রেয়সং শিবং ভদ্রং ভাবুকং ভবিকং শুভং ।

শুভাত্মকঃ শুভঃ শান্তা শ্রুশ্রুস্তো মেঘনাদহা ॥ ৯৫

ভবিষ্যৎ কালেও যিনি মঙ্গলনিধি সেই মঙ্গলময় শিব ভদ্র ভাবুক এবং শুভকৃৎ সর্বপ্রকারে তিনি শুভ প্রদান কারক। কখনও তাহাকে শাস্তা-রূপেও দর্শন হয়। তিনিই মেঘনাদকেও বধ করেন।

ব্রহ্মণ্যদেবো দীনানামুদ্ধার করণক্ষমঃ ।

কৃষ্ণঃ কমল পত্রাঙ্কঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৯৬

কৃষ্ণ গোত্রাঙ্কণ হিতকারী দীনগণের পরিত্রাণে সমর্থ কমলনয়ন সর্বাঙ্গসুন্দর—

কৃষ্ণঃ কামী সর্ষাকৃষ্ণঃ সমস্তপ্রিয়কারকঃ ।

মন্দোদরী মহানন্দী মাধী মাধনকঃ কিলী ॥ ৯৭

উদুখলকে আকর্ষণ করিয়া দামোদর কৃষ্ণ নাম সার্থক করিয়াছেন
যমলার্জুন ভঞ্জন লীলায়। আরও দেখা যায়—

কৃষ্ণতে রাধয়া প্রেম্না যমুনাতট কাননে।

লীলয়ানন্দি তচ্চাপি ধীরঃ কৃষ্ণ উদাহৃতঃ ॥

যমুনা তটে বন প্রদেশে শ্রীরাধা কর্তৃক আকৃষ্ট হওয়ার জন্য কৃষ্ণনাম
সার্থক। যিনি সকল কামনার মূল কামনা জগৎ সৃষ্টির সংকল্প ধারণ
করেন তিনিই কামী কামদেব।

“কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।” কামনা-
প্রবর্তক এই ঋতি সর্বপ্রথম কামনার বীজ ;

সদাকৃষ্ণ—যাহার প্রভাব কখনও মলিন হয় না। কৃষ্ণবর্ণ
ত্রিষাকৃষ্ণমিতি এখানেও কৃষ্ণবর্ণ হইলেও কাস্তিতে অকৃষ্ণ প্রকাশময়
গৌর। সকলের প্রিয় কারক সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ
স্বরূপ। ব্রহ্মবিহারে সকলের আনন্দদায়ক নন্দ। আর নন্দ
মহারাজকে পিতৃভে স্বীকার করিয়া নন্দী। বেদ মহানাদের
প্রবর্তক।

সদা সেব্যাস্ত মহতী বাগীয়ং, বেদসংজ্ঞিক্য।

স্ববাক্যাচরণান্নূনং কৃপাসিদ্ধুগ্রহীষ্যতি ॥

বেদের বাণী শ্রীকৃষ্ণের বাণী। সেই বেদ বাণী অনুসারে আচরণ করিলে
প্রভু ভক্তকে গ্রহণ করিবেন।

নাদী শব্দের তাৎপর্য যাহার নামগানে ভক্ত প্রমত্ত হইয়া যায়।
কখনও হাসে, কখনও নাচে। আবার কখনও গান করে। মাদনক
গোপীগণকে আদর জানাইয়া তাহাদিগকে অত্যন্ত মান দিয়াছেন।

কিলা শব্দে কেলিকার বা লীলাময় বুঝায়। তিনি নানাপ্রকার ক্রীড়া করেন।

হিলী হিলী গিলী গোপী গোলী গোলালয়ো গুলী।

গুগ্‌গুলী মারকীশাখা বটঃ পিঙ্গলকঃ কুতী ॥ ৯৮

ভক্তের সঙ্গে মিলিত, ভক্ত অঙ্গে কম্প সৃষ্টি কারক, যশোদাদির দধিমাখন ভোক্তা, গোলক লইয়া ক্রীড়াশীল, যিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, সর্বপ্রকারে ভক্তের রক্ষক, ভক্তের প্রতি প্রেমিক, কামের দর্প হরণকারী, বেদশাখার প্রবর্তক, যিনি পিপ্পল বৃক্ষের ত্রায় ছায়াপ্রদ, সর্ব-সংসাধক কুতী তিনি।

*

*

*

মিলী কথার অর্থ যাহার স্বভাবই ভক্তকে আলিঙ্গন করা—

দর্শন স্পর্শনালাপ প্রেমালিঙ্গনবীক্ণৈঃ।

স্বাকার বাঞ্ছাভরণৈঃ ভক্তান্ গৃহ্ণাতি মাধবঃ ॥

দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, প্রেমালিঙ্গন এবং স্বীকৃতি দ্বারা তাহার মনের আকাঙ্ক্ষিত আভরণে সজ্জিত করিয়া তাহাকে ভগবান নিত্য অনুগ্রহ করেন। হিলী কথার তাৎপর্য ভক্তের হৃদয়ে তিনি নানাপ্রকার ভাব প্রেরণা দান করেন। রেমে স গোপ গোপীনাং রময়ন্ রূপবাক্কুতৈঃ। গোপ গোপীর সঙ্গে তিনি অনেকরূপে বিহার করেন। গিলী যশোদার দধি মাখন প্রভৃতি ভোজন এবং ভক্তগণের প্রদত্ত পত্রপুষ্প ফল জল ভোজন যাহার স্বভাব।

গোলী—যাহার খেলা করিবার গোলক আছে—যিনি গো সকলকে গ্রহণ করেন অথবা গোপবালক যাহার ক্রীড়ার সহায় অথবা দীপ্তিময়

বিগ্রহ অথবা বেদ প্রকাশক অথবা প্রলয়কালে যাহাতে বেদ লীন হয়।

গোলালয় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিবাস। অগণিত ব্রহ্মাণ্ড যাহার রোমকূপে ! উদরে ব্রহ্মাণ্ড মাতা যশোদা দর্শন করেন। অজুর্ন বিশ্বরূপ দেখেন। অক্রুর জলের মধ্যে ও উপরে সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়াছেন।

গুলী—সর্বপ্রকার উদযোগী এবং ভক্তের রক্ষক। গুগ্‌গুলী—ভক্তের প্রতি প্রেমিক। মারকী—কামদেবের দর্পহরণকারী, শাখী—বেদ বিভাগ কর্তা। বট—নিজ শক্তিতে ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টিতকারী। অথবা নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রজে বিচরণকারী। পিপ্লক—পিপল বৃক্ষের স্থায় জল সেচনে যাহার আনন্দ।

“সোহস্তম্বলং যুবতিভিঃ পরিসিচ্যমানঃ” যুবতিগণের জলকেলিতে অভিসিক্ত হইয়া আনন্দিত।

কৃতী—যাহাতে সকলবস্তু সিদ্ধ হয়, যিনি কৃতযুগ সত্যযুগ প্রবর্তক। নিজে ভক্তি পরায়ণ হইয়া ভক্তি শিক্ষাপ্রদান কর। একপত্নী ব্রতধারণ পূর্বক রামরূপে প্রজারঞ্জনের দিব্য আদর্শ স্থাপন কর। তুমি লোকমণীয় তুমিই সকল বেদের বিরাম ভূমি তুমি সংসার বিষ নাশক।

য়েচ্ছহা কালহর্তা চ যশোদাযশ এব চ।

অচ্যুতঃ কেশবো বিষ্ণুর্হরিঃ সত্যো জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৯৯

কালঘবনহস্তা, দুর্ভিক্ষ বিনাশ কারী, যশোদার খ্যাতি, ধর্ম হইতে চির অবিচ্যুত ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি যাহার অংশ, সর্বত্র প্রসিদ্ধ, মায়ার অপহর্তা হরিও তুমি। সত্যস্বরূপ তুমি সকল ভক্তের প্রার্থনীয়।

হংসো নারায়ণো নীলো নীনো ভক্তিপরায়ণঃ

জানকীবল্লভোরাণো বিরামো বিষনাশনঃ ॥ ১০০

সত্যযুগে তুমি হংসরূপে আবিভূত হইয়া নিত্য ও অনিত্য বস্তুর উপদেশ কর। তুমি নারায়ণ স্বরূপে ব্রহ্মার অন্তরে বিশ্বরচনার প্রেরণা প্রদান কর। তুমি নীল বর্ণ তুমি সর্বত্রনীল।

সহভানুর্মহাভানু বীরভানু মহোদধিঃ

সমুদ্রোহঙ্কিরকুপারঃ পারবারঃ সরিৎপতিঃ ॥ ১০১ ॥

“তমেব ভাস্তমনুভাতি সর্বং” এই ন্যায়ে তাহার প্রকাশেই আর সকলের প্রকাশ তাই তিনি সহভানু মহাভানু ও বীর ভানু। যদাদিত্য গতং তেজো জগদ্ভাসয়তেখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চায়ৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

আরও যদ্যদ্ বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা। তন্তদেবাবগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশ সন্তবম্”। তিনিই সাগর, “স্রোতসামস্মি সাগরঃ” সমুদ্রে তাহার বিভূতি দর্শন হয়। তাহার ভক্ত কখনও সংসার কূপে পতিত হয় না। তিনি কূর্মাবতারও প্রকাশ করেছেন। তিনি সংসারের পারে অবস্থান করেন এবং তিনি সরিৎপতি যমুনার পতি বা পালক।

গোকুলানন্দকারী চ প্রতিজ্ঞাপন্নিপালকঃ।

সদারামঃ কুপারামো মহারামোদধনুর্ধরঃ ॥ ১০২ ॥

গোকুলের আনন্দদাতা স্বপ্রতিজ্ঞাপালক নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন বিহারশীল। নিরন্তর কামক্রীড়া বাহার চরিত। মহাদেবকে শ্রীকৃষ্ণ বলেন— অহ্মাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেমবিহ্বলঃ।

ক্রিয়ান্তরং ন জানামি নাত্মানমপি নাদরম্।

বিহরাম্যানয়া নিত্যমস্তাঃ প্রেমবলীকৃতঃ ॥

ইমাং তু মৎপ্রিয়াং বিদ্ধিরাধিকাং পরদেবতাম্

অস্ত্রাশ্চ পার্শ্বতঃ পশ্চা সখ্যঃ শতসহস্রশঃ
 নিত্য্যঃ সৰ্বা ইমা রুদ্র তথাহং নিত্যবিগ্রহঃ
 গোপীগাবো গোপিকাশ্চ সদাবৃন্দাবনে মম
 সৰ্বমেতন্নিত্যমেব চিদানন্দরসাত্মকম্
 বিহারোহয়ং হি নিত্য্যখ্যঃ সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥

এই লীলা নিত্যই চলিতেছে। ইহার আবির্ভাব তিরোভাব দৃষ্ট
 হইলেও নিত্য সন্দেহে, কোনো সংশয়ের অবসর নাই।

শ্রীমহাদেব দেবর্ষি নারদকে এই লীলার নিত্য সন্দেহে বলেন—

দাস্ত্যঃ সখ্যায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্বশ্চ হরেরিহ।
 সৰ্বে নিত্য্য মুনিশ্রেষ্ঠ বসন্তি গুণশালিনঃ ॥
 যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্তিতাঃ
 তথা তে নিত্যলীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥
 গমনাগমনে নিত্যং করোতি বনগোষ্ঠয়োঃ
 গোচারণং বয়স্শ্চ বিনাস্তুরবিঘাতনম্ ॥

তিনি ভক্তের প্রতি কৃপায় রমণ করেন। তাহার মত আর শ্রেষ্ঠ রমণ
 নাই। তিনি শাস্ত্র ধনুক ধারণ করেন।

পৰ্বতঃ পৰ্বতাকারো গয়োগেয়ো দ্বিজপ্রিয়ঃ
কঙ্কলাশ্চতরো রামো রামায়ণপ্রবর্তকঃ ॥ ১০২ ॥

পৰ্বত নামক মুনি তুমি। পৰ্বত তুমি গিরি গোবর্ধনরূপে পূজা গ্রহণ
 কর। তুমি গীতপ্রিয় সঙ্গীতরূপেও তুমি। ব্রাহ্মণগণের অত্যন্ত প্রিয়
 তুমিই শৈব্য স্ত্রীবি প্রভৃতি নামক অশ্চালিত রথে বিহার কর।
 তুমি মনোভিরাম, বাস্ম্যকিকে রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছ তুমিই।

তোরির্বোদ্বিসো.....

তুমি আকাশ, স্বর্গ এবং দিবস রূপে বিরাজমান। এই পর্য্যন্ত ছয় শত নাম পূর্ণ।

—দিব্যো ভব্যো ভাবিভয়াপহঃ ॥

পার্বতী ভাগ্য সহিতো ভর্তা লক্ষ্মীবিলাসবান্ ॥ ১০৪ ॥

কৃষ্ণ দিব্য পুরুষ সর্বপ্রকারে যোগ্যতা সম্পন্ন সর্বপ্রকারে ভয় দূর করিয়া থাকেন, পার্বতীর ভাগ্য বর্ধন, সকলের প্রভু লক্ষ্মীকান্ত।

বিলাসী সাহসী সর্বো-গর্বো-গবিত লোচনঃ ।

মুরারী লোক ধর্মজ্ঞো জীবনো জীবনাস্তকঃ ॥ ১০৫ ॥

গোপী সঙ্গে বিহারশীল, তুমি পিতৃ পুরুষ দেবতা সর্বরূপেই বিরাজমান।

যে যজ্ঞস্তি মথৈঃ পুণ্যৈ দৈবতানি পিতৃনপি ।

আত্মান মাত্মনা নিত্যং বিষ্ণুমেব যজ্ঞস্তি তে ॥

তিনিই বলেন, আমি ছাড়া আর কেহ পরম নাই অতএব এরূপ গর্বপূর্ণ কথায় পরম গর্বী। অহংকারীজনের প্রতি ক্রোধন দৃষ্টি। বর্ণাশ্রমধর্ম উপদেশটা, সকলকার প্রাণস্বরূপ, কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ এইভাবে জীবনাস্তক।

যমো যমারিষ্মনোযামী যামবিধায়কঃ

বংশুলী পাংশুলী পাংশুঃ পাণ্ডুরজ্জুন বনভঃ ॥ ১০৬ ॥

তুমিই যম তুমিই যমের যম। ভক্তের সময় নির্ধারণক। বাঁশীও তুমি। তোমার দর্শনমাত্র পাপদূর হয়। ভক্তের বিরোধিকে বিনাশ কর। তুমি সর্বজ্ঞ অর্জুনের প্রিয়।

ললিতা চন্দ্রিকামালী মালী মালাহম্বুজাশ্রয়ঃ

অম্বুজাক্ষো মহাযক্ষো দক্ষশিস্তামণিঃ প্রভুঃ ॥ ১০৭ ॥

যাহার মালায় চন্দ্রাকৃতি পুতুল আছে। হস্ত্যারাতি নখেন্দু বিশ্বপদক শ্রীমূর্তি যজ্ঞাঘিতাং, মালাং চিত্রকলাযুতাংগদহরাং মাত্রা নিবন্ধাং গলে। ধ্বজা ক্রীড়তি গোকুলে শিশুগুণৈঃ কৃষ্ণোরজঃ ক্ষেপণৈ, গোপীগোপমনশ্চ-মৎকৃতিপদোনন্দাত্মজো মে গতিঃ ॥

বাঘনখে চন্দ্রাকৃতি মূর্তি যুক্ত রোগনাশক চিত্র চন্দ্রিকা যুক্ত পদক মাতা গলায় দিয়াছেন। শিশুগণের সঙ্গে খুলি খেলায় নিরত। সেই মালা বিভূষিত গোপী ও গোপগণের চমৎকৃতি শ্রীকৃষ্ণগোপালকে আমি শরণ গ্রহণ করি। তিনি ভিন্ন গতি নাই। বৈজয়ন্তী প্রভৃতি মালা ভূষিত কমল মালা গলে কমল নয়ন কৃষ্ণ মহা যজ্ঞ স্বরূপ পরমদক্ষ। ভক্তগণের অভীষ্ট পূরণে চিস্তামণি, সমর্থ প্রভু শ্রীগোপাল।

মণির্দীনমণিষ্ঠৈব কেদারো বদরীশ্রয়ঃ।

বদরীবন সংপ্রাপ্তো ব্যাসঃ সত্যবতী স্নাতঃ ॥ ১০৮ ॥

মহামূল্য ইন্দ্রনীলমণিকান্তি সূর্যের আয় স্বপ্রকাশ কেদার ও বদরী আশ্রমে অবস্থানকারী বিশেষ করিয়া বদরিকাশ্রম যাহার অত্যন্ত প্রিয়-ধাম সত্যবতীস্নাত বেদব্যাসরূপেও যাহার অবতার, সেই গোপাল জয়যুক্ত হউন।

অমরারে নিহস্তা চ স্তম্বাসিদ্ধু বিশ্বদ্রয়ঃ

চন্দ্রোরবিঃ শিবঃশূলী চক্রো চৈব গদাধরঃ ॥ ১০৯ ॥

দানব হস্তা অমৃত সাগরের পূর্ণচন্দ্র তুমিই রবি চন্দ্র শংকর বিষ্ণু গদাধর।

কোমোদকী গদার রহস্য অজ্ঞানহারক পরাবিছা—আত্মবিছা গদাবেছা
সর্বাদা মে করে স্থিতা ।

শ্রীকর্তা শ্রীপতিঃ শ্রীদঃ শ্রীদেবো দেবকীমৃতঃ

শ্রীপতিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভো জগৎপতিঃ ॥ ১১০ ॥

শ্রীলক্ষ্মীর ভর্তা শ্রীকান্ত সর্বপ্রকার সৌভাগ্য প্রদান কারী সুন্দর প্রভু
দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত তুমি শোভার আধার পুণ্ডরীক নয়ন পদ্ম
নাভি জগতের পতি ।

ভক্ত্যা নৃত্যতি গোপীনাং মধুরং নিলয়াজনে

কো ন সেবেত তং ভক্ত্যা গোপালং ভক্তবৎসলম্ ।

যিনি প্রেমের সহিত গোপীগণের গৃহাজনে নৃত্যপরায়ণ এরূপ ভক্ত-
বৎসল শ্রীগোপালকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে সেবা করিবে না ।

বাসুদেবোহশ্রমেয়াত্মা কেশবো গরুড়ধ্বজঃ

নারায়ণ পরংধাম দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১১১

তুমি সর্বজীবের অন্তরের প্রেরণাদাতা তোমার তুলনা তুমি । ব্রহ্মা শংকর
তোমার বশীভূত তোমার ধ্বজায় তোমার ভক্ত গরুড়ের চিহ্ন অঙ্কিত
করিয়া ভক্তের জয় ঘোষণা কর । তুমি সর্বাশ্রয় নারায়ণ এবং পরম গতি
—পরম দৈবত মহেশ্বর তুমি । যশোদার সমীপে তুমি বালক আবার
কুঞ্জমন্দিরে তুমি কিশোর তোমার পরিমাপ করিবে কে ?

যশোদাগ্রে সদা বালঃ কিশোরঃ কুঞ্জমন্দিরে ।

বালকৈস্তদ্ বয়োধারী ব্রজে ক্রীড়তি মাধবঃ ॥

চক্রপাণিঃ কলাপূর্ণো বেলবেত্তো দয়ানিধিঃ

ভগবান্ সর্বভূতেশো গোপালঃ সর্বপালকঃ ॥ ১১২

করকমলে সুদর্শন-চক্রে বা তাহার চিহ্ন সর্বাংশ পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্
বেদাস্তবেচ্ছ পরম পুরুষ পরম দয়ালু, সর্বজীবের প্রভু সর্বপালক
ভগবান্ শ্রীগোপাল।

অনন্তোনিষ্ঠগোনিষ্ঠো নির্বিকরো নিরঞ্জনঃ।

নিরাধারো নিরাকারো নিরাভাসো নিরাশ্রয়ঃ ॥ ১১৩

নাতঃ পরমস্তুতি শ্রুতেঃ ইহার পর আর নাই অর্থাৎ অনন্ত অথচ
কোনো গুণ স্পর্শ করে না, এই নিত্য নির্বিকার স্বরূপ নিরঞ্জন নিরাধার
নিরাকার ছায়া প্রতিবিশ্ব রহিত শ্রীভগবান গোপাল দেবকে কেহ
পরিমাণ করিতে পারে না।

পুরুষঃ প্রণবাভীভো মুকুন্দঃ পরমেশ্বরঃ।

ক্ষণাবধিঃ সার্বভৌমঃ বৈকুণ্ঠো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১১৪

প্রতিহৃদয়ে অবস্থানকারী, প্রণব শব্দ ব্রহ্ম হইতেও হৃসুম্ম তুরীয়। যাহার
দর্শনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও তিরোহিত হয়, পরমেশ্বররূপে সেবার ইচ্ছা
হয়, অগণিত উৎসবের পরমাশ্রয় সর্বত্র প্রভাব বিস্তারকারী সর্বপ্রকার
কুণ্ঠা রহিত বৈকুণ্ঠ নিবাস ভক্তবৎসল।

বিষ্ণুর্দামোদরঃ কৃষ্ণো মাধবো মধুরা পতিঃ।

দেবকৌর্গর্ভসঙ্কুতো যশোদাবৎসলো হরিঃ ॥ ১১৫

ব্যাপ্যমে রোদসী পার্শ্ব কান্তিরভ্য ধিক। স্থিত।

ক্রমণাদ্বাপাহং পার্শ্ব বিষ্ণুরিত্যভিধীয়তে ॥

অঙ্গের কান্তি বিচ্ছুরিত করিয়া বৃন্দাবনে সকলকে কৃষ্ণকান্তিময়সুন্দর
করার জন্য কৃষ্ণই বিষ্ণুনামে আখ্যাত হন। তিনিই মাধব এবং মধুরা-

পতি আর দেবকীর পুত্র এবং যশোদার বাৎসল্য-নিধি মনোহারী হরি-
গোপাল !

দামোদর নাম কেন হইল সকলেই জানে তয়োর্মধ্যগতো বন্ধো দাম্বা
গাঢ় তথোদরে ।

ততোহি—দামোদরতাং স যযৌ দামবন্ধনাং ॥

আবার তাহার অঙ্গের শ্যামল কাস্তিতে বনকেও অঙ্ককার করিয়া
সেই অঙ্ককারে শ্রীরাধার সহিত রমণ করেন বলিয়াই তিনি কৃষ্ণ বলিয়া
প্রসিদ্ধ ।

অঙ্গশ্যামলিমস্তোমৈঃ

শ্যামলীকৃত কাননে !

রমতে রাধয়া সার্দ্রমতঃ

কৃষ্ণে নিগততে ॥

মাধব নামের মা অংশের অর্থ পরাবিছা আর মাধব তাহার পতি ।
বিছাপতি ।

মা শব্দে শ্রীলক্ষ্মীঃ অতএব মাধব শব্দে শ্রীনারায়ণঃ । আবার মা শব্দে
শ্রীলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তিময়ী শ্রীরাধা, অতএব মাধব শব্দে শ্রীরাধানাথ
শ্রীকৃষ্ণ ।

বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখিতে পাই—

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয় ।

দেই তুলসী তিল এ দেহ সমর্পিলা

দয়া জানি না ছোড়বি মোয় ॥

গণ্যিতে দোষ গুণলেশ না পাওবি

যব তুহঁ করবি বিচার

তুহু* জগন্নাথ জগতে কহাওসি
 জগবহি নহি মুই ছার ॥
 কিয়ে মানুষ পশু পাখীয়ে জনমিয়ে
 অথবা কীট পতঙ্গ
 করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
 মতি রহু* তুয়া পরসঙ্গ ॥
 ভণয়ে বিজ্ঞাপতি অতিশয় কাতর
 তরয়িতে ইহ ভব সিন্ধু ।
 তুয়া পদ পল্লব করি অবলম্বন
 তিল আধ দেহ প্রেমবিন্দু ॥

* * *

শিবঃ সংকর্ষণঃ

তিনি কল্যাণ গুণ নিলয় শিব এবং সকলের আকর্ষক সংকর্ষণ ।

সর্বান্ জ্ঞাতি সস্বক্ষান্ দিগ্ভ্যঃ কংসভয়াকূলান্
 প্রেম্না নিবাসয়ামাস ।

দূরদেশে অবস্থিত কংস ভয়ে পলায়িত সকল বন্ধুবান্ধব আত্মীয়কে
 ক্রমঃ পুনরায় স্বস্থানে অবস্থান করিবার নিমিত্ত আকর্ষণ করেন এবং
 সেই মথুরায় বসবাস করিবার ব্যবস্থা করেন ।

(এ পর্যন্ত সাতশত নাম পূর্ণ হইল ।)

* * *

—শঙ্কুভূতনাথো দিবস্পতিঃ ।

অব্যয়ঃ সর্বধর্মজ্ঞো নির্মলো নিরুপদ্রবঃ ॥ ১১৬ ॥

যিনি ভক্তের মঙ্গলকর্তা ও সর্বজীবের প্রভু। যো ভূতানামধিপতিঃ
যস্মিন্ লোকা অধিশ্রিতাঃ। স্বর্গের পতি, বিচার রহিত, সকল বর্ণ ও
আশ্রম ধর্ম সম্বন্ধে রহস্য জ্ঞাত। মানুষের দেহে দ্বাদশ প্রকার মল
আছে। উহা অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহে নাই। এজন্য সেই চিন্ময়
বিগ্রহকেই নির্মল বলা যায়। বসা, শুক্র, রুধির, মজ্জা, কর্ণমল, মূত্র,
বিল্বা, নখ, কফ, অশ্রু, নেত্র মল এবং ঘর্ম, এই দ্বাদশ মল প্রাকৃত দেহে
আছে।

বসা শুক্রমহুঙ্ মজ্জা কর্ণবিণ্ মূত্রবিণ্ নখাঃ।

শ্লেষ্মাশ্রুদৃষিকাঃ স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ ॥

সর্বপ্রকারে ভক্তের সমীপে শান্তভাবাপন্ন।

নির্বাণ নায়কো নিত্যোন্নীল জীমূত সল্লিভঃ।

কলাক্ষয়শ্চ সর্বজ্ঞঃ কমলারূপ তৎপরঃ ॥১১৭॥

মৌলদাতা নিত্য মেঘের কান্তি, অক্ষয়স্বরূপ, সর্বজ্ঞ, কমলার প্রতি
আসক্ত হৃদয়।

হৃষীকেশঃ পীতবাসা বসুদেব প্রিয়াস্বজ্ঞঃ

নন্দগোপ কুমারার্যো নবনীতানো বিভুঃ ॥ ১১৮ ॥

তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রভু।

হৃষীকানীন্দ্রিয়াণ্যাহ স্তেম্বামীশো যতো ভবান্।

হৃষীকেশস্ততো বিষ্ণুঃ খ্যাতো দেবেষু কেশবঃ।

পীতাম্বর বসুদেবপ্রিয় নন্দ-নন্দন নবনীত চোর সর্বত্র সমভাবে
অবস্থানকারী। একোহপি সন্ বহুধা যো বিভাতি।

মহিষী বিবাহে যৈছে

যৈছে কৈল রাস ॥

কৃতা তাবন্তমাত্মানং যাবতীব্রজ যোষিতঃ ;

প্রতি গোপীর সমীপে রাসস্থলীতে পৃথক, মুক্তিভে অবস্থান করিলেও
একস্বরূপের কোনো বাধা হয় নাই ।

পুয়ানপুরুষঃ শ্রেষ্ঠঃ শংখপাণিঃ স্ত্রবিক্রমঃ ।

অনিরুদ্ধশচক্ররথঃ শাঙ্গপাণিশচতুর্ভুজঃ ॥ ১১৯ ॥

অনাদি কাল হইতে সকলের শ্রেষ্ঠতা বিধান করিয়া মঙ্গলের ধ্বনি
স্বারা সকলকে নিজ নিজ ধর্মে উদ্বুদ্ধ করেন তিনি, আর তাহার গতি
কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় না । কালের নিয়ন্তা সকল বিঘ্নাপসারণ
চতুর্দিকে নিজ মহিমায় পরিব্যাপ্ত পরম দেবতা তিনি ।

সংঘং রজস্তম ইত্যহংকারশ্চেতি চতুর্ভুজঃ ।

সঙ্ঘগুণ, রজ, তম ও অহংকার তত্ত্ব, এই চারিটি হাত সর্বব্যাপক বিষ্ণু
গোপালের ।

গদাধরঃ স্ত্রুর্ভাতিয়ে গোবিন্দো নন্দকামুখঃ

বৃন্দাবন চরঃ শোরিবর্ণেণুবাণ্ড বিশারদঃ ॥ ১২০ ॥

সর্বপ্রকারে অধর্ম দূর করিবার নিমিত্ত যিনি গদাধারণ করিয়া
দেবতার দুঃখ দূর করেন । নন্দক খড়্গে বন্ধ জীবের বন্ধন ছিন্ন করেন ।
বৃন্দাবনে বিহারপূর্বক বেনুবাদনে বিশারদ গোপাল ।

তৃণাবর্তান্তকোহভীম লাহসো বহু বিক্রমঃ ।

শকটাস্ত্রয় সংহারী বকাস্ত্রয় বিমাশনঃ ॥ ১২১ ॥

তৃণাবর্তের গলায় ধরিয়া বাল গোপাল নিশ্চেষ্ট হইয়া ছিল । তৃণাবর্ত

তাহাকে লইয়া বহু উর্দ্ধে আকাশে যায়। তখন বালক যেন ভয়ে তাহার গলা চাপিয়া ধরে। কণ্ঠরোধ হয় তৃণাবর্তের। তাহার আর কোনো শব্দ করিবার উপায় ছিল না। এই অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। তাহার দেহ ব্রজে পতিত হইয়া চূর্ণ হয়।

মহাবিক্রমী হইয়াও কোমল হৃদয়। হিরণ্যকশিপুকে নরসিংহ-মূর্তিতে বধ করিয়াও সেই শত্রুর পুত্র প্রহ্লাদের প্রতি অতুলনীয় প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শক। তাহার সামর্থ্যের পরিমাপ করা যায় না। অগণিত বিক্রমশালী বিষ্ণু গোপাল। বিষ্ণোন্মূ' বীর্যগণনাং কতমোহতীহ। ধূলিকণার গণনা সম্ভব তাহার গুণ গণনা অসম্ভব। বিষ্ণোন্মূ'কং বীৰ্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। ইতি শ্রুতিঃ।

শকটাসুর সংহারক সম্বন্ধে বেদবাক্য স্মরণীয় পৃথ্ৱরথো দক্ষিণায়াময়োজিতং দেবাসো অমৃতাসো অন্তুঃ। কৃষ্ণাভ্রদম্বাদর্য্যবিহায়া-শ্চিকিৎসন্তী মানুষায় ক্ষয়ায়। শত্রুকর্তৃক রথ দক্ষিণ দিকে স্থাপিত ছিল। সেই রথ সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু উহা কৃষ্ণ সম্বন্ধে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয় এবং ভূমিতে পতিত হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে মাতার বড়ই আশ্চর্য বোধ হয় এবং তাহারা সংশয়াস্থিত। ভাবিয়া পাননা কি-ভাবে এই বালক মৃত্যুস্বরূপ এই শকট হইতে রক্ষা পাইল। ইহা পরমেশ্বরেরই লীলা। বকাসুরকে তিনিই বধ করেন।

ধেনুকাসুরসংহারী পুতনারিন্ কেশরী

পিতামহো গুরুঃ সাক্ষী প্রত্যাগাত্মা সদাশিবঃ ॥ ১২২ ॥

ধেনুকাসুর পুতনার মোক্ষদাতা, পুরুষশ্রেষ্ঠ লোকপিতামহ, অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশকারী, প্রাণের প্রভু, সর্বপ্রকার মজ্জলায়তন শ্রীহরি, গোপাল।

সর্বদা দেশকালাদৌ মঙ্গলায়তনৌ হরিঃ ।

তস্ম্যাক্তং সর্বদা ধ্যায়ন্ মঙ্গলায়তনৌ ভবেৎ ॥

অপ্রমেয়ঃ প্রভুঃ প্রাজ্ঞোহিপ্রতর্ক্যঃ স্বপ্নবর্ধনঃ

ধন্তো মাছো ভবো ভাবো ধীরঃ শান্তো জগদ্ গুরুঃ ॥ ১২৩ ॥

অপ্রমেয় প্রভু সর্বজ্ঞ, বিচারের অতীত —স্বপ্নবর্ধন ধন্ত—মাননীয়
ভব মূর্তি প্রেমময়—ধীর শান্তস্বভাব, জগতের গুরু গোপাল । অপ্রতিহত
আজ্ঞা তিনি ।

শ্রুতিস্মৃতি-মমৈবাজ্ঞে যন্ত উল্লংঘ্য বর্ততে ।

আজ্ঞাচ্ছেদী মমদেষী ন মদভক্তো ন বৈষ্ণবঃ ॥

বেদ এবং স্মৃতিশাস্ত্র আমারই আজ্ঞা—এই আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করে
সে আমার আজ্ঞাচ্ছেদী ভক্তও নয়, আর বৈষ্ণবও নয় ।

বালক কৃষ্ণ স্বপ্নে কত কিছু সত্যকে প্রকাশ করেন । মাতা
প্রভৃতি সেই স্বপ্ন কথনকে অলীক বলিয়া মনে করেন স্নেহ বাৎসল্যে ।
বিশ্বস্বপ্নে ভ্রগবান্ লীলা করেন । মুখজীব উহাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে
করে । তত্ত্বজ্ঞানী ভাগবতগণ এই স্বপ্নপ্রায় বিশ্বলীলাকেও সত্য বলিয়া
জানেন । স্বপ্নে কৃষ্ণ বলেন—

শস্ত্রোন্ম্মাগতমাস্ততামিত ইতো বামেন পদ্মোদভব ।

ক্রৌঞ্চারে কুশলং স্তূখং সুরপতে বিভ্রংশনো দৃশুসে ।

ইখং স্বপ্নগতস্ত কৈটভরিপো শ্রদ্ধা যশোদাগিরঃ

কিং কিং বালক-জল্পসীত্যনুচিতং থুথু কৃতং পাভুবঃ ॥

হে শংকর স্বাগত জানাই, বহুশ্রুত । হে ব্রহ্মান, বামে অবস্থান
করুন । হে ইন্দ্র আপনার মঙ্গল তো ? হে কুবের আপনাকে দেখিতে

পাই না কেন ? এই প্রকার স্বপ্নবাক্য শুনিয়া মাতা যশোমতী কৃষ্ণ গোপালের গায়ে থুথু দিয়া মঙ্গল বিধান করেন এবং ভয়ে ভয়ে বলেন, বালক এইসব অশুচিত কথা কেন বলে জানিনা।

আবার কোনোদিন স্বপ্নে বলেন—

এতে লক্ষ্মণ জানকী বিরহিণং মাং খেদয়ন্ত্যশ্রুদা

মর্মণীব বিষীদয়ন্ত্যলমমীক্রুরাঃ কদম্বানিলাঃ

ইত্থং ব্যাহত পূর্বজন্মবিরহো যো রাখ্যাবীকিতঃ।

সেধ্যং শঙ্কিতয়া স বঃ সুখয়তু স্বপ্নায়মানো हरिः ॥

আকাশের কালোমেঘ জানকীর বিরহী আমাকে ভাই লক্ষ্মণ দেখ ব্যথা দিতেছে ! এই কদম্ব কানন হইতে বসন্তের অনিল প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া আমার মর্মপীড়া সৃষ্টি করিতেছে। পূর্ব অবতার লীলা কথা স্বপ্নের মধ্যে কৃষ্ণের মুখে প্রকাশিত হওয়ায় শ্রীরাধা ইর্য্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। তবে কি তুমি এখনও আমার মিলন অবস্থায়ও জানকা বিরহ কাতর ? পূর্বোক্ত স্বপ্নমুগ্ধ ভগবান্ তোমাদের সুখদায়ক হউন। আরও স্বপ্নে তিনি বলেন—

ধীরা ধরিত্রি ভব মারমবেহি শাস্তং

নশ্বেষকংসহতকং বিনিপাতয়ামি।

ইত্যদভূতস্তিমিত গোপবধূশ্রুতানি

স্বপ্নায়িতানি বহুদেব শিশোর্জয়ন্তি ॥

ধরিত্রি ধৈর্য ধারণ কর। মারকে শেষ করিব আর দেবী নাই। কংসকে বধ করিতেছি ভয় করিও না। এইরূপ অদ্ভুত স্বপ্নের ঘোরে নিদ্রালু কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি জয়যুক্ত হউক। এই প্রকার আরও কত স্বপ্ন কথা আছে।

অন্তর্যামীথরো দিব্যো দৈবজ্ঞো দেবসংস্তুতঃ

কীরাক্ষিয়নো ধাতা লক্ষ্মীবীল লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ১২৪ ॥

তিনি অন্তর্যামী বলিয়াই পরম ঈশ্বর পূজ্য, দিব্যভাবে দৈবজ্ঞ
দেবতাগণের বন্দনীয়, ক্ষীর সাগর শয়ন, বিধাতা লক্ষ্মীকান্ত, আবার
লক্ষ্মণাগ্রজ শ্রীরাম গোপাল ।

ধাত্রীপতিরমেয়াত্মা চন্দ্রশেখর পূজিতঃ

লোকসাক্ষী জগচ্চক্ষুঃ পুণ্যচরিত্রকীর্তনঃ ॥ ১২৫ ॥

আমলকী ধাত্রীপতি, চন্দ্রশেখর মহাদেবের পূজিত, লোকসাক্ষী
জগতের চক্ষু, পুণ্য চরিত্র কীর্তন কৃষ্ণগোপাল ।

কোটিমন্মথ সৌন্দর্যো জগন্মোহনবিগ্রহঃ ।

মন্মদ্যন্তনো গোপ গোপিকা পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১২৬ ॥

কোটি মদনের গর্বহরণকারী পরম সুন্দররূপে জগতের জীবগণকে
মোহিত কর । তুমি মধুর হাস্য প্রকাশ করিয়া গোপ গোপিকার
দ্বারা পরিবেষ্টিত ।

ফুল্লারবিম্বনয়নশ্চানুরাক্ত নিষুদনঃ ।

ইন্দীবর দলশ্যামোবহিবর্হাঃ বভৎসকঃ ॥ ১২৭ ॥

বিকশিত কমলের ত্রায় নয়ন শোভা তোমার, তুমি চানুর ও
অন্ধদেশজাত মুষ্টিক অশ্বরের নিহন্তা । নীলকমলের শ্যামকান্তি ময়ুর
পুচ্ছ শিরোভূষণ তোমার ।

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং

বিভ্রদ্বাসং কনককপিশং বৈজয়ন্তীং চ মালাং

রক্তান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপরুদৈঃ

বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্ গীতিকীর্তিঃ ।

মুরলীনিনদাহ্লাদো দিব্যমালাস্বরাবৃত্তঃ ।

স্বকপোলমুগঃ স্ক্রমুগলঃ স্তললাটকঃ ॥ ১২৮ ॥

চারিটি স্বরযুক্ত মধুরধ্বনিময় মুরলীবাদন পরায়ণ পরমানন্দমূর্তি দিব্যমালাদি দ্বারা পরিশোভিত সুন্দরগুণ, মনোহর ক্রমুগল, এবং প্রশস্ত ললাট তুমি হে সুন্দর গোপাল ।

কম্বুগ্রীবো বিশালাক্ষো লক্ষ্মীবাণ্ডুভলক্ষণঃ

পীনবক্ষা শ্চতুর্বাছ শ্চতুমূর্তিস্ত্রিবিক্রমঃ । ১২৯ ॥

শঙ্খের আয় ত্রিরেখাঙ্কিত গলদেশ, বিশাল, নয়ন শুভ শ্রীবৎস চিহ্নাদি পরিশোভিত । “শ্রীবৎসং দক্ষিণে বামে লক্ষ্মাক্ষং মধ্যতোলতা” ডান দিকে বৃকের শ্রীবৎস শুভ্ররোমাবলী বাম দিকে স্বর্ণরেখা লক্ষ্মী মধ্যস্থলে ভৃগুমুনির পদচিহ্ন শোভিত । পুষ্টবক্ষঃ স্তলক্ষণ ।

কক্ষাকৃক্ষিচ্চ বক্ষশ্চ কর্ণস্কন্ধ ললাটকম্

ষড্ভ্রমতং ভবেদ্যস্ত রাজ্যং তস্য বিনির্দেশেৎ

কক্ষ, কৃক্ষি, বক্ষ, কর্ণ, স্কন্ধ ও ললাট যাহার উন্নত তাহার রাজ্যোচিত ভাগ্য হয় । কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই চারিমূর্তি তোমার । শরীর পুরুষ, ছন্দ পুরুষ, বেদ পুরুষ ও মহাপুরুষ এই চারিমূর্তি তোমার । ত্রিলোকে তোমার বিক্রম তুমি ত্রিবিক্রম ।

কলঙ্করহিতঃ শুদ্ধো দুষ্টশত্রুনিবহর্গঃ ।

কিরীটকুণ্ডলধরঃ কটকাজদমণ্ডিতঃ ॥ ১৩০ ॥

তুমি অচ্যুতবীর্য কলংকরহিত শুদ্ধ স্বরূপ, দুষ্টি শত্রুর নিহন্তা, কিরীট কুণ্ডলাদি ধারণ করিয়া অঙ্গের আভরণ মণ্ডিত ।

*

*

*

মুক্তিকাভরণোপেতঃ

তোমার আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়ক আভরণ আছে। (এই পর্যন্ত আট শত নাম পূর্ণ হইল)।

* * *

কটিসূত্র বিরাজিতঃ।

মঞ্জীর রঞ্জিতপদঃ সর্বাভরণ ভূষিতঃ ॥ ১৩১

কটিদেশে সূত্রসহ ক্ষুদ্র ঘটিকা এবং চরণে নূপুর প্রভৃতি সর্বপ্রকার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত গোপাল।

বিষ্ণুস্তপাদযুগলো দিব্যমঙ্গলবিগ্ৰহঃ

গোপিকানয়নানন্দঃ পূর্ণচন্দ্র নিভাননঃ ॥ ১৩২

ভক্তকে আশ্রয় দিবার নিমিত্ত যাহার পদযুগল একটির উপর অগ্ৰটি সুবিষ্ণুস্ত মঙ্গলময় মূর্তি গোপীর নয়ন আনন্দ পূর্ণচন্দ্র হইতেও অধিক আহ্লাদকারী শ্রীমুখচন্দ্র।

সমস্ত জগদানন্দঃ সুন্দরো লোকনন্দনঃ।

যমুনাভীর সঞ্চারী রাধামগ্নথ বৈভবঃ ॥ ১৩৩

সর্বজীবের আনন্দদায়ক সুন্দর, সকলকার আহ্লাদক, যমুনাভীরে বিহারী, রাধার মনমোহন মদনমূর্তি।

গোপনারীপ্রিয়ো দাস্তো গোপীবস্ত্রাপহারকঃ।

শৃঙ্গারমূর্তিঃ শ্রীধামা তারকো মূলকারণম্ ॥ ১৩৪

গোপীপ্রিয়কান্ত অথচ গোপীবস্ত্রাপহারক। শৃঙ্গারমূর্তি সুন্দর দীপ্তি জীবতারক, জগতের মূল কারণস্বরূপ।

গোপীর বস্ত্র অজ্ঞান বাসনার প্রতীক বলিলে বস্ত্রহরণ লীলার তত্ত্ব বুঝা যায়। ইহার পরই আত্মজ্ঞান সম্ভব। কৃষ্ণকে তখন প্রেষ্ঠ আত্মা বলিয়া বোধ হয়। প্রেষ্ঠো ভবাংস্তমুভূতাং কিল বন্ধুরাত্মা।

আরও তাহাদের মুখে কৃষ্ণের পরমাত্ম স্বরূপেরও পরিচয় পরিস্ফুট হয়।
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবানখিল দেহিনামস্তরাত্মদৃক্। আপনি
যশোদার পুত্র ইহাই সবখানি পরিচয় নয়, আপনি সকল জীবের
অন্তর্যামী পরমাত্মা। কৃষ্ণলীলার তত্ত্বব্যাখ্যা দেখুন—

হেমন্তঃ সাধনাসক্তঃ সর্বোধো মার্গশীর্ষকঃ
কুমার্যঃ সাধকধিয়ঃ শান্তিঃ সৌর্যনিমজ্জনম্।
পূর্ণনিষ্ঠা ভদ্রকালী তন্নিষ্ঠাপূজনং স্মৃতম্
কদম্বরূক্ষে বিশ্বাসঃ ফলদাতা স্বয়ং হরিঃ
ভক্তিভাবাবয়ত্যাশ্চ বেণুর্নাদ শ্রুতিস্ততঃ
বাসনা বস্ত্রহরণং সাক্ষাৎকারস্তদা হরেঃ ॥

গোপীগণের আদর্শে উপাসনার ভঙ্গীই যেন প্রকাশিত হইয়াছে
শ্রীকৃষ্ণগোপালের বাল্যলীলায়। করুণানিধি গোপাল প্রেমিক ভক্ত-
গণের পরমানন্দ সাক্ষাৎকার, মাধুর্য ও মহিমা মঞ্জুলীলায় অভিব্যক্ত
করেন।

ইতুপাসন সন্মার্গো গোপীব্যাজেন সূচিতঃ
প্রত্যক্ষতশ্চরিত্রং যৎতদ্ বস্ত্রহরণাদিকম্।
কৌমারাস্তমিদং বালক্ৰীড়নং চেতি বোধদম্
গোপ্যস্ত শক্তয়ঃ শুদ্ধাস্তশ্চৈব পরমাত্মনঃ
ভাবুকানাং পরাসিদ্ধৌ লীলেয়ং করুণানিধেঃ ॥

প্রাচীন বৈদিক নীতিতে বাল্যাপগমে অর্থাৎ কৌমারং পঞ্চমাদান্তঃ
এই বাক্য অনুসারে সন্তানকে অক্ষর অভ্যাস করাইয়া সদাচার শিক্ষা
দিতে হয়। এইভাবে কন্যকাদেরও বিজ্ঞাভ্যাস করাইয়া শিব-

গৌৰীৰ পূজা শিক্ষা দিতে হয়। এই জন্মই ব্ৰজের কুমারীগণ কৌমার দশায় পঞ্চম বৰ্ষে কাত্যায়নী পূজা ত্ৰত গ্ৰহণ করেন। হেমন্তের প্ৰথম মাসে তাহাদের ত্ৰত আৰম্ভ হয়; ত্ৰতপালন সময়ে কাহাৰও নগ্ন হইয়া স্নান করা উচিত নয়। এজন্মই বস্ত্ৰহরণ লীলা। অনন্তর তাহাদিগকে নিজের সমীপে ডাকিয়া কৃষ্ণ তাহাদের ত্ৰত ভঙ্গ হইয়াছে এই ভাব প্ৰকাশ করিলে তাহারা প্ৰায়শ্চিত্ত করেন। প্ৰায়শ্চিত্ত বৰুণ সূৰ্য প্ৰভৃতি দেবতার নমস্কার কৰাইয়া বস্ত্ৰ দান করেন। পাঁচ বৎসরের পর আর কোনো বালিকাকে নগ্ন দেখা উচিত নয়। ইহা ধৰ্মশাস্ত্ৰ উক্ত নীতি। কৃষ্ণ শৃঙ্গার রসের শ্যাম মূৰ্তি। প্ৰণব কথার মধ্যে প্ৰণামের তাৎপৰ্য নিহিত কাছে। প্ৰণাম করলেই দেবতারাও অবনত হন ভক্তের সমীপে।

সৃষ্টি সংরক্ষণোপায়ঃ ক্ৰুডাস্ত্বয় বিভক্তনঃ

নরকাস্ত্বয় সংহারী মুরারি বৈষ্ণৱি মৰ্দনঃ ॥ ১৩৫

সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত সৰ্বদা যিনি ব্যবস্থা করেন। নরকাস্ত্বয় প্ৰভৃতি অস্ত্বয় বিনাশক, মুরারি ও শত্ৰুমৰ্দন গোপাল বীর।

আদিভৈয়গ্ৰিয়ে দৈত্যভীকরো যদুশেখরঃ

জরাসন্ধকুলধ্বংসী কংসারাতিঃ স্তবিক্ৰমঃ ১৩৬

দেবতার প্ৰিয় দানবের ভয়োৎপাদক, যদুকুল নায়ক, জরাসন্ধ বিনাশক, স্তবিক্ৰমী, কংসারি গোপাল।

পুণ্যলোকঃ কীৰ্তনীযোবাদবেত্তো জগন্মুতঃ।

ক্লষ্ণীগীৰ্ণয়নঃ সত্যভামাজাম্ববতী প্ৰিয়ঃ ১৩৭

যাহার কীৰ্তি পুণ্যময়, কীৰ্তনযোগ্য, ষাদবগণের শ্ৰেষ্ঠ, ক্লষ্ণীবল্লভ, সত্যভামা জাম্ববতী প্ৰভৃতির অত্যন্ত প্ৰিয় কৃষ্ণগোপাল।

মিত্রবিন্দা নাগজিতী লক্ষণাসমুপাশ্রিতঃ ।

সুশাকরকুলে জাতোহনন্ত প্রবল বিক্রমঃ ॥ ১৩৮

মিত্রবিন্দা, নাগজিতী, লক্ষণা প্রভৃতি পত্নীগণ সেবিত কৃষ্ণ ।

সর্বসৌভাগ্যসম্পন্নো দ্বারকা পত্তনন্বিতঃ

ভক্তাসূর্য সুভানাথো লীলামানুষবিগ্রহঃ ॥ ১৩৯ ॥

সর্বপ্রকার সৌভাগ্যের জন্মভূমি তুমি দ্বারকায় অবস্থান কর, লক্ষণা ও যমুনার প্রাণনাথ তুমি লীলামানুষ বিগ্রহ ।

সহস্র ষোড়শস্ত্রীশো ভোগমোক্ষকদানকঃ ।

বেদাস্তবেত্তাঃ সংবেত্তোবৈত্তো ব্রহ্মাণ্ড নায়কঃ ॥ ১৪০ ॥

তুমি ষোলহাজার স্ত্রীর স্বামী, তুমি ভোগ ও মোক্ষের দাতা, বেদাস্তবেত্তা, পরম জ্ঞেয় পুরুষ, ভবরোগের একমাত্র চিকিৎসক, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের নায়ক ।

গোবর্দ্ধনধরো নাথঃ সর্বজীব দয়াপরঃ ।

মূর্তিমান্ সর্বভূতাত্মা আর্তত্ৰাণ পরায়ণঃ ॥ ১৪১ ॥

তুমি গোবর্দ্ধনধারী, সর্বজীবের প্রতি দয়ালু, মূর্তিমান সর্বজীবের আত্মা এবং বিপদগ্রস্ত আর্তের একমাত্র ত্রাণকর্তা ।

সর্বজ্ঞ সর্বস্বলভঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ।

ষড়্গুণৈশ্বর্যসম্পন্নঃ পূর্ণকামো ধুরন্ধরঃ ॥ ১৪২ ॥

তুমি সকলই জান, ভক্তিমানের স্বেচ্ছা, তুমি সর্বশাস্ত্র বিশারদ, তুমি সকলগুণে গুণবান, ঐশ্বর্য সম্পন্ন, পূর্ণকাম এবং অগ্রণী ।

মহানুভাবঃ কৈবল্যনায়কো লোকনায়কঃ ।

আদি মধ্যান্ত রহিতঃ শুদ্ধসাত্ত্বিক বিগ্রহঃ ॥ ১৪৩ ॥

মহানুভাব তুমি মুক্তিদায়ক লোকনায়ক তোমার আদি মধ্য অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তুমি শুদ্ধ সাত্ত্বিক বিগ্রহবান ।

অসমানঃ সমস্তাত্মা শরণাগত বৎসলঃ

উৎপত্তি স্থিতি সংহার কারণং সর্বকারণম্ ॥ ১৪৪ ॥

ন তৎ সমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে এই বাক্য অনুসারে গোপালের সমান বা অধিক আর কেহ নাই। সকলের আত্মা, শরণাগত বৎসল স্থিতি স্থিতি সংহার কারণ এবং মূল কারণ স্বরূপ তুমি।

গম্ভীর সর্বভাবজ্ঞঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ ।

বিশ্বক্ সেনঃ সত্যসন্ধঃ সত্যবাক্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ১৪৫ ॥

গম্ভীর স্বভাব, সকলের হৃদয়জ্ঞ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তুমিই বিশ্বক্সেন, সত্যসন্ধ, সত্যবাক্য ও সত্যবিক্রম। সত্যেই তোমার প্রতিষ্ঠা, পরিচয় এবং স্বরূপ প্রকাশ।

সত্যব্রতঃ সত্যব্রতঃ সত্যধর্ম পরায়ণঃ

আপন্নার্থি প্রশমনো দ্রোপদীমানরক্ষকঃ ॥ ১৪৬ ॥

ভাগবতে গর্তস্থতিতেও শ্রীভগবানকে সত্যব্রত সত্যপর ত্রিসত্য সত্যের যোনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত সত্যাত্মক বলিয়া শরণ গ্রহণ করা হইয়াছে। ভক্তআর্তি হরণকর্তা, ভক্তের রক্ষক বলিয়াই দ্রোপদীর ত্রাণ বিষয়ে প্রমাণ দিয়াছেন।

কন্দর্প জনক প্রোক্তো জগন্নাটক বৈভবঃ ।

ভক্তবশ্যোগুণাতীতঃ সর্বৈশ্বর্য প্রদায়কঃ ॥ ১৪৭ ॥

কামদেব প্রদ্যুম্নস্বরূপে কৃষ্ণের পুত্র। পরম প্রাজ্ঞ ভগবান এই জগৎ রঞ্জমঞ্চের অভিনেতা ভক্তবৎসল প্রাকৃত গুণাতীত সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য দায়ক।

দম্বঘোষ স্নাতদেবী বাণবাহুবিশ্বগুনঃ ।

ভীষ্মভক্তি প্রদোদ্বিধ্যঃ কৌরবাসয়নাশনঃ ॥ ১৪৮ ॥

রুক্মিণী বিবাহ প্রসঙ্গে শিশুপালের সঙ্গে যে বিরোধ তাহার ফলে কৃষ্ণের হস্তে তাহার মৃত্যু ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ শিশুপালের শত দোষ মার্জন্য করিলেও শিশুপাল কৃষ্ণ নিন্দার ফলেই সভামধ্যে নিহত হয়।

বাণরাজ্য কণ্ঠা উষা ও অনিরুদ্ধের গোপন প্রেম-সম্বন্ধে-অনিরুদ্ধকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাণরাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। বাণ শংকরের উপাসক বলিয়া এবং সহস্র বাহু বলিয়া গর্বিত ছিল। শংকরের অনুগত বাণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রুদ্রগণ ও নারায়ণী সেনার মধ্যে যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ বাণের বাহুগুলি ছেদন করেন। শেষ পর্যন্ত চারিটি মাত্র বাহু অবশিষ্ট রাখিয়া তাহাকে শংকরের অনুরোধে পরিত্যাগ করেন এবং উভয় দলে সন্ধি স্থাপন হয়।

শরশয্যায় অবস্থিত ভীষ্মদেবের স্তব ভাগবতের প্রসিদ্ধ অধ্যায়। উহাতে সত্যসন্ধ ভীষ্মের কৃষ্ণভক্তির উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কোরবকুল নিধনের মূলেও শ্রীকৃষ্ণ, একথা প্রসিদ্ধ।

কৌন্তেয়প্রিয়বন্ধুশ্চ পার্থশ্রুন্দন সারথিঃ।

নারসিংহো মহাবীরঃসুস্তুজাতো মহাবলঃ ॥ ১৪৯ ॥

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরাদির প্রিয় বন্ধু পাণ্ডব সখা পার্থ-সারথি নরসিংহ অবতার রূপে প্রকাশিত, মহাবীর মণিময়স্তুস্ত হইতে প্রকাশিত মহাবলবান তুমি।

(এখানে নরশত নাম পূর্ণ হইল।)

প্রহ্লাদবরদঃ সত্যো দেবপূজ্যোভয়ঙ্করঃ।

উপেন্দ্র ইন্দ্রাবরজো বামনো বলিবন্ধনঃ ॥ ১৫০ ॥

নরসিংহরূপে প্রহ্লাদের প্রতি বরদাতা, দেবতাগণের পূজ্য, ভয়ঙ্কর

হইলেও নিজের ভক্তের সমীপে অভয় দাতা । তুমিই ইন্দের লঘু
ভ্রাতা উপেন্দ্র বামন । এই রূপেই তুমি দৈত্যরাজ বলিকে বন্ধন
করিয়াছ ।

গজেন্দ্রবরদঃ স্বামী সর্বদেব নমস্কৃতঃ ।

শেষ পর্যঙ্কশয়নো বৈনভেয়রথো জয়ী ॥ ১৫১ ॥

শ্রীহরি রূপ প্রকাশ পূর্বক তুমি গজেন্দ্রকে গ্রাহের গ্রাস হইতে
মুক্ত করিয়াছ । তোমার এই শ্রীহরি স্বরূপের শরণ গ্রহণ করিলে
সর্বপ্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া যায় ।

ভাগবতে শ্রীহরির আবির্ভাব বর্ণনা—

এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিত নির্বিশেষঃ

ব্রহ্মাদয়ো বিবিধলিঙ্গভিদাভিমানাঃ ।

নৈতে যদোপসম্প্পু নিখিলাত্মকত্বাৎ

তত্রাখিলামরময়ো হরিরাবিরাসীৎ ॥

গজরাজ কেনো বিশেষরূপের চিন্তা না করিয়া স্তব করেন । এই
নির্বিশেষ স্তব শুনিয়া বিভিন্নরূপে অবস্থিত অভিমানী দেবতারা কেহ
আসিলেন না । কিন্তু সমস্তদেবতাময় বলিয়া শ্রীহরিই আসিয়া উপস্থিত
হইলেন ।

সকল দেবতাময় শ্রীহরি জগতের নিবাস শরণ সূহৃৎ । তিনি তখন
গজেন্দ্রকে পীড়িত অনুভব করিয়া এবং তাহার স্তব শুনিয়া ছন্দময়
বেদবাক্যময় গুরুড়ে আরোহণ করিয়া গজরাজের সমীপে উপস্থিত ।
তাঁহার শ্রীহস্তে স্নদর্শন চক্রে । শৃগুপথে চক্রধারী অখিল গুরু ভগবান

শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া গজরাজ অতিক্রমে শুণ্ড-দ্বারা একটি বিকশিত কমল উপহার প্রদান করিল এবং বলিল—

“নারায়ণাখিল গুরো ভগবন্নমস্তে !”

প্রভু সর্বদেবতার নমস্কৃত শেষশায়ী গরুড়বাহন সর্বত্র জয়ী শ্রীহরি গোপাল ।

অব্যাহত বলৈশ্বর্য সম্পন্ন পূর্ণমানসঃ

যোগেশ্বরেশ্বরঃ সাক্ষী ক্ষেত্রজ্ঞো জ্ঞানদায়কঃ ॥ ১৫২ ॥

তোমার বল ঐশ্বর্য কোথাও ব্যাহত হয় না । তুমি সর্বযোগেশ্বর সকল কর্মের সাক্ষী জীবের আত্মা জ্ঞানদ গুরু ।

যোগীক্লংপঙ্কজাবাসো যোগমায়া সমন্বিতঃ

নাদবিন্দু কলাতীতশ্চতুর্ভুগক্ষলপ্রদঃ ॥ ১৫৩ ॥

যোগীর হৃদয় পঙ্কজে ধোয় যোগমায়া সমাবৃত সকলের দৃষ্টিগোচর হও না । তুমি প্রণবের নাদ, বিন্দু ও কলার অতীত, তুরীয় পদার্থ এবং ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষদায়ক ।

সুসুন্না মার্গ সঞ্চারী দেহশ্রান্তর সংস্থিতঃ

দেহেন্দ্রিয় মনঃপ্রাণসাক্ষীচেতঃপ্রসাদকঃ ॥ ১৫৪ ॥

ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম নাড়ী তাহার নাম সুসুন্না এই নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র সহস্রদল পদ্ম পর্যন্ত বিস্তারিত, ইহাকে অমৃতবহা নাড়ীও বলা হয় । সেই নাড়ীর ভিতর দিয়াই সাধক শরীরে অমৃতময় আনন্দময় সঞ্চারিত হইয়া সর্বদেহে আনন্দ দান করেন । তিনিই দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণমন হৃদয় সকলকে সঞ্জীবিত করেন ।

সূক্ষ্ম সব'গভো দেহী জ্ঞানদর্পণগোচরঃ

ভক্তভ্রম্যাকোহব্যক্তঃ কুণ্ডলী সমুপাশ্রিতঃ ॥ ১৫৫ ॥

তুমি সূক্ষ্ম স্বরূপে দেহে অবস্থান পূর্বক সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট ।
জ্ঞানদর্পণ তুমি অব্যক্ত অথচ জীব, ঈশ্বর ও মায়া এই ত্রিবিধরূপে
লীলা কর । তুমিই যোগীর চিন্তনীয় মূলাধার চক্রে কুলকুণ্ডলিনীর রূপে
অবস্থিত । সূক্ষ্ম কুণ্ডলিনী জীবাত্মা উহাও তোমার রূপ ।

ব্রহ্মণ্যঃ সর্ব ধর্ম স্তম্ভঃ শাস্তো দাস্তো গভরুহঃ

শ্রীনিবাসঃ সদানন্দো বিশ্বমূর্তি মহাপ্রভুঃ ॥ ১৫৬ ॥

তুমি বৈদিক কর্মের হিতকারী, ধর্ম রহস্য প্রকাশক, শাস্ত দাস্ত
চিরদিন আনন্দে অবস্থিত, শ্রীলক্ষ্মীর নিবাস তুমি সদানন্দ, বিশ্বমূর্তি
তুমিই মহাপ্রভু ।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ

সমস্ত ভুবনাধারঃ সমস্ত প্রাণরক্ষকঃ ॥ ১৫৭ ॥

বেদোক্ত পুরুষ সূক্তে বর্ণিত তোমার মহিমা । তুমি সহস্ররূপে
প্রকাশিত । সমস্ত ভুবনের আধার তুমি সকলের ধারক । সকলের
প্রাণরক্ষক ।

সমস্তঃ সর্বভাবজ্ঞো গোপিকাপ্রাণবল্লভঃ

নিত্যাত্মসবো নিত্যসৌখ্যো নিত্যশ্রীর্নিত্য মঙ্গলঃ ॥ ১৫৮ ॥

তুমি সর্বরূপে অবস্থিত সকলই তুমি জান । গোপিকার প্রাণবল্লভ
নিত্যই উৎসব মূর্তি, নিত্য সুখময়, নিত্য শোভা ও নিত্য মঙ্গলরূপ
তোমার ।

বৃহাহার্চিতো জগন্নাথঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ পুরাধিপঃ

পূর্ণানন্দ ঘনীভূতো গোপবেশধরো हरिः ॥ ১৫৯ ॥

বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহে বাহার অর্চনা

জগন্নাথ তুমি বৈকুণ্ঠনাথ । পূর্ণানন্দ বিগ্রহ গোপাল বেশধারী তুমিই
হরি ।

এষ বৈ যুগা হরির্য এষ তপত্যেষ উ প্রবগ্যঃ । অর্থাৎ যিনি তাপ
প্রদান করেন তিনিই বর্ষণশীল আদিত্য, তিনি হরি হরণ করেন, ইহা
তাহার স্বভাব ।

কলায়কুসুমশ্যামঃ কোমলঃ শাস্ত্রবিগ্রহঃ

গোপাঙ্গনার্ভোহমস্তো বৃন্দাবন সমাশ্রয়ঃ ॥ ১৬০ ॥

কলায় কুসুমের ঝায় শ্যামলবর্ণ কোমল শাস্ত্র বিগ্রহ গোপীগণকর্তৃক
পরিবেষ্টিত আনন্দস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন সমাশ্রয়ী তুমি ।

বেণুবান্ধবতঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং হিতকারকঃ

বালক্ৰীড়া সমাসক্তো নবনীতশ্চ তক্ষরঃ ॥ ১৬১ ॥

বেণু সম্বন্ধে গোপীগণে যিনি বাদ্যমুবাদ করেন, সকলের শ্রেষ্ঠ
বলিয়া যিনি দেবতাগণের হিতকারক অথচ যিনি বাল্যক্রীড়াতে আসক্ত
হৃদয়, এমন কি নবনীত চুরি করিতেও অভ্যস্ত তুমি ।

গোপালকামিনীজার শ্চৌরজার লিখামনিঃ

পরংজ্যোতিঃ পরাকাশঃ পরাবাসঃ পরিস্ফুটঃ ॥ ১৬২ ॥

গোপালকামিনীনাং জরয়তি সংসার—বাসনাং নাশয়তীতি—
গোপীগণ কৃষ্ণ দর্শনে সংসার বাসনাকে দূরে ঠেলিয়াই আসিয়াছেন ।
তাহাদের সকল কামনা ত্যাগ হইয়াছিল কৃষ্ণপ্রাপ্তির কামনায় ।
তাহাদের ত্যাগের কথা ভক্তিসূত্রে প্রমাণিত, ‘যথা ব্রজগোপীকানাম্’
এই সূত্রে । তাহারা এই কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন
জ্ঞানভাবে মিলিত হইলেও গোপীগণ উদ্ধবাদি ভক্তগণের দ্বারা প্রসংশিত

হইয়াছেন। ইহা দ্বারা তাহাদের ভাবের শুদ্ধতা অনুমান করা যায়।
শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপ বিদোবলাঃ।

ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছত সহস্রশঃ ॥

সহস্র গোপী আমাকে না জানিয়াও রমণ বা উপপতিরূপে মিলিত
হইয়া ব্রহ্ম আমাকে লাভ করিয়াছেন।

শাস্ত্রেণ দৃশ্যতে শুদ্ধং পঞ্চধা ব্রহ্মরূপতঃ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ব্রহ্ম যষ্ঠমেব নিগচ্ছতে ॥

শাস্ত্রে শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপকে পঞ্চপ্রকারে বিচার করা হইয়াছে যথা—

শব্দব্রহ্ম মহদব্রহ্ম সগুণব্রহ্ম নিগুণম্।

শুদ্ধব্রহ্ম পরব্রহ্ম চেতিভেদো রসাত্মকঃ ॥

শব্দব্রহ্ম, মহদব্রহ্ম, সগুণব্রহ্ম, নিগুণব্রহ্ম, শুদ্ধব্রহ্ম, পরব্রহ্ম এই
পঞ্চপ্রকার বলা হইলে যষ্ঠপ্রকার ব্রহ্ম হইয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। “শব্দশ্চ
হি ব্রহ্মণ এব পন্থাঃ” “শব্দে পারে চ নিষ্কাতম্” এই সকল বাক্যে
বেদকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মহদব্রহ্ম বলে প্রধানকে যথা মম
যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভং দধাম্যহম্। সগুণব্রহ্ম প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা
পুরুষ যথা—ভেদ দৃষ্ট্যাভিমানেন নিসসঞ্চেনাপি কর্মণা। কৰ্তৃত্বাৎসগুণং
ব্রহ্ম পুরুষং পুরুষমৰ্শভ। নিগুণব্রহ্ম পরমাত্মা অন্তর্যামী। অসত্ত্বং
সর্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বশ্চ
ধিষ্ঠিতম্ ॥ শুদ্ধব্রহ্ম কৈবল্য শব্দের পর্যায়, খং ব্রহ্ম বা চিদাকাশ
বলিয়া বলা যায়। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এই সূত্রে বেদান্তবেত্তা
আনন্দঘন পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। ইহা ভিন্ন অণ্ড কোনো স্বরূপ হইতে
পারে না।

মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণে
ইহাই বুঝিতে পারা যায় ।

“গৃঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্” । “পরং ব্রহ্ম পরং ধাম” পরাকৃত-
নমদ্ বন্দ্যং পরব্রহ্ম নরাকৃতিম্ । সৌন্দর্য্য সারসর্বস্বং বন্দে নন্দাঙ্গজং
মহঃ ।

মধুসূদন সরস্বতীর পূর্বোক্তবাণী চিস্তনীয় ।

একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন । আরও পরব্রহ্মণ
উৎকৃষ্টং শ্রীকৃষ্ণশ্চৈব বৈভবম্ । শাস্ত্রেণ বিস্তৃতং চাস্তি
শব্দব্রহ্মাদিপঞ্চকম্ ।

হরিবংশে দুর্বাসার উক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যথা—

বিশ্বং যতঃ প্রাদুরাসীদবস্মিন্শ্রীনাং ক্ষয়ে সতি । ইদং তবেশ্বরং
তেজস্তব গচ্ছামি কেশব ।

বিশ্ব যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া যাহাতে লীন হইয়া যায়—হে কেশব
সেই তোমার ঐশ্বরিক তেজ আমি লাভ করিয়াছি ।

শব্দ ব্রহ্ম ব্যবহৃত্য শ্রীকৃষ্ণস্ত পরাত্মনঃ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের বাণী শব্দ-
ব্রহ্মবেদ ছন্দঃ সুপর্নৈর্মুখপদ্ম নীড়ৈঃ ।

তাঁহার মুখকমলরূপ কুলায় হইতে ছন্দ বা বেদমন্ত্র পক্ষীগণ
নির্গত হয় ।

অরেহস্ত মহতো ভূতস্ত নিশ্চিসিত

মেত দৃগবেদো যজুর্বেদং সামবেদোথ

বীজিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা

উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনু ব্যাখ্যানি

ব্যাখ্যানানন্ত্যৈবৈতানি সর্বাণি নিঃশ্চিসিতানি ।

সেই মহাপুরুষের শ্বাসরূপে ঋক্ যজু সাম অথর্ব বেদ ইতিহাস পুরাণ বিজ্ঞা উপনিষদ্ শ্লোক সূত্র অনুব্যাখ্যান ব্যাখ্যান সকলই বহির্গত হইয়াছে ।

জীবাধান পরমাত্মা সেই শ্রীকৃষ্ণের গর্ভাধান স্থান মহদ ব্রহ্ম এই জগত্ই বলা হয়—মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ।

গীতায় স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে—

সর্বযোনিষু কোশ্বেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ

তাসাং ব্রহ্ম মহদযোনি রহং বীজপ্রদঃ পিতা ।

সকল জীব তাঁহারই অংশ । মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

প্রথম পুরুষাবতার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—সর্বশ্চ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনং চ । আমিই সকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া স্মৃতি জ্ঞান উৎপন্ন করি আর উহার অভাব আমার অভাবেই হয় । উহাকেই শব্দব্রহ্মাতিপ অগোচর স্বপ্রকাশ কৈবল্য নামে নিরাকার স্বরূপ শুদ্ধ ব্রহ্ম বলা হয় ।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতশ্রাব্যশ্চ চ এবং ন তদ ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাংকো ন পাবকঃ ॥ যদ গচ্ছা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম । এই সকল উক্তিতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি তেজকেই ব্রহ্মশব্দে বুঝানো হইয়াছে । উপনিষদ্ কহে যারে ব্রহ্ম স্থনির্মল, উহাও শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকাস্তি করে বলমল ।

পদ্মপুরাণ পাতাল খণ্ডের বাণী যথা—

বমথেন্দু রুচিব্রহ্ম ধ্যেয়ং ব্রহ্মাদিভিঃ স্মরৈঃ

গুণত্রয়মতীতং তংবন্দে বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥

ধাঁহার চরণ নখস্বরূপ চন্দ্রকান্তিকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ধ্যান করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত বৃন্দাবনের পরমেশ্বর। শ্রীকৃষ্ণকে আমি প্রণাম করি। ইহাতে কেহ অতিপ্রশংসা বা অপবাদ কল্পনা করিবেন না। তৎপ্রকাশং ব্রহ্মাবেহি। যদদ্বৈতং ব্রহ্ম যন্ত তন্মুভা কৃষ্ণভা ইত্যাদি। সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। অদ্বৈত ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের অঙ্গকান্তি। ইহা আরও স্পষ্টভাবে বলা আছে।

পরমাত্মা হুমৈবৈকোনাত্যোহস্তি জগতঃ পরঃ

তবৈব মহিমা যেন ব্যাপ্তমেতচ্চরাচরম্ ॥

আপনি একমাত্র পরমাত্মা আপনি ভিন্ন এই জগতের পরবস্তু আর নাই। আপনার মহিমায় চরাচর জগৎ পরিব্যাপ্ত।

শুভাশ্রয়ঃ সচিদ্রূপ সর্বগস্ত মহাত্মনঃ

এই শ্লোকাংশের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন সর্বগস্তাত্মনঃ পরব্রহ্মণো প্যাশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সর্বগ আত্মা পরব্রহ্মের আশ্রয় বা প্রতিষ্ঠা, পরমানন্দময়। ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—

বাতরসনা ঋষয়ঃ শ্রমণাঃ উর্দ্ধমস্থিনঃ

ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোমলাঃ

তোমার যে ব্রহ্মনামে ধাম উহাই পরিশ্রমসাধ্য সাধনায় ঋষিগণ লাভ করেন, তবে সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন না; কেন না একমাত্র প্রেমদ্বারাই লাভ করা যায়। সেই সকল দিগ্‌বসন শীত-গ্রীষ্ম সহনশীল ঋষিগণ ঐ শ্রমসাধ্য তপস্যায় ভগবানের তেজোময় ধামেই গমন করেন।

ব্রহ্ম নির্ধর্মকং বস্তু নির্বিশেষমমূর্তিকম্

ধৃতিসূর্য্যোপমস্তাস্ত কথ্যতে তৎপ্রভোপমম

সনাতন গোস্বামিপাদের এই কথায় ব্রহ্মশব্দে যে নিরাকার বস্তু বুঝায় তাহা পাওয়া গেল।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন—যদরীণাং প্রিয়াণাং চ প্রাপ্যমেকমি বোদিতম্ তদ্ব্রহ্মকৃষ্ণয়ো রৈক্যাৎ কিরণাকোপমা জুষ্ঠৈঃ। আবার দেখ—

ব্রহ্মণোব লয়ং যান্তি প্রায়েণ রিপবো হরেঃ।

কেচিৎপ্রাপ্যাপি সারূপ্যাভাসং মজ্জন্তিস্তিতংস্থখে।'

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের বিরোধি শত্রু আর গোপী এবং বৃষ্টিগণের যে এক ব্রহ্মে লীন হওয়ার কথা আছে, এজন্যই কৃষ্ণ ও ব্রহ্মের ঐক্য সম্বন্ধে সূর্য ও কিরণের উপমা দেওয়া হইয়াছে। প্রায়শঃ শ্রীহরির শত্রুগণও ব্রহ্মে লীন হয়, আর কেহ বা সারূপ্যের আভাস পাইয়া সেই স্থখে ডুবিয়া থাকে।

ব্রহ্ম সংহিতায় তাই বলা হইয়াছে—

যশ্চ প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি কোটিম্বশেষ বস্তুখাদি বিভূতি ভিন্নম্। তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনস্ত মগাধবোধং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহম্ ভজামি॥

যে ভগবানের প্রভায় জগৎস্বরূপ কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পায়, সমগ্র বস্তুখা ছালোকে স্বর্লোকে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, সেই নিষ্কল অনন্ত অগাধ জ্ঞানস্বরূপ আদি পুরুষ পরম, “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠা হম্” এই বাক্যে আত্যন্তিক স্তব্বরূপ ব্রহ্মের পরমাধার আমি ইহাই বুঝায়। প্রতিষ্ঠা শব্দের অর্থ পরম আশ্রয়।

উপাসক ভেদে জানি উপাস্ত মহিমা, এই রীতি অনুসারে একই পরমব্রহ্ম কাহারও উপাসনায় নিরাকার আবার উপাসনার প্রাচুর্যে সাকার সর্ব সদগুণাধার স্বরূপে অনুভূত হইয়া থাকেন। পরমতত্ত্বে

আত্মারাম গণেরও চিত্তাকর্ষণের ইহাই হেতু যে যাহারা শুদ্ধ ব্রহ্ম
নিরাকার ব্রহ্মকে পরম ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনা করেন তাহারাই শ্রীভগবানের
অগাধ গুণের মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া থাকেন । স্কন্ধ পুরাণে যথা—

যশ্চ পাদনখ জ্যোৎস্না পরং ব্রহ্মৈতি শব্দিতম্ ।

স এব বৃন্দাবন ভূ-বিহারী নন্দ নন্দনঃ ॥

যাহার চরণ নখমণির জ্যোৎস্না পরম ব্রহ্ম বলিয়া শব্দিত তিনিই
বৃন্দাবন ভূমিবিহারী নন্দ নন্দন ।

পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—অহো মূঢ়া ন জানন্তি কৃষ্ণশ্চ নিত্য
বৈভবম্ যশ্চ পাদনখা জ্যোৎস্না পরব্রহ্মৈতি শব্দ্যতে । অহো মূঢ় জনগণ
শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বৈভব জানেনা, তাঁহারই চরণ নখের কিরণ পরম ব্রহ্ম
নামে আখ্যাত ।

নারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে—কেবলং ব্রহ্ম যৎপাদপংকজ দ্যুতি
বৈভবম্ ।

শ্রীকৃষ্ণের পাদপংকজ নখদ্যুতি বৈভব কেবল ব্রহ্ম বলিয়া
অভিহিত ।

ব্রহ্মোপনিষদে বলা হইয়াছে—

তদপ্যশ্চ তনুভা য আত্মাস্তর্যামী পুরুষঃ । যিনি আত্মাস্তর্যামী
পুরুষ, তিনি ইঁহার অঙ্গকাস্তি ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলিয়াছেন—
ষদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষাদ তদপশ্চি তনুভা

য আত্মাস্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্ত্যাংশ বিভবঃ

ষড়ৈশ্বর্যৈঃপূর্ণো যঃ ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ঃ ।

ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং সেই চৈতন্য কৃষ্ণ ভিন্ন আর পরম পরতত্ত্ব নাই।

সর্বেষামিহ বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ

তস্মাপি ভগবানেষ কিমতদবস্তু রূপ্যতাম্ ॥

ভূত ইন্দ্রিয় দেবতা অন্তঃকরণ কাল কর্ম-স্বভাব মায়া ও জীবের পরম তত্ত্ব ব্রহ্মই অবস্থিত অর্থাৎ ব্রহ্মই পরমার্থ তত্ত্ব তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কিছু বস্তু বলিয়া নিরূপণ করা যায় না, কারণ কৃষ্ণই ব্রহ্মেরও অন্তর্যামী। স্বধান্নি বংশতে নমঃ। এইভাবে ভাগবত ঘোষণা করেন। নিজের তেজে নিজে অভিরমিত এরূপ আত্মায়াম শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

বিষ্ণু ধর্মোত্তরে বলা হইয়াছে—

যথ্যচ্যুতস্তৎ পরতঃ পরস্মাৎস ব্রহ্ম-ভূতাৎ পরতঃপরাত্মনৃ। তথা-চ্যুত ঙ্গ কুরু বাঙ্জিতং তন্মমাপদং চাপহরাপ্রমেয়। হে অচ্যুত আপনি পর হইতে পরাৎপর হইয়া ব্রহ্ম হইতেও পরম। সেইভাবে হে অপ্রমেয় আপনি আমার বাঙ্জিত পূর্ণ করিয়া বিপদ ভঞ্জন করুন। বিষ্ণুপুরাণে আছে—সর্বশক্তি ময়ো বিষ্ণুঃ স্বরূপং ব্রহ্মণঃ পরম্। মূর্ত্তং তদ্ যোগিভিঃ পূর্বং যোগারম্ভে বিচিন্ত্যতে।

স পরঃ সর্বশক্তিশো ব্রহ্মণঃ সমনন্তরঃ।

মূর্ত্তং ব্রহ্ম মহাভাগ সর্বব্রহ্মময়ো হরিঃ ॥

পরব্রহ্মেরও পরবস্তু বিষ্ণু। সর্বশক্তিসম্পন্ন বিষ্ণুই পরমব্রহ্ম স্বরূপ। যোগী যোগারম্ভ হইতে তাঁহারই ধ্যান করেন, সর্বপ্রকার শক্তির নিয়ন্তা ব্রহ্মের পরমমূর্ত্ত ব্রহ্ম সর্ব দেবময় শ্রীকৃষ্ণ। অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ বলিয়া জীবলক্ষণ ব্রহ্ম হইতে পরম কূটস্থ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই।

পদ্মপুরাণের বাক্য স্মরণীয় :—

নখেন্দু কিরণ শ্রেণীঃ পূর্ণত্রৈলোক্য কারণম্ ।

কেচিদ্ বদন্তি তদ্রশ্মি ত্র্যক্ষচিদ্রূপ কারণম্ ॥

তদজ্জি পঙ্কজ শ্রীমন্নখচন্দ্র মণি প্রভাম্ ।

আত্মঃ পূর্ণ ত্র্যক্ষণোপি কারণং বেদ দুর্গমম্ ॥

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা স পরাগতিঃ । শ্রীকৃষ্ণই পরম
পুরুষ তাহা হইতে আর পরম প্রাপ্য বা পরম গম্য কিছু নাই ।

নমঃ সমস্ত বেদান্ত বিশ্রুতাত্মবিভূতয়ে—এই পুণ্ডরীক ভক্তবাক্য
ঘোষণা করিয়াছে সমস্ত বেদান্ত বিশ্রুত আত্ম বিভূতি শ্রীপুণ্ডরীক প্রিয়
শ্রীভগবান্ ।

হারীত মুনির প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে ।
ভগবান বলেন—

বিশ্বকর্মাশ্চহং সাক্ষাৎ পরমাত্মা পরাৎপরঃ

উদরেহং ন বৎস্তামি যতোহং বৈ সনাতনঃ ॥

আমি সকলের পরাৎপর বিশ্বকর্মা আমি শুধু উদরেই নয় সর্বত্র
অবস্থান করি ।

শ্রীলোমশমুনি বলেন—

ত্র্যক্ষাদি ত্র্যক্ষ বিষ্ণো ভুং ভূমেব ত্র্যক্ষণঃ বপুঃ

অক্ষী ত্র্যক্ষ নিদানঞ্চ শুদ্ধ ত্র্যক্ষ ভূমেব হি ॥

হে বিষ্ণো, তুমিই ত্র্যক্ষাদি দেবতা, তুমিই ত্র্যক্ষ, তুমিই ত্র্যক্ষার শরীর
জগৎ নির্মাতা—ত্র্যক্ষের আদি কারণ শুদ্ধ ত্র্যক্ষ তুমিই ।

অন্যত্র দেখা যায়—

পরং ধাম পরং রূপং দ্বিভুজং গোকুলেশ্বরম্
 বল্লবীনন্দনং ধ্যায়ৈশ্বিন্তু'র্নশ্চৈককারণম্ ॥
 কেচিদবদন্তি তস্তাংশং ব্রহ্মাচিৎসপ মব্যয়ম্
 তদদশাংশং মহাবিশুং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥
 নিত্যানন্দ তনুঃ শোরির্যোহ শরীরীতি ভাষ্যতে,
 বায়ুগ্নি নাক ভূমীনা মজ্জাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ
 নিরূপ্যন্তে ব্রহ্মাণোপি তথা গোবিন্দ বিগ্রহঃ ॥
 সেন্দ্রিয়োপি যথা সূর্য স্তেজসা নোপলক্ষ্যতে ।
 তথাকান্তি যুতঃ কৃষ্ণঃ কালং মোহয়তি ধ্রুবম্
 ন তস্ম প্রাকৃতামূর্তিভেদো মাংসাস্থি সংভবা ।
 যোগী-চৈবেশ্বরশ্চান্যঃ সর্বাঙ্গা নিত্যবিগ্রহঃ ।
 কাঠিগ্নং দৈবযোগেন করন্দাঘতযোরিব ॥
 কৃষ্ণস্ত্যামিত তদ্বস্ত্র পাদপৃষ্ঠং ন দেবতাঃ
 বৃন্দাবন পরিত্যাগো গোবিন্দস্য ন বিদ্যতে ॥
 অন্যত্র বহুপুস্তক কৃত্রিমং তন্ন সংশয়ঃ
 স্থূলভং ব্রজনারীগাং দুল'ভং তন্মুমুকুতাম্
 তং ভজ্যে নন্দসূনুং যন্নথতেজঃ পরং মতম্ ॥

দ্বিভুজ গোকুলেশ্বর পরমধাম পরমরূপ । নিগু'র্ন ব্রহ্মেরও পরম
 কারণ গোপীকানন্দন শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিবে । চিৎস্বরূপ নিগু'র্ন
 ব্রহ্মাকে কেহ তাহার অংশ বলেন । পণ্ডিতগণ মহাবিশুকে তাঁহার
 দশাংশ বলেন । নিত্য আনন্দময় বিগ্রহকে শরীরী বলিয়া মনে করে

সাধারণ জীব। শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ বায়ু অগ্নি আকাশ ভূমি প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, ব্রহ্মেরও তিনি অধিষ্ঠাতা।

সূর্যমণ্ডলের প্রথর তেজ প্রভাবে তাহার অন্তর্বর্তী দেবতার রূপ লক্ষ্যের বিষয় হয় না। সেইরূপ কান্তিপ্রভাবে চিরসমুজ্জ্বল কৃষ্ণ কালকেও মোহিত করিয়া বর্তমান। তাঁহার মাংস রুধিরাদি ভেদযুক্ত প্রাকৃত দেহ নাই। তিনি মহাযোগেশ্বরের পরম ঈশ্বর সকলের আত্মা নিত্য আনন্দ বিগ্রহ। দৈবযোগে তাহার রস স্বরূপে মিশ্রি খণ্ড বা স্থতের মত কাঠিন্য দর্শন হয়। কৃষ্ণ অপরিমেয় দুজ্জৈয় তত্ত্ব। তাহার চরণ পদ্মার্থিষ্ঠিত অগ্ন্যাগ্ন দেবতা।

তিনি কখনও বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া কুত্রাপি গমন করেন না। অতএব তাহার শ্রীমূর্তি কৃত্রিম। তৎ তৎ স্থানের লীলা সমাধানের নিমিত্ত প্রয়োজন বশতঃ প্রকাশিত। ব্রজসুন্দরীগণের সমীপে তিনি দুর্লভ। যাহার পদনখতেজ পরম তত্ত্ব বলিয়া সমাদৃত সেই নন্দনন্দনকে ভজন করি।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বলা হইয়াছে—

ব্রহ্মত্বম মরত্বং বা সালোক্যাদিকমেব চ

তৎ পাদান্তোজ দাসস্ত কলাং নার্ত্তন্তি ষোড়শীম্।

ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্যন্তঃ সর্বং মিথ্যৈব পার্বতি।

ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরম্ ॥

এবং জ্যোতির্ময়ো দেব সদানন্দঃ পরাৎপরঃ

আত্মারামস্ত তস্ত্যাস্তি ন প্রকৃত্যা সমাগমঃ ॥

ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব দেবত্ব বা সালোক্যাদি মুক্তি হে কৃষ্ণ তোমার চরণ-সেবক দাসের মহিমার কলামাত্রও নয়। ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র তৃণ পর্যন্ত

সকলই মিথ্যা কেবল ত্রিগুণাতীত পরম সত্য পরব্রহ্ম শ্রীরাধাকান্ত।
পার্বতিকে সম্বোধন করিয়া শংকর বলেন, সেই শ্রীরাধাকান্তকেই ভজন
কর। সদানন্দ পরাৎপর জ্যোতির্ময় আত্মারাম শ্রীকৃষ্ণের সহিত
প্রকৃতির মোটেই সমাগম নাই।

ব্রহ্ম সংহিতা এই কথাই বলে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ

অনাদি রাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥

তমীশ্বরানাং পরমং মহেশ্বরং

তদৈবতানাং পরমং চ দৈবতম্ ।

পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ

বিদ্যাম দেবং ভুবনেশ মৌডাম্ ॥

মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন—(৩.৩)

যদাপশ্যঃ পশ্যতি রুক্ষবর্ণং কৰ্ত্তারমীশম্

পুরুষম্ ব্রহ্মযোনিম্ ।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ

পরমং সাম্যমুপৈতি ॥

পরম ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তিনি অনাদি এবং সকলের
কারণের কারণ আদি পুরুষ। তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমেশ্বর। দেবতার
দেবতা পরম দেবতা পতিঃও পতি পরম পতি। তিনিই স্ত্রী প্রণম্য
তাহাকে স্তব করি। প্রণাম করি। শ্রুতি বলেন—জ্ঞানী পুরুষ
যখন সেই সর্বকাস্তি জগতের কৰ্ত্তা ঈশ্বর ব্রহ্মকে পরম কারণ স্বরূপ
পুরুষকে দর্শন করে তখন বিদ্বান ব্যক্তি পাপ পুণ্য বিদায় দিয়া নিরঞ্জন
পরম সমতায় সর্বত্র বর্তমান সেই পরমপুরুষকে লাভ করেন।

অধিক আর বলিব কি, সর্বপ্রকার শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণবাক্যে কেবল শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব ইহাই নির্ণিত হইয়াছে। সেই পরম তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণাত্মক।

একং জ্যোতিঃ স্বরূপং চ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্

কারণং ব্রহ্মণঃ সাক্ষাৎ সদসৎ বস্তুরঃ পরম্ ॥

রাধাকৃষ্ণেতি সংজ্ঞাতং রাধিকারূপ মঙ্গলম্

সেই সচ্চিদানন্দরূপ একই জ্যোতির্ময় পরম পুরুষ ব্রহ্মেরও পরম। কারণ তিনি, সৎ ও অসৎ বস্তুর পরম তত্ত্ব।

সনৎকুমার সংহিতায় বলেন—

শ্রীরাধা মঙ্গলময়ী মূর্তি।

শক্তি ও শক্তিমানে কিছু ভেদ নাই। শ্রীরাধা-কৃষ্ণেও ভেদ শংকা করা উচিত নয়।

যথা ভানোঃ প্রকাশস্য মণ্ডলস্য পৃথক্ স্থিতিঃ

এবং শ্রীকৃষ্ণ দেবস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।

সূর্য ও প্রকাশময় মণ্ডলের ধরূপ দুই ভাব অমুভব হয়, সেইরূপ একই বস্তুর ব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে শ্রীকৃষ্ণরূপে পৃথক্ অমুভব হয়। স্বরূপত তত্ত্ব ভেদ নাই। বেদান্ত বসিক পরতত্ত্বে ভেদ দর্শনের আনন্দ অমুভব করেন। মধুসূদন সরস্বতী বলেন—

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা

তং নিগুণং নিষ্ক্রিয়ং জ্যোতিঃ কিঞ্চন

যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্ত ভো।

অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায়

ভূয়াচিরং কালিন্দী পুলিনেষু যৎ কিমপি

তন্নীলং তমো ধাবতি ॥

যিনি ধ্যান অভ্যাসে মনকে বশীভূত করিয়াছেন করুন। যোগী সেই নিগুণ নিষ্ক্রিয় জ্যোতি দর্শন করেন করুন। আমার কিন্তু নয়নের চমৎকৃতি স্থিতির কারণ কালিন্দীর তীরে কোনো নীলতম ধাবমান জ্যোতি উহাই। উপরোক্ত বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে পরম তত্ত্ব উহাই নির্ণীত হয়।

তিনি পরমজ্যোতি পরমাকাশ পরমাবাস এবং পরিস্ফুট সর্বত্র প্রকাশ স্বরূপ।

অষ্টাদশাঙ্করো মন্ত্র ব্যাপকো লোক পাবনঃ ।

সপ্তকোটি মহামন্ত্র শেখরো দেব শেখরঃ ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীভগবান্ মন্ত্রমূর্তি। শ্রীগুরুদেব যখন এই মন্ত্রমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপীগণের প্রাণবল্লভকে শিষ্যের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত অনুভব করিবার নিমিত্ত কৃপা সংকেত করেন, তখন হইতে শিষ্যের দেহ অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-মন্দিরে পরিণত হইতে থাকে। সকল লোকপাবন এই মন্ত্র অপর সকল মন্ত্রের রাজা, আর এই মন্ত্রের আরাধ্য দেবতাও পরম দেবতা।

বিজ্ঞান জ্ঞান সংধানন্তেজোরানির্জগৎপতিঃ ।

ভক্তলোক প্রসন্নাত্মা ভক্ত মন্দার বিগ্রহঃ ॥ ১৬৪ ॥

শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি জগতের পালক তেজোময় ভক্ত-গণের প্রতি প্রসন্ন হৃদয় এবং ভক্তের সমীপে কল্পবৃক্ষস্বরূপ।

ভক্ত দারিদ্ৰ্যদমনো ভক্তানাং প্রীতিদায়কঃ ।

ভক্তাধীনম্ভাঃ পূজ্যো ভক্তলোক শিবংকরঃ ॥ ১৬৫ ॥

ভক্তের দুঃখদারিদ্র্য ভঞ্জনকারী পরম আনন্দদায়ক ও ভক্তের মনো-
বৃত্তির অনুসারি লীলাকারী পরম পূজ্য ও ভক্তের মঙ্গলদায়ক । সুদামা-
ভক্ত কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন—তঁাহারই সঙ্গে আমার যেন জন্মে জন্মে মিত্রতা
বন্ধুতা কটুপ্নিতা হয় ।

তশ্চৈব মে সৌহৃদসখ্যমৈত্রীদাস্তং পুনর্জন্মানি জন্মানি স্মৃৎ । তিনি
ভক্তের প্রীতি বর্দ্ধন করেন মুক্তি দিয়া বিদায় করিতে প্রস্তুত কিন্তু ভক্তি
অত্যন্ত দুর্লভ । যাহাকে ভক্তি দান করেন, তিনি যে তাহার বশীভূত
হইয়া থাকেন ।

মুক্তিং দদাতি কহিঁচিৎ স ন চ ভক্তিযোগম্—ভক্তের সম্বন্ধে
সকলের মঙ্গল বিধান করেন ।

যে হন্তে চ পাপা যদুপাশ্রয়া শ্রয়াঃ ।

শুদ্ধস্তি তস্মৈ প্রভবিষ্যবে নমঃ ॥

ভক্তাভীষ্টপ্রদঃ সর্ব ভক্তাঘোষ নিকৃষ্টনঃ ।

অপার করুণাসিদ্ধুভগবান্ ভক্তভৎপরঃ ॥ ১৬৬ ॥

তিনি ভক্তের অভীষ্টদান করেন । ভক্তের কামনা জাগেই না ।

ন কাম কর্মবীজানাং যন্ত চেতসি সম্ভবঃ ।

বাস্তদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥

অপার করুণা সিদ্ধু ভগবান্ মোহিত করেন, উচ্চাটিত করেন, আকর্ষণ
করেন, অভক্তের সঙ্গ ত্যাগ করান । অকর্ম হইতে বিরত করেন বা
সুপ্তন করেন এবং বশীভূত করেন, তাই ষট্ কর্মনিপুণ ভগবান্ ।

মোহনোচ্চাটনাকর্ষ বিবেষসুপ্তনং তথা ।

বশীকরণ মিত্যেবং ষট্ কর্ম ভগবাচকম্ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভাগবত বলেন ভক্ত ভক্তিমান । ভক্তের মুখে নামো-

চারণধ্বনিমাত্র কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি মনোযোগী হইয়া থাকেন। ভক্ত কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট, কৃষ্ণ ভক্তমুখে উচ্চারিত নিজ নামের মাধুরীতে আকৃষ্ট। নাম প্রভাবে ভগবানের মন ভক্ত বিষয়ে অবনমিত হয়। অত্যন্ত নীচে পড়িয়া থাকিয়াও ভক্ত যখন শ্রীকৃষ্ণ নাম লইয়া ক্রন্দন করেন ভগবান্ যত উচ্চস্থানেই থাকুন না কেন, তাহাকে কোলে তুলিয়া নেন।

মনকে এক বিষয়ে লাগাইয়া শ্বাসনিরোধ পূর্বক সংযত ভোজন পান হইয়া বৈরাগ্য অভ্যাসে সদা সচেতনভাবে হৃদয়ে পরমতত্ত্বকে ধারণ করিতে হয় যথা—

মন একত্র সংযুজ্যাজ্জিত শ্বাসো জিতাশনঃ।

বৈরাগ্যাভ্যাস যোগেন শ্রিয়মাণমতদ্ভিতঃ ॥

অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত বেদোক্ত কর্ম, সংসার ধর্ম, যথা নির্দিষ্ট রীতিতে পালন করিবার ব্যবস্থা মানিয়া লইতেই হইবে! স্বেচ্ছাচারীর ধর্ম নাই। বিধানের মধ্যেই শুদ্ধির ব্যবস্থা। অতএব বিধান মানিয়া চলিবে। কর্মের আকর্ষণ না থাকিলেও প্রাপ্ত কর্তব্য কর্ম করাই বিধেয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজে প্রয়োজন না থাকিলেও কর্ম করেন। একান্ত নির্বেদ বা বৈরাগ্য আসিলে আর কোনো উপদেশের অবস্থা থাকেনা।

তাবৎ কৰ্মাণি কুৰ্বীত ন নির্বিচ্যেত যাবত।

মৎ কথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা বাবল্লজ্যতে ॥

কর্ম সাধনে অন্তঃশোধন—শুদ্ধ মনে শ্রবণ কীর্তনে হৃদয় বিগলিত এবং এই বিগলিত প্রাণের আঙ্গিনায় ভক্তিরসের উদ্বেল ভাবের উদয় হয়।

যদারম্ভেষু নির্বিগ্নে বিরক্ত সংযতেন্দ্রিয়ঃ

অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ

ধার্যমানং মনোযর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্ ।

অতস্মিতো হনুরোধেন মার্গেণাত্ম বশং নয়েৎ ॥

কর্মসাধন হইতে নির্বেদ উপস্থিত হইলে ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া আত্মযোগের অভ্যাসে মনকে স্থির করিবে। মন চঞ্চল অশ্বের ন্যায়, সেও অভ্যাস বশে নিশ্চল হয়। তখন সাবধান ভাবে যোগমার্গে নিরত করিয়া মন আত্মাকে বশীভূত করে। এইভাবে মন নিরভিমান ও দম্ভ রহিত হয়।

ইহার পরেই জ্ঞানযোগে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হয়। গীতার বাণী স্মরণীয়—

অমানিত্বমদস্তিত্বমহিংসা ক্কাশ্চিরাৰ্জবম্

আচার্যোপাসনং শৌচং স্বেদ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্য মনহঙ্কার এব চ ।

জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি দুঃখ দোষানুদর্শনম্ ॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদার গৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিন্ত্য মিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥

ময়ি চানন্ত-যোগেন ভক্তিরভ্যভিচারিণী ।

বিবিক্ত দেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥

অধ্যাত্মজ্ঞান নিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ॥

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥

নিরভিমানিতা, দম্ভরহিততা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, স্থিরতা, আত্মসংযম, বৈরাগ্য, অহঙ্কার ত্যাগ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দোষ দর্শন, অনাসক্তি, সঙ্গত্যাগ, পুত্রাদিতে স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ, সমচিন্ততা, ভালমন্দ কোনো বিষয়ে বিক্ষুব্ধ না হওয়া, শ্রীভগবানে অনন্তভাবে

শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন, নির্জনস্থানে অবস্থিতি, জনগণমধ্যে অধিক সময় না থাকা, অধ্যাত্ম জ্ঞানাভিলাষ, তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় দর্শনাভিলাষ প্রভৃতি জ্ঞান বলিয়া জানিবে ইহার অন্তথা যাহা কিছু সকলই অজ্ঞান।

শ্রীকৃষ্ণের বাক্য আরও যথা—

সাংখ্যেন সর্বভাবানাং প্রতিলোমানুলোমতঃ

ভবাপ্যাবানুধ্যায়েন্নো যাবৎপ্রসীদতি ॥

নির্বিগ্নস্তবিরক্তস্ত পুরুষস্তোক্তবেদিনঃ

মনস্ত্যজতি দৌরাগ্যং চিন্তিতস্তানুচিন্তয়া

যমাদিভির্যোগপথে রাশীক্ষিক্যা চ বিদুয়া ।

মমার্চোপাসনাভির্বা নাষ্টে যোগ্যং স্মরেন্মনঃ ॥ (ভাঃ ১১।২০।২২)

সাংখ্যদর্শনের তত্ত্ববিচার অনুসারে অনুলোম ও প্রতিলোম ক্রমে মহৎ তত্ত্ব হইতে সৃষ্টি ও প্রলয়াদির কথা অনুধ্যানে মনের চাঞ্চল্য দূর হয়। তত্ত্বজ্ঞানে নিঃশ্রেয়স সিদ্ধি হয়। অবিবেক জনিত আসক্তি ক্ষীণ হইলে গুরুবাক্য বিচার প্রবণ চিত্ত ক্রমে অভিমান শূন্য হয়। যম নিয়মাদি সাধন—তত্ত্ববিচার—আত্ম-অনাত্ম বিষয়ে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত-জ্ঞানে ভগবদ্ বিগ্রহ সেবায় মন লগ্ন হয়।

এইভাবে ভগবান্কে নিকটতম পরম উপাস্ত শ্রীবিগ্রহে আবির্ভূত ভাবনায় জীব কৃতার্থতা লাভ করে। ইহা ভিন্ন নিরভিমান হইয়া পরতর্কে মগ্ন হওয়ার অণু কোনো উপায় নাই। শুধু সেবাতেই আমিত্বের অভিমান দূর হয়। আমি সাধনায় তাহার ভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া তন্ময় হইয়া যাইব, এই প্রকার প্রবৃত্তিতে অভিমান যায় না। জ্ঞানযোগের পরম পরিণতি ভক্তিতে হউক ইহাই গীতা ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ভক্তি ভিন্ন হৃদয়ের প্রসন্নতা মনের

প্রসাদশুণ লাভ হয় না। ভক্তিকে কখনও সাধনরূপে হৃদয়ের শোধক এবং জ্ঞানের হেতু বলিয়া বলা হইয়াছে আবার কখনও জ্ঞানকেই সাধন বলিয়া ভক্তি তাহার ফল এরূপ বর্ণনা আছে।

ভক্তিভাবে যে সর্বপ্রকার সাধনার ফল অনায়াসেই লাভ হয়, এই কথা খুবই স্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইয়াছে। যথা—

তস্মান্মদ ভক্তিমুক্তশ্চ যোগিনো বৈ মদাঙ্গনঃ

ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

যৎকর্মভির্যত্নপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।

যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সর্বং মদভক্তিযোগেন মন্তুক্তো লভতেহঙ্গসা ।

স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ যদি বাঞ্ছতি ॥

ন কিঞ্চিৎসাধবো ধীরা ভক্তা হেকাশ্চিনো মম ।

বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপূনর্ভবম্ ॥

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রার্থিঃশ্রেয়সমনল্লকম্ ।

তস্মান্নিরাশিমো ভক্তির্নিরপেক্ষশ্চ মে ভবেৎ ॥

ন ময্যেকান্ত ভক্তানাং গুণদোষোন্তবা গুণাঃ

সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেষুষাম্ (ভাঃ ১১।৩৬)

আমার ভক্তেরা আমাতে মন লাগাইয়া থাকেন। এজন্য জ্ঞান-বৈরাগ্য তাহাদের প্রয়োজন হয় না। কর্ম, তপশ্চা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান ধর্ম, বা অন্য অনুষ্ঠানে লাভ করার মত সবকিছুই আমার ভক্তগণ অনায়াসে লাভ করে। আমার ভক্ত স্বর্গ অপবর্গ বা মদ্ধাম কিছুই পাইতে অভিলাষুক নয়। ধীরমতি ভক্ত কৈবল্যমোক্ষকেও পাইতে ইচ্ছা করে না। সর্বপ্রকার প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি হইতে সে

নিরপেক্ষ থাকে। আশাত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষ না হইলে ভক্তি লাভ হয় না। সমচিন্তায় পরম তত্ত্বানুভব। অচ্যুত ভগবান্ গুণাতীত দোষগুণ বিষয়ে সমভাবাপন্ন। সমোহং সর্বভূতেষু এই তাঁহার বাক্য। প্রাকৃত দোষ বা গুণ ভক্তকেও স্পর্শ করে না।

দুঃখ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট সুখানুভব পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও ভক্ত এই চারিপুরুষার্থ সম্বন্ধেও অনুসন্ধান রহিত। তিনি একমাত্র ভগবৎ সেবারসে মগ্ন থাকেন।

দুঃখের নিরুত্তিই পরম পুরুষার্থ এইরূপ সিদ্ধান্ত বিচার সহ নয়, আবার দুঃখনিরুত্তি পূর্বক সুখপ্রাপ্তি এই প্রকার মতও যুক্তিসম্মত নয়। সুখ ও দুঃখের সম্বন্ধ রহিত কেবল সুখই পরম পুরুষার্থ ইহাও বলা যায় না। দুঃখের অভাবই সুখের পরিচায়ক অথবা সুখই দুঃখের অভাবের পরিচায়ক এরূপ পরস্পর সাপেক্ষ অবস্থাটিও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। ধর্মের ফল দৃষ্ট নয় অদৃষ্ট। ইহকালে হয়ত ধার্মিক ব্যক্তি কষ্টই করিয়া গেল কেবল পরলোকে সুখলাভের নিমিত্ত। এই ধর্মকে একান্ত অভিলষিত পুরুষার্থ কি করিয়া বলা যায়? অর্থ স্বতন্ত্রভাবে সুখ দিতে পারে না। বস্তু সংগ্রহে অর্থের প্রয়োগ এবং সেই বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয় দ্বারে গ্রহণাদি দ্বারা অর্থ পরস্পরা ক্রমে সুখের হেতু। অতএব স্বতন্ত্র সুখ বা পুরুষার্থ হইতে পারে না। কাম কামনা ইন্দ্রিয় সহযোগে সুখদায়ক হয় বটে কিন্তু সেখানেও ইন্দ্রিয় সংযোগ ও বিয়োগ জনিত হর্ষ বিষাদ ভঙ্গুর—চিরস্থায়ী নয় বলিয়া কামসিদ্ধি জনিত সুখও পরম পুরুষার্থ হইতে পারে না। বাকী রহিল মোক্ষসুখ। এই অবস্থায়ও পুরুষের মোক্ষ দশায় তাহার

উপাধি ধ্বংস জীবহ বিলোপ । নিজেকে বিলুপ্ত করিয়া যে সুখ উহা
সুখপ্রাপ্তি হইতে পারে না । অতএব পুরুষার্থ হইতে পারে না ।
অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখ হয় । কিন্তু প্রাপ্যবস্তুর যদি অনিত্য
হয়—উহা পাওয়া হইলেও আবার উহা বিনষ্ট হইবার কথা
অস্বীকার করা যায় না । কাজেই এরূপ এক নিত্যবস্তুর কথা
ভাবনা করিতে হয়, যাহার একবার প্রাপ্তি ঘটিলে ধ্বংস হওয়ার
কথা থাকে না । আর যাহার প্রাপ্তি তাহারও নিত্যই সিদ্ধ হওয়া
চাই । তবেই প্রাপ্ত ও প্রাপ্তির কোনো ব্যবধান থাকে না ।

জীব ভগবদংশ অতএব নিত্য, ভগবান্ নিত্য, ইহাতো আর বলিয়া
বুঝাইতে হইবে না । ভগবদজ্ঞান-অভাব এই দোষ দুঃখের মূল ।
ভগবানের জ্ঞানের সংসর্গাভাবই জীবের দুঃখ । ভক্তি এই জ্ঞান
সংসর্গাভাবকে ধ্বংস করিয়া ভক্ত ও ভগবানের সংসর্গ ঘটাইয়া দেয়
এবং জ্ঞানের সংসর্গাভাবকে ধ্বংস করে । এই ধ্বংস দ্বারা যে অভাব
বা ভাব সৃষ্টি হয়, উহা নিত্য—প্রাক্ অভাব এবং ধ্বংস রহিত ।
ভক্তিশাস্ত্রে এই নিমিত্ত ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থ নির্ণয় করিয়াছে ।
এই ভক্তি প্রেম লক্ষণা ভক্তি । অর্থাৎ প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ ।

ন হতোহন্যঃ শিবঃপদ্ম

বিশতঃ সংসৃত্যবিহ ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগে

ষদাভবেৎ ॥

ধর্মঃস্বশুচীতঃ পুংসাং

বিষক্ সেন কথান্ন যঃ

নোৎপাদয়েৎ ষদা রতিং

শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

দানব্রত তপোহোম

জপস্বাধ্যায় সংঘমৈঃ ।

শ্রয়োভিবিবিধৈশ্চাত্মৈঃ

কৃষ্ণেভক্তির্হি সাধ্যতে ॥

ভগবান্ ব্রহ্ম কাৎ স্ম্যেন

ত্রিরস্বীক্য মনীষয়া

তদধ্যবশ্চৎকূটস্থো

রতিরাত্নগুতো ভবেৎ । ভাঃ (২।২।৩৪)

এতাবানুব লোকেহস্মিন্

পুংসাংনিঃশ্রয়সোদয়ঃ

তীব্রেণ ভক্তিয়োগেন

মনোময্যাপিতং স্থিরম্ ॥ ভাঃ (৩।২।৪৪)

যা নিবৃতিশ্চক্ষুভূতাং তব

পাদপদ্ম ধ্যানাদভবজ্ঞানকথা

শ্রবণেন বা স্মৃতাং ।

সা ব্রহ্মণি স্বমহিমন্ত্যপি নাথ

মাভূৎকিস্তুস্তকাসিলুলিতাৎ

পততাং বিমানাৎ ॥

জগৎ পরিবর্তনশীল । বাহুদেব ভক্তির মত কিন্তু আর কোনো পথ নাই ।

যে কর্মানুষ্ঠান ভগবান্ বিশ্বক্সেন কথাশ্রবণে রতি না জন্মায় উহা শ্রমমাত্র রূপা । দান তপ হোম স্বাধ্যায় প্রভৃতি সকল সাধনের

ফল ভক্তি। সকল বেদ উপনিষদের সার কথা কৃষ্ণ পরমাত্মা শ্রীশ্রীভগবানে যে পথে প্রীতिलाভ হয়, উহাই সর্বশ্রেষ্ঠ পথ। এই সংসারে মানুষের পরম মঙ্গলের উদয় তখনই হইয়াছে বলা যায় যখন সে তীব্র ভক্তির্যোগে ভগবৎচরণে লগ্ন হয়।

হে নাথ, তোমার চরণ কমল ধ্যানে জীবের যে আনন্দ লাভ হয় বা তোমার ভক্তমুখে তোমার গুণানুবাদ শ্রবণে যে আনন্দ হয়, উহা ব্রহ্মানন্দেও পাওয়া যায় না। স্বর্গবাসীর সমীপে উহাতো একান্ত দুর্লভ, কারণ তাহাদের সুখতো খণ্ডিত হইয়াই যায়।

পূর্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, ভক্তিই জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ পরম পুরুষার্থ।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাম্ভরাহুনা।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

যোগীগণের মধ্যেও আমাকে আত্মসমর্পণ পূর্বক শ্রদ্ধার সহিত যে আমার ভজন করে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা যুক্ততম।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তির্যোগঃ প্রযোজিতঃ

জনয়াত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুম্ ॥

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ

তীব্রেণ ভক্তির্যোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেব পরায়ণাঃ

অঘংধুষন্তি কাৎশ্চেন্ন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥

বাসুদেব ভগবানে ভক্তিলাভ হইলে বৈরাগ্য ও অহৈতুক জ্ঞান শীঘ্রই লাভ করা যায়। কামনা সহ অথবা নিকামভাবে অথবা মোক্ষ

কামনা করিয়া উদার পুরুষ তীব্রভক্তি দ্বারা পরম পুরুষোত্তমের
আরাধনা করিবে।

কেহ বা শুদ্ধ ভক্তিতেই ভগবান্ বাসুদেবের শরণাগত হয়
তাহাতে অন্ধকার দূর করিয়া সূর্য্যোদয়ের মত তাহার পাপ দূর হইয়া
হৃদয় নির্মল আনন্দ আলোকে পূর্ণ হইয়া যায়। আরও দেখ ভগবান্
বলেন—ভক্তিদ্বারাই আমি কিরূপ তাহা সম্যক্ রূপে পরিস্ফুট হইয়া
ভক্ত আমার স্বরূপে প্রবেশ করে।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি

যাবান্ যশ্চাম্মি ভারত।

ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা

বিশতে তদনন্তরম্ ॥

ভক্তি ভিন্ন আমাকে তত্ত্বত জানা যায় না।

সাধন ভক্তি হইতে প্রেমের উদ্গম হয়—এই কথার সূত্ররূপে দেখা
যায়—

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা

বিভ্রত্যাৎপুলকাংতনুম্।”

ভগবদ্ ভক্তগণ পরস্পর ভগবৎপ্রসঙ্গ করেন। একজন অপর-
জনের মনে তাঁহার রূপ গুণ লীলার কথা জাগ্রত করিয়া দেন।
এইভাবে কথা শ্রবণাদি সাধন ভক্তি হইতে ক্রমে প্রেমের উদয়ে
শ্রোতা ও বক্তা ভক্তগণ পুলকান্বিত হইয়া প্রেম ভূষণে ভূষিত হন।
তখন—

কচিদ্ রুদন্ত্যচ্যুত চিস্তয়া কচিদ্

হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ

নৃত্যস্তিগায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং

ভবন্তি তুঙ্গীং পরমেত্য নিবৃত্তাঃ ॥

ভক্তিলাভ করিয়া ভক্ত কঁাদে, কখনো তাঁহার চিন্তায় হাসে,
আনন্দিত হয়, আবার অলৌকিক বাক্য উচ্চারণ করে, কখনো গান
করে, এইভাবে পরমেশ্বরানুশীলনে পরমানন্দে মগ্ন হইয়া কখনো বা চুপ
করিয়া বসিয়া থাকে ।

অধ্যয়নের ফল অক্ষর জ্ঞান এই রীতিতে ভক্তিকে যদি ফলাস্তুর
সাধক বলিয়া মনে করা হয়, তবেই সাধন ভক্তি ও প্রেমভক্তিকে
দুইপ্রকার ভেদ করা যায় । এখানে সেইপ্রকার ফল ভেদ করিবার
প্রয়োজন নাই—কেননা ভক্তিরই ফল ভক্তি । গোড়া হইতেই ভক্তি
অনুরাগ সহিত মিলিত এবং পরিণামেও সেই অনুরাগের বৃদ্ধি হওয়ার
পরিচয় হাসি ও কান্নার মাধ্যমে প্রকাশিত ।

জীবনমুক্ত দশায় ভক্তির পরম উৎকর্ষ অভিব্যক্ত হইলেও শ্রবণ-
কীর্তন প্রভৃতি সাধন ভক্তির বিরাম হয় না, বরং তখন আরও অধিকতর
প্রেমের সহিত শ্রবণ কীর্তন চলিতে থাকে ।

ইদং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতম্

হিষ্টম্ সূক্তম্ চ বুদ্ধি দত্তয়োঃ

অবিচ্যুতোর্থঃ কবিভির্নিকৃপিতো

যদুত্তম শ্লোক গুণানুবর্ণনম্ ॥

শ্রীভগবানের গুণানুবাদ কীর্তনই মানুষের সকল তপশ্চা অধ্যয়ন
এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল ।

এই গুণানুবাদ ভগবানে প্রীতির উদ্বোধক । আনন্দময়ের প্রতি
প্রীতি উৎপাদনেই গুণানুবাদের সার্থকতা ।

অন্য কোনো সাধনে নয় শুধু জ্ঞানেই ব্রহ্মকে জানা যায় ! সর্বপ্রকার স্রুতি-ফল ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া বলা হয় । আবার কিছু পূর্বেই শাস্ত্রবাক্যে নির্দারণ করা হইয়াছে যে, সর্বপ্রকার সাধনার পরম ফল ভগবদ্ ভক্তিই । যদি কেহ তর্ক উপস্থিত করিয়া বলে যে ব্রহ্ম জ্ঞানই যখন পরম পুরুষার্থ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে তখন ভক্তির পরম পুরুষার্থতার কথা আর কেন ? ইহার উত্তরে বলা যায় যে স্বরূপ সাধনের ফলাধিকার বিলক্ষণতা আছে উহা অস্বীকার করিতে পারে না । ব্রহ্মবিদ্যায় মনে দ্রব্যভাবের অপেক্ষা না করিয়া নির্বিকল্প মনের একতানতার কথাই প্রধান আর ভগবদ্ ভজনে মনের প্রেমাদ্র' ভাব বা দ্রব্যভাবের অপেক্ষা আছে । তত্ত্বমস্তাদি বাক্য ব্রহ্মবিদ্যার সাধন আর ভগবদ্গুণাখ্যান শাস্ত্র শ্রবণ নামকীর্তন ভগবদ্ ভক্তির সাধন । ব্রহ্মবিদ্যার ফল ভগবানে প্রেমের প্রকর্ষ । ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকারী সাধন চতুর্ক্য় সম্পন্ন পরমহংস পরিত্রাজক ভক্তির সাধনে কাহারও নিষেধ নাই, আর কাহারও 'অনধিকারও নয় ।

কেবল নিগুণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেই মুক্তি ইহাও বলা হইবে না কেননা শাস্ত্র ঘোষণা করেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নিগ্র'স্থা অপ্যরুক্রমে ।

কূর্বন্ত্য হৈতুকীং ভক্তি মিথংভূতগুণো হরিঃ ॥

শ্রীভগবান তাঁহার মধুর শোভন মনোহারী গুণে আত্মারাম মুনি-গণেরও মন হরণ করিয়া তাহাদিগকে অহৈতুকী ভক্তিতে মগ্ন করেন । দৃষ্টান্ত দেবর্ষি নারদ শ্রীশুকদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধই আছেন । ইহারা পরম সুখ সাগর ব্রহ্মানন্দে মগ্ন থাকিলেও গোবিন্দের গুণাবলী শ্রবণে ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

অন্যান্য সাধন সম্বন্ধে দেশের পবিত্রতা, কালের শুভাশুভ বিচার,

বাক্তির যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার আছে। ভক্তির অনুশীলনে কোনো দেশ কাল বা অধিকারী অনধিকারীর প্রশ্ন ওঠেনা। সর্বদেশে সর্বকালে সর্বজনের ভক্তি সাধনে অধিকার।

অন্যান্য সাধন পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠিত না হইলে, সম্যক ফলোদয়ের কোনো সম্ভাবনাই নাই। উচ্চস্থান হইতেও যোগভ্রষ্ট বাক্তির পতিত হওয়ার কথা শুনা যায়। অতি অল্প দোষে ব্রহ্মানন্দীর ব্রহ্মবাক্স হওয়ার সংবাদ আছে। ভক্তির সাধন পূর্ণাঙ্গ না হইলেও দোষ ধরাতে হয়ই না, বরং অতিঅল্প সাধনেও বড় ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, একরূপ আশ্বাস বাণী শুনা যায়। ভজন আরাধনা করিতে যদি পথেই কোনো বিপদ ঘটে তাহা হইলেও সাধকের সাধনা একান্তভাবে নিরর্থক হইবে না। স্বালম পতন ভাগবত ধর্মের পথে নাই—চক্ষু বুজিয়া চলিলেও গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো সম্ভব, কেবল এই ভক্তির পথেই।

ইতি শ্রীরাধিকানাথ সহস্রং নাম কীর্তিতম্।

স্মরণাৎ পাপরাশীনাং খণ্ডনং মৃত্যু নাশনম্ ॥ ১৬৭ ॥

পার্বতী শংকরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

হে প্রভো, আপনি নিশিদিন কাহার নাম স্তোত্র পাঠ করেন। তাহারই উত্তরে শংকর এই সহস্র নামস্তোত্র শুনাইলেন। তিনি বলেন—শ্রীরাধিকানাথের সহস্র নাম কীর্তন করিলাম। ইহা স্মরণ করিলে পাপসমূহ দূর হয় মৃত্যু ভয় থাকে না। ভক্তের অণু কোনো প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই।

বৈষ্ণবানাং শ্রিয়করং মহারোগ নিবারণম্।

ব্রহ্ম হত্যা স্মরাপানং পরজী গমনং তথা ॥ ১৬৮ ॥

পরদ্রব্যাহপহরণং পরদ্রোহ সমন্বিতম্ ।
মানসং বাচিকং কাযং যৎপাপং পাপ সংভবম্ ॥ ১৬৯ ॥
সহস্রনাম পঠনাৎ সর্বং নশ্বতি তৎক্ষণাৎ ।
মহা দারিদ্র্যযুক্তোহপি বৈষ্ণবো বিষ্ণু ভক্তিমান্ ॥ ১৭০ ॥
কার্তিক্যাং যং পঠেদ্রোত্রোশতমষ্টোত্তরং ক্রমাৎ ।
পীতাম্বরধরো ধীমান্ জগদ্গুরুঃ পুষ্প চন্দনৈঃ ॥ ১৭১ ॥
পুষ্পকং পূজয়িত্বাস্ত্র নৈবেদ্যাদিভিরেব চ ।
রাধাধ্যানাদিতো ধীরো বনমালা বিভূষিতঃ ॥ ১৭২ ॥

বৈষ্ণবগণের প্রিয়, মহারোগ নিবারক এই নাম । ব্রহ্মহত্যা, সুরা-
পান, পরস্প্রীসংসর্গ, পরদ্রব্য হরণ, পরদ্রোহাচরণ, কাযিক বাচিক ও
মানস পাপ প্রভৃতি সহস্র নাম পাঠে তৎক্ষণাৎ দূর হইয়া যায় ।

মহাদরিদ্রে বৈষ্ণবও বিষ্ণু ভক্তির সহিত কার্তিক মাসে রাত্রিকালে
দীপালীতে যদি অষ্টোত্তরশতবার পাঠ করে অথবা অমাবস্তা হইতে
পূর্ণিমা পর্যন্ত ১০৮ বার পাঠ করে এবং পীতবস্ত্র ধারণপূর্বক গন্ধ চন্দনাদি-
দ্বারা এই গ্রন্থের পূজা করে এবং শ্রীরাধা পাদপদ্ম ধ্যান করে তাহার
মনোরথ সিদ্ধ হয় ।

শতমষ্টোত্তরং দেবি পঠেদ্র্যাম সহস্রকম্ ।
চৈত্রে শুক্রে চ কৃষ্ণে চ কুর্জ সংক্রান্তি বাসরে ॥ ১৭৩ ॥
পঠিত্বাং শ্রবতেন ত্রৈলোক্যং মোহয়েৎ ক্ষণাৎ ।
তুলসী মালায়া যুক্তো বৈষ্ণবো ভক্তি তৎপরঃ ॥ ১৭৪ ॥
রবিবারে চ শুক্রে চ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে
ব্রাহ্মণং পূজয়িত্বা চ ভোজয়িত্বা বিধানতঃ ॥ ১৭৫ ॥
পঠেদ্র্যাম সহস্রং চ ততঃ সিদ্ধিমবাশ্ৰুয়াৎ ।
মহানিশায়াং সততং বৈষ্ণবো যঃ পঠেৎ সদা ॥ ১৭৬ ॥

দেশান্তর গতা লক্ষ্মীঃ সমায়ান্তি ন সংশয়ঃ ।

ত্রৈলোক্যে চ মহাদেব্যঃ স্তম্ভর্য্যঃ কামমোহিতাঃ ॥ ১৭৭ ॥

মুখাঃ স্বয়ং সমায়ান্তি বৈষ্ণবং তং ভজন্তি তাঃ

রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বন্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৭৮ ॥

চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে বা কৃষ্ণপক্ষে অমাবস্তায় বা সংক্রান্তি দিনে হে দেবি, এই সহস্রনাম একশত আটবার পাঠ করিবে। কর্ণে তুলসীমালা ধারণপূর্বক ভক্তিতৎপর হইলে এবং এই সহস্রনাম যত্ন সহকারে পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ ত্রিলোক মোহিত করিতে পারে বৈষ্ণব! রবিবারে শুক্ল পক্ষে দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ দিনে ব্রাহ্মণের পূজা ও ভোজন করাইয়া সহস্রনাম স্তোত্র পাঠ করিলে সিদ্ধিলাভ হইবে! বৈষ্ণব এই নামস্তোত্র মহানিশায়ও পাঠ করিবে। ইহাতে দেশান্তরে তাহার ধনসম্পদ লাভ হয়। ত্রিলোকের যত নারী মোহিত হইয়া সেই নাম সহস্রপাঠকারী বৈষ্ণবের শরণাগত হয়। রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়, বন্ধ ব্যক্তি মুক্তি লাভ করে। এই সহস্র নাম পাঠে।

তুর্বিণী জনয়েৎ পুত্রং কন্যাবিন্দতি সংপতিম্ ।

রাজা চ বশ্যতাং যাতি কিং পুনঃ ক্ষুদ্র মানবঃ ॥ ১৭৯ ॥

সহস্রনাম জবণাৎ পঠনাৎ পূজনাৎ প্রিয়ে ।

ধারণাৎ সর্বমাপ্নোতি বৈষ্ণবো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮০ ॥

বংশীবটে চান্দ্র বটে তথা পিপ্পলকেহধবা ।

কদম্বপাদপতলে গোপাল মূর্তি সন্নিধৌ ॥ ১৮১ ॥

যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবো নিত্যং স যাতি হরিমন্দিরম্

কৃষ্ণেনোক্তং রাধিকায়ৈ হৃদয়ং প্রোক্তং তয়া শিবে ॥ ১৮২ ॥

পতিব্রতা নারী এই স্তব পাঠ করিলে পুত্রলাভ করে, অবিবাহিতা

পতি লাভ করে, শাসকও অনুকূল ভাবাপন্ন হয়, অপর সাধারণ মানুষের কথা অ'র কি, সকলেই বশীভূত হয়। বৈষ্ণব এই নাম শ্রবণ পঠন-পূজনে বা ধারণে সর্ববিষয় লাভ করে ইহাতে সন্দেহ নাই, বংশীবটে বা যে কোনো বটবৃক্ষ বা পিপুল বৃক্ষের অথবা কদম্ব বৃক্ষতলে অথবা শ্রীগোপাল বিগ্রহ সমীপে যে নিত্য এই নাম স্তোত্র পাঠ করিবে সেই বৈষ্ণব ভগবন্ মন্দিবে স্থান লাভ করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ এই নামমালা শ্রীরাধিকাকে অর্পণ করেন। শ্রীরাধার কৃপা প্রসাদে তাঁহার সমীপে আমি ইহা লাভ করিয়াছি।

নারদায় ময়া প্রোক্তং নারদেন প্রকাশিতম্

ময়া ভূভ্যাং বরারোহে প্রোক্তমেতৎ সুদুর্লভম ॥ ১৮৩ ॥

গোপনীয়ং শ্রবতেন প্রকাশ্যং ন কথং চ ন

শঠায় পাপিনে চৈব লম্পটায় বিশেষতঃ ॥ ১৮৪

ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।

দেয়ং শাস্ত্রায় শিষ্যায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ ॥ ১৮৫ ॥

দেবর্ষি নারদকে আমি এই সহস্র নাম উপদেশ করিয়াছি। দেবর্ষি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ আমি তোমাকে বলিলাম ইহা যত্নপূর্বক গোপন করিয়া রাখিবে প্রকাশ করিবে না। শঠ পাপী লম্পট প্রভৃতি অযোগ্য ব্যক্তিকে দিবে না। শাস্ত্র শিষ্য বিষ্ণু ভক্তি-নিরতকে দিবে।

গোদান ব্রহ্মঘটস্ত বাজপেয় শতশ্চ চ।

অশ্বমেধ সহস্রশ্চ ফলং পাঠে ভবেদ্রুমে ॥ ১৮৬ ॥

মোহনং শুভ্রনং চৈব মারণোচ্চাটনাদিকম্।

যদ্ যদ্ বাঞ্ছতি চিন্তেন তৎ তৎ প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবঃ ॥ ১৮৭ ॥

একাদশ্যাং নরঃ স্নাত্বা স্নগন্ধি ত্রব্য তৈলকৈঃ ।
 আহারং ব্রাহ্মণে দত্ত্বা দক্ষিণাং স্বর্ণ ভূষণম ॥ ১৮৮ ॥
 তত আরম্ভকর্তাহস্য সর্বং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
 শতাবর্তং সহস্রং চ যঃ পঠে দ্বৈষ্যবো জনঃ ॥ ১৮৯ ॥
 শ্রীরুদ্ৰাবন চন্দ্রশ্চ ব্রহ্মদাতাং সর্ব মাঙ্গুয়াং ।
 যদ্ গৃহে পুস্তকং দেবি পুজিতং চৈব তিষ্ঠতি ॥ ১৯০ ॥
 ন মারী ন চ দুৰ্ভিক্ষং নোপসর্গ ভয়ং কচিৎ
 সর্পাদি ভূত যক্ষাণ্ডানশ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯১ ॥
 শ্রীগোপালো মহাদেবি বসেৎতস্মৈ গৃহে সদা
 যস্য গেহে সহস্রং চ নাম্নাং তিষ্ঠতি পূজিতম্ ॥ ১৯২ ॥
 ইতি শ্রীসম্মোহনতন্ত্রে শ্রীপার্বতীশ্বর সংবাদে ।

শ্রীগোপাল সহস্রনাম স্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥ —“শ্রীরস্তু”

হে উমে, তোমাকে আর কি বলিব এই সহস্রনাম স্তোত্র পাঠে
 গোদান, ব্রহ্মযজ্ঞ, শত বাজপেয়, সহস্র অশ্বমেধ, যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।

এই নামে মোহন, স্তম্ভন প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে ।
 বৈষ্ণব এই নাম স্মরণ পূর্বক বাহা পাইতে ইচ্ছা করে তাহাই সে লাভ
 করিতে পারে ।

একাদশী দিনে নিয়মিত স্নগন্ধি তৈলাদি দ্বারা স্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে
 স্বর্ণালংকারে ভূষিত করিয়া আহার প্রদান করিয়া দক্ষিণা দিবে । এই
 প্রকার নাম করিতে আরম্ভ করিলে সাধক সকল বস্তুই লাভ করিতে
 পারে । একশতবার বা সহস্রবার যে এই স্তোত্র পাঠ করে শ্রীরুদ্ৰাবন-
 চন্দ্রের কৃপায় তাহার কোন অভাব থাকে না । এই গ্রন্থ যে গৃহে পূজিত
 হইয়া অবস্থান করিবে সেখানে মারীভয়, দুৰ্ভিক্ষ ক্লেশ বা অন্য কোন
 উপসর্গের ভয় থাকে না । সর্পভয় বা যক্ষ রক্ষের ভয়ও দূরে যায় ।

যাহার গৃহে এই সহস্রনাম স্তোত্র গ্রন্থ নিত্য পূজিত হইবেন তাহার
গৃহে সদা সর্বদা শ্রীশ্রীগোপালদেবই বিরাজমান, ইহাই জানিবে।

ইতি সম্বোধন তন্ত্রে শিব পার্বতী সংবাদে শ্রীগোপালসহস্রনাম
স্তোত্র সমাপ্ত।

[মঙ্গল হউক]

পরিশিষ্ট

ঐ বিষ্ণুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর সংকলিত গ্রন্থে উক্ত পাঠান্তর।

শ্লোক সংখ্যা

পাঠান্তর

৯	সংসারসাগরোত্তার কারণায় শ্রীরঙ্গাদিকরূপেণ
২৬	শ্রীগোপাল মহীপাল সর্ববেদান্তপারগঃ ধরণী পাকোধনঃ
২৮	জগদ্ধর্তা
৩৫	দুর্মদমর্দনঃ
৩৮	রামচঞ্চলশ্চারু লোচনঃ
৪৭	নবাস্তো বিরহো
৫৮	কমলাভঃ পুরন্দরঃ
৬৭	ষোগীদন্ত ধরো
৭৪	শরণ্যন্তরবো
৮০	মৃদময়ো
৮৮	গুরুগণাশ্রয়ঃ, গুরুবনাশ্রয়ঃ
১০৬	ষমাদির্ঘমনো
১৫৯	ব্যূহাতীতো
১৮৮	দত্তাহারং ব্রাহ্মণায়

মুখ্যে শ্রীকালিদাস কালীপদ ঘোষ ।
 উদারতা-গুণে ধীরে প্রভুর সন্তোষ ॥
 বাসন্তী ফাল্গুনে গুরুপক্ষ দ্বিতীয়ায় ।
 যেই শুভ তিথিযোগে জন্মিলেন রায় ॥
 উৎসবের দিন স্থির করিয়া ভবন ।
 দ্রব্য আদি আরোজনে রামের উত্তম ॥
 ঘোষণা করেন বার্তা শহরে বাহিরে ।
 প্রভুভক্ত যে যেথায় কাছে কিবা দূরে ॥
 শ্রীমন্দিরে পুরীমধ্যে যেখানে গোসাঁই ।
 শুভকর্ম-সম্পাদনে নির্ধারিত ঠাই ॥
 জন্মোৎসব শ্রীপ্রভুর ভক্তদের দ্বারা ।
 প্রথম আরম্ভ-পক্ষে সুরেন্দ্রই গোড়া ॥
 ক্রমে পরে লীলা-ক্ষেত্রে প্রভু ভগবান ।
 সত্ব্তে ধরায় বদবধি মুর্তিমান ॥
 অত্র অত্র ভক্তদের পাইয়া সাহায্য ।
 একা রাম করিতেন বাবতীয় কার্য ॥
 যেমন সুন্দর রাম তেন ভক্তিবল ।
 বৃদ্ধি স্থির স্নগস্তীর দলের মোড়ল ॥
 ল'য়ে প্রভু ভগবানে আপনার স্বরে ।
 কত মহোৎসব রাম কৈল বারে বারে ॥
 মহাতীর্থ সম গণি রামের প্রাঙ্গণ ।
 স্বগণ সহিত যেথা প্রভুর কীর্তন ॥
 দুর্লভ প্রভুর ভক্তি অনার্যাসে পায় ।
 রামের প্রাঙ্গণ-রেণু যে ধরে মাথায় ॥
 শুভ জন্মোৎসবদিনে হেথা ভক্তবর ।
 নানা দ্রব্য পরিমাণে বিস্তর বিস্তর ॥
 বোঝাই করেন নোকা অতি প্রাতঃকালে ।
 আরোজনে কোন ক্রটি নাহি এক তিলে ॥
 যথাকালে উপনীত দক্ষিণশহর ।
 যেখানে বিরাজে প্রভু পরম ঈশ্বর ॥
 গগনে বধন বেলা গ্রহরেক প্রায় ।
 নানক্রিয়া সমাপন শেষ কৈলা রায় ॥
 অতি অল্প জলপান কর্ম তার পরে ।
 শুনিবারে সংকীর্তন বলিলা আসরে ॥

উত্তরের বারাণ্ডায় ঠাই পরিসর ।
 ভক্তগণে যেইখানে সাজান আসর ॥
 খোল-করতাল-সহ কীর্তনের গান ।
 শুনাযাত্র শ্রীপ্রভুর উঠিল তুফান ॥
 লীলারসাবাদে প্রেমে অন্তর বিহ্বল ।
 কীর্তনে আখর যোগ করেন কেবল ॥
 আখরের কি মাধুরী নহে কহিবার ।
 ক্রমশঃ আবেশ অঙ্গে প্রভাবে বাহার ॥
 বিশেষ প্রকৃতি এক আবেশের ধার ।
 শক্তি ছুটে মত্ত বাহে হয় দর্শকেরা ॥
 সংক্রামক সেই শক্তি বড়ই প্রেতার ।
 সকলে আকৃষ্ট হয় কাছে রয়ে বার ।
 আবেশের পরে মহা সমাধি গভীর ।
 অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি-সহ ইঞ্জিরাদি স্থির ॥
 এখন শ্রীঅঙ্গে কিবা মাধুরী উদয় ।
 উপলব্ধি দরশনে বলিবার নয় ॥
 চাঁদের কিরণমালা বদনকমলে ।
 কখন বা ঘন কভু মল্ল মল্ল খেলে ॥
 গোটা অঙ্গে কাস্তি-ছটা ভুবনে অতুল ।
 যেমন শ্রীপ্রভুদেব রূপের পুতুল ॥
 অপরূপ রূপ সেই রূপের তুলনা ।
 সৃষ্টিতে কোথাও তার নাই অগুণা ॥
 বিশ্ববিমোহিনীরূপ রূপ উপমায় ।
 আগোটা সৃষ্টির রূপ সে রূপে লুকায় ॥
 ভাগ্যবান বেবা রূপ নেহারে নয়নে ।
 বতদিন রয়ে হেথা দেহের ধারণে ॥
 পারে না ভুলিতে রূপ কখনই আর ।
 অত্র বত রূপে বৃক্কে তিমির আঁধার ॥
 চর্চচ্ছ-শক্তিবোগে সে রূপ কে দেখে ।
 যদি না দেখিতে আনে হৃদয়ের চোখে ॥
 ঠামে রূপে অপরূপ প্রভুর গড়ন ।
 রক্ত-মাংস-গড়া দেহে না দেখি এমন ॥
 একরূপ শ্রীপ্রভুর নয়নের কোণে ।
 সে অতি আশ্চর্য রূপ রূপের বিধান ॥

জালের প্রকৃতি ঠিক সে রূপের ধারা ।
 যে দেখে জন্মের মত সেই পড়ে ধরা ॥
 আর এক কিবা রূপ তুলা নাহি তার ।
 যে রূপ রক্তমাধরে প্রভুর আমার ॥
 আধারের শোভা বৃদ্ধি হাসি তাহে যবে ।
 যে দেখে জন্মের মত একেবারে ডুবে ॥
 এখন সমাধি-বেগে বাহুজ্ঞান দূর ।
 রূপময় কলেবর রূপের ঠাকুর ॥
 সুরোগ সময় ভক্তে পাইয়া এখন ।
 পরাইল প্রভুদেবে হৃদয় বসন ॥
 অতি মিহি দেশী ধৃতি নয় হস্ত প্রায় ।
 আরক্ত বরণ ঘোর লাল পাড় তার ॥
 হৃদয় চাপার বর্ণে ছোবান সেখানি ।
 ছোবাইয়া দিয়াছেন রামের ঘরণী ॥
 মনোহর ফুলহার পরাইল গলে ।
 স্বেত চন্দনের বিন্দু ললাটে কপালে ॥
 সুবিশাল বক্ষঃস্থলে কিরূপ শোভন ।
 চরণদ্বুগলে পরে করিল লেপন ॥
 চরণে চন্দন-রেখা কিবা শোভমান ।
 নয়নের মনোলোভা শোভার নিধান ॥
 কুসুমের হার আর চন্দন ঘষিয়ে ।
 গৌর-মা আনিয়াছিল প্রভুর লাগিয়ে ॥
 রূপের শোভার প্রভু একে জো আপনি ।
 তাহার উপরে ভক্তে করিলা সাজনি ॥
 রূপময় ঠাম এবে রূপের উপর ।
 অপরূপ দেখে যত ভক্ততনিকর ॥
 আনন্দে বিভোর হুহু মন গ্রাণ চিত্ত ।
 হু-হাত তুলিয়া কেহ কেহ করে নৃত্য ॥
 ভীমভাবে নাচে কেহ করতালি দিয়া ।
 রোলসহ লক্ষে কেহ মাটি কাঁপাইয়া ॥
 প্রেমতে বিহ্বল কেহ ধরণী লুটায় ।
 কেহ বা চলিয়া পড়ে অপরের গায় ॥
 কেহ বা বদনে তুলে হাসির কোয়ারা ।
 কেহ বা স্তম্ভিত যেন পুতুলের পারা ॥

কীর্তন নাহিক আর সংকীর্তন সার ।
 সব মিলে থালি মাত্র এক ধূয়া গায় ॥
 গগন করিয়া ভেদ উচ্চরোল উঠে ।
 খুলীরা আত্মল কোলে চাপড়ের চোটে ॥
 দেখিয়া তুহল কাণ্ড প্রভু নারায়ণ ।
 করিলেন আপনার শক্তি সম্বরণ ॥
 প্রভু সম্বরণে শক্তি নিজের ভিতর ।
 প্রকৃতিস্থ ক্রমে ক্রমে ভক্ততনিকর ॥
 প্রভুর অবস্থা কিবা শুনহ এখন ।
 ত্রীঅঙ্গিতে সমুদিত বাহ্যিক চেতন ॥
 ত্রীপ্রভু গলার মালা ধরিয়া দুহাতে ।
 ছিন্ন ছিন্ন করি তার ফেলিয়া তফাতে ॥
 মুছিয়া বসন দিয়া চন্দনের রেখা ।
 ললাটে কপালদেশে যত ছিল লেখা ॥
 কিন্তু প্রভু মুছিবারে না পাইলা লাগ ।
 চরণদ্বুগলে যত চন্দনের দাগ ॥
 শুন তবে বলি কথা কারণ তাহার ।
 ত্রীপদে প্রভুর নাই কোন অমিকার ॥
 ত্রীঅঙ্গের সঙ্গে রহে ত্রীপ্রভুর সনে ।
 চিরকাল ভক্তদের তাঁর মাত্র নাথে ॥
 গুপ্ত-অবতার প্রভু বড় রূপ-চোরা ।
 ভক্তের নিকটে কিন্তু অবিরত ধরা ॥
 চন্দনালঙ্কার রক্ষা করিয়া ত্রীপার ।
 অবিখ্যাসী জীবে সাক্ষ্য দিল। প্রভুরায় ॥
 শুন গীত গায় মুখ্যে মহাভাগ্যবান ।
 রামকৃষ্ণায়ণ কথা অমৃত-সমান ॥
 সংকীর্তনে লীলাস করি আবাদন ।
 ভক্তসহ প্রকৃতিস্থ এবে নারায়ণ ॥
 এখন অনেক বেলা প্রভুর ভোজনে ।
 দেখিয়া ভক্তবর্গ চমকিত মনে ॥
 ছাড়িয়া কীর্তনাসর ত্যজিত যান ।
 করিবারে ত্রীমন্দিরে ভোজনের স্থান ॥
 থরে থরে পায়ে পায়ে দ্রব্য নানা জাতি
 কত তার তালিকার নাহি হয় ইতি ॥

অগ্রভাগ সকলের একপাড়ে যোগ ।
 লইয়া জনৈক ভক্ত সাঝাইলা ভোগ ॥
 সকলে রাখিয়া অগ্রে করিতে ভোজন ।
 শ্রীপ্রভুদেবের নহে কোনকালে মন ॥
 সেই হেতু কাছে দূরে লয়ে ভক্তগণে ।
 প্রভুদেব রামকৃষ্ণ বসিলা ভোজনে ॥
 একতরে সবে কিন্তু স্বতন্ত্র স্থান ।
 বর্ণভেদ রক্ষা করা প্রভুর বিধান ॥
 ভোজনের সঙ্গে নানা কথোপকথন ।
 রঙ্গ রসভাষ হান্ত না যায় বর্ণন ॥
 চতুর্দিশ রসে যেন পরিতৃপ্তোদর ।
 সেইমত চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়নিকর ॥
 সমভাবে সকলের তৃপ্তি দিয়া রায় ।
 বরষের জন্মোৎসব করিলেন সায় ॥
 রহিতে নারিহু হুই না করি বাখান ।
 পরবর্ষে জন্মোৎসবে হুই ভাগ্যবান ॥
 প্রভুর রূপায় কিবা কৈহু দরশন ।
 অবধান ভক্তিসহ কর তুমি মন ॥
 উৎসবের কাজে যেন বৎসর বৎসর ।
 উদ্যোগের রহে তার রামের উপর ॥
 বর্তমান বরষেও রামে আছে তার ।
 সাধারণ ব্যয়ে আরোজনের যোগাড় ॥
 ধামার ধামার মুড়ু'কি প্রতুল প্রতুল ।
 রসেতে প্রস্তুত যেন সাদা জুই ফুল ॥
 হাঁড়িতে হাঁড়িতে দধি চিনি দিয়া পাতা ।
 বর্ণিবার নাহি তার আশ্বাসের কথা ॥
 হাঁড়ি হাঁড়ি রসমুত্তি বাটিল আকার ।
 বিস্তর বিস্তর মণ্ডা সন্দেশ ছানার ॥
 কাঁদি কাঁদি চাপা কলা সেয়া বাজারের ।
 এ কয়েক দ্রব্য খাদি পরিমাণে চের ॥
 শ্রীপ্রভুর উপযুক্ত ভোগের কারণ ।
 রামের কর্তৃক বাহা দ্রব্য আরোজন ॥
 পাতি তার কি তুলিব দ্বঃঐ জনা আমি ।
 পণদরে তাহাদের নাম নাহি জানি ॥

মিঠা কল মিষ্টি যেগ্না নানাবিধ তার ।
 শহরেতে বাহা মিলে কিছু কিছু তার ॥
 স্বতন্ত্র পাত্রে পাত্রে বিভিন্ন আধারে ।
 শ্রীমন্দিরে রাখিবার স্থানে নাহি ধরে ॥
 ক্রমে ক্রমে পরে পরে প্রভুভক্তগণ ।
 একে একে যথাকালে দেন দরশন ॥
 তার সঙ্গে দলে দলে আসে একতরে ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি রাখে যারা প্রভুর উপরে ॥
 প্রভুর চরণপ্রিয় প্রভুভক্ত ধারা ।
 আজি দিনে সকলেই অতি মাতোয়ারা ॥
 ভাবে গদগদ তনু না সরে বচন ।
 পরম্পরে পরম্পরে কথোপকথন ॥
 হেসে হেসে ঠারে-ঠারে নয়ন-হিল্লোলে ।
 সোনা সোহাগার সঙ্গে যেন পড়ে গলে ॥
 মন্দিরাভ্যন্তরে তার বাহির প্রাক্ষণে ।
 আনাগোনা পাছু পাছু শ্রীপ্রভুর সনে ॥
 প্রভু সঙ্গে সবে যবে যন্ততর মন ।
 আসিয়া গিরিশ ঘোষ দিলা দরশন ॥
 নানা রসে স্তবসিক বৃদ্ধি স্নগদ্বীর ।
 ভক্তির প্রেমের রাজ্য বিশ্বাসের বীর ॥
 নয়ন-বিনোদ-ঠাম আনন্দোদ্দীপক ।
 তাঁর সঙ্গ-সম্ভোগেতে সকলের সখ ॥
 ভক্ত-সমাগম-স্থলে উচ্চতর রঙ্গ ।
 গিরিশের সম্মিলনে উত্তাল তরঙ্গ ॥
 যেমন কলের তরী আসিয়া জুটিলে ।
 কানে কান জাহ্নবীর জোয়ারের জলে ॥
 টলমল সকলেই দেখিয়া তাহার ।
 আনন্দে উৎলা-হৃদি হইলেন রায় ॥
 পূর্বাভে শ্রীপ্রভুদেব লীলার ক্ষয় ।
 দাঁড়াইয়া পূর্বদিকে দ্বারের উপর ॥
 ঠায়ে ভাবে শ্রীঅঙ্গের প্রকৃতি তখন ।
 স্বসরল-মতি এক বালক যেমন ॥
 দেখিয়া গিরিশচন্দ্র হাসি তরা মুখে ।
 উপনীত স্বরাষিত প্রভুর সম্মুখে ॥

রক্তের কারণে প্রাণ করিলেন রায় ।
 গিরি ধরে কৃষ্ণচন্দ্র এত শক্তি গায় ॥
 কিন্তু যবে নন্দরানী সোহাগের ভরে ।
 গোপালে কহেন পিঁড়ি আনিবার তরে ॥
 লঘুক্লেবর পিঁড়ি কাঠের তৈয়ারি ।
 যেবা ধরে গোবর্ধন তার পক্ষে হুড়ি ॥
 ভক্তপ্রিয় ভগবান নন্দের দ্রুলাল ।
 যশোদার কাছে ঠিক ছুধের গোপাল ॥
 বাৎসল্যে পুরিতান্তরা নন্দরানী যায় ।
 পিঁড়ি দিতে কৃষ্ণচন্দ্র হেন ভাবে যায় ॥
 রক্তে ভঙ্গে চারিদিকে হেলিয়ে হেলিয়ে ।
 ভারি যেন কাষ্ঠাসন গোবর্ধন চেয়ে ॥
 গিরিশের কথা শুনি প্রভু গুণধর ।
 ভক্তবরে করিলেন তাহার উত্তর ॥
 স্নমধুর হান্তসহ কিবা অপরূপ ।
 এই ঠিক কথা এবে চুপ শালা চুপ ॥
 ভক্তসঙ্গে শ্রীপ্রভুর লীলার প্রসঙ্গ ।
 কিংবা লীলা-রসান্বাদে দৌহাকার রঙ্গ ॥
 লিখিয়া কাহিনী তার কার সাধ্য বলে ।
 আভাস প্রকাশ খালি ঠারে-ঠোরে চলে ॥
 এক ঠারে এক বর্ণে এত বিবরণ ।
 তুলনায় কোটি বেদ কোটি কোটি কম ॥
 উপস্থিত ঘটনাতে হুই ভাগ্যবান ।
 প্রভুর রূপায় ক্ষেত্রে ছিন্ন বিত্তমান ॥
 কানে বা শুনিছ চক্ষে কৈছ দরশন ।
 হৃদয়ের পটে তাহা রহিলা লিখন ॥
 তিল তার বর্ণিবাব ক্ষমতায় মরা ।
 কে কবে স্মরিলে হই আপনারে হারা ॥
 ভিতরে রহিল বাহ্যে না ফুটিল কথা ।
 এবে শুন উৎসবের পক্ষাৎ ব্যারতা ॥
 রানের অধিক বেলা হইল যখন ।
 বসিলেন গুণমণি শুনিতে কীর্তন ॥
 উত্তরের বারাণ্ডার যেখানে আসর ।
 লয়ে প্রহ্মে আয়তনে স্থান পরিসর ॥

কিঞ্চিৎ উত্তরে তার ফুলের বাগান ।
 বিবিধ ফুলের গাছে অতি শোভমান ॥
 নিকটে পথের পাশে গজাদরে ঝাড় ।
 বড় বড় গন্ধরাজ ফুলের সর্ধার ॥
 বড় ছোট বেলফুল দুই কাঠা প্রায় ।
 গাছভরা ফুলফুল ফুটে আছে তায় ॥
 বসন্তের সহচর অনিল নীতল ।
 আমোদিত করে স্থান লয়ে পরিমল ॥
 জনৈক বালকবয়ঃ মহাভাগ্যবান্ ।
 কীর্তন গায়ক তেঁহ নরোত্তম নাম ॥
 মিষ্ট গায় কৃষ্ণবর্ণ গায়ের বরণ ।
 গের্ভাপান গোলমুখ উজ্জল নয়ন ॥
 তেথরি তুলসী-মালা গলদেশে কথা ।
 জাতিতে বৈষ্ণব তাই কীর্তন-ব্যবসা ॥
 কালের গায়ক-মধ্যে সকলের শ্রেষ্ঠ ।
 খুলীও বৈষ্ণব জ্ঞেতে নাম তার গোষ্ঠ ॥
 মধুর বাজায় খোল খোলে তুলে বুলি ।
 যেমন গায়ক ঠিক তার মত খুলী ॥
 গায়কের সঙ্গক্ষেতে প্রভুর বচন ।
 এই নরোত্তমে দেখি সেই নরোত্তম ॥
 বায়েনের সঙ্গক্ষেতে শ্রীপ্রভুর সায় ।
 খোলে সিদ্ধ এই গোষ্ঠ খোল যে বাজায় ॥
 আগাগোড়া আজি ক্ষেত্রে দেখিবারে পাঠ ।
 মহোৎসবে রাজসিক ভাব মোটে নাই ॥
 কিন্তু যদি প্রভুদত্ত চক্ষু কেহ পায় ।
 দেখিতে পাইবে ধ্রুব প্রভুর-রূপায় ॥
 সমুদিত উৎসবে ঐশ্বর্য কোটি কোটি ।
 তুলনায় বার সঙ্গে মহৈশ্বর্য মাটি ॥
 আপনি আসরে প্রভু অবিগল-ঈশ্বর ।
 সঙ্গে পারিষদ-সান্ন-উপাস্ত-নিকর ॥
 ছন্দবেশে সশরীরে দেবতার গণ ।
 উৎসবেতে উপনীত শুনিতে কীর্তন ॥
 ত্রেমিক গায়ক এক বৈষ্ণবের ছেলে ।
 যে জন বায়েন গোষ্ঠ সিদ্ধ তেঁহ খোলে ॥

ব্রহ্মবারিবাহী সুরতরঙ্গিণী- তীর ।
 পুণ্যময়ী ভূমি যেথা নৈঠক পুরীৰ ।
 মরি কি মাধুরী তার না যায় বর্ণন ।
 ধরায় মাঝারে যেন গোলক ভুবন ॥
 যেইখানে সংগোপনে রাঙ্গা মহারাজ ।
 শক্তিসহ লীলাপর প্রভুর বিরাজ ॥
 নরপুরে নররূপে নরের মতন ।
 চিনিবার সাধ্য কার ব্রহ্মাদির ভ্রম ॥
 আগোটা সৃষ্টির চক্ষে নিষ্কপিয়া হুলা ।
 সংগোপনে কালমত স্মমধুর লীলা ॥
 এবে উৎসবের কাণ্ড করহ শ্রবণ ।
 মিষ্ট কণ্ঠে নরোত্তম ধরিল কীর্তন ॥
 প্রেমিকের মুখে শুনি লীলা-গুণ-গান ।
 আবেশাক্ত হইলেন প্রেমের নিধান ॥
 কীর্তনে আশ্রয় যোগ আবেগের ভরে ।
 বাহে কীর্তনের কায়্য বৃদ্ধি পরে পরে ॥
 লীলা রস-সুখা পানে মত্ত ভক্তগণ ।
 দর্শকেরা বুদ্ধিহারা মাছুষ যেমন ॥
 যে যেখানে সেইভাবে সে সেথা তেমতি ।
 মুগ্ধপ্রাণমনে হেরে প্রভুর সুরতি ॥
 অতুল আনন্দভোগ করে সর্বজন ।
 নরেন্দ্র এহেন কালে দিলা দরশন ॥
 নয়নবিনোদ ঠাম বালক বয়সে ।
 আসরে বসিলা আসি শ্রীপ্রভুর পাশে ॥
 যোলকলা পূর্ণ চাঁদে করি নিরীক্ষণ ।
 রতন-আকর নিজে সাগর যেমন ॥
 ফুলাইয়া জলকায়্য মহান উল্লাসে ।
 আপনার জলে যায় আপনিই তেসে ॥
 সেইমত প্রভুদেব প্রেমের সাগর ।
 নিরখিয়া নরেন্দ্র নয়নানলকর ॥
 প্রেমের উত্তাল উর্মি তুলিয়া প্রবল ।
 লক্ষ দিয়া উঠিলেন হৃদয় বিহ্বল ॥
 নরেন্দ্রের উরুদেশে দক্ষিণ চরণ ।
 ত্রিকরকমলধরে কুন্তল ধারণ ॥

সমাসিহ্ন ভগবান মনোহর ঠামে ।
 প্রেমের পুতুল যেন গলে পড়ে প্রেমে ॥
 শ্রীবরানে সেই কান্তি লাভাণ্ড উজ্জল ।
 কাঙ্ক্ষনে যেমন বর্ণ যখন তরল ॥
 অরূপে রূপের ছবি স্তম্ভর এমন ।
 কত নাহি দেখি শুনি শ্রীপ্রভু যেমন ॥
 বিরাজে শ্রীঅঙ্গে রূপ পরম স্তম্ভর ।
 তেন ভাবে উর্মি যেন জলের উপর ॥
 স্থির অঙ্গ যবে রূপ দেখা নাহি মিলে ।
 উঠিলে ভাবের বায় তবে অঙ্গে খেলে ॥
 শ্রীঅঙ্গেতে রূপাশি বহে সংগোপন ।
 জলদেব মধ্যে রাজে বিজলি যেমন ॥
 রূপের পার্থক্য ভাব শ্রীঅঙ্গের সনে ।
 সে বুঝে স্বেচ্ছায় তিনি দেখান যে জনে
 বাহ্যিকে না মিলে রূপাশির সন্ধান ।
 পুঁথি দিল শ্রীপ্রভুর রূপ-চোরা নাম ॥
 রূপচোরা বাঁকা-আঁখি রক্তিম-অধর ।
 এই তিন নাম গান পুঁথির ভিতর ॥
 ভুবনমোহনরূপ লীলার প্রাক্গণে ।
 দেখাইয়া দেন ধরা নিজ অনগণে ॥
 যারায় মোহিত সব ইচ্ছার তাঁহার ।
 কখন আলোকমালা কখন আঁধার ॥
 শরতের মেঘছায়া চপুস বেলায় ।
 বৃহৎ প্রান্তর মধ্যে যেন দেখা যায় ॥
 আনন্দের ধনি তুলে ভক্তের মালা ।
 নিরখিয়া শ্রীপ্রভুর অপরূপ লীলা ॥
 সেই প্রভু সেই তাঁরা আপনার জন ।
 লীলাহেতু নররূপে ধরায় এখন ॥
 বুদ্ধি আশ্রয় মনে রসাস্বাদ করে ।
 রঙ্গরঙ্গভাষহ ভক্ততনিকরে ॥
 হেথা মত্তভাবে করে নরোত্তম গান ।
 কিছু পরে শ্রীপ্রভুর ভাব-অবসান ॥
 প্রকৃতিহু হইয়া বসিলা নিজ স্থানে ।
 গুন: কতু ভাবাবেশে কীর্তন শ্রবণে ॥

পরিতৃপ্ত ভক্তবর্গ হইয়া যখন ।
 নরোত্তম করিলেন গীত সমাপন ॥
 শান্তি শান্তি পরিতৃপ্ত হইলা আসরে ।
 চলিলেন রূপ-চোরা আপন মন্দিরে ॥
 ভোজনের কার্য পরে ল'য়ে ভক্তগণ ।
 মহানন্দে বীকা-আঁগি করিলা ভোজন ॥
 ভোজনান্তে অলশাস্থ্য কখনই নাই ।
 ভক্তগণে ল'য়ে পুনঃ বসিলা গোসাঁই ॥
 কণোপকথনে কত ঈশ্বরীয় কথা ।
 কত অতি শুভতর তত্ত্বের বারতা ॥
 রামকৃষ্ণায়ণে লীলা শ্রীপ্রভুর কথা ।
 শ্রবণ-কীর্তনে যুচে মন-মলিনতা ॥
 প্রেম-ভক্তি-দাতা প্রভু জগতের গুরু ।
 মহারাজ দীন-সাক্ষ্য বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
 প্রভুর দয়ঙ্কা খোলা যে লয় শরণ ।
 পূর্ণভাবে মনসাধ করেন পূরণ ॥
 অদ্ভুত ঘটনা কিবা হৈল অতঃপর ।
 শুন রামকৃষ্ণ-কণা শান্তির আকর ॥
 বয়স্কা রমণী এক মহাভাগ্যবতী ।
 রতি যতি প্রভুপদে অপর ভকতি ॥
 প্রশস্ত অবস্থা নহে হৃৎকীর ধরন ।
 ঘরে নাই কড়িপাতি মনের মতন ॥
 আজি শুভ জন্মোৎসবে প্রভুর কারণে ।
 বাটিতে চারিটি মাত্র রসগোল্লা আনে ॥
 জনাকীর্ণ শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভু হেথায় ।
 পলিতে নারিল নারী জাতীয় লজ্জার ॥
 সেইহেতু বাটিসহ চলিল তখনি ।
 যেখানে বিরাজমানা জগৎ-জননী ॥
 জন্মোৎসব দেখিবারে মন্দিরে যারের ।
 উপনীতা ভক্তিমতী কুলনারী ঢের ॥
 কাতর অন্তরে নারী নিবেদিল যার ।
 পাঠাইতে রসগোল্লা শ্রীপ্রভু যেথায় ॥
 মাতা না কহিতে কথা উত্তর বচনে ।
 উত্তর করিল তার অন্ত এক জনে ॥

নানাবিধ দ্রব্যসহ প্রভুর ভোজন ।
 হইয়া গিয়াছে আজি দিনের মতন ॥
 পাঠাইলে রসগোল্লা তাঁহার সদনে ।
 গ্রহণ হইবে কিনা সন্দ লাগে মনে ॥
 এতই পাইল ব্যথা শুনিয়া সে বাণী ।
 অন্তরে মাথায় যেন পড়িল অশনি ॥
 কাতরে আকুলা নারী স্মরে প্রভুরায় ।
 দাঁড়াইয়া আধোমুখে চিত্রাঙ্গিত-প্রায় ॥
 এখানে অন্তরযামী ভক্তদের সনে ।
 মহামন্ত্র ঈশ্বরীয় তত্ত্ব-আন্দোলনে ॥
 নারীর মরম-ব্যথা বুঝিয়া অন্তরে ।
 স্মরাসিত উপনীত যারের মন্দিরে ॥
 যেখানে মিষ্টির বাটি ধরিয়া রমণী ।
 দাঁড়াইয়া যেন জড় বেহে নাহি প্রাণী ॥
 শ্রীকরকমলে বাটি লইয়া তখন ।
 রমণীর মনসাধ করিতে পূরণ ॥
 প্রভুদেব হেনভাবে রসগোল্লা পান ।
 অনাহারে যেন তাঁর গেছে দিনমান ॥
 কোটি কোটি দণ্ডব্যং রমণীর পায় ।
 মিষ্টিতে ধাঁহার তুষ্ঠ রামকৃষ্ণরায় ॥
 কেবা মানবিনী-বেশে দেবীঠাকুরানী ।
 নাম-ধাম এখানের কিছু নাহি জানি ॥
 রমণীর বাঙ্কা পূর্ণ করি প্রভুরায় ।
 ভক্তসঙ্গে তত্ত্বালাপে বসিলা থটায় ॥
 বিশ্বাস-ভক্তির বীর গিরিশ এখানে ।
 প্রভুর বিচিত্র লীলা নেহারি নয়নে ॥
 জানিতে বিশেষ তত্ত্ব চিন্তা সবিস্ময়ে ।
 জিজ্ঞাসিলা এক কথা রূপচোরা রায়ে ॥
 ভাব তার ভূমি প্রভু অখিল-ঈশ্বর ।
 লীলা হেতু দীনবেশে ধরার উপর ॥
 হেন জন্মোৎসবে আজি রবে ত্রিভুবন ।
 তাহা না হইয়া কেন এই কয় জন ॥
 তদন্তরে ভক্তবরে উত্তরিল। রায় ।
 কিঞ্চিৎ প্রকাশ বাক্যে বেশী ইশারায় ॥

অর্থ তার ভবিষ্যতে এই জন্মোৎসবে ।
 শিরোভূষা কত লোক এখানে আসিবে ॥
 অতিশয় গণ্যমান্ত খ্যাতি্যাপন্ন তেজে ।
 দুটাইতে ভক্তিভরে এখানের রজে ॥
 পরিহরি লীলা-ভূমি ধরার উপর ।
 নিত্যধামে গিয়াছেন লীলার ঈশ্বর ॥
 ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র আর বেশী নয় ।
 উৎসবে এখন আধ লক্ষ লোক হয় ॥
 গণ্যমান্ত সবে কেহ রাজ-অধিরাজ ।
 মাকিন-বিলাতবাসী সাহেব ইংরাজ ॥
 যেখানে যে ভাবে যা বলিলা গুণমণি ।
 পরে ঘটবার কথা ভবিষ্যৎ বাণী ॥
 কেহ এবে প্রস্তুতিত সহ শতদল ।
 সঙ্গে বিশ্ব-বিনোদিনী গন্ধ পরিমল ॥

কেহ বা অর্ধেক ফুটা কেহ প্রায় ফুটে ।
 কেহ ডগমগে কলি মৃণালের বাটে ॥
 কেহ বা পাকের কাছে অকুরে কেবল ।
 বাহার উপরে ঢাকা বিশ বাঁশ জল ॥
 লীলাক্ষেত্রে শক্তিরসে বীজ-সংরোপণ ।
 বিশ্বের নিধনে নাই বীজের নিধন ॥
 শুন রামকৃষ্ণারণ বিখ্যাসের ভরে ।
 অন্ধকার তিরোহিত হইবে অচিরে ॥
 নয়নগোচরে লীলা দেখিবে প্রত্যক্ষ ।
 প্রভুর ইচ্ছায় কাজে সময়-সাপেক্ষ ॥
 মাস্তুলিক উৎসবের কথা হৈল সায় ।
 পূণ্যবানে শুনে কথা ভক্তিমানে গায় ॥
 সংসারের হুঃখে হুঃখে পেতে দিয়া ছাতি ।
 দিবানিশি মথ মন লীলাগুণগীতি ॥

নবগোপাল ঘোষের বাড়িতে প্রভুর উৎসব

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি ।
 জয় মাতা শ্রীমামুতা জগৎ-জননী ॥
 জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দৌহাকার ।
 এ অধম মাগে পদ-রজ সবাকার ॥

অস্বাভি ধরাধামে যত অবতার ।
 প্রভু রামকৃষ্ণরায় সমষ্টি সবার ॥
 নানা ভাবে নানা মতে শিক্ষা নানা জনে ।
 সব ধর্ম পথ মত তাঁহার বিধানে ॥
 ধর্মবন্দ-নিবারণ ধর্মের সমতা ।
 ধর্ম-সামঞ্জস্যভাব ধর্মের একতা ॥
 এই অভিনব পন্থা করিতে প্রচার ।
 অবতীর্ণ ধরাধামে শ্রীপ্রভু আমার ॥
 কৃষ্ণ-অবতারে কথা প্রকাশ গীতার ।
 যে রূপে যে ভঞ্জে তিনি তেন ভঞ্জে তার ॥

কথায় কথিত মাত্র হইল তখন ।
 করমেতে কিঞ্চিদ্ভ্রান্ত নহে প্রদর্শন ॥
 কারণ জিজ্ঞাসা মন যদি কর তার ।
 শুন কহি অতিশয় গুহ্য সমাচার ॥
 বার বার বলিলেন প্রভু নারায়ণ ।
 সময়সাপেক্ষ কর্ণে অতি প্রেরাজন ॥
 বখন তখন কার্য হইবার নয় ।
 কার্য ভবে উপযুক্ত আসিলে সময় ॥
 শাস্ত্রের প্রমাণ আর বরুণনির্ঘরে ।
 এক অবতারে কথা রাখেন বলিলে ।

ভবিষ্যৎগীর ছায় পয়ের বারতা ।
 ভাবী অবতরণের কারণের কথা ॥
 পূর্বকথামত কর্ম করিয়া পশ্চাৎ ।
 লীলার প্রমাণ দেন অখিলের নাথ ॥
 বলবৎ এত ধর্ম ছিল না তখন ।
 ক্লক-অবতারে যবে কথার পতন ॥
 পশ্চাতে বিবিধ ধর্ম নানা পথ মত ।
 তুলিবে প্রবল ভাবে ঝড় বলবৎ ॥
 বৃষ্মিা জানিয়া তত্ত্ব বিশেষপ্রকারে ।
 আভাস দিলেন তার গীতার ভিতরে ॥
 দেখে এবে নানাবিধ ধর্ম-সম্প্রদায় ।
 সকলে আপন ধর্মে শ্রেষ্ঠতম গায় ॥
 মহান্ কলহ-বন্দ্য বাদ-প্রতিবাদ ।
 তত্ত্ব-অধেষক জনে ঘোর পরমাদ ॥
 কেবা সত্য কেবা মিথ্যা বায় কোন পথে ।
 সন্দেহ-আতুর চিন্তা দিবারাতি চিতে ॥
 সত্যপথ প্রদর্শিতে তত্ত্বাধেষী জনে ।
 আর ধর্মরাজ্যে ধর্ম-বন্দ্য-বিভজনে ॥
 কালমত প্রভু রামকৃষ্ণ অবতার ।
 করিলেন সার্বভৌম মতের প্রচার ॥
 সার্বভৌম মতে তার বিশ্ব-বেড়া বেড় ।
 স্থানীয় জাতীয় নহে গোটা জগতের ॥
 ধর্মমাত্রে সকলেই পথ বাস্তবিক ।
 কোনটি অলীক নহে সকলেই ঠিক ॥
 এই ধর্ম প্রচারিলা প্রভু নারায়ণ ।
 কার্যেতে আচরি সহ সাধনভজন ॥
 যে যে রূপে ভাবে নামে আরাধন উন্নয় ।
 সেই রূপে ভাবে নামে সেই তাঁরে পায় ॥
 ভাবে রূপে নামে নানা বস্তুগত নয় ।
 উপমা ধরিয়া তত্ত্ব দিলা পরিচয় ॥
 বাপি কৃপ তড়াগাদি সাগরনিচয় ।
 হ্রদ নদী খাল বিল সব জলাশয় ॥
 আকারে গঠনে নামে প্রভেদ কেবল ।
 কিন্তু সকলের মধ্যে সেই এক জল ॥

বাণিশ শস্যার সজ্জা অপর উপমা ।
 আকারে গঠনে বর্ণে বাস্তবিক নানা ॥
 ব্যবহার বিশেষেতে নাম স্বতন্ত্র ।
 কিন্তু সেই এক তুল্লা সবার ভিতর ॥
 তেন এক ভগবান সকলের মাঝে ।
 বিকাশে বিবিধ নাম নানাবিধ সাজে ॥
 যত ধর্ম তত পথ জগতে প্রকাশ ।
 সকলেতে সেই এক বস্তুর বিকাশ ॥
 রামকৃষ্ণপন্থিগণে বৃষ্মেন বারতা ।
 লীলাধর্ম ত্রীপ্রভুর ধর্মের সমতা ॥
 এইখানে এক কথা কর অবধান ।
 ধর্মমাত্রে ভেদ নাই সকলে সমান ॥
 কিন্তু ভাব-বিশেষেতে আছে পার্থক্য ।
 ধর্মে এক কিন্তু ভাবে নাহি হয় ঐক্য ॥
 প্রত্যেকের মধ্যে ভাবে আলাহিলা রয় ।
 তাহাতে কখন কার ক্ষতি নাহি হয় ॥
 বরঞ্চ পোষ্টাই করে প্রত্যেক ভাবীকে ।
 গোপনে আপন ভাব ঘোষ করে রক্ষে ॥
 বিশ্বগুরু ত্রীপ্রভুর উপমার কথা ।
 পল্লীতে রাখালদের গোচারণ-প্রণা ॥
 জল খাইবার বেলা গগনে যখন ।
 নিজ নিজ গরু ছাড়ে রাখালের গণ ॥
 ক্রমে পরে একতরে সকলেই জমে ।
 বৃহৎ প্রান্তর মাঠ গোচারণ-ভূমে ॥
 তখন পার্থক্য ভাব নাহি রহে আর ।
 সব পালা সঙ্গে মিলে হয় একাকার ॥
 কিন্তু ঘরে ফিরিবারে সময় যখন ।
 পৃথক করিয়া আনে নিজের গোধন ॥
 ধর্মমেলনা যেইখানে সেথা একতরে ।
 ভাবেতে পার্থক্য শ্রেয়ঃ আপনার ঘরে ॥
 এই ভাব-সমর্থনে ত্রীপ্রভুর গীত ।
 অবধান কর তত্ত্ব বৃষ্মিবে নিশ্চিত ॥
 প্রভুর অভয় পদ ধরিয়া অন্তরে ।
 অটল অচল রহ আপনার ঘরে ॥

গীত

“আপনান্তে আপনি থেক’ মন বেগ নাকো কার ঘরে,
যা চাষি তা বসে পাবি খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ।
পরম ধন দে পরশধনি, যা চাষি তা দিতে পারে,
কত বণি পড়ে আছে আমার চিন্তামণির নাচুয়ারে ।”

একেশ্বর বদবধি না হয় ধারণা ।
তদবধি তত্ত্ববোধে রহে মহা হানী ॥
সাধন-ভজন-কর্মে নাহি অধিকার ।
এক-জ্ঞান ভিন্ন রহে বহু-জ্ঞান ধার ॥
উপদেশে বলিলেন প্রভু ভগবান ।
সর্বাত্রে আঁচলে বাধি অদ্বৈতগিয়ান ॥
পশ্চাতে করহ কর্ম বেন লয় মন ।
বে-তাঁলে কখনও পদ হবে না পতন ॥
অদ্বৈতগিয়ান মানে এক-জ্ঞান সার ।
লক্ষ বুদ্ধি রকমারি বিকাশ তাহার ॥
ব্রজগোপিনীর বাক্যে বুবহ বারতা ।
যাহা যাহা নেত্র পড়ে ক্লষ্ণ স্মুরে সেথা ॥
বেদান্তের বাক্যে আর ভাবে গোপিকার ।
ভিন্ন নাই উভয়েই একই প্রকার ॥
নানা মতে পথে ঠিক একই প্রকৃতি ।
বিচ্ছেদ-যাতনাতুরা কহেন শ্রীমতী ॥
আপনে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে সহচরীগণে ।
কোথা চূড়া বাঁশি মোর ঘরা দেহ এনে ॥

আর কথা বলিলেন প্রভু ভগবান ।
বহুজ্ঞান অজ্ঞান গিয়ান এক-জ্ঞান ॥
এক-জ্ঞান একেশ্বর অধিলের রাজ ।
নানা ভাবে নামে রূপে সর্বত্র বিরাজ ॥
দেখাইলে প্রভুদেব দেখিবে সুস্পষ্ট ।
সকলের মূলে মোর প্রভু রামকৃষ্ণ ॥
একমাত্র বস্তু তিনি জগতে কেবল ।
সকলেতে তিনি আর তাঁহাতে সকল ॥
সকল ধর্মের ভাব আছে এ লীলার ।
ধর্ম-ধেয়ী জনে তুষ্ট নন প্রভুরার ॥

লীলা দেখিবারে সাধ যদি রহে মনে ।
যেদ্রপ যে নামে যেবা ভজে ভগবানে ॥
সাকারে কি নিরাকারে যেন কুচি তার ।
তে সবার পদে করি কোটি নমস্কার ॥
শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা ভক্তি সহকারে ।
চলিলে বাসনা পূর্ণ হইবে অচিরে ॥
রামকৃষ্ণ-লীলা-কথা লীলার আকর ।
সকল লীলার তত্ত্ব ইহার ভিতর ॥
যেইরূপ রত্নাকর জলধির মাঝ ।
যাবতীয় রত্নরাজি সবার বিরাজ ॥
কতিপয় ভক্ত-সঙ্গে লীলার আসরে ।
যাহা করিলেন প্রভু লীলা কই তারে ॥
শুন সেই লীলা-কাণ্ড প্রভুর আমার ।
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তির ভাণ্ডার ॥
বিবিধ প্রভুর ভাব এবার লীলার ।
বিশেষিয়া বিবরণ বলা বড় দায় ॥
কেমনে কহিব বুঁজে নাহি পাই পথ ।
ভাবের স্বভাবে দেখি ছুটি বলবৎ ॥
প্রথম প্রকাশভাবে জীবের মতন ।
দীনহীন দ্বিজবেশে কঠোর সাধন ॥
সর্ব ঠাই শিক্ষাপ্রার্থী বিনীত-আচার ।
যারে তারে সকলেতে আগে নমস্কার ॥
সীমাহীন সহিষ্ণুতা অনন্তের চেয়ে ।
বহুদূর লাঞ্জে মাটি তিতিক্ষা দেখিয়ে ॥
একবারে আশ্বসুখমাত্রে বিসর্জন ।
আজীবন প্রাণপণে সত্যের পালন ॥
জননীর প্রতি ভক্তি অতুল জগতে ।
তাজি মান মান-দান শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতে ॥
উচ্চ শ্রদ্ধা-প্রদর্শন সাধু-ভক্ত জনে ।
পদে পদে দয়া কমা বিচারবিহীনে ॥
পূর্ণাবতারের ভাবে রাজরাজেশ্বর ।
দাসী সম শক্তি-সঙ্গে সদা আজ্ঞাপর ॥
প্রতিবাক্যে প্রতিপদে মহেশ্বর্য ফুটে ।
অবিভা কম্পিতকায়্য আসিতে নিকটে ॥

সরল শরণাপন্ন দয়ার নিধান ।
 যে যা চায় তাই তার তৎক্ষণে দান ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ছাড়ে প্রেমী ।
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বেণী ছড়াছড়ি ॥
 জ্ঞানবান দয়াবান রতন-আসনে ।
 দেখি দূরে দাসে ধীর কম্পমান যমে ॥
 উচ্চতম তত্ত্বজ্ঞান সদা শ্রীবদনে ।
 লোলুপ অর্জুন যার বর্ণক-শ্রবণে ॥
 গভীর সমাধিপূর্ণ কথায় কথায় ।
 বাহ্যহার নাড়ী-ছাড়া জড় পালায় ॥
 শুনিয়াছি শ্রীবদনে প্রভু সেই ভাবে ।
 খেলিতেন মীনবৎ সিঁহুনীয়ে ডুবে ॥
 এ সকল সিঁহু যেন খালি ভরা জলে ।
 পরিপূর্ণ সেই সিঁহু কারণ-সলিলে ॥
 অনন্ত শয্যায় বেণী ভাসে নারায়ণ ।
 পদপ্রান্তে লক্ষ্মী করে চরণ সেবন ॥
 ঈশ্বর আমিষ তাঁর রহে এ সময়ে ।
 পুনরাগমন হয় বাহার আশ্রয়ে ॥
 বাবতীর ভাবে রূপে প্রভু অলঙ্কৃত ।
 প্রভুভক্ত বিনে নহে অপরে বিদিত ॥
 প্রভুভক্ত সাক্ষোপাস পূজ্য সবাচার ।
 বাহাদের সঙ্গে খেলা হৈল এইবার ॥
 হেন প্রভুভক্তপদে রাখি রতি মতি ।
 একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
 বাহুড়বাগানে ঘর শ্রীনবগোপাল ।
 প্রায় পঞ্চাশের কাছে স্বভাবে ছাবাল ॥
 সরল অন্তর যেন সেই মত মন ।
 সর্বদা সহাস্য মুখ তাহার লক্ষণ ॥
 সোনার সংসার ঘরে ভার্য্যা গুণবতী ।
 বাহার ভক্তির বলে পতির উন্নতি ॥
 শ্রীপ্রভুর মহোৎসব ভক্তের ভবনে ।
 প্রায় প্রতি রবিবারে এখানে লেখানে ॥
 মহাভাগ্যবান তেঁহ জনম ধরায় ।
 সতর্ক ভবনে ধীর ভিক্ষা কৈলায় ॥

গোপালের মনের সাধ হৈল এইবারে ।
 করিবারে মহোৎসব আপনার ঘরে ॥
 প্রভুর রূপায় কিছু নাহি অনটন ।
 টাকাকড়ি রাগ-ভক্তি সুরল মন ॥
 মনের বাসনা ব্যক্ত প্রভুর নিকটে ।
 একদিন গোপাল কহিলা করপুটে ॥
 আনন্দে মগন মন প্রভুদেব রায় ।
 ভাল ভাল বলিয়া গোপালে দিলা সায় ॥
 মহামহোৎসবপ্রিয় রাম ছিল কাছেরে ।
 শুনিয়া আনন্দে মত্ত যিরা যিরা নাচে ॥
 উৎসবের দিন স্থির করিয়া তখন ।
 ভক্তবর্গে চারিদিকে বারতা প্রেরণ ॥
 এই মহোৎসবে যাঁহা করিলা গোসাঁই ।
 এমন কোথাও আমি চক্ষে দেখি নাই ॥
 কথা তার বলিবার শক্তি মম কিবা ।
 বলিতে করিলে চেষ্টা আগে হই বোবা ॥
 বুদ্ধিহারী আঁকিবার প্রয়াস যখন ।
 স্ব-অঙ্গে অঙ্গুলি হয় কাঠির মতন ॥
 লীলার মাহাত্ম্যখেলা অব্যক্ত ব্যাপার ।
 নয়নের ভোগ্য ষোণ্য নহে রসনার ॥
 ঘটনাতে বর্ণনীয় যত দূর হয় ।
 একমনে শুন মন বলি পরিচয় ॥
 গোপাল আনন্দভরে মনের মতন ।
 মহোৎসব হেতু করে ত্রব্য আরোজন ॥
 পরিবারবর্গমধ্যে দেখে কেবা ঘুম ।
 রাত্রিতে কাহার চক্ষে নাহি আসে ঘুম ॥
 প্রতিবাসী জনে জনে শুনিলা সবাই ।
 গোপালের আবাসেতে আসিবে গোসাঁই ॥
 সচকিতে রহে সবে কুতুহল মনে ।
 শ্রীপ্রভুর চরণাবিলম্ব-দরশনে ॥
 কি পুরুষ কিবা নারী হোক যে রকম ।
 শ্রীপ্রভুর দরশনে সকলের মন ॥
 কি জানি কি মোহনন্ব শ্রীনামেতে রয় ।
 শুনিলে শ্রবণে সাধ দরশনে হয় ॥

প্রভুদরশন-সাধ নহে যে জনার ।
 লইয়া মানব-জগৎ বুঝা জন্ম তার ॥
 নির্ধারিত দিন তবে আসিল বধন ।
 বেলাবেলি ভক্তবর্গ দেন দরশন ॥
 মহা-উৎসবের ঠাই বাহির প্রাক্ষণে ।
 ভাগবত করে পাঠ অনেক ব্রাহ্মণে ॥
 শত শত জনে পরিপূর্ণ নিকেতন ।
 ভাগবতলীলাপাঠ করেন শ্রবণ ॥
 শ্রবণ কেবল নামে মন নাহি তায় ।
 সব ভাবে কতক্ষেণে আসিবেন রায় ॥
 কেহ কেহ পথপানে আছে নিরখিয়া ।
 পরিহারি পাঠস্থান ঘারে দাঁড়াইয়া ॥
 প্রভু বিনা কারও না হয় মন স্থির ।
 কি পুরুষ কিবা নারী সকলে অধীর ॥
 মন মোহনিয়া হেন প্রভুর মতন ।
 জগতে কোথাও নাহি হয় দরশন ॥
 কিবা মোহনত্ব-শক্তি ভিতরে তাঁহার ।
 ভিল আধ তত্ত্বশক্তি নাহি বর্ণিবার ॥
 গুণযুক্ত নামহীন সেই বস্তুখানি ।
 আপনার কলেবরে ধরে দিনমণি ॥
 নলিনী প্রভাবে যার হইয়া মোহিত ।
 বিকাশি কেশর-দল হয় প্রফুল্লিত ॥
 গুণমণি গুণের ঠাকুর প্রভুরায় ।
 গুণ করি খুন কৈলা যে দেখিল তাঁয় ॥
 মোহনত্ব-গুণ নহে কেবল শরীরে ।
 নামেরও সহিত গুণ ছায়াবৎ ঘূরে ॥
 শ্রবণ-বিবরে নাম প্রবেশের দ্বার ।
 পশিলে অন্তরে করে জোর অধিকার ॥
 চক্ষু কিবা কর্ণ হোক যে পথে গমন ।
 একমাত্র ধর্ম কর্ম চুরি-করা মন ॥
 কানের ছয়ায়ে যেথা জোর সেথা ভাঙ্গি ।
 শতগুণে বুদ্ধি গুণ মন করে চুরি ॥
 ছাদের উপরে হেথা পথের দ্ব-ধারে ।
 নরনারী কত শত সংখ্যা কেবা করে ॥

দাঁড়াইয়া মহোৎসবে কুতূহল মন ।
 দেখিবারে প্রভুবরে পতিতপাবন ॥
 ভক্তবাহীকল্পতরু বিশ্বগুরু রায় ।
 উপনীত হেনকালে হইলা তথায় ॥
 ভাসিল আগোটা পল্লী আনন্দের নীরে ।
 নয়ন আনন্দকর প্রভুবরে হেরে ॥
 চকোর ভক্তভবন পরম উল্লাসী ।
 নেহারিয়া প্রভুদেবে অকলঙ্ক শশী ॥
 কথক একাকী ধরি শতকের বল ।
 করিতে লাগিল পাঠশ্রবণমঙ্গল ॥
 পাঠেতে তথাপি কারও নাহি বসে মন ।
 পিপাসী নয়নে করে রায়ে নিরীক্ষণ ॥
 ত্রিপুরতি-দরশনে সকলের তৃপ্তি ।
 কথক করিল তবে পাঠের সমাপ্তি ॥
 বনয়ারি নামেতে বৈষ্ণব একজন ।
 দলে দলে ধরিলেন মাথুর-কীর্তন ॥
 কীর্তনে আখর-যোগ ত্রিপ্রভুর ধারা ।
 যাহে ক্রমে প্রভু হন নিজে মাতেয়ারা ॥
 ঘন ঘন ভাবাবেশ সমাধি গভীর ।
 ইন্দ্রিয়াদিসহ একেবারে স্থির ॥
 সংক্রামকতা-শক্তি এক প্রভুর আবেশে ।
 ভক্ত অভিভূত সব রহে য়ারা পাশে ॥
 ঘূর্ণিপাক জলের স্বভাব উপমায় ।
 যে আসে সকালে প্রব তাহার ঘুরায় ॥
 প্রভুর ভাবের বেগে হইয়া মগন ।
 ভাবস্থ হৈলা তবে ভক্ত কল্পজন ॥
 বিষম লাটুর ভাব উদয় প্রবল ।
 নথ দিয়া বিদারণ করে বক্ষঃস্থল ॥
 ক্রক্ষেতে মদুর ভাব দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ।
 উপলক্ষ গুরু যোর আরাধ্য-চরণ ॥
 শশী নামে জানা তিনি ভক্তের ভিতরে ।
 মগন হইলা তাবে কালিয়া-পাথারে ॥
 অল্পবয়ঃ মণি গুণ বালক বয়েস ।
 বাহুহীনে শ্রামকুণ্ডে করিল প্রবেশ ॥

আর কেহ কাঁদে কেহ ভাবোন্মত্তপ্রায় ।
 তিলেকে তুলল কাণ্ড ঘটাইলা রায় ॥
 বুদ্ধিহারা দর্শকেরা করে নিরীক্ষণ ।
 দাঁড়াইয়া জড়বৎ যষ্টির মতন ॥
 এখন প্রবল ভাব ত্রিঅঙ্গ প্রভুর ।
 বাহাতে উঠিল কণ্ঠে শ্রুতিমোহ স্বর ॥
 আপনার ভাবে নিজে হইয়া মোহিত ।
 ধরিলেন একখানি কীর্তনের গীত ॥
 বড়ই মধুর প্রাণ-মাতানিয়া গান ।
 একত্রে ভক্তেরা তাহে কৈল যোগদান ॥
 সঙ্গে পেয়ে সান্নোপাঙ্গ আপনার ঠাঁই ।
 অধিক প্রমত্ততর হইলা গোসাঁই ॥
 গীতের সহিত নৃত্য সিংহের বিক্রম ।
 লক্ষ্মে ধরা কম্পমান ভীষণ গর্জন ॥
 তাহার মধ্যেতে কড় কলেবর স্থির ।
 বাহ্যিক-গিয়ানশূন্য সমাধি গভীর ॥
 কভু কান্তিময় মুখ চন্দ্ৰিমার পারা ।
 কখন নয়নে বহে বরিষার ধারা ॥
 কখন সঘনে পাণি কাঁপে ঘনে ঘন ।
 কখন খসিয়া পড়ে কটির বশন ॥
 স্বরের জড়তা কভু বাক্য নাহি ফুটে ।
 কখন বা উচ্চরব রসনার উঠে ॥
 কভু পুনঃ ভীম নৃত্য পূর্বের মতন ।
 একাধারে নানাবিধ ভাব-প্রদর্শন ॥
 ভক্তগণ কি রকম এমন সময় ।
 শুন মন যথাসাধ্য কহি পরিচয় ॥
 কেহ বা অচল-পদ বাহু নাহি গায় ।
 কেহ বা অর্ধেক বাঁকা ধমুকের প্রায় ॥
 কেহ বা উন্মুক্ত আঁখি স্থির আগি-তারা ।
 দাঁড়াইয়া একধারে বুদ্ধিবলহারা ॥
 কেহ পাংগলের পারা ভীম হাস্য করে ।
 সরোদনে লুটে কেহ ধরার উপরে ॥
 নাচিয়া নাচিয়া কেহ বলে হরি হরি ।
 কেহ ত্রিচরণতলে যায় গড়াগড়ি ॥

রঙ্গের তুফান বৃদ্ধি ক্রমশই পায় ।
 লীলারঙ্গরসপ্রিয় প্রভুর ইচ্ছায় ॥
 ভক্তগণ অনেকে অধীর-কলেবর ।
 দলে দলে খালি পড়ে ভূমির উপর ॥
 কদলীর ঝাড় যেইরূপ উপমার ।
 এক মুখে ধরাসাং হয় ঝঙ্কারায় ॥
 প্রভুরায় কি করিলা শুন বিবরণ ।
 যেখানে ভক্তের মালা ধূলায় পতন ॥
 প্রসারি দক্ষিণ পদ সেবা কমলার ।
 তত্পরি সমাধিস্থ হইলা আবার ॥
 প্রত্যাকৃতি ছবিখানি কি কহিব লিখে ।
 যেমন দক্ষিণা-কালী মহেশ্বর বৃকে ॥
 ত্রিঅঙ্গ পশ্চাতে হেলা পাছে পড়ে তুঁয়ে ।
 সেহেতু চ-জ্ঞান ভক্ত ধরিলেন গিয়ে ॥
 এবে অপরূপ কিবা ত্রিমুখ প্রভুর ।
 ঢলঢল ঝলমল যেমন হুকর ॥
 কোমল প্রশান্ত মূর্তি ধীরে ধীরে থেলে ।
 নরনের মনোলোভা দেখিলেই ভুলে ॥
 অন্তরালে ভক্তিমতী কুলবতীগণ ।
 বারে বারে বন্দি আশি তাঁদের চরণ ॥
 ভুবনমোহনরূপ নেহারি নয়নে ।
 করিতে লাগিল শঙ্ক-নাদ ঘনে ঘনে ॥
 বাহিরে কাঁধ-বন্টা তার সঙ্গে বাজে ।
 গোলোকের ছবি আজি অবনীর মাঝে ॥
 ধন্য ধন্য নরসাজে লীলা ভাগবত ।
 ধন্য ধন্য সান্নোপাঙ্গ যতেক ভকত ॥
 ধন্য ধন্য জীবগণ কলিকাল ধন্য ।
 যেই কালে রামকৃষ্ণরায় অবতীর্ণ ॥
 প্রভুর সমাধি-ভঙ্গ হৈলে ক্রমে ক্রমে ।
 উপবিষ্ট হইলেন নিজের আসনে ॥
 প্রাঙ্গণে অত্যাচ্চাসন কোমল তেমন ।
 কোমল কমলাদপি ত্রিঅঙ্গ যেমন ॥
 বসিয়া যখন প্রভু আসন-উপরে ।
 শ্রীনবগোপাল তাঁর পান দেখিবারে ॥

মনোহর হুঁত্থানি আঁখি-বিশোহন ।
 ঝলকে ঝলকে খেলে চাঁদের কিরণ ॥
 পরম সুন্দর রূপ ভুবনে অতুল ।
 গোপাল দেখিয়া বৃন্দে নয়নের ভুল ॥
 সেইহেতু সকলের মুখপানে চায় ।
 বিজ্ঞমান বাবতার আছিল সেখায় ॥
 কাহারও বদনে নহে লাবণ্য তেমন ।
 শ্রীমুখমণ্ডলে বাহা করে দরশন ॥
 তথাপিও আঁখি ভ্রান্তি বিবেচনা করি ।
 নয়নে সিঞ্চন করে স্নগীতল বারি ॥
 পাখালিয়া আঁখিঘর হয় নিরীক্ষণ ।
 শ্রীমুখমণ্ডলে ভাতি পূর্বের মতন ॥
 তখন হইয়া তেঁহ বিরক্ত-সংশয় ।
 সোদরে ডাকিয়া অতি ধীরে ধীরে কয় ॥
 বিষয়ে আবিষ্ট-চিত্ত কর দরশন ।
 প্রভুর মুখারবিন্দে চাঁদের কিরণ ॥
 রূপচোরা ভক্তের ঠাকুর প্রভুরায় ।
 ভক্ত বিনা রূপ অস্ত্রে দেখিতে না পায় ॥
 বারবার সহোদর চায় তাঁর পানে ।
 দেখিতে না পায় রূপ প্রভুর বয়ানে ॥
 গোপালেকের কহিলেন সোদর তাঁহার ।
 শ্রীবন্দানে কোন্‌খানে রূপ চলিবার ॥
 রূপ কি লাবণ্য ভাতি বদনমণ্ডলে ।
 গন্ধ কি আভাস ঘোর নয়নে না মিলে ॥
 শুনি সোদরের কথা গোপাল তখন ।
 প্রেমে করে ছনয়নে বারি বরিষণ ॥
 ভ্রাস্বিত অগ্রসর প্রভুর নিকটে ।
 ধরিয়া বৃগলপদ ধরাতলে লুটে ॥
 প্রভুর স্বরূপ আঁজি করি দরশন ।
 গোপাল বৃথিলা বেশ প্রভু কোন্‌ জন ॥
 সার্থক জনম তাঁর ধরণীর তলে ।
 ভক্তিমতিযুক্ত যেবা চরণকমলে ॥
 প্রহরেক প্রায় রাত্‌তি দেখিয়া এখন ।
 ভোজনের কৈল ঠাই প্রভুর কাণ ॥

সুন্দর দ্বিতলে এক ঘরের ভিতর ।
 যেখানে করেন বাস মহিমানিকর ॥
 এত কুলবতী আঁজি গোপালের ঘরে ।
 সুবহু অন্তঃপুর তাহাতে না ধরে ॥
 প্রভুর দরশ-আশে গিয়াছে জুটিয়ে ।
 আত্মীয়-কুটুম্বদের বাবতীর মেয়ে ॥
 প্রভুর অন্তরে বহে কি ভাব কখন ।
 নাহিক কাহারও সাধ্য করে নিরূপণ ॥
 অন্তঃপুরে আঁজি ভাব দেখিবারে পাই ।
 পদ পরশিতে পারে না দিলা গোসাঁই ॥
 যদি পরশন-আশে কেহ কাছে যায় ।
 মা বলিয়া সমাধিহ তখনই রায় ॥
 গুটাইয়া পদঘর কোলের ভিতরে ।
 শঙ্কায় সান্নিধ্যে কেহ যাইতে না পারে ॥
 ব্যাপার দেখিয়া তবে গোপাল ঘরগী ।
 প্রার্থনা করেন মনে জুড়ি হই পানি ॥
 কৃপাসিদ্ধ দীনের ঠাকুর তুমি রায় ।
 শ্রীচরণেণু আঁজি কান্দালিনী চায় ॥
 ভক্তিমতী ভাগ্যবতী সরল- অন্তরা ।
 পদযজ্ঞ-হেতু ভক্তে দেখিয়া কাতরা ॥
 অন্তরে অন্তরে প্রভু দিলা তাঁরে সায় ।
 গ্রহণ করহ রজ্জ্ব ইচ্ছা যেন যায় ॥
 গৃহিণী আশাস-বাক্য পাইয়া তখন ।
 লইল চরণ-রজ্জ্ব ধরিয়া চরণ ॥
 কিবা ভাগ্য গৃহিণীর পরিসীমা নাই ।
 যাহারে এতেক রূপা করিলা গোসাঁই ॥
 শুন তার পরে কি হইল পরিচয় ।
 রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি শাস্তির আলয় ॥
 অটল বিশ্বাস-ভক্তি পাইয়া এখন ।
 প্রকান্তে প্রার্থনা করে প্রভুর সদন ॥
 পুরাইয়া দেহ সাধ বড় মনে মনে ।
 নিজ হাতে দিব ভোজ্য তুলিয়া বদনে ।
 বচনে উত্তর কিছু নাহি দিলা রায় ।
 অন্তরে প্রদান কৈলা অহুমতি তাঁর ॥

তখন গৃহিণীদেবী মহানন্দমনে ।
 স্বহস্তে তুলিয়া ভোজ্য দিলেন বদনে ॥
 পলকে আকুল-চিত্ত চক্ষু ভাসে জলে ।
 প্রভুদেবে জ্ঞান যেন পেটে-ধরা ছেলে ॥
 ভক্তির মধুর তত্ত্ব কি কহিতে পারি ।
 সামান্য মাহুয মুই নরবুদ্ধি ধরি ॥
 ইচ্ছাময় সনাতন হরি তথা বশ ।
 উদয় যেথায় ভক্তি-মাধুর্যের রস ॥
 ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব একবারে নাশ ।
 যেখানে তাঁহার শুদ্ধাভক্তির বিকাশ ॥
 বড়ৈশ্বর্যবান বিভূ ভক্তির নিকটে ।
 জড়সড় আত্মাপর সদা করপুটে ॥
 ভক্তির মাধুর্য-রস আশ্বাদন-হেতু ।
 সর্বলক্ষ্মিমান সদা সশঙ্কিত ভীতু ॥
 ভক্তির কোমল হাতে বাঁধা ভগবান ।
 অখণ্ড সচ্চিদানন্দ শিশুর সমান ॥
 বেদবিধি কর্মকাণ্ড কিছু নাহি রয় ।
 ভক্তির সৌরভ যেথা অগুরুণ বয় ॥
 গোপ-গোপী বিনা এই ভক্তির সন্ধান ।
 সন্তোষ স্রবর কারও নহে অহুমান ॥
 আজি সেই ভক্তিরস-আশ্বাদের তরে ।
 মূর্তিমান ভগবান গোপালের ঘরে ॥
 মানবিনী বেশে কেবা গোপাল-ঘরগী ।
 সাধ্য নাই চিনি তাঁর দৃষ্টিহীন আমি ॥
 প্রভুভরুপদে ভিক্ষা-মাগি বারবার ।
 রজ দিয়া কর মুক্ত লোচন-আঁধার ॥
 একমাত্র শুদ্ধাভক্তি বলে যায় জানা ।
 প্রভুর সমান প্রভু-ভক্তের মহিমা ॥
 লীলা-গীতি ঈশ্বরের সে বুঝে কেবল ।
 ভক্তপদরেণু বার সহায় সঞ্চল ॥

প্রোষাভক্তি শুদ্ধাভক্তি ভক্তে করি দান ।
 ভক্তির আশ্বাদে মত্ত হন ভগবান ॥
 নিয়তলে যেইখানে ভকতের দল ।
 ভক্তির ঠাকুর হয়ে ভাবেতে বিহ্বল ॥
 দেবেন্দ্র প্রভৃতি সান্ন-অন্তরঙ্গ-কন ।
 ভক্তিমতী গোপালের গৃহিণী কেমন ॥
 বলিবারে বিবরণ বিশেষ প্রকারে ।
 বিহ্বল এতই মুখে বাক্য নাহি সরে ॥
 রসনার দ্বারে পথ না পেয়ে তখন ।
 অধরে নয়নে চিত্র কৈলা প্রদর্শন ॥
 ভক্তি-সন্তোষের তত্ত্ব নিগূঢ় ব্যরতা ।
 ভাষায় প্রকাশে তাঁর হেন শক্তি কোথা ॥
 সন্তোষীর বদনের হাবভাবে কয় ।
 আভাস কেবলমাত্র পরিচয় নয় ॥
 তরঙ্গ কোথায় বল প্রকাশিতে পারে ।
 কত বড় সিন্ধু কিংবা কি তার ভিতরে ॥
 এই ভক্তি ভক্তের জন্মে করে বাস ।
 ভক্তের যে জন ভক্ত মুই তাঁর দাস ॥
 গুনি গৃহিণীর ভক্তি প্রভুর বদনে ।
 নমস্কার উদ্দেশে করেন ভক্তগণে ॥
 এখানে গোপাল দেখি রাতি উদ্ভতন ।
 ভক্তদের করিলেন ভোজন-আসন ॥
 চর্ব চূষ লেহ পেয় চতুর্বিধ রসে ।
 গোপাল করিল তুষ্ট ভক্তগণে শেষে ॥
 ক্রটি নাই আরোজনে বহু আমদানি ।
 ভক্তিমতী লক্ষ্মীরূপে ঘরের গৃহিণী ॥
 আজিকার ভিক্ষা-লীলা এইখানে সায় ।
 ভক্তিমানে শুনে কথা ভক্তিমানে গায় ॥
 রামকৃষ্ণকথা অতি শ্রবণ-মঙ্গল ।
 স-মনে গুনিলে ফুটে জদম-কমল ॥

শ্রীদেবেন্দ্রের গৃহে প্রভুর উৎসব

জয় জয় রামকৃষ্ণ অশিলের স্বামী ।

জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জ্ঞানী ॥

জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ ।

সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥

ভক্তি-বিবর্জিত স্থল, এবে এই ধরাতল,
ধরাতল যেন রসাতলে ।

বিবেকী বিরাগী ভক্ত, বিশ্বাসে ঈশ্বরাসক্ত,
কোটিতে জনেক নাহি মিলে ॥

ধনদান্তে রত্নে ভরা, হাহাকার বনুন্ধরা,
দিশাহারা যত জীবগণ ।

মস্তচিন্ত নিরবধি, ঘেঘ-হিংসা পূর্ণ-জুদি,
কামিনী-কাঞ্চনময় মন ॥

নিকেতন দেহ পুরে, বদ্ধ মন লিঙ্গোদরে,
নাহি উঠে নাভির উপর ।

আত্মস্থখে অতিপ্রিয়, প্রয়োজ্ঞান যেনা হয়,
নারকীয় রুচি প্রীতিকর ॥

হেনকালে কি বিচিত্র, প্রভুসঙ্গে প্রভুভক্ত,
নরদেহ করিলা ধারণ ।

দিগ্দিগন্তর থেকে, ক্রমে ক্রমে একে একে,
লীলাসরে দিলা দরশন ॥

প্রভু-ভক্ত খারা খারা, সকলেই বর্ণ-চোরা,
চেনা ধরা বড়ই বিষম ।

ছদ্মবেশে নরভঙ্গ, ভিতরে গোপন ভাস্ত্র,
মায়ায় বরন আবরণ ॥

স্বতন্তর প্রকৃতিতে, মিলে না জীবের সাণে,
কর্মে ভাসে তাহার লক্ষণ ।

সাধ যদি দেখিবারে, লীলাগীতি ধীরে ধীরে,
ভক্তিতরে কর আন্দোলন ॥

প্রভু-পদে অম্বরস্ক, দেবেজ ব্রাহ্মণ ভক্ত,
অস্তরঙ্গ প্রভুর আমার ।

সখীভাব বলবতী, শ্রীকৃষ্ণে বুঝেন পতি,
ভারতী শুনহ চমৎকার ॥

সভাব সংরক্ষণ করা, প্রভুর প্রকৃতি-ধারা,
আগাগোড়া প্রত্যক্ষ লীলায় ।

তেই দেবেন্দ্রের সনে, সঙ্কেতে নয়ন-কোণে,
রসভাব কথায় কথায় ॥

কিবা রঙ্গ মধুরের, জীব নাহি জানে টের,
সে ভাব হুবোধ্য অতিশয় ।

সুগোপ্য কাহিনী তার, শক্তি নাহি বুঝিবার,
রিপুগ্রস্ত অন্তরাতিশয় ॥

গোপীভাব বুঝা শক্ত, গোপীগণে ভাব গুপ্ত,
গোপী-অঙ্গ রঙ্গ-স্থল তার ।

যেমন দামিনী-দ্রুতি, মেঘমধ্যে অবস্থিতি,
খেলে ছলে মেঘেই সঞ্চার ॥

রহস্য কি বুঝা যায়, ব্রজগোপী নরকায়,
লয়ে শিরে ভাবের পশরা ।

অবতীর্ণ প্রভুসনে, লীলাঙ্গনে ধরাধামে,
কৃষ্ণ-প্রেমে চিত্ত মাভোয়ান্নার ॥

অথমে সদয় হয়ে, চরণে আশ্রয় দিয়ে,
লইয়া গেলেন যেই জন ।

বেইখানে গুণমণি, অনন্ত অখিলস্বামী,
এই সেই দেবেজ ব্রাহ্মণ ॥

করুণা করিয়া ধীর, হইবেন কর্ণধার,
ঐব তাঁর কৃষ্ণদরশন ।

অকৃতঃসাহস প্রাণে, সাক্ষ্য দিব জনে জনে,
প্রভুদেবে করিয়া গ্লরণ ॥

লীলার ভারতীশুণে, সহজে বুঝিবে মনে,
 দেবেশ্ব আরাধ্য দেবতার।
 যশোদার নীলমণি, বৃন্দাবনচন্দ্রে যিনি,
 পরম হৃদয়-বন্ধু তার।
 ব্রাহ্মণ অযোজমান, দাস্তবৃত্তে গুজরান,
 আয়ের অধিক প্রায় ব্যয়।
 দুঃখস্বখে কাটে দিন, কখন ছাড়ে না গুণ,
 খরচে কাতর কিন্তু নয়।
 অভাবে আটক নয়, নানা কাজে নানা ব্যয়,
 এবে সাধ অস্তরে উদ্ভব।
 আয়ে হোকহোক গুণে, সভক্তে প্রভুরে এনে,
 ভবনে করেন মহোৎসব।
 শ্রীচরণে জুড়ি কর, নিবেদিতা ভক্তবর,
 পুরাইতে মনের বাসনা।
 গুনি কন বিধবানী, গরীষ ব্রাহ্মণ তুমি,
 তোমারে একাজে করি মান।
 বাক্যে মাত্র নিবারণ, কিন্তু যাচ্ছে হয় মন,
 লক্ষণ প্রকাশে হাত্মাননে।
 গুণ করি বৃত্ত খাই, রহস্য করি গোপাই,
 সাগর দিলা উৎসবায়োজনে।
 আনন্দে উৎলাচিত্ত, দিন করি নির্ধারিত,
 প্রত্যাগত আবাসে ব্রাহ্মণ।
 দ্রব্যজাত ধারে গুণে, সাধ্যমত নিলা কিনে,
 ভক্তগণে কৈলা নিমন্ত্রণ।
 রামকৃষ্ণোৎসবানন্দ, চাই ভক্ত রামচন্দ্র,
 উৎসবের খবর পাইয়া।
 উল্লাসে উৎলাচিত্ত, থিরা থিরা করে নৃত্য,
 উর্ধ্বদেশে হ-বাহ তুলিয়া।
 উৎসবগিয়ারা হেন, ভক্তোত্তম রাম যেন,
 এমন কেহই নহে আর।
 নিকेतনে দেবেশ্বের, যথা দিনে উৎসবের,
 সকলের অগ্রে আগুসর।
 ক্রমশঃ অপরে সবে, যোগ দিতে মহোৎসবে,
 জুটিয়া পড়িল যথা ঠাই।

সন্দেশ এমন কালে, উপনীত ভক্তদলে,
 প্রায়াগত প্রেমের গোসাঁই।
 মহানন্দময় ঠায়, যেই স্থলে মূর্তিমান,
 মহানন্দে ভাসে সেই স্থল।
 যেখানে ছিলেন যিনি, সবে দিয়া জয়-ধ্বনি,
 হইলেন হরবে চঞ্চল।
 যেন নিধুকুজবনে, পাখিচূড়ে বিহঙ্গমে,
 উল্লাসে কুজন গীত গায়।
 দেখিয়া পূর্বে শোভা, প্রভূষে অরুণ-আভা
 বিরঞ্জিত সুন্দর ছটায়।
 কেহ যান অগ্রে ছুটি, পরিহরি গৃহ বাটী,
 তুঘিবারে সতৃষ্ণ নয়নে।
 কাছে প্রতিবাসী যত, আড়ি পেতে অবস্থিত,
 নেহারিতে অতুল চরণে।
 কিবা সবে ভাগ্যবান, হেলায় দেখিতে পান,
 ভগবান নরদেহধারী।
 সৃষ্টিস্থিতিজয় যার, কটাক্ষেতে একবার,
 বিধি বিষ্ণু শিব আজ্ঞাকারী।
 কেহ না চিনিলা বটে, কাল-দড়ি গেল কেটে,
 এড়াইল জঠর-জনমে।
 বিধাশে পুরাণ কয়, পূনর্জন্ম নাহি হয়,
 বারেক শ্রীমুখ-দরশনে।
 দরশনে কিবা ফল, নষ্ট ধর্মকর্মফল,
 জন্ম জন্ম জন্মে পায় ত্রাণ।
 করুণার সঙ্গে সিদ্ধ, উপহার এক বিন্দু,
 দীনবন্ধু অতি সত্য নাম।
 মুক্তি ত্রাণ বলে কারে, ব্যাপার ধরে না শিরে,
 শুন অর্থ মধ্যে কত দূর।
 তুলনার বুঝ কাণ্ড, জন্ম জন্ম কারাদণ্ড,
 হেলায় খালাস বেকসুর।
 জ্রবিয়া করুণ রসে, দীন সাজ ছয়বেশে
 আপনি আগত ভগবান।
 ত্রায়ের নিয়ম ছেড়ে, পানী তানী যারে তারে,
 অকাতরে দিতে মুক্তিমান।

হেথা উৎসবের স্থলে, প্রভুদেব প্রবেশিলে,
 ভক্তবর্গ চরণে লুটান।
 প্রভুর অপার স্বথ, উল্লাসে প্রফুল্লযুথ,
 জনে জনে কুশল শুধান ॥
 নিজাসনে উপবিষ্ট, ভক্ত-প্রাণ রামকৃষ্ণ,
 পশ্চিমাস্ত্রে ঘরের ভিতর।
 নিদাঘ আগতপ্রায়, ব্যঞ্জন করিয়া গায়,
 সেবা করে ভক্তনিকর ॥
 ভক্তসহ ভগবান, যেইখানে বিজ্ঞান,
 মহিমা-মাহাত্ম্য তথাকার।
 কন শুক বেদব্যাস, বর্ণনে বিকল আশ,
 তাহে কি কহিব হুই ছার ॥
 বিজ্ঞান বর্ণের ফলা, কামিনীকাকুন মালা,
 পেটের জ্বালায় দান্তগিরি।
 অর্থ চিন্তা অহুক্ষণ, অবিজ্ঞা-মোহিত মন,
 এ অধম দারুণ সংসারী ॥
 হৃদয়ে মলার ভার, অভিমান অহঙ্কার,
 রাগ-কোভ-রিপূর অধীন।
 আশ্র-স্বথহেতু ঘুরি, দিবা কিবা বিভাবরী,
 ভ্রম-অন্ধে অন্তর মলিন ॥
 দেহি প্রভু দীননাথ, বিশ্বগুরু ভক্তসাথ,
 দৃষ্টিপাত করি এ অধমে।
 শুদ্ধভক্তি শুদ্ধমতি, বাহে পাব আধি-ভাতি,
 মাহাত্ম্য মহিমা দরশনে ॥
 শ্রীপদে বিশ্বাস সহ, শুদ্ধ বুদ্ধি-মন দেহ,
 বাহার গোচর তুমি রায়।
 অহুরাগে গাব নাম, বাহুহীনে অবিরাম,
 লুটাইয়া চরণ-ভলার ॥
 দেবেন্দ্র-মন্দিরে আজ, জগতের মহারাজ,
 বিরাজে গোপনে ভক্তসনে।
 কিবা কিছু কিবাধাতা, কিবা শিব মুক্তিদাতা
 ব্যর্থতা কেহই নাহি জানে ॥
 কিবা বস্তু প্রভু-ভক্ত মহিমা দরুণ-তত্ত্ব
 কারা এঁরা কোথাকার জন।

এত দিন পাছু পাছু, তিল না বৃদ্ধি কিছু,
 তোমায়ে কহিব কিবা মন ॥
 শুনিয়াছি শ্রীবদনে, এই ভক্তগণ বিনে,
 দিনে প্রভু দেখেন আধার।
 পরিচয়ে শুন মন, কি অধিক বিবরণ,
 শ্রবণ করিবে তুমি আর ॥
 আজিকার লীলাগীত, সুমধুর স্থলিত,
 শুদ্ধচিত্ত নিশ্চিত শ্রবণে।
 তিল ক্রান্তি নাহি সন্দ, অন্তরে অপারানন্দ,
 রতিমতি ভক্তের চরণে ॥
 উৎসবে কীর্তন-গীতি, ইহাই আছিল রীতি
 সম্প্রতি গায়ক একজন।
 দৌহার নাহিক তার, এক খুলী বাজন্নার,
 দৌহে মিলে ধরিল কীর্তন ॥
 দলে নৈলে আট দশ, কীর্তনে না হয় রস,
 ছই জনে কি করিবে গান।
 গেছেতু দৌহার হয়ে, স্বরে স্বর মিলাইয়ে,
 ভক্ত রাম কৈলা বোগদান ॥
 ঠিক যেন পাঠশালে, বাবতীয় ছাত্র মিলে,
 ঘটকে কড়া ঘোষে সমস্বরে।
 বুদ্ধিমান ঠিক কর, বোকা যারা অতিশয়,
 খালি তারা গুণা-কড়া করে ॥
 হেথা কিন্তু পমমেশ, তাহাতেই ভাবাবেশ,
 হরিনাম শ্রবণে শুনিয়া।
 হেনকালে মহাতেজা, গিরিশ বিশ্বাসে রাজা,
 উপনীত দিক বিজলিয়া ॥
 নেহারিয়া ভক্তবরে, আনন্দ উঠিল বেড়ে,
 মোহন মুরতিখানি তার।
 অল্প স্থান ছিল ঘরে, তাড়াতাড়ি সবে সরে,
 দিলা তাঁরে ঠাঁই বসিবার ॥
 আলো করি গোটা ঘর, উপবিষ্ট ভক্তবর,
 ভক্তিবলে অটল বিখাসে।
 হেনকালে শুন রঙ্গ, কীর্তন হইল ভঙ্গ,
 প্রভু কিন্তু আছেন আবেশে ॥

গিরিশ করেন মনে, কল্পভর বিজ্ঞমানে,
 হেন আর রব কত কাল ।
 ভৈরবের অবস্থায়, ভূত প্রেত কহে বায়,
 এ তো বড় বিশ্বম জ্ঞান ।
 আবেশে হৃদয়াচারী, ভক্তপ্রাণ নরহরি,
 উত্তর করিলা তাঁর প্রতি ।
 আশ্চর্য হইবে লোকে, সময়ে তোমায় দেখে,
 এত হবে তোমার উন্নতি ।
 যেন প্রভু ভাবাবেশে, প্রাণসম শ্রীগিরিশে,
 দেখিতেছিলেন এতক্ষণ ।
 নয়নে পলক আছে, সাথে বাজ পড়ে পাছে,
 সেই হেতু হৃদিয়া নয়ন ।
 পরম প্রসাদ-বাণী, শুনি ভক্তচূড়ামণি,
 অমনি প্রসারি ছই হাত ।
 অতুল আনন্দভরে, অতি প্রীতি-সহকারে,
 শ্রীচরণে কৈলা প্রণিপাত ।
 কাটিছে আবেশ-নেশা, গায়ে বাহ্যভাসাভাসা,
 অর্ধ-জাগা অর্ধ-নিমগন ।
 হেনকালে উপনীত, অঙ্গে চিহ্ন চিত্রাক্রিত,
 কম জনা গোঁসাই-ব্রাহ্মণ ।
 মন্ত্র-ব্যবসায়ী তাঁরা, কটা কটা আঁখি-তাঁরা,
 ছিটাকোঁটা অঙ্গে ভারি ভারি ।
 শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ, দিয়া যোগ্য সম্ভাষণ,
 বসাইলা নমস্কার করি ।
 কি ছিল তাদের মনে, হৃগোচর ভগবানে,
 অল্পমানে কি কহিব মন ।
 এখানে প্রভুর দশা, শ্রীঅঙ্গে আবেশ-নেশা,
 ভক্তজনমনবিমোহন ।
 কহিলেন শ্রীগোঁসাই, আর লুচি খাব নাই,
 মধ্যে কিবা গুঢ়ার্থ ইহার ।
 এত ভক্ত মহারাধ্য, তখন বৃষ্টিতে সাধ্য,
 বৃষ্টিতে না আসিল কাহার ।
 গিরিশের বৃদ্ধি যেলা, তেঁহ না পাইল তলা,
 শুন কহি তাহার কারণ ।

এখন বুঝারে দিলে, ভেঙ্গে যায় গোটা লীলে,
 সেই হেতু যতনে পোপন ।
 স্বভাব-জলজ ধারা, ভক্তমন চুরি করা,
 মোহনিয়া মূর্তি মধুর ।
 করিলেই দরশন, ঘরে না থাকিত মন,
 আকর্ষণ শ্রীঅঙ্গে প্রভুর ।
 কিবা অর্থ শ্রীবাক্যের, তখন কে করে টের,
 কাস্তি-রূপে মন গেছে গাড়া ।
 অপার-জলধি-নীরে, মগন হইলে পরে,
 দূরে রহে তরঙ্গের সাড়া ।
 সান্দ্রোপাঙ্গগণ যারা, শ্রীবাক্যে কি ভাব ভরা,
 বৃষ্টিতে অক্ষম সেইকালে ।
 বাক্যের গুরুত্ব-গুণে সতেজে প্রবেশি কানে,
 রহে গিয়া অন্তরের তলে ।
 শ্রীবাক্যে শ্রীপ্রভুদেবে, আভাস দিলেন এবে,
 ভবিষ্যৎ লীলার ঘটনা ।
 লীলা-নিধি যেবা মখে, সে দেখিবে বিধিমতে,
 রতন মানিক মণি নানা ।
 গোঁসাই-ব্রাহ্মণ হেণা, শ্রীমুখে লুচির কথা,
 বারবার করিয়া শ্রবণ ।
 উঠিয়া চলিল ঘরে, এই মনে মনে করে,
 ভাল সাধু প্রভু নারায়ণ ।
 কিছুক্ষণ পরে দেখি, উন্নীলিত হুটি আঁখি
 প্রফুল্লিত কমল-বয়ান ।
 নাহি আর ভাবাবেশ, সহজের মত বেশ,
 পূর্ণভাবে বাহ্যিক গিয়ান ।
 দেবেশ্বের নিকেতনে, আজি উৎসবের দিনে,
 লোকসংখ্যা অতিশয় কম ।
 সেগুলি কেবল খালি, চিরসঙ্গ যারে বলি,
 উপ-অঙ্গ পাঁচ ছয় জন ।
 বিকালে পড়িল বেলা, যায় প্রায় রৌদ্র-জালা,
 তাপে তম্ব ঘর্মাক্ত সবার ।
 হেনকালে ভগবানে, কুলপি দিলেন এনে,
 আশ্বাদনে অতীব সুতার ।

দ্রব্যটি শ্ৰেস্ত কিসে, মালাই নেহু'র রসে,
মিশ্ৰিত তাহার মধ্যে চিনি ।

বরফে জমাট করা, টিনের পাত্ৰেতে ভরা,
পরশিলে স্থলীতল প্রাণী ॥

মিষ্টকর দ্রব্য ঢের আছে বহু নিদাঘের,
ইহার মতন কেহ নয় ।

যতনে যোগাড় করি, করপথে দিয়া ধরি,
দিলা ভক্ত নিজ পরিচয় ॥

একেতো স্থমিষ্ট দ্রব্য, রসনার স্থখসেব্য,
যেন প্রভু যোগ্য তাঁর মত ।

তাহে ভক্তিরসে মাখা, যেমন ত্ৰীক্ষেপে দেখা,
গুণমণি পুঙ্কে পূৰ্ণিত ॥

উদর পূৰিল দেখে, কিস্তি চাখিয়া বুধে,
ভক্তমধ্যে আজ্ঞা বিতরণ ।

দেবেন্দ্র লইয়া হাতে, ত্ৰীপ্ৰভুর আজ্ঞামতে,
কৈলা মহাপ্ৰসাদ বটন ॥

অতি অন্তরঙ্গ গণি, মহেন্দ্ৰ মাস্টার যিনি,
প্ৰভুপদপঙ্কজে ভ্রমরা ।

উলট পালট কোবে, মধু পিয়ে শুবে শুবে,
মুখে নাই গুণ গুণ সাড়া ॥

কুলপি-প্ৰসাধে আজি, স্থমধুর কণ্ঠরাজি,
'একোয়ার' 'একোয়ার' রব করে ।

একোয়ার্থ এই বটে, প্ৰসাদ বড়ই মিঠে,
পুনরায় দাও কিছু মোরে ॥

দেবেন্দ্র এখন কালে, হাসিয়া হাসিয়া বলে,
ত্ৰীগোচরে প্ৰভুর আবার ।

বেলা আর বড় নাই, শ্ৰেস্ত ভোজন ঠাই,
গাত্ৰোখান করুন এবার ॥

তুনিয়া ভক্তের বাণী, উঠিলেন গুণমণি,
চিন্তামণি ভক্তের ঠাকুর ।

ধীরে ধীরে গতিপথে, দেবেন্দ্র আছেন সাথে,
বেথায় বিতলে অন্তঃপুর ॥

প্ৰতিবাসী ললনারা, তৃষিত চাতকী পাৱা,
বাড়ি ভরা আছেন তথায় ।

প্ৰভুদেবে নিরখিয়ে, একে একে বস মেয়ে,
প্ৰণাম করিলা রাজা পায় ॥

দেবেন্দ্র-ঘরগী যিনি, পতি সেবাপন্নগী,
পবিত্রচরিতা পতিব্রতা ।

পতিভক্তি চিতে পূর্ণ, ইহস্থখ-আশাশূন্ত,
মহাপুণ্য তুলিলে বারতা ॥

ধ্যান পতি জ্ঞান পতি, ইষ্টভাব পতি প্ৰতি,
দিবाराতি পতির সেবন ।

পতি বিনা নাহি জানা, দেবদেবী-আরাধনা,
কিংবা কোন ধৰ্ম করম ॥

বন্ধাবৃত্তা গোটা পায়, প্ৰণমিলে রাঙা পায়,
তখন জানিলা অন্তর্ধামী ।

স্বরূপ স্মৃতি তাঁর, চিরদাসী আপনায়,
লীলাপুৰে দেবেন্দ্র-ঘরগী ॥

ভক্তিভরে মিজকন্ডে, করেছে প্ৰভুর জন্ডে,
নানাবিধ দ্রব্য ভোজনের ।

যাহে দিলা পরিচয়, এ কথা সামান্য নয়,
এ সময় ঘরে মাহুঘের ॥

খাইতে খাইতে ভোজ্য, বিধিবিফুল্লিশিপুজ্য,
যেইঋগ্বাণ গুণমণি ।

দেবেন্দ্র ডাকিয়া কন, এ যে বাউলে ধরন,
ভক্তিমতী তোমার ঘরগী ॥

আহা কি সরলাস্তরা, হৃদয় খোলায় পাৱা,
ভোগ-আশা নাহি হৃদিপুরে ।

দিনেক সন্দেশে করি, লয়ে যেও কালীপুত্ৰী,
ত্ৰীমলিনে দক্ষিণস্বরে ॥

ভক্তিপ্রিয় ভক্তবশ, কহিতে ভক্তের বশ,
পূৰিল উদর ভক্তিরসে ।

ভোজ্যমাত্র পাত্ৰে দেওরা, হইল না আর খাওয়া,
গাত্ৰোখান হরিবে হরিবে ॥

এখানে ব্যাকুল হয়ে, পথপানে আছে চেয়ে,
চিরভক্ত শাস্তোপাস্তগণ ।

আসি পুনঃ কতকণে, কথাযুত বরিষণে,
করিবেন তৃপ্ত প্ৰাণমন ॥

শ্রীবাণী এতই মিঠে, শুনিয়া আশা না মিটে,
যত শুনে তত বাড়ে তৃষা ।

কর্মফলে বাড়ে কর্ম, তেমতি কথার ধর্ম,
শুনিলে প্রতির বৃদ্ধি আশা ॥

শুন কি হইল পরে, ভক্তদের সেবা তরে,
ভোজন-আসন পাতা করি ।

দেবেশ্ব সহাস্তানন, সবে কৈলা আবাহন,
অন্তরে আনন্দ বাড়াবাড়ি ॥

হেপা প্রভু বাঁকা-আঁখি, বাঁশিষে আলিস রাশি,
পূর্বদিকে করিয়া শিরয় ।

বিশ্রামের তরে মাত্র, উন্মাদিত ছটি নেত্র,
এক প্রান্তে গৃহের ভিতর ॥

সকলে যাইলে পরে, শ্রীঅঙ্গে কে সেবা করে,
সেইহেতু দেবেশ্ব বাক্ষণ ।

করণার নাহি ওর, চির ইষ্টকাজী মোর,
আমারে করিলা আবাহন ॥

বাহিরে আছিহু দূরে, হাতেপাখা দিয়া জোরে,
লইয়া চলিলা প্রভু-পাশ ।

প্রণিপাত দ্বিষোত্তমে, কত রূপা এ অধমে,
শ্রীঅঙ্গেতে করিতে বাতাস ॥

ভক্তবর্গ কুতূহলে, অন্তঃপুরে প্রবেশিলে,
পদ-প্রান্তে হই শ্রীপ্রভুর ।

আর এক ভাগ্যবান, ছিল তথা বিত্তমান,
নাম তাঁর উপেক্ষ ঠাকুর ॥

ভয়ে হুই ভেবাচেকা, ডানি হাতে করি পাখা,
ধীর ধীর স্তম্ভ চালনে ।

পাছে বায়ু বেশী বয়, শ্রীঅঙ্গে নাহিক সয়,
কোমল এতই পরিমাণে ॥

ভক্তের করুণা-বলে, যা না মিলে তাই মিলে,
আজি হুই বসিয়া কোথায় ।

শ্রীচরণতলে তাঁর, বিধি পঞ্চানন ধার,
যোগাসনে মুরতি দিয়ায় ॥

শুনা ছিল গ্রায়ে গায়, ভক্তের ঠাকুর রায়,
প্রত্যক্ষ করিহু বিলোকন ।

রূপা যদি ভক্ত করে, তুলন্ত পরমেশ্বরে,
মিলে বিনা সাধনভঞ্জন ॥

কল্পতরু প্রভু কিসে, শুন কহি সবিশেষে,
পদ-প্রান্তে পাখা করি তাঁয় ।

বাসনা হইল মনে, সেবিবারে শ্রীচরণে,
স্বচ্ছায় যতপি দেন রায় ॥

তখন দক্ষিণেতর, শ্রীপদ শ্রীশুণধর,
প্রসারণ কৈলা মম কোলে ।

কমলার সেবা পাদ, সেবিয়া মিটাই সাধ,
জন্ম সফল ধরাতলে ॥

করি শ্রীচরণসেবা, দেগিহু পাইল কিবা,
তোমায়ে কি দিব পরিচয় ।

প্রত্যক্ষে হইল ঐক্য, পুরাণাদি ঋষি-বাণী,
তত্ত্বগ্রন্থ বেদান্তনিচয় ॥

সেবা করি সমাপন, নিম্নতলে ভক্তগণ,
দরশন দিলা দলে দলে ।

দিবা প্রায় অবসান, পাটে দিনকর গান,
রক্তিম তিলক নভোভালে ॥

আনন্দ স্থখের ক্ষণ, দ্রুত করে পলায়ন,
সন্ধ্যার হইল আগমন ।

তিমিরে ঢাকিতে দিশি, দিননা আলোকরাশি,
বিকাশিয়া উজ্জল কিরণ ॥

শোভে শূভে তারকারা, উজ্জল হীরার পারা,
কিবা কাস্তি না যায় বাখানি ।

আলোর বসন পরা, মাটির বনান ধরা,
মনোহরা ধরিল সাজনি ॥

স্নানতল সমীরণ, ধীর মন্দ সঞ্চালন,
অনুক্ষণ স্থখকর বয় ।

আগোটা প্রকৃতিদেবী, মরি কি স্তম্ভ ছবি,
যেন নব পূর্বকার নয় ॥

লীলাগ্রন্থ নরহরি, উৎসব সমাধা করি,
প্রভুদেব লীলার ঈশ্বর ।

ঘোড়াগাড়ি আরোহণে, সেবাপর ভক্ত সনে,
চলিলেন দক্ষিণশহর ॥

পশ্চাতে নিজের কথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথা,
তোমাংকেও কহিবার নয় ।
রামকৃষ্ণ-লীলামৃত, পান কর অবিরত,
ক্রমে পরে পাবে পরিচর ॥

ভদ্রকালী গ্রামে প্রভুর আগমন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অধিলের স্বামী ।
জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ ।
সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥

আকর্ষণী শক্তি এক প্রভুর কেমন ।
অসাধ্য বাহুল্যে বলি তার বিবরণ ॥
কহিতে কিঞ্চিৎ পারি ঘটনা ধরিয়া ।
মাহুঘের মন বাঁধা আছে ডুরি দিয়া ॥
সে ডুরির এক প্রান্ত তাঁর হাতে আছে ।
সে দূরে যেখানে লোল টানে আসে কাছে ॥
পুতুলের নাচ যেন জানা সবাকার ।
ঈশ্বরের লীলা-রাজ্যে তেমতি ব্যাপার ॥
দেগিতে বৃত্তিতে মাত্র পারে সেই জন ।
প্রভুর রূপায় বার বিহুত লোচন ॥
সুন অপরূপ লীলা বিচিত্র ভারতী ।
অমৃতভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি ॥

এ হাটের লীলাকথা বড়ই মধুর ।
ভ্রাতৃ-পুত্র রামলাল নিকটে প্রভুর ॥
ভ্রাতৃ-পুত্রে ভ্রাতৃ-পুত্রবোধ মোটে নাই ।
এতক তিয়াগী প্রভু জগৎ-গোসাঁই ॥
পূর্ণভাবে বাসকের ভাব অঙ্গে খেলে ।
যেখানে থাকেন ঘর ভূত বান ভুলে ॥
বালাসহচরবর্গে আর নাহি মনে ।
পরম আত্মীয় ধারা এবে সন্নিধান ॥

রামলাল এক দিন নিবেদন করে ।
পাঁচালি হইবে কল্যা আলমবাজারে ॥
প্রত্যাষে জুড়িয়া গান ছাড়িবে বেলায় ।
শুনিতোছি সুগায়ক মিঠা গীত গায় ॥
শুনিতো বাইব মনে ইচ্ছা অভিলাষ ।
বাইবারে পারি যদি অমুমতি হয় ॥
বেশ বেশ বলিয়া শ্রীপ্রভু দিলা সায় ।
পর দিনে রামলাল শুনিলারে বার ॥
সেদিন গায়ক গাইতেছে রামায়ণ ।
হম্বর অশোকবনে সীতা-অধেষণ ॥
সন্ধান পাইয়া হুহু অলক্ষ্য অন্তরে ।
অন্তরে হরষ ভারি রামনাম করে ॥
স্বধামাথা রামনাম অশোকের বনে ।
শ্রবণে সীতার ভাব বাখানিছে গানে ॥

গীত

এখন অমূল্য শ্রীরামনাম কে শুনালি আমার কর্ণে
আজ কে এমন শোকনিবারণ,
কোরলে অশোক-অরণ্যে ।
বিনে সে ধন, মনের বেদন, কে জানিবে অন্যে ;
সে ধন বিনে, এ দুর্দিনে হ'য়ে আছি দৈন্যে ॥

বোলে কি জানাব আমি, জানেন সব অন্তরীণী,
শ্রীরামচন্দ্র স্বামী পেরেছিলাম অনেক পুণ্যে ।
আমি দাসী, বনে আসি ছুট চরণ দেবার জন্তে,
তাঁহে বিধি হয় বিবাহী, হারাই নিধি, সে নীলবর্ণে ॥

ভক্তিমান রামলাল হৃদয় নরম ।
যেই কুলে শ্রীপ্রভুর সে কুলে জনম ॥
স্বভাবতঃ রামমূর্তি হৃদে আছে গাঁথা ।
মূর্তিমান রঘুবীর কুলের দেবতা ॥
রামনাম বাঁহাদের সদা রসনায় ।
শোণিতের সম চলে শিরায় শিরায় ॥
রামপদে রতিমতি রামগতপ্রাণ ।
রামনামে বংশগত সকলের নাম ॥
মানিকরামের পুত্র ক্ষুদ্ররাম নাম ।
প্রভুর জনক যার রঘুবীর প্রাণ ॥
তার পুত্র শ্রীরামকুমার রামেশ্বর ।
পরে প্রভু রামকৃষ্ণ আগে গদাধর ॥
রামলাল শিবরাম মধ্যমের ছেলে ।
দিবারাত্র করে নৃত্য রামনাম বলে ॥
আজি রামলাল হেথা সংগীত শুনিয়া ।
কাঁদে জনতার মধ্যে আকুল হইয়া ॥
বিশেষতঃ ছন্দে ভাবে মরমের গীত ।
শুনিলেই অশ্রুধারা নয়নে নিশ্চিত ॥
ভাবের আবেগে হয়ে বুদ্ধি গোলমাল ।
কিছু পরে পুরীমধ্যে ফিরে রামলাল ॥
দেখিয়া তাহারে তবে প্রভুদেব কন ।
শুনিলি পাঁচালি বল হইল কেমন ॥
মুগ্ধমন রামলাল করিল উত্তর ।
কখন না শুনি হেন সঙ্গীত স্কন্দর ॥
কি জানি কি মধুরত্ব আছে তার গানে ।
গীতাংশ বলিল মাত্র ছিল বাহা মনে ॥
গীতাংশ শুনিয়া তবে কন গুণমণি ।
লিখে না আনিли কেন গোটা গানখানি ॥

আবেশেতে আপসোসে করিলেন তবে ।
সংগ্রহ সঙ্গীতখানি এইখানে হবে ॥
কিছুদিন পরে তার অবাক কাহিনী ।
পাঁচালি-গায়ক নিজে হাজির আপনি ॥
সঙ্গে আছে দলবল যাত্রাদি সহিত ।
মানস শ্রীপ্রভুদেবে শুনাইবে গীত ॥
আশ্চর্যপূর্ণিত হৃদে আনন্দ উজ্জ্বল ।
প্রভুদেবে সর্বোদ্যোগ কহে রামলাল ॥
পাঁচালি-গায়ক এই অতি মিঠা স্বর ।
শিবু ভট্টাচার্য নাম অত্র দেশে ঘর ॥
শুনামাত্র শ্রীপ্রভুর পুলকিত মন ।
রামলালে আজ্ঞা দিতে বসিতে আসন ॥
প্রভুর না সহ্যে দেরি কন গায়কেরে ।
বারেক সঙ্গীতখানি গাইবার তরে ॥
স্বর-লয়ে বাস্তবশ্রুতি করি এক তান ।
গায়ক ভক্তির ভরে আরম্ভিল গান ॥
চিতান ছাড়িয়া যবে ধরিলেন কলি ।
সমাধিস্থ প্রভুদেব রাম রাম বলি ॥
রামনাম শ্রীষবনে অতি মনোহর ।
শতদল-দলে যেন গুঞ্জরে ভ্রমর ॥
সমাধিতে প্রভুদেব লয়ে প্রাণমন ।
করিতে লাগিল রাম-রূপ দরশন ॥
এখানে গায়ক গীত বায়বার গায় ।
তথাপি ফিরিয়া ঘরে না আসেন রায় ॥
বহুকণ পরে যবে গীত-সমাপন ।
তবে দেখা দিল অঙ্গে বাহ্যিক চেতন ॥
প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীপ্রভু কন পরে ।
শুনিতে না পেহু গীত পুনঃ গাও ফিরে ।
যথা-আজ্ঞা গায়ক আরম্ভ করে গান ।
পূর্ববৎ ভাবগুরু হৈলা ভগবান ॥
রামনাম শুনামাত্র মহাভাব উঠে ।
যতবার হয় গীত শুনা নাহি ঘটে ॥
তবে আজ্ঞা রামলালে উদ্বিগ্ন সহিত ।
সত্ত্বর লিখিয়া রাখ আগোটা সঙ্গীত ॥

গারকে অপার কৃপা করিলেন রায় ।
 গায়ক সে দিন গেল লইয়া বিদায় ॥
 উত্তরপাড়ার কাছে ভক্তকালী গ্রামে ।
 গায়ক চলিল তথা স্বপ্নের ধামে ॥
 স্বপ্নের সরলমতি মহাভাগ্যবান ।
 জামাতা कहিল তাঁকে প্রভুর আখ্যান ॥
 শুনে নাম অবিরাম প্রাণখানি নাচে ।
 বাসনা প্রবল আসে শ্রীপ্রভুর কাছে ॥
 পঞ্জিকা দেখিয়া করি শুভদিন স্থির ।
 জামাতা সহিত দ্বিজ হইল হাজির ॥
 প্রভুর মুরতি দেখি মিঠা বাণী শুনে ।
 গলিয়া পড়িল তেঁহ প্রভুর চরণে ॥
 জামাতার চেয়ে হৈল শ্রীচরণে টান ।
 বড়ই সদয় তারে হৈল ভগবান ॥
 বেশীদিন অদর্শনে থাকিতে না পারে ।
 বারবার দ্বিজোত্তম যাওয়া-আসা করে ॥
 বর্ণের ব্রাহ্মণ তিনি লোকমুখে শুনি ।
 ফুলের মুখটি চেয়ে মুই তাঁরে গণি ॥
 শ্রীপ্রভুর পদাঙ্কে মজে যার মন ।
 ক্ষত্রিয় ন-শূদ্র তেঁহ ন-বৈষ্ণৱ ব্রাহ্মণ ॥
 দেবাদি অপেক্ষা পূজ্য একরূপ জাতি ।
 লোকান্তরে ঘর নয় ধরায় বসতি ॥
 অন্ধ আমি যোরে কৃপা কর প্রভু রায় ।
 ভক্তি হয় যেন হেন ব্রাহ্মণের পায় ॥
 প্রশস্ত অবস্থা নয় গরীব ব্রাহ্মণ ।
 বিষয় সম্পত্তি ঘরে অতিশয় কম ॥
 ছোট ছোট যেটে ঘর মাত্র করখানি ।
 মাটির দেয়াল গোলপাতার ছাউনি ॥
 বহির্দেশে আছে এক পুজার ঘালান ।
 সেটিও মাটির, নীচে সামান্য উঠান ॥
 নিমন্ত্রিত লোকজন বসে সেই ঠাই ।
 হইলে বাঘল-বৃষ্টি কর্ণ চলে নাই ॥
 তত্ত্বমান পুণ্যবান এই দ্বিজবর ।
 দেবপূজা-অর্চনার অতি সমাদর ॥

লোকজনে নিমন্ত্রণে বড়ই বাসনা ।
 অর্থাভাব নিবন্ধন পথে দেয় হাননা ॥
 শ্রীপ্রভুর পাদপদ্ম হৃদে দিয়া ঠাই ।
 ব্রাহ্মণের মনসাধ আশা মিটে নাই ॥
 উপজিল মহাসাধ দ্বিজের অন্তরে ।
 যথাসাধ্য আরোজিত ভোজ্য উপচারে ॥
 ভিক্ষা দিতে প্রভুদেবে ঘরে আপনার ।
 এই চিন্তা অবিরত মনে মনে তাঁর ॥
 কেমনে হইবে কিছু বৃষ্টিতে না পারে ।
 অন্তরের খেদ তেঁহ সঘরে অন্তরে ॥
 সহসা বলিতে নারে সকাশে প্রভুর ।
 কখন বা ভর কত লজ্জায় আতুর ॥
 সাহসে করিয়া ভর কহে একবার ।
 হৃদয় বৃষ্টিয়া প্রভু করিলা স্বীকার ॥
 করুণ অমৃতমাখা গুনিয়া উত্তর ।
 নির্ধারিত দিন তবে করি স্থিরভর ॥
 সত্বর সেদিন লয়ে শ্রীপদে বিদায় ।
 আনন্দে উথলা হৃদি ঘরে চলে যায় ॥
 যদিও এদিগে তেঁহ গরীব ব্রাহ্মণ ।
 শুণে তাঁর গণ্যমান্য করে দশ জন ॥
 ভিক্ষা-আরোজন হেতু নানাদিকে ছুটে ।
 জুটিবার নহে বাহা তাও তাঁর জুটে ॥
 অল্পদিনে নানাবিধ কৈলা আরোজন ।
 ধনী জনে নহে যাহে সহজে সক্ষম ॥
 নিমন্ত্রণ কৈলা বত কীর্তনিয়াগণে ।
 গ্রামমধ্যে বেধা কেহ আছিল বেথানে ॥
 নির্ধারিত দিনে তবে জাহ্নবীর ঘাটে ।
 স্নান করত বাঁধে পাতা দিয়া এঁটে ॥
 চারিখানি পানসির করিল যোগাড় ।
 কানে কানে গ্রামে কথা হইল প্রচার ॥
 দলবল লয়ে তেঁহ তরীর ভিতর ।
 ফুলচিতে দিল পাড়ি দক্ষিণশহর ॥
 শ্রীপ্রভু মন্দিরে হেথা সাদোপাঙ্গ সাথে ।
 আনন্দের ধনি এক উঠিল তফাতে ॥

ব্যগ্রচিতে কেহ কেহ গঙ্গাপানে চান ।
 দলেবলে আসি দ্বিজ দেবিবারে পান ॥
 ক্রতপদে ত্রীগোচরে দিলা সমাচার ।
 আনন্দ-লহরী বাজে অন্তরে সবার ॥
 ত্রীপ্রভুদেবের সঙ্গে উৎসবে গমন ।
 বড় আনন্দের কথা শুনে ফুলে মন ॥
 তরঙ্গী হইতে অবতরি দলবল ।
 পরশিল ত্রীপ্রভুর চরণযুগল ॥
 দারুণ নিদাঘকাল তপন প্রচণ্ড ।
 বিশেষ মধ্যাহ্নে করে প্রলয়ের কাণ্ড ॥
 সেইহেতু প্রভুদেবে করে নিবেদন ।
 যাহাতে সভক্রে হয় সম্বর গমন ॥
 আনিয়া দিলেন রামলাল তাঁর জন্তে ।
 পরিধেয় বসন ছোবান পীতবর্ণে ॥
 শুনিয়াছি এই বস্ত্র স্নন্দর বাহার ।
 দিয়াছিল বলরাম বসু জমিদার ॥
 বতই মোহন প্রভু বিনোদ চেহারা ।
 তাহে পুনঃ পীতাস্বর ফুলমালা পরা ॥
 এই বেশে পরমেশে দরশে যে জন ।
 কেবা আর তুল্য তার সার্থক জীবন ॥
 পরিগ্রাণ কিবা কথা জনম-মরণে ।
 মিলে অতি বড় ভক্তি প্রভুর চরণে ॥
 উঠিলেন প্রভুদেব স্বরিতে তরীতে ।
 আগন্তক সাঙ্গোপাঙ্গ পাছু পাছু সাথে ॥
 গঙ্গাকূলে বাট যেথা ভদ্রকালী গ্রামে ।
 উপনীত হইল তরী তথায় প্রথমে ॥
 স্নন্দর ফটক বাঁধা গঙ্গার উপর ।
 যেখানে ত্রীপ্রভু সেথা সকল স্নন্দর ॥
 স্নন্দর মানুষ সব আছে দাঁড়াইয়া ।
 স্নন্দর নিম্নিত রায়ে অপেক্ষা করিয়া ॥
 কি স্নন্দর কীৰ্ত্তনিয়া স্নন্দর কঠার ।
 আরম্ভিলা সংকীৰ্ত্তন সম্ভাষিতে রায় ॥
 স্নন্দর ব্যাপার কিছু বুঝিতে না পারি ।
 কারা এরা জুটিতে লাগিল নরনারী ॥

স্নন্দর কেমন ভাব স্নন্দর নয়ন ।
 অনিমিখে করে যাহে প্রভু দরশন ॥
 কীৰ্ত্তনিয়াগণের মাঝারে প্রভুরায় ।
 লোকজনে ত্রীচরণে বাতাসা ছড়ায় ॥
 ধামায় ধামায় ভরা ধরা আছে হাতে ।
 চৌদিকে আনন্দময় সব গেছে যেতে ॥
 কিবা শিক্ষা ভক্তি-পথে বুঝে বারতা ।
 চিরকাল আছে নহে অভিনব কথা ॥
 ছিল বটে আছে বটে গুণাগত প্রাণ ।
 মুমূর্ষু অবস্থা গঙ্গাযাত্রীর সমান ॥
 দ্বিজসানিতে এক কথা পার তুমি মন ।
 তবে প্রভু ইহাতে কি করিলা নূতন ॥
 তদন্তরে আর এক গুনহ ভারতী ।
 অপূর্ণ কথা রামকৃষ্ণলীলাগীতি ॥
 দিব্যারাত্র এত যে কহিলা প্রভুর ।
 সকল নিহিত আছে শাস্ত্রের ভিতর ॥
 শাস্ত্রছাড়া কোন কথা শ্রীমুখে না সরে ।
 প্রভুর অপূর্ব শ্রদ্ধা শাস্ত্রের উপরে ॥
 শাস্ত্রে যেন শাস্ত্রজ্ঞে সমান সমান ।
 প্রভু অবতার দিলা সর্ব ঠাই মান ॥
 শাস্ত্রের বৃহদাকার প্রকাণ্ড বিঘন ।
 তত্ত্বসার সংগ্রহতে মানুষ অক্ষম ॥
 স্বল্পআয়ু স্বল্পবুদ্ধি মলিনাতিশয় ।
 প্রয়াস পিয়াসহীন ক্ষণানন্দে রয় ॥
 তাহে কিবা করিলেন প্রভুদেবরায় ।
 ভাসিলা বৃহৎ তত্ত্ব সামান্য কথায় ॥
 গ্রাম্য ভাষা সরল উপমা সহকারে ।
 অনারাসে লোকে বাহা বুঝিবারে পারে
 যদি বল তত্ত্ব তত্ত্ব হুঁদ্যাতিশয় ।
 সহজ্ঞেতে মানুষের বুঝিবার নয় ॥
 না হয় বলিলা প্রভু সরল ভাষায় ।
 কি বলে পরিল তত্ত্ব জীবনের মাথায় ॥
 উত্তরে তাহার মন গুনহ কাহিনী ।
 ত্রীপ্রভুর মহাবাক্য বেদবাক্য জিনি ॥

ভিতরে নিহিত তার অপরূপ বল ।
 যে দিকে গমন করে সে দিক উজ্জ্বল ॥
 অন্ধকার তিরোহিত স্পষ্ট দৃশ্যমান ।
 কি তব্বের ছবি বাক্যে শ্রীপ্রভু দেখান ॥
 বহু কথা জীবে এবে শুনিতে না চায় ।
 নেজামুদ্দাবাদে সার কহিলেন রায় ॥
 সেইহেতু শ্রীপ্রভুর উক্তি-উপদেশ ।
 এবে মানুষ্যের পক্ষে পূরণ বিশেষ ॥
 প্রভুর সংক্ষিপ্তসারে পেয়ে আশ্বাসন ।
 আদি মূল শাস্ত্র লোকে করে অধ্যয়ন ॥
 এক কর্মে দুই কর্ম হৈল এইবার ।
 জীব-শিক্ষা এক আর শাস্ত্রের উদ্ধার ॥
 আর এক নূতনত্ব প্রভু-অবতারে ।
 সকলে করিলা রক্ষা বাধ নাই কারে ॥
 সমতা একতা ভাব লীলার প্রাক্ষণে ।
 হেন নাই দেখা যায় অত্র কোন স্থানে ॥
 ধনাঢ্যে পণ্ডিতে রয় অভিমান ভারি ।
 তে সবারে রূপাদান গিয়া বাড়ি বাড়ি ॥
 অতি বড় দীনহীন কাদ্যালের বেশে ।
 একমাত্র মানুষ্যের মঙ্গল-মানসে ॥
 এদিকে দীন্যের বেশে মহাবল গায় ।
 যে হোক বতই বড় গ্রাহ নাহি তায় ॥
 ভক্তি ভক্ত শাস্ত্রবাক্য রক্ষার কারণে ।
 কিংবা কোন জিজ্ঞাস্তের সহজরথানে ॥
 কিংবা কোন কর্মে বাহে জীবের কল্যাণ ।
 সেখানে শ্রীপ্রভু মহাবলের আধান ॥
 রাজরাজেশ্বর যদি বিপক্ষে দাঁড়ায় ।
 তৃণ-জ্ঞানে সেইখানে হানা দেন রায় ॥
 জীবে শিক্ষা নহে মাত্র কথায় বলিয়া ।
 হৃদয়ে আঁকিয়া দেন কাজে দেখাইয়া ॥
 অগণ্য প্রকারে অলৌকিক দেন শিক্ষে ।
 তাতে সেটি যেটি উপযুক্ত তার পক্ষে ॥
 প্রতিজ্ঞেন দেন শিক্ষা প্রত্যেক রকম ।
 প্রভু অবতারে ইহা অতীব নূতন ॥

কখনই কোন কর্ম নাহি অকারণে ।
 সেথা হাড়ুড়ির বাড়ি বাঁকা যেইখানে ॥
 বিশ্বগুরু অন্তর-নিবাসী ভগবান ।
 লীলা-গীতি পদে পদে তাহার প্রমাণ ॥
 পথে পথে সংকীৰ্ত্তনে হরিশুণগান ।
 পূর্বপ্রথা ভক্তিভাব ছিল ত্রিযমাণ ॥
 সর্ব ঠাই সেই প্রথা করি আচরণ ।
 জাগাইয়া দিলা তাহে পুনশ্চ জীবন ॥
 শুক ভাব ব্রাহ্মগণে ছিল চিরকাল ।
 এবে সংকীৰ্ত্তনে বাজে খোল করতাল ॥
 পথে পথে সংকীৰ্ত্তন করে কুতুহলে ।
 মহাশান্তগণ্য বড়মহুয়ের ছেলে ॥
 লীলাতন্বে বাত্রা-গীত হৈল বারে বারে ।
 কমলকুটির নামে কেশবের ঘরে ॥
 ভক্তিশিক্ষা শ্রীপ্রভুর এত ধরে বল ।
 ভাস্কর ফুলি বাহে ফুল শতদল ॥
 ইহার অধিক তুমি কি শুনিবে আর ।
 মহান্ মহিমাকথা প্রভুর আমার ॥
 আগমনোদ্বেষ-ভাব পূরণ-শ্রবণে ।
 লীলাতন্বে বাত্রাগীত হয় যেইখানে ॥
 হরিসভা দেখিবারে মহোন্মাদ ভারি ।
 কোথা বালী কালাচাঁদ মুখ্যের বাড়ী ॥
 কোথায় পটলভাস্কর কোথা কোলগরে ।
 কোথা জ্ঞানবাক্সার কোথায় বেলঘোরে ॥
 ছয়ারে ছয়ারে ভ্রাম্যমাণ নানাস্থানে ।
 একমাত্র ভক্তি-উদ্দীপনার কারণে ॥
 হেথা ভক্তকালীগ্রামে কীর্ত্তন সহিত ।
 ব্রাহ্মণ-ভবনে ক্রমে হৈল উপনীত ॥
 পূর্বে বলিয়াছি ভিত্তি কত পরিমর ।
 দালানের সম্মুখেতে উঠানে আসর ॥
 ভক্তসহ শ্রীপ্রভুর চরণ-পরণে ।
 হাসিয়া উঠিল যেন পরম উল্লাসে ॥
 ব্রহ্মব্রত সামধ্যারী নামে একজন ।
 পরম পণ্ডিত শাস্ত্রে পটু বিলক্ষণ ॥

তার্কিকের শিরোমণি শাস্ত্রপাঠ-বলে ।
 সেইখানে উপনীত হৈল হেনকালে ॥
 ত্রীপ্রভুর সঙ্গে তাঁর মনের বাসনা ।
 কিছুক্ষণ করিবেন শাস্ত্র আলোচনা ॥
 অন্তরে বুঝিয়া ভাব প্রভু বিশ্বপতি ।
 সন্নিকটে আসীন মহিম চক্রবর্তী ॥
 বিজ্ঞাবুদ্ধিমান শাস্ত্রপাঠী এক জনা ।
 ত্রীআজ্ঞা করিতে তৎকথা আলোচনা ॥
 কেবা কি করিল প্রশ্ন কি কার উত্তর ।
 ঠিক জানা নাই গুন ঘোড়ের উপর ॥
 দ্বৈতাদ্বৈতভাব ল'য়ে উঠিল বিচার ।
 সামধ্যায়ী দ্বৈতভাব করে অস্বীকার ॥
 সেব্য-সেবকের ভাব ভক্তিতাব মতে ।
 সমূলে তর্কেতে চান উড়াইয়া দিতে ॥
 প্রতিপক্ষ প্রতিবাদে বত কথা কন ।
 তার্কিক তর্কেতে করে সকল থণ্ডন ॥
 বাদ-প্রতিবাদ আধ ঘণ্টার উপর ।
 পরাভূত মহিম পশ্চাতে নিরুত্তর ॥
 অতঃপর কি হইল গুনহ কাহিনী ।
 মহিমের পক্ষ প্রভু লইয়া আপনি ॥
 অধিক রুবিয়া তবে তার্কিক তখন ।
 তর্ক-বলে করে নিজ পক্ষ সমর্থন ॥
 তর্কে স্নকোশল তেঁহ তর্কে কেবা আঁটে ।
 বত কথা কন প্রভু তর্ক দিয়া কাটে ॥
 বাক্য নাহি ছুটে আর প্রভুর বদনে ।
 রামলালে হয় আজ্ঞা ছিলা সন্নিধানে ॥
 মূত্রত্যাগে বাইব আইস মোর সাথে ।
 ঝারিসহ রামলাল চলিল পশ্চাতে ॥
 মূত্রত্যাগে বসিয়া কহেন নিজে রায় ।
 “ওমা ই শালা তো দেখি তার্কিক বেজার” ॥
 জানি না জননী কিবা কহিলা উত্তরে ।
 শব্দর উঠিলা প্রভু আবেশের ভরে ॥
 ঝারি-স্পর্শ মনে নাই প্রভু পরমেশ ।
 ক্ষণপদে অভ্যস্তরে করিলা প্রবেশ ॥

কোন দিকে নাহি দৃষ্টি একেবারে যাম ।
 যেথা অভিমানভরে তার্কিক-প্রধান ॥
 করে করি করস্পর্শ নাড়া দিয়া কন ।
 আর বার বল কি বলিলে এতক্ষণ ॥
 ত্রীপ্রভুর পরশনে বলবুদ্ধিহারী ।
 তর্ক করা দূরে থাক মুখে নাই সাড়া ॥
 অবাক হইয়া যেন করে দরশন ।
 কি দেখান প্রভু তাঁরে করি পরশন ॥
 দেখিতে দেখিতে বস্তু কহেন তার্কিক ।
 কি বলিব বলিলেন বাহা তাই ঠিক ॥
 বুঝিত না বাহা তাহা বুঝিল তখনি ।
 কি পেচ ঘুরায়ে দিলা প্রভু গুণমণি ॥

সমান ঘটনা আর গুন অতঃপর ।
 ব্রহ্মচারী আসে এক প্রভুর গোচর ॥
 ত্রীশ্রীরামচন্দ্র নাম ধীর-শিরোমণি ।
 শাস্ত্রপাঠ বিধিমতে অদ্বৈত-গিয়ানী ॥
 দ্বৈতবাদ ঘোর রণ ত্রীপ্রভুর সনে ।
 সেব্য-সেবকের ভাব আদতে না মানে ॥
 ভক্তি-পথে কোন মতে বাইতে না চায় ।
 শক্তি-সঞ্চালন-যুক্তি পরে কৈলা রায় ॥
 শালা বলি দিয়া গালি যবে পরশন ।
 ঝটিতে উঠিল তার নবীন নয়ন ॥
 যার জোরে কণমধ্যে পাইলা দেখিতে ।
 সেব্য-সেবকের ভাব কিবা ভক্তিমতে ॥
 পরম আনন্দে হৃদি উগলিয়া যায় ।
 ভাবে গলে পদতলে অবনী লুটায় ॥
 মহিমা-বাখান আর প্রমাণের তরে ।
 লিখিয়া গিয়াছে নিজে দেয়াল-উপরে ॥
 “ত্রীশ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী অভ হইতে ঝামিষাক্যে (অর্থঃ
 প্রভুর বাক্যে) সেব্য-সেবক ভাব প্রাপ্ত হইল ।”
 ত্রীপ্রভুর মন্দিরের পূর্ব অঞ্চলে ।
 দেখিতে পাইবে লেখা দালান-দেয়ালে ॥
 অজ্ঞাপিহ স্পষ্টভাবে আছে লেখাখানি ।
 কেবা জানে কত যে খেলিলা গুণমণি ॥

লক্ষ্যশেখর এক অংশ জানা নাহি কার ।
 মহালীলা ছদ্মবেশ গুপ্ত-অবতার ॥
 ধরা-ছুঁয়া মোটে নাই অবতার-কালে ॥
 বিনা ডাকে বিদ্যুৎ হানিয়া গেল চলে ॥
 হুজুগের গোড়া রাম দত্ত ভক্তবর ।
 সকলে কহেন প্রভু পরম ঈশ্বর ॥
 এমত কহিলে কেহ বলিভেন রায় ।
 'বিছে বিছে বলিলে সে পলাইয়া যার' ॥
 ঈশ্বর বলিলে বড় সত্যের প্রাণে ।
 গুপ্ত রাখিবারে কন অন্তরঙ্গগণে ॥
 একদিন শ্রীগোচরে ভক্ত রাম কয় ।
 তবসারে লিখি কথা আঁজা যদি হয় ॥
 'তবসার' গ্রন্থখানি রামের রচনা ।
 শুনিয়াছি প্রভু তাহে করিলেন মানা ॥
 নিবারণ না শুনিয়া তবু লিখে রাম ।
 শ্রীপ্রভুর লীলাভাব সংকেপ আখ্যান ॥
 ইহাতে বিশ্বাস মোর হয় এ রকম ।
 রামের মতন ভক্ত অতিশয় কম ॥
 মানাসবে তথাপি যে লীলার আভাস ।
 তবাসার গ্রন্থমধ্যে করিলা প্রকাশ ॥
 ইহাতে প্রতীয়মান স্পষ্টভাবে পায় ।
 রামের ইচ্ছায় নহে প্রভুর ইচ্ছায় ॥
 তাঁহার শক্তিতে কর্ম হয় লীলাধামে ।
 ইচ্ছাময় ভগবান ভক্ত মাত্র নামে ॥
 কখন কি ভাবে রন প্রভু গুণমণি ।
 আপনে প্রকাশ করু করেন আগমি ॥
 প্রধান সেবক শশী সেবকাগ্রগণ্য ।
 একদিন শ্রীমন্দিরে সেবিবার জন্ত ॥
 নিকটে দণ্ডায়মান প্রভু তাঁরে কন ।
 আমি সেই তুমি যার কর অবেষণ ॥
 এক প্রশ্ন এইখানে পার করিবারে ।
 ভক্তেরা যতপি নাহি চিনে প্রভুবরে ॥
 তবে তাঁহে ভক্তি-প্রীতি কিসের কারণ ।
 কি ফলপ্রাপ্তির আশে করে আকিঞ্চন ॥

বারাস্তরে বলিয়াছি ইহার বারতা ।
 একমনে শুন মন পুনঃ কহি কথা ॥
 অন্তরঙ্গ ভক্ত ধারা পারিষদগণ ।
 চিরকাল সেই তাঁরা না হয় নূতন ॥
 আকারে বিভিন্নমাত্র বিভিন্ন লীলার ।
 স্বভাবতঃ লয়-মন শ্রীপ্রভুর পায় ॥
 আলির স্বভাব ভক্তে চিরকাল ধরে ।
 পেলে পদ্ম পিয়ে মধু না যায় বিচারে ॥
 দ্বিতীয় ফলের কথা শুন তবে মন ।
 অন্তরঙ্গ ফলাকাজী না হয় কখন ॥
 গাছের বিহগ তারা গাছে করে বাসা ।
 গাছেই পিরীতি নাই ফলের পিয়াসা ॥
 জন্ম-ভূমে অন্নকষ্ট যদি অতিশয় ।
 তথাপিহ পরিত্যাগে মন নাহি লয় ॥
 স্বভাবে আসক্তি তায় নাহি যায় ছাড়া ।
 মোহন মুরতিখানি স্বরগের বাড়ী ॥
 কল্পবৃক্ষ প্রভুদেব মন-বিমোহন ।
 বিহঙ্গম-রূপে তাহে অন্তরঙ্গগণ ॥
 ডালে বিজড়িত সাজ ঠিক যেন লতা ।
 উপাস্তেয়া উর্ধ্বদেশে প্রশাখাদি পাতা ॥
 প্রভু আর প্রভুভক্তে সধা একঠাই ।
 উভয়ে উভয়মধ্যে ভিন্ন ভেদ নাই ॥
 কখন প্রভুর মধ্যে ভক্তদের স্থান ।
 কত ভক্তদের মধ্যে রন ভগবান ॥
 আর প্রশ্ন করিবারে পার হেথা তুমি ।
 কোথায় তাঁহার ভক্ত ভক্তে কোথা তিনি ॥
 বিষয় সমস্তাতত্ত্ব শুন অতঃপর ।
 অবিচ্ছিন্নভাবে তিনি ভক্তের ভিতর ॥
 তবে যবে স্বরাট মূর্তিতে ভগবান ।
 লীলার স্বতন্ত্র দেখে হন অধিষ্ঠান ॥
 তখন ভক্তেরা তাঁর মধ্যে বাস করে ।
 গাছের যেমন পাখি গাছের উপরে ॥
 পরে লীলা-অবসানে যবে অন্তর্ধান ।
 স্বরাট শরীরধারী সেই ভগবান ॥

ভক্তদের হৃদয়েতে করিয়া বসতি ।
 এক হয়ে নানা রূপ বিরাট মূর্তি ॥
 এক হয়ে বহু পুনঃ কেমনে সম্ভবে ।
 অতুল তাঁহার শক্তি শক্তির প্রভাবে ॥
 ছোটবড় উনো-ছনে। নানাভাবে খেলে ।
 ছ'টি বস্তু একরূপ জগতে না মিলে ॥
 এক—বহু তবে কি এ খণ্ড হয় তাঁর ।
 খণ্ডে ও অখণ্ডে তিনি বিচিত্র ব্যাপার ॥
 রাসলীলা গোপিনীর ইহার প্রমাণ ।
 নৃত্যগীতে যবে সবে স্নেহে ভাসমান ॥
 প্রত্যেক গোপিনী তথা দেখে তাঁর কাছে ।
 ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম কৃষ্ণ বামভাগে নাচে ॥
 যত গোপী ভত কৃষ্ণ যেমন প্রকার ।
 খণ্ডে ও অখণ্ড তিনি চলে না বিচার ॥
 চতুর্দশ বর্ষ আজি প্রভু অন্তর্ধান ।
 প্রতি প্রভুভক্তে রাজে ইহার প্রমাণ ॥
 ভক্তি রাখি শ্রীপ্রভুর ভক্তের চরণে ।
 বৃথিতে পারিবে চল লীলা-গীতি শুনে ॥
 প্রভুর বচনে শুন ইহার ভারতী ।
 ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি ॥
 এটি তিনি উটি ননু এমত বলিলে ।
 সীমাবদ্ধ করা হয় তাঁরে এই স্থলে ॥
 খণ্ডাখণ্ড সব তিনি অব্যক্ত প্রকার ।
 নাহি চলে কোন কথা কথায় তাঁহার ॥
 নীতলা মাকাল যষ্টী সকলেই মানা ।
 একে একে কৈল প্রভু সকল সাধনা ॥
 ইহাতে সাব্যস্ত কৈলা লীলার ঈশ্বর ।
 সেই এক ভগবান সবার ভিতর ॥
 সাধনা হইলে সিদ্ধ সেই বস্তু মিলে ।
 একেতে বাহার খেলা তারই সকলে ॥
 কালী কৃষ্ণ সাধনার সেই সে জিনিস ।
 প্রভেদ কিছুই নাই কুড়ি কি উনিশ ॥
 বেদান্তের সাধনার সেই বস্তু সার ।
 সাকার বাহার রূপ তিনি নিরাকার ॥

রূপ নাম প্রভেদেতে নাহি হয় হানি ।
 আগাগোড়া এই কথা কন গুণমণি ॥
 সব সামঞ্জস্যভাব প্রভুর মতন ।
 কোনকালে কোথাও না হয় দরশন ॥
 ধর্ম-বাদ-বিবাদের নাহি তথা ত্রাস ।
 যেখানে হৃদয়ে প্রভু-বাক্যের বিশ্বাস ॥
 নীরব বিশাল ভাব শাস্তি-নিকেতন ।
 তাই শ্রীপ্রভুর নাম বিবাদভঞ্জন ॥
 সারবস্তু ভগবান যেবা চায় তাঁরে ।
 তাঁর কার্য বস্তু খোঁজা কি কাজ বিচারে ॥
 বাক্যের বিচারে নাই বস্তু ভগবান ।
 তাঁর অস্বৈরণ্যে মিলে তাঁহার সন্ধান ॥
 হারাইলে শিশু ছেলে জনক যেমন ।
 শিশুর কেবল নাম করি উচ্চারণ ॥
 বিকল পরান খোঁজে ছন্নারে গগারে ।
 বন-উপবন কিবা সরসীর তীরে ॥
 ভাগ্যবলে বায় মিলে কোন একজনে ।
 যে দেখেছে শিশুভেলে খেলে কোন্‌খানে
 অথবা যেখানে শিশু প্রমত্ত খেলায় ।
 বাবা ডাকিছেন তারে শুনিবারে পায় ॥
 পরিহারি খেলাস্থান দ্রুত পায় ছুটে ।
 যেখানে জনক তার কোলে গিয়া উঠে ॥
 সেই মত ধর এঁটে ঈশ্বরের নাম ।
 আকুল পরানে উচ্ছে ডাক অবিরাম ॥
 অবশ্য পাইবে গুরু পথে আপনার ।
 বলিয়া দিবেন কোণা ঈশ্বর তোমার ॥
 কিংবা গুরুরূপে তাঁর পথে পাবে দেখা ।
 যদি শুদ্ধ মনে হয় ঠিক ঠিক ডাকা ॥
 গুরু চাই,—বস্তু নাহি মিলে গুরু বিনে ।
 সতত রাখিবে কথা জাগরিত প্রাণে ॥
 সাধের ঈশ্বর তাঁয় মিলে সাধপণে ।
 আবশ্যক নাহি হয় রতনে কি ধনে ॥
 সখের সে ভগবান তাঁহে যার সখ ।
 সখরূপে পায় নাহি ধনে আবশ্যক ॥

ঈশ্বর কেবলমাত্র একমাত্র ধন ।
তুস ভূমি অস্ত্র বাহে কর আকিঞ্চন ॥
যদি কিছু নাহি ধন ঈশ্বরের বাড়ি ।
কি হেতু মানুসে তাহে হৈল মতিছাড়া ॥
শুন তবে কহি কথা ইহার বাথানে ।
বসাইয়া প্রভুরায় হৃদয়-আসনে ॥

অনর্থের মূল গোড়া খালি অহংকার ।
ইহলুপ-অভিলাষ বাতিক বিকার ॥
ব্যাধির মূলেতে রস ঢালে অম্লক্ষণ ।
বিষ-বিনিমিত বিষ কামিনীকাঞ্চন ॥
মূল ব্যাধি এই শাখা-প্রশাখাদি আছে ।
পল্লব মুকুল কুল পত্র কত গাছে ॥
দেহগুলি মানুসের বিরাধির বাস ।
অনিবার গাত্র-দণ্ডে কেবল পিপাসা ॥
ক্ষণিক আরাম-হেতু খায় সেই জল ।
বাহে হইয়াছে হেন বিরাধি প্রবল ॥
বিরাম বৃদ্ধির নাই বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে ।
অবিনাশী রহে ব্যাধি জনমে জনমে ॥
ভীষণ ব্যাধির ধারা অস্ত্রতেতিহাস ।
দেহের বিনাশে নাই ব্যাধির বিনাশ ॥
চতুর্বিধ আছে দেহ দেহে বিজ্ঞমান ।
পঞ্চভূতে যেই দেহ হুল তার নাম ॥
মন বৃদ্ধি চিত্ত আর এক অহংকার ।
এই চতুষ্ঠয়ে হৃদয়দেহ নাম যার ॥
হৃদয়দেহে যবে জীব করে বিচরণ ।
কামিনীকাঞ্চনে তার নাহি রহে মন ॥
তৃতীয় কারণ দেহে করিলে বসতি ।
ঈশ্বরদর্শনানন্দ-ভোগ দিবারাতি ॥
নাহি আসে কিরে আর চতুর্থে যে ব্যয় ।
পাইয়া পরম মুক্তি ঈশ্বরে মিশার ॥
হুল দেহ যার নাম পঞ্চভূতে গড়া ।
প্রাণ কৈলে পলায়ন সেই হয় মড়া ॥
হুলের বিনাশে অস্ত্র তিন নাহি মরে ।
ব্যাধির লইয়া বীজ যার জন্মান্তরে ॥

এই ব্যাধিগ্রস্ত-হেতু মত মানুসের ।
হয়েছে পরম ধনে রতিমতি-হারী ॥
এমন বিরাধি তবে কিসে মারা যায় ।
জিজ্ঞাসিলে যদি মন শুনহ উপায় ॥
এ ব্যাধির প্রতিকার জানে না নিদান ।
প্রতিকারী একজন্য হরিবৈষ্ণব নাম ॥
মৃত্যুঞ্জয় চতুর্ভুজ যার গড়া বাড়ি ।
চতুর্দশ লোকময় গোটা বিশ্ব বাড়ি ॥

কেমনে বৈষ্ণবের তবে দেখা পাওয়া যায়
তাহার বিধানে শুন কি কহিলা রায় ॥
সময়ে সময়ে হন ঈশ্বরবাসতার ।
ধরাধামে ধরি নিজে মনুষ্য-আকার ॥
নিম্ভর তাঁহার তুমি পাবে দরশন ।
মানুসের মধ্যে যদি কর অব্যয়ণ ॥
মানুষ অনেক তাঁহে চিনিব কেমনে ।
প্রভুদেব কহিলেন তাহার লক্ষণে ॥
যেখানে উজ্জিতা ভক্তি লগা বিজ্ঞমান ।
প্রেম ও ভক্তির বস্তা বহে কান কান ॥
সেই সে আধারধারী বুঝিবে নিশ্চিৎ ।
মহাবৈষ্ণব নিজে ভবরোগবিজ্ঞাবিৎ ॥
আর কথা যে হরির আবির্ভাব আছে ।
লীলা-সমাপনে তাঁর অন্তর্ধান পিছে ॥
কেমনে পাইব দেখা হৈলে অন্তর্ধান ।
তখন উপায় কিবা কর অবধান ॥
অন্তর্ধানে ভগবান বিরাট সুরতি ।
ভক্তের হৃদয়-মধ্যে করেন বসতি ॥
সদা বিরাজিত থাকি ভক্তের ভিতরে ।
লীলার প্রচার-কর্ম নানাভাবে করে ॥
যেই ভগবৎভক্ত সেই ভগবান ।
ভক্তের নিকটে কর ঐক্য সন্ধান ॥
পাইবে ঐক্যি ব্যাধি দূর হবে তার ।
লীলা-গীতি বলি সেই ভক্তের আজ্ঞার ॥
তাহার উপরে আজ্ঞা দিয়াছে জননী ।
আত্মশক্তি ক্রামাহুতা গুরুদ্বারা যিনি ॥

গুপ্তভাব প্রীপ্রভুর কহিতে কহিতে ।
আসিরা পড়েছি হেথা আর এক পথে ॥
ফটো প্রতিমূর্তি তাঁর তুলিবার তরে ।
আকিঞ্চন ভক্তগণ অতৃষ্ণ করে ॥
কোনমতে তাহাতে প্রভুর নহে মন ।
বিধিমতে ফটো নিতে করেন বারণ ॥
যখন সমাধিস্থক বাহুজ্ঞানহারা ।
তখন লইল তুলে প্রভুর চেহারা ॥

এখানেতে প্রভুদেব ব্রাহ্মণের ঘরে ।
পরিপূর্ণ লোকজন আছে চারিধারে ॥
তত্ত্বালাপ-সমাপন তর্কিকের সনে ।
রঙ্গরসে অগ্র কথা কথোপকথনে ॥
পরে দ্বিজোত্তম করি ভোজন-আসন ।
ভিক্ষা দিলা ভগবানে সহ ভক্তগণ ॥
চরণ-বন্দনা তাঁর করি বারে বারে ।
ভাগ্যবান পণ্যবান অবনী মাঝারে ॥

রামকৃষ্ণ লীলাগীতি অমৃত-ভাণ্ডার
শ্রবণ-কীর্তনে জীবে ভবসিদ্ধপার ॥

বিবিধ তত্ত্ব-কথা

('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকণামৃত' হইতে সংগ্রহ)

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিশ্বগুরু যিনি ।
জয় জয় শ্যামাসুতা জগৎ-জননী ॥
জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দৌহাকার ।
এ অধম পদ-রজ মাগে সবাকার ॥

বেদান্তে আশ্রয় কহে নির্গিপ্তের রীত ।
ছাথে স্মৃতে পাপপুণ্যে সধকরহিত ॥
তবে দেহ অভিমান রাখে যেই নরে ।
অনিবার্য কষ্ট তার বিবিধ প্রকারে ॥
ব্রহ্মবাসে স্তম্ভ তত্ত্ব ধুম উপমায় ।
দেয়ালে কলঙ্ক করে বদি লাগে তায় ॥
কিন্তু সীমাহীন শূন্য থ-এর উপরে ।
কালিমা কলঙ্ক-দাগ দিতে নাহি পারে ॥
দেহে বার অভিমান আছে তার হানি ।
মুক্ত-অভিমান অতি মঙ্গলদায়িনী ॥
আমি মুক্ত আমি মুক্ত মুখে যেবা বলে ।
নিশ্চিত মুক্তি তার মিলে এককালে ॥
আমি পাপী আমি পাপী জিহ্বা বার কয় ।
ভবের বন্ধন তার চিরকাল রয় ॥

পাপী পাপী কথা কত করিলে শ্রবণ ।
লাগিত তাঁহার কানে বাজের মতন ॥
শুন কই বিবরণ তাহার ব্যাখ্যার ।
একদিন শ্রীমন্দিরে প্রভুদেব রায় ॥
প্রিয় ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র আছেন সদনে ।
মহানন্দ উভয়ের কথোপকথনে ॥
এমন সময় তথা উপনীত হন ।
শহরে বসতি করে ব্রাহ্ম কয় জন ॥
স্থানের মহিমা আর প্রভু-দরশনে ।
পাইল হৃদয়ে শান্তি মহানন্দ মনে ॥
অজ্ঞাতে গিয়াছে দিন মনে নাই তায় ।
এবে প্রায় অবসান বেলা যায় যায় ॥
আবাসে ফিরিতে আজি নাহি হয় মন
প্রভুদেবে কহে রাতি করিবে বাপন ॥

সকলে সন্তুষ্ট সদা শ্রীপ্রভু আমার ।
 ব্রাহ্মদের আবেদনে সানন্দে স্বীকার ॥
 সন্ধ্যা এল গেল তার পশ্চাত্ত কক্ষিণে ।
 কুতূহল ব্রাহ্মদল ধরিল সঙ্গীত ॥
 গীতখানি নাহি জানি মর্ম এই তার ।
 পাপী মোরা পিতা তুমি করহ উদ্ধার ॥
 একসঙ্গে উচ্চরোলে এই গীত গায় ।
 গুনিয়া অনেকক্ষণ স্তব্ধবৎ রায় ॥
 ছাড়িতে না চায় গীত গায় বারবার ।
 তখন শ্রীপ্রভুদেব করিয়া চীৎকার ॥
 সন্নিকটে গিয়া ছুটে রুগ্ন ভাবে কন ।
 কেন পাপী পাপী সদা কর উচ্চারণ ॥
 পাপী কেবা পাপী পাপী কহ কি কারণে ।
 এ ঠাই ছাড়িয়া যাও গাও অজ্ঞ স্থানে ॥
 ঈশ্বরের নামে ধর বিশ্বাস অটল ।
 তাঁহার অপেক্ষা তাঁর শ্রীনামের বল ॥
 পাপ কি বন্ধন কিছু থাকিতে না পারে ।
 বারেক যে ডাকে নাম জনম-ভিতরে ॥
 ঈশ্বরে দয়াল গুণ করিলে আরোপ ।
 তাহাতেও দেখিয়াছি শ্রীপ্রভুর কোপ ॥
 অবধান কর কথা শুন বিবরণ ।
 একদিন পুরীমধ্যে শিখসৈন্তগণ ॥
 যা কালীর শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্রভুর কাছে ।
 কহিল ঈশ্বর সম কে দয়াল আছে ॥
 ধন ধাত্ত ফল ফুলে অবনী এমন ।
 ক্ষিতি জল বহি আদি আকাশ পবন ॥
 দিয়াছেন ভগবান নিজ দয়া-গুণে ।
 একমাত্র আমাদের ভোগের কারণে ॥
 এত গুনি গুণমণি করিলা উত্তর ।
 কি কহ দয়াল বড় পরম ঈশ্বর ॥
 লালন-পালন-হেতু আপন ছাবালে ।
 প্রয়োজনমত ভোজ্যদ্রব্য আদি দিলে ॥
 তাহাতে কি আছে দয়া কর্তব্য পিতার ।
 পালিবে কি অজ্ঞ জনে তাঁর পরিবার ॥

তাঁহার নিজের তার লালনপালনে ।
 আমরা ছাবাল মাত্র যত জীবগণে ॥
 মোরা ঈশ্বরের তিনি মোদের ঈশ্বর ।
 নৈকট্য-সম্বন্ধ নাহি তিলেক অন্তর ॥
 হেন আশ্রয়তা-ভাব ঈশ্বরের সনে ।
 প্রভু অবতার শিক্ষা দিলা জীবগণে ॥
 পিতা অপরাধ নাহি লন ছাবালের ।
 তবে কেন পাপকথা পাপ বা কিসের ॥
 বালকে পালন করা কর্তব্য পিতার ।
 কর্তব্য-পালনে তবে দয়া কিবা তাঁর ॥
 বারেবারে বলিলেন প্রভু গুণমণি ।
 প্রারদ্ধ যাহারে কয় অতি সত্য মানি ॥
 যতপিহ সদা সঙ্গে রন ভগবান ।
 তথাপি নাহিক কর্মফলের এড়ান ॥
 কর্মফল ভক্তকেও কখন না বাছে ।
 ধরিলেই দেহখানি হঃখ-সুখ আছে ।
 জাজল্য প্রমাণ-কথা শুন কালুবীর ।
 ক্রপামাত্র বরপত্র নিজে ঈশ্বরীর ॥
 তবু তাঁর কারাবাস হৈল কালক্রমে ।
 নুকে পাষাণের চাপ কর্মফলগুণে ॥
 সিংহলে মশানে দেখ খুল্লনানন্দন ।
 কর্মফল অনিবার্য না হয় খণ্ডন ॥
 শঙ্খচক্রগদাপগ্নধারী চতুর্ভুজৈ ।
 শাক্যং দেবকীদেবী দেখিলেন নিজে ॥
 জগতের নাথ কৃষ্ণ তাঁহার জননী ।
 কর্মফলে কারাবাস অদ্বুত কাহিনী ॥
 মধুর উপমা প্রভু দিলা এইখানে ।
 কানার তুলনা কানী গেল গঙ্গানানে ॥
 পতিতপাবনী-স্পর্শে পাপ-বিমোচন ।
 কিন্তু কানী চকু তার রহিল তেমন ॥
 যতই না সুখ-হঃখ ভক্তজনে পায় ।
 তক্তির ঐশ্বর্য-জ্ঞান কভু না হারায় ॥
 ঈশ্বরে বিশ্বাসসহ জ্ঞান-বীপ্তি হৃদে ।
 অটল হইয়া রয় সম্পদে বিপদে ॥

সত্তত চৈতন্ত্যবান পাণ্ডুপুত্রগণে ।
 কিবা রাজ্যভোগে কিবা নির্বাসন বনে ॥
 জীবের বিষয়াসক্তি যত হয় ইতি ।
 ততই তাহার বাড়ে ঈশ্বরেতে মতি ॥
 কৃষ্ণের নিকটে রাই যত আশ্রয়ান ।
 ততই তাঁহার নাকে কৃষ্ণের আশ্রাপ ॥
 যে যত সান্নিধ্যে যায় তার তত শুদ্ধি ।
 মনোহর কি সুন্দর ভাবভক্তি বুদ্ধি ॥
 যেমন জুয়ার ভাটা উত্তরেই থেলে ।
 সিদ্ধুর সমুখবর্তী তটিনীর জলে ॥
 জুয়ার ভাটায় ভর্তু হাসে কাঁদে পায় ।
 কখন জলের তলে ডুব দিয়া যায় ॥
 কখন উপরিভাগে করে সম্ভরণ ।
 কখন সিদ্ধুর সঙ্গে বিলাসাস্বাদন ॥
 ভক্তের জুয়ার ভাটা গিয়ানীর নয় ।
 গিয়ানীতে একটানা দিবানিশ রয় ॥
 ব্রহ্মজ্ঞানে একটানা পৌঁ ধরিয়। যায় ।
 সাংকারবাদীরা রাগ-রাগিণী বাজায় ॥
 একটানা কি প্রকার শুন বিবরণ ।
 জানী কহে সৃষ্টি গোটা স্বপ্নবৎ ভ্রম ॥
 সচ্চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্মনামে যিনি ।
 সর্বদা স্বরূপে নিজে অবস্থিত তিনি ॥
 বেদান্তের সারমর্ম রূপোধ্যাতিশয় ।
 রাজর্ষি মহর্ষি বৌগী তপস্বিনচয় ॥
 প্রণিধানে বহ্মারাস কর্ঠার সাধনা ।
 যুগযুগান্তর রত কষ্ট-ত্রত নানা ॥
 নির্জনে নৈমিষারণ্যে মত্ত জল্পনায় ।
 সেই কথা আঁজি খুলে কন প্রভুরায় ॥
 সরল উপমাসহ মিঠে গ্রাম্যভাষা ।
 গল্পচ্ছলে শুন এক গ্রামে ছিল চাষা ॥
 মেঠ বটে মাঠে খাটে আটপিঠে চাবে ।
 পরম ধার্মিক জ্ঞানী সবে ভালবাসে ॥
 অপূত্রক ছিল কিন্তু কালে এইবার ।
 বয়স অতীতে পরে হইল কুমার ॥

হার নাম ছিল তার নামের সময় ।
 মা বাপের উভয়ের প্রিয় অতিশয় ॥
 দৈবের ঘটনা তেঁহ একদিন ক্ষেতে ।
 জনেক আসিল তথা সমাচার দিতে ॥
 ওলাউঠাগ্রস্ত হারু জীবনসংশয় ।
 শুনিয়া আসিল স্বরা আপন আলয় ॥
 চিকিৎসার নাহি ক্রটি যত্নসহকারে ।
 বিফল সকল গেল বাছাধন মরে ॥
 পরিবারবর্গে সবে শোকোক্তে অধীর ।
 চাষার নয়নে নাহি একবিন্দু নীর ॥
 বরঞ্চ সাশ্রনা করে শোকাকুল জনে ।
 কর্ণহেতু চলে মাঠে তার পর দিনে ॥
 ক্ষেতের যতেক কর্ম করি সমাপন ।
 ঘরেতে আসিয়া দেখে কাঁদে সর্বজন ॥
 চাষা কিন্তু আছে খাসা চিন্তা শোক দূর ।
 গৃহিণী কহিল তারে তুমি কি নিরুর ॥
 সবে ধন নীলমণি হারু ছেড়ে গেল ।
 একবিন্দু আশিবারি চক্ষে না পড়িল ॥
 এত শুনি গৃহিণীকে করিল উত্তর ।
 নামে মাত্র জেতে চাষা জ্ঞানে জ্ঞানিবর ॥
 শুন শুন কেন তবে করি না রোদন ।
 গত রাত্রিকালে এক দেখেছি স্বপন ॥
 যেন হইয়াছি আমি রাজা কোন স্থলে ।
 মহাস্থখে কাটে কাল কোলে আট ছেলে ॥
 এমন সময় ঘুম ভেঙ্গে গেল মোর ।
 জাগিয়া হয়েছি এবে চিন্তায় বিভোর ॥
 কি মোর কর্তব্য কিছু বুঝিতে না পারি ।
 হারুর কি এ আটের জন্ম শোক করি ॥
 চাষার অদৈতজ্ঞান যোল আনা পাকা ।
 বুঝে নিত্য সত্য সেই পরমাশ্রা একা ॥
 অপর যা দেখি স্বপ্নে স্নেহে জাগরণে ।
 সকল অলৌক মিথ্যা সত্য কল্প ভ্রমে ॥
 কহিতে কহিতে তত্ত্ব কথায় কথায় ।
 যারাবাদে উপনীত হইলেন রায় ॥

বিধিমনতে এইখানে কহেন গোসাঁই ।
 আমার সকল গ্রাহ্য বাধ কিছু নাই ॥
 যেমন তুরীয় গ্রাহ্য এক ব্রহ্মে জীন ।
 তেমতি জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্ত্যাধি তিন ॥
 ব্রহ্ম যেন সত্যবোধ তেন মারা তাঁর ।
 জীব ও জগৎ দুই স্বীকার্য আমার ॥
 জীব ও জগৎ-যুক্ত ব্রহ্ম একজন ।
 হয়ে দিলে বাধ কমে ব্রহ্মের ওজন ॥
 বেলের মতন ব্রহ্ম ধর উপমায় ।
 শস্য বীচ আঠা আর খোসা আছে তার ॥
 শস্য রাখি অল্প সবে করিলে বজ্র-ন ।
 বেলের নাহিক মিলে প্রকৃত ওজন ॥
 মায়াক্রান্তি-বলে জীবজগৎ উদ্ভব ।
 নিত্য লীলা উভয়েই একের বৈভব ॥
 বুঝাইতে মারাত্মক কন তুলা দিয়ে ।
 ব্রহ্ম আর ব্রহ্মশক্তি অভেদ উভয়ে ॥
 উপমায় জ্যোতিঃসহ মণি বৈদ্যরূপ ।
 সেইমত শক্তিসহ ব্রহ্মের স্বরূপ ॥
 ভাবিলেই মণিখানি জ্যোতিঃ আছে তার ।
 উপলব্ধি হয় মণি জ্যোতির প্রভায় ॥
 পুনরায় জ্যোতিঃ যেথা মণি বিস্তমান ।
 ছাড়াছাড়ি নাহি হয়ে একের সমান ॥
 দোহে দোহা বিস্তমান অবিচ্ছিন্নভাবে ।
 ব্রহ্মের ওজন যায় সৃষ্টির অভাবে ॥
 একাকী সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় তিনি ।
 শক্তি-ভেদে আখ্যা-ভেদ নানা নামে জানি ॥
 বিশেষিয়া কন প্রভু শক্তির বাধানে ।
 সৃষ্টিস্থিতিলয় যেথা শক্তি সেইখানে ॥
 সেই বলে চলে কর্মশক্তি বলি তারে ।
 শক্তির বিচিত্র খেলা সৃষ্টি চরাচরে ॥
 লীলাস্বরূপিনী আত্মশক্তি নামে কর ।
 শক্তিই সচ্চিদানন্দ আর কেহ নয় ॥
 উপমা ধরিলে তব্ব হইবে সরল ।
 মনে কর পূর্বব্রহ্ম ঠিক যেন জল ॥

যদি সেই জলমধ্যে হয় সমুখিত ।
 ভীষণ তরঙ্গমালা বিশ্বসমুখিত ॥
 জলেতে তরঙ্গবিধ উঠে যে সকল ।
 অপর কিছুই নয় সেই এক জল ॥
 শক্তির প্রভেদে মাত্র বিবিধ আকার ।
 কাহার তরঙ্গ নাম বৃষ্ণু কাহার ॥
 আকারে নামেতে মাত্র বিভিন্ন কেবল ।
 বস্তুগত সকলেই সেই এক জল ॥
 স্বরাটে বিরাটে নিত্য সাকার লীলার ।
 তিনিই একক মাত্র বুঝা মহাদায় ॥
 নিত্য থেকে কত লীলা উঠে চিদাকাশে ।
 ইচ্ছামত করি কর্ম পুনঃ তার মিশে ॥
 প্রভুর উপমা চিংসার যেমন ।
 তাহে যদি গুরু-বস্তু হয় নিপতন ॥
 তখন তরঙ্গ তুলে নাহি দেয় আর ।
 কারায়ুক্তিসহ সিন্ধু-সাগরে বিস্তার ॥
 তরঙ্গের বদ্যবধি সত্তা রহে জলে ।
 ইহাকেই নিত্য থেকে লীলাস্তর বলে ॥
 পুনশ্চ তরঙ্গ যবে জলে হয় লয় ।
 তখন তাহাকে লীলা-থেকে-নিত্যে কর ॥
 মায়ালীলা বাদ-দেয়া জ্ঞানীদের আছে ।
 ভক্ত লয় উভয়েই অতো নাহি বাছে ॥
 ঠিক ঠিক ভক্ত যেন তাহার লক্ষণ ।
 বেদান্তবিচারে কত নাহি টলে মন ॥
 স্বপ্নবৎ মিথ্যা মায়ার সাব্যস্ত বিচারে ।
 হাকার শুনাও তবু ফিরে আসে ঘরে ॥
 জ্ঞান-বিচারেতে যদি ভক্তি প্রেম কমে ।
 হনো গুণে বেগে পুনঃ আসে কালক্রমে ॥
 পরে অবতারবাদ কন ধীরে ধীরে ।
 পীযুষপূরিত ভাষ শুনে প্রাণ হয়ে ॥
 চৌদ্দপুরা নরাধারে অখিলের পতি ।
 খলির ভিতর যেন ঐরাবত হাতী ॥
 জীবের বুদ্ধিতে লাগে অসম্ভব কাণ্ড ।
 কেন না অত্যন্ত ক্ষুদ্র ধারণার ভাণ্ড ॥

বৃহতে অবোধ্য যেন পরম ঈশ্বর ।
 তেমতি অবোধ্য তিনি অপর ভিতর ॥
 নরাধারে ঐশ্বর্যাদি সমভাবে রাজে ।
 রক্ষের সম্পত্তি যেন অতি ক্ষুদ্র বীজে ॥
 অসীম অনন্ত সত্য অধিতীর তিনি ।
 পরমেশ পরাংপর অখিলের স্বামী ॥
 কিন্তু যদি ইচ্ছা তাঁর হয় মনে মনে ।
 অবতারবেশে এই মর্ত্যে আগমনে ॥
 সংশয়-সন্দেহশূন্য বুদ্ধিবে বারতা ।
 আসিতে পারেন হেন ধরেন ক্ষমতা ॥
 আসিতে পারেন আর আসেন ধরায় ।
 মানুষের মত বেশে ধীর নর-কায় ॥
 সঙ্গে ল'য়ে আপনার সারবস্তু সব ।
 মহৈশ্বর্য শক্তি আদি বাঘব বৈভব ॥
 অবতারে হন তিনি মানব-আকার ।
 উপমা সহিত তাহা নহে বুদ্ধিবার ॥
 তিনিই তাঁহার মাত্র উপমার স্থল ।
 অসুভব-প্রত্যক্ষের বিষয় কেবল ॥
 উপমায় কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র মিলে ।
 দুগ্ধবতী গাভী গরু তুলা এই স্থলে ॥
 যে অংশ গাভীর তুমি কর পরশন ।
 লেজ খুর শৃঙ্গ কিবা সেইখানে মন ॥
 ইহা অতি সত্য কথা মনে জানা স্থির ।
 অঙ্গাংশে পরশ হয় পরশ গাভীর ॥
 সেই মত অনন্তের সার বস্তু রহে ।
 সীমাবদ্ধ চৌদ্দপুরা অবতারদেহে ॥
 করণায় নরমূর্তি বিহু ভক্তিবশ ।
 অবতারসম্পর্শে হয় অনন্তে পরশ ॥
 গাভীর সারাংশ দুধ অতিশয় মিঠে ।
 লেজে খুরে নাহি মিলে মিলে মাত্র বীটে ॥
 সেই মত ঈশ্বরের ভক্তি-প্রেম সার ।
 অস্ত্রে না মিলে মিলে যেথা অবতার ॥
 সেই হেতু পুণ্ড্রিক বিহু সনাতন ।
 ইচ্ছাময় শিবময় পতিত-পাবন ॥

ধারণ করিয়া দেহ আসেন ধরায় ।
 ভক্তিহীন জ্ঞানহীন জীবের শিক্ষায় ॥
 আগুনের সত্তা বটে আছে সব ঠাই ।
 বেশী যেন কাঠে হেন অস্ত্রেতে নাই ॥
 সেইমত ঈশ-তত্ত্ব বত অবতারে ।
 এতক কিসেও নাই সৃষ্টির ভিতরে ॥
 ঈশ্বরের তত্ত্ব কিবা বিবরণ তাঁর ।
 যতপি কাহার হয় ইচ্ছা জানিবার ॥
 সে যেমন অবেষণ সত্যতনে করে ।
 অস্ত্রেতে নয় মাত্র মহুচ্চ-আধারে ॥
 নরবপু-অবতারে শক্তি বেশী রয় ।
 কতু কতু পূর্ণভাবে তিল কম নয় ॥
 এত বলি কন প্রভু অখিলের রাজ ।
 অবতারে কি লক্ষণ করয়ে বিরাজ ॥
 আধারে উজ্জিতা ভক্তি বিকশিত পায় ।
 প্রেমভক্তি উভয়ের বচা বয়ে যায় ॥
 দিবা কিবা বিতাবরী প্রেমেতে বিহ্বল
 ভাবেভরা মাতোয়ারা যেমন পাগল ॥
 সর্বশক্তিমান বিহু পরম-ঈশ্বর ।
 অক্ষম ধরিতে তেঁহ নরকলেবর ॥
 এমত কহিলে বড় কথা হয় আন ।
 সীমাবদ্ধ শক্তি নহে সর্বশক্তিমান ॥
 কাজেই জীবের পক্ষে পরম মঙ্গল ।
 সাধু-মহাশ্রম বাক্যে বিশ্বাস কেবল ॥
 পুরাণাদি ভক্তিগ্রন্থ শ্রদ্ধাসহকারে ।
 শ্রবণ-কীর্তন-কর্ম সরল অন্তরে ॥
 হীন হয়ে কৃটবুদ্ধি বিষম কপটা ।
 মারপেঁচে স্নুকোশল পেটে মুখে ঢুটি ॥
 ধনমানবিজ্ঞানদে যেন ভিজা শোলা ।
 পদে পদে সংশয় সন্দেহ মনে মলা ॥
 পাটোয়ারী বিষয়-বুদ্ধিতে স্থপণ্ডিত ।
 হেন জনে সরলতা রহে না নিশ্চিত ॥
 সরলতাবিহনে বিশ্বাস নাহি হয় ।
 সেই ভক্তি যার নাম বিশ্বাস প্রত্যয় ॥

সরলতা কহে করে তাহার লক্ষণ ।
 উপমা ধরিয়া দেখে বালক যেমন ॥
 শিশুসম সরলতা যে আধারে থাকে ।
 রূপানিধানের রূপা অধিক তাহাকে ॥
 ঈশ্বর প্রত্যক্ষ প্রাপ্য দৃঢ় জ্ঞান সহ ।
 অমুরাগভরে তাঁরে খুঁজে যদি কেহ ॥
 হোক অবতারবাদী কিংবা বিপরীত ।
 মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তাঁর সময়ে নিশ্চিত ॥
 নিরাকার সাকার সে এক ভগবান ।
 কচি-অভিমত পথে করহ পয়ান ॥
 পরিণামে এক বস্তু এক ফল ছুটে ।
 যে দিকে সন্দেশ খাও সেই দিকে মিঠে ॥
 সাকার ও নিরাকার দৌহে সমতুল ।
 লাভের উপায় এক অমুরাগ মূল ॥
 সর্ববিধভাবযুক্ত অখিলের পতি ।
 ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি ॥
 অটল অচলবৎ আপনার ভাবে ।
 অমুরাগবেগে যেনো সিদ্ধনীরে ডুবে ॥
 হৃদয় মানিক রত্ন লাভ হয় তার ।
 জ্বলের উপরিভাগে বিফল সঁতার ॥
 ঈশ্বরের সাধনায় সাধনা-বিধান ।
 পূজা জপ ধ্যান আর নাম গুণগান ॥
 বিনা কর্মে নাহি ফল কর্ণের জীবনে ।
 কর কর্ম ভগবানলাভের কারণে ॥
 সিদ্ধি সিদ্ধি বলিয়া তুলিলে উচ্চ ভাষা ।
 কোথায় কাহার কভু হইয়াছে নেশা ॥
 আনিয়া সিদ্ধির পাতা বাটিয়া তাহারে ।
 পানীয় প্রস্তুতে যদি উদরস্থ করে ॥
 তখন তাহাতে নেশা হয় হুনিশ্চিত ।
 অমুরাগ-নেশা হেতু সাধনা বিহিত ॥
 সাধনার স্থান বিধি অতি নিরঞ্জন ।
 জন-মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে ॥
 যুক্তিযুক্ত বেড়া বাধা কচি চারাগাছে ।
 কারণ পশুতে তাহে নষ্ট করে পাছে ॥

কালে যবে মোটা বুদ্ধি ঝুড়ি কাণ্ড ভারি ।
 তখন বাঁধিলে তাহে মদমত্ত করী ॥
 হেলায় আটক রাখে অনিষ্ট বিহনে ।
 তেন ধারা যাবতীয় সাধকের গণে ॥
 প্রথমে গোপনে কর্ম সমুচিত হয় ।
 যদবধি হরিপদে ভক্তি-লাভ নয় ॥
 বিশ্বাস বিমল ভক্তি-বলে বাঁধি ছাতি ।
 সংসারে প্রবেশে পরে নাহি কোন ক্ষতি ॥
 মনরূপ দ্রুমে পাতি দধি নিরঞ্জনে ।
 মহন করিয়া জ্ঞান-ভক্তির মাথনে ॥
 ভাসাইয়া রাখ যদি সংসারের নীরে ।
 মিশিবে না ভাসিবেক তাহার উপরে ॥
 কিন্তু এই মন-দ্রুমে দ্রুমে অবস্থার ।
 সংসারের জলে কেহ যত্নপি ভাসায় ॥
 দ্রুমে নাহি রহে দ্রুমে যায় মিশাইয়া ।
 আপনার রূপগুণ বর্ণ হারাইয়া ॥
 সাধন-ভজনকর্মে যেনো শক্তিহীন ।
 সংসারের গুরুভারে দেহ জীর্ণ ক্ষীণ ॥
 তারে বিধি দিলা প্রভু দয়ার সাগর ।
 আশ্রোজ্ঞাননামা দিতে হরির উপর ॥
 অবিকল রীতি যথা বিভালাশাবকে ।
 মিউ রবে রহে সেথা মা যেনো রাখে ॥
 অস্ত্রে যাইতে কভু চেষ্টা নাহি তার ।
 যত্নপি সেখানে হয় জীবন-সংহার ॥
 ভার সমপিয়া যায় করিলে বিশ্বাস ।
 নিশ্চয় সময়ে হয় পূর্ণ মন-আশ ॥
 আছয়ে ত্রিবিধ সিদ্ধ স্তন সমাচার ।
 নিত্যসিদ্ধ কর্মসিদ্ধ রূপাসিদ্ধ আর ॥
 নিত্যসিদ্ধ নিত্যযুক্ত বৈদ্যবিশিষ্টা ।
 স্বভাবতঃ রাগান্বিতা ভক্তি-প্রেমে ভরা ॥
 চিরন্তন ঈশ্বরের অঙ্গেতে জনম ।
 উপমা পাতাল-কোড়া শিবের মতন ॥
 কামিনী-কাঞ্চে নাহি রাখয়ে পিরীতি ।
 স্বভাবতঃ তে-সবার মোমাছির রীতি ॥

ঈশ্বরের পদাঙ্কে ঘুরিয়া বেড়ান।
 হরি-রস রূপ মধু শুধু করে পান ॥
 সাধ্য-সাধনায় সিদ্ধ যেবা ভাগ্যবান।
 অপর শ্রেণীর তেঁহ কর্মসিদ্ধ নাম ॥
 অনেক কষ্টের কর্ম বহু শ্রম তার।
 ঘুরে ঘুরে নদী পার যেন বরিয়ায় ॥
 রূপাসিদ্ধ বেই জন ধন্ত রূপাবল।
 অনার্যাসে ঘরে বসে খায় পাকা ফল ॥
 সাধন ভজন নাহি আবশ্যক তার।
 যেখানেতে ঈশ্বরের রূপার সঞ্চার ॥
 যেমন বিউনি হাতে নাহি প্রয়োজন।
 বহে যদি স্নানীতল মলয় পবন ॥

বিবেক বিরাগ বিনা শাস্ত্র-আলোচনা।
 সে কেবল অবিভার মাত্র বিড়ম্বনা ॥
 হাজার থাকিলে শক্তি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা।
 তাঁহাতে না দিলে ডুব নাহি পায় ধরা ॥
 শাস্ত্রেতে উল্লেখ মাত্র লাভের উপায়।
 বিশেষ বুঝিয়া দেখ পত্র উপমায় ॥
 পত্রে লেপা পাঠাইতে সন্দেশ কাপড়।
 পাঠান্তে পত্রের আর রহে না আদর ॥
 সারমর্ম সন্দেশ কাপড় রাখি মনে।
 পত্র ফেলে দিয়া যায় বস্তুর সন্ধান ॥
 সন্ধান যে করে তাঁর ব্যাকুল অন্তরে।
 নিশ্চয় তাহার তাঁর রূপাদৃষ্টি পড়ে ॥
 যে রূপার বলে মিলে হরিশরশন।
 দরশন পরে রঙ্গে কথোপকথন ॥
 মনে কল্পনায় নহে প্রত্যক্ষ চাক্ষুসে।
 তোমার আমার যেন এক ঠাই বসে ॥
 এত বলি খেদসহ কহিলেন রায়।
 কারে বলি কেবা করে বিশ্বাস কথায় ॥
 সাধনা শাস্ত্রের সার প্রভুর বচন।
 সন্তপ্ত চিত্তের স্তব্ধ-শান্তির আশ্রম ॥
 সাহস-ভরসাভরা অক্ষরে অক্ষরে।
 দীন হৃদী হৃৎকল ভবনদীপারে ॥

আসক্তির কূপে মগ্ন যত জীবগণ।
 দারা-পুত্র-ধন-মানে গত প্রাণমন ॥
 স্তনিলে ভ্যাগের কথা রোমাঞ্চিত কার।
 কানেতে অনুজ দিয়া ছুটিয়া পলায় ॥
 দমায় কাতর হিয়া প্রভু নারায়ণ।
 পতিত-উদ্ধার-কাঞ্চে মর্ত্যে আগমন ॥
 বিবিধ উপায় কৈলা বিবিধ বিধান।
 যাহে জীব হরি-পথে হয় আগম্যান ॥
 সন্নিধানে আসে যারা সমস্ত-বিশেষে।
 গঁটে বেঁধে দেন রত্ন বারেক পরশে ॥
 যোগেশে মুনীশে বাহা বহ্ন্যারাসে পায়।
 কাহার প্রাপ্তির আসে আশু কেটে যায় ॥
 মানের কাঙ্গালী গৃহী যারা আসে কাছে।
 নমস্কার সবাগ্রে আসন-দান পিছে ॥
 স্নমধুর সন্তাষণে কুশল-জিজ্ঞাসা।
 সবিশেষ পরিচর কি কারণ আসা ॥
 হইলে মধ্যাহ্নকাল আহারের বোজ।
 নানা দ্রব্য ত্রীমন্দিরে আসে রোজ রোজ ॥
 রসাল সুমিষ্ট ফল তাকে গাদা করা।
 শিকায় মিষ্টির হাঁড়ি দিনেরেতে ভরা ॥
 সর্বানুপ্রতিভ প্রভু সর্বভূতে বাস।
 লোকিকে কেবলমাত্র কথায় তল্লাস ॥
 সর্বজ্ঞজ্ঞগুণে কিন্তু সব আছে জানা।
 কে কি কোথা কেন কার কিরূপ বাসনা ॥
 যে রসে মজ্জিবে মন যাহে পুষ্কির।
 তারে দেন সেই রস রসের সাগর ॥
 বাহাতে বাহার কচি তাই দিয়া তায়।
 হরি পথে আকৃষ্ট করেন প্রভুরায় ॥
 নাহি যায় সংসারীর আসক্তি সংসারে।
 অথচ মঙ্গল নাই যদি নাহি ছাড়ে ॥
 সেই হেতু সংসারীর মঙ্গল বিধায়ে।
 কি বলিলা প্রভুদেব গুন মন দিয়ে ॥
 সাধনভজন পক্ষে সংসার-আশ্রম।
 অতি নিরাপদ ঠাই কিল্লার মতন ॥

কামিনীকাঞ্চন তথা আছে মুতিমান ।
 নিরাসক্তভাবে রবে সদা সাবধান ॥
 সবিচারে উভয়ের করিলে ব্যাভার ।
 সাধন-সমরে করে মহা উপকার ॥
 প্রকৃত সংসারী যেবা তাহার লক্ষণ ।
 সংসারে কেবল দেহ হরিপদে মন ॥
 নিকাম নিলিপ্তভাবে সংসারের কাজ ।
 মন্থানি হরিপদে করিবে বিরাজ ॥
 নিলিপ্ত কেমনে হবে তাহার উপায় ।
 শুন কি বিধান তাহে দিলা প্রভুরায় ॥
 সংসারীর উপযুক্ত নিরঞ্জে বাস ।
 অধিকন্তু বৎসরেক ন্যূনে এক মাস ॥
 ঈশ্বরচিন্তায় কালে রবে অবিরত ।
 প্রার্থনা করিবে তাঁর হয়ে ব্যাকুলিত ॥
 মনে মনে জানাইয়ে পরম-ঈশ্বরে ।
 হে হরি আমার কেহ নাহি ত্রিসংসারে ॥
 বাহাদিগে বলি আমি আপনার জন ।
 তাহার। কেবল দিন দুয়ের মতন ॥
 তুমি হরি একমাত্র সর্বস্ব আমার ।
 বিবশ সংসার-সিদ্ধি পাবের কাণ্ডার ॥
 পথহার। জনে দাও বলিরা উপায় ।
 কেমন করিয়া আমি পাইব তোমায় ॥
 যত দিন সাবালক নহে পুত্রগণ ।
 তদবধি সমুচিত লালনপালন ॥
 পতিপ্রাণা রমণী যতাপি রহে তার ।
 ভরণপোষণে রবে বিহিত বোগাড় ॥
 ধর্ম-উপদেশ-শিক্ষা সর্বথা প্রকারে ।
 যত দিন রবে প্রাণ দেহের ভিতরে ॥
 সক্ষম রাখিবে কিছু তাহার কারণ ।
 তোমার বিগতে হবে ভরণপোষণ ॥
 কিন্তু যদি হয় তেঁহ অসতী-আচার ।
 রাখিতে হবে না কিছু ভবিষ্য বোগাড় ॥
 জানী গৃহী জনে বোগ্য এই সব পালা ।
 জানোদ্বায়ে খণ্ডে বটে পোহুভার-জালা ॥

গৃহীর কর্তব্য তবে হয় হস্তান্তর ।
 পোষ্যের পোষণে চিন্তা করেন ঈশ্বর ॥
 নাবালক রেখে যদি মরে জমিদার ।
 তখনি কোম্পানি লয় বালকের ভার ॥
 পাঠাইয়া অছি এক আপনার জন ।
 বালকে বিষয়ে করে রক্ষণাবেক্ষণ ॥
 জনক বশিষ্ঠ বাস নিলিপ্ত সংসারী ।
 দুই হাতে ঘুরাতেন দুই তরবারি ॥
 একখান জ্ঞান আর কর্ম একখান ।
 জ্ঞানহীন সংসারীতে জ্ঞানে না সন্ধান ॥
 অদ্বন্দ্বেরে অদ্বন্দ্বকা জ্ঞানে আত্মা রাখে ।
 জানী জনে ভগবানে চোখে চোখে দেখে ॥
 যতক্ষণ নহে জ্ঞান ততক্ষণ তিনি ।
 জ্ঞান-রত্ন-লাভে হয় সেই তিনি ইনি ॥
 সতত রূদ্রমধ্যে হরি-দরশন ।
 এই হয় ঠিক ঠিক জ্ঞানীর লক্ষণ ॥
 অপর লক্ষণ কিবা শুন পরিচয় ।
 দেহাশ্রয়বুজির হয় একেবারে লয় ॥
 স্বতন্তর বোধ হয় দেহেতে আশ্রয় ।
 শুকজল খোড়ো নারিকেল উপমায় ॥
 শস্ত্রের সঙ্গেতে মালা ভিন্ন হয় কালে ।
 খটুখটু করে শব্দ হাতে নাড়া দিলে ॥
 আর এক তাহার তুলনা পরিপাটি ।
 দুই তিন বৎসরের শুক আম আঁঠি ॥
 দেহেতে আশ্রয় যার ভিন্ন হয়ে যায় ।
 সে হয় জীবন-মুক্ত বেড়িয়ে বেড়ায় ॥
 জীবনমুক্তের দশা বুঝিয়ে নিশ্চিত ।
 দেহ-স্বখে হুঃখে তেঁহ সধক্ষরহিত ॥
 জ্ঞানীর লক্ষণে আর শুনহ প্রমাণ ।
 যখন সে শুনে কানে ঈশ্বরের নাম ॥
 তখনি পুলক অঙ্গে চক্ষে বঃহ নীর ।
 নিজে হারা প্রাণে সারা রোমাঞ্চরীর ॥
 আসক্তি গিয়াছে তাঁর কামিনীকাঞ্চনে ।
 মনোরথ সিদ্ধ পূর্ণ হরি-দরশনে ॥

বিষয়ের রসে মন বিগুঞ্চ বেথায় ।
 হরি-উদ্দীপনা তাঁর কথার কথায় ॥
 উপমা ইহাতে এক অতি পরিপাটি ।
 যেমন বিগুঞ্চ দিগ্নাশ্রয়ের কাঠি ॥
 ঘথিলেই একবার জলে উঠে ভাল ।
 বিদূরিত তমোজ্বাল ঠাই করে আলো ॥
 বিষয়ের আসক্তিতে আর্দ্র বেথা মন ।
 সে মনে না হয় কভু হরি উদ্দীপন ॥
 ভিজা মন শুকাইতে কেবল উপায় ।
 ব্যাকুল অন্তরে খালি ডাকা শ্রামা-মায় ॥
 মায়ে যদি হয় বোধ মায়ের মতন ।
 তিলেকে বিষয়-রসে শুষ্ক হয় মন ॥

আসন্ন সময়ে বাহে মনে পড়ে মায় ।
 জীবের উচিত চিন্তা তাহার উপায় ॥
 অস্ত্রিমে স্মরিয়া তাঁরে ছাড়ে যে জীবন ।
 পুনরায় নহে আর ঋতুর জনম ॥
 ঈশ্বরের নামে পদে রাখিয়া বিশ্বাস ।
 উপায়ের হেতু নিত্য করিবে অভ্যাস ॥
 আচার্যগিরির কর্ম কঠিনাতিশয় ।
 মায়ের আদেশ-শক্তি বিনা নাহি হয় ॥
 সামান্য মানুস গায়ে কিবা বল তার ।
 বাহাতে করিতে পারে জীবের উদ্ধার ॥
 উদ্ধার মুক্তির নাম বন্ধনে মোচন ।
 বাহাতে না হয় আর পুনশ্চ জনম ॥
 ভুবনমোহিনী মায়ার ধার হাতে গড়া ।
 কাহার শক্তি দেয় মুক্তি তিনি ছাড়া ॥
 একা সে সচ্চিদানন্দ গুরু কর্ণধার ।
 তাঁহার ইচ্ছায় মাত্র মায়ার নিস্তার ॥
 সৎ-গুরু পায় যদি কোন ভাগ্যবান ।
 সঙ্কর উদ্ধার সর্ব পাশে পায় জ্ঞান ॥
 উপমায় ভেদ যেন বেশী নাহি ডাকে ।
 বিশ্বধর ভুজঙ্গমে ধরিলে তাহাকে ॥
 বিষহীন চৌঁড়ায় ধরিলে কিন্তু তার ।
 নিরন্তর ডাকে তেঁহ মর্ম-বেদনায় ॥

নিরন্তর রব কেন শুন বিবরণ ।
 গিলিতে ছাড়িতে চৌঁড়া উভয়ে অক্ষম ॥
 সেইমত সৎ গুরু ধরেন বাহার ।
 দুই তিন ডাকে তার অহংকার যায় ॥
 এই অহংকার মায়ার ঘন-আবরণ ।
 লুকায় যে রাখে কৃষ্ণ মুরলী-বদন ॥
 যেবা পড়ে কাঁচা-গুরু-চৌঁড়ার পাল্লায় ।
 ভবের বন্ধনে মুক্তি কখন না পায় ॥
 গুরু শিষ্য উভয়ের দ্বারূপ যন্ত্রণা ।
 কানার কি হবে যদি নেতা হয় কানার ॥
 মায়ার অহংকার কিবা ঘন-আবরণ ।
 বাথানিয়া এইখানে প্রভুদেব কন ॥
 মেঘ যেন ঢাকে সূর্যে জগতলোচনে ।
 মায়ার লুকায় তেন রাখে ভগবানে ॥
 নিকটে ঈশ্বর জীব দেখিতে না পায় ।
 মায়ার আবরণ রাখে তাঁহার মায়ার ॥
 আড়াই হাতের দূরে রামচন্দ্র বান ।
 মায়ার রূপা সীতাদেবী মধ্যে ব্যবধান ॥
 সেহেতু লক্ষ্মণ জীব দেখিতে না পায় ।
 হর্বাদলশ্রাম রাম কাছে আগে যায় ॥
 ঈশ্বর সান্নিধ্যে কত ঈশ্বর কোণায় ।
 বিধিতে বাথানিয়া কন প্রভুরায় ॥
 জীব তো সচ্চিদানন্দ তাঁহার স্বরূপ ।
 মায়ার উপাধি-ভেদে ভুলিয়াছে রূপ ॥
 মায়ার উপাধির ভেদে যত জীবগণ ।
 নানাভাবে নান্যরূপে বিভিন্ন রকম ॥
 মায়ার অহংকারে ভিন্ন কি প্রকার সেটি ।
 জলের উপরিভাগে ঠিক যেন লাঠি ॥
 এক জল তাহে লাঠি ফেলার কারণ ।
 হুভাগে বিভক্ত জল হয় দরশন ॥
 হেথা লাঠি অহংকার উপাধি কেবল ।
 দেখিবে লইলে তুলে খালি এক জল ॥
 এই অহংকারোপাধি করিলে বর্জন ।
 তখনি তোমাতে হবে তব দরশন ॥

গিন্মানে হইতে পারে অহংকারহীন ।
 কিন্তু সেই জ্ঞানলাভ বড়ই কঠিন ॥
 ঐব নষ্ট অহংকার সমাধিহু জনে ।
 মন যবে সহস্রার লগ্নমের ভূমে ॥
 জীবৈ বন্ধ যে আমি বা অহংকারে করে ।
 সে আমি বজ্জাত আমি কাঁচা বলি তারে ॥
 এই আমি ভবপাশে বন্ধনের গোড়া ।
 ইহারে না যারা যায় যোল আনা খাড়া ॥
 একান্ত যত্নপি এই আমি নাহি মরে ।
 দাস আমি হয়ে রহ তাঁহার গোচরে ॥
 দাস আমি আমি বটে কিন্তু সেটি পাকা ।
 জলের উপরে নহে লাঠি মাত্র রেখা ॥
 প্রধান উদ্দেশ্য ইহা লইয়া জনম ।
 যে কোন উপায়ে করা হরি দরশন ॥
 হরিপুরে বাইবারে হরিদরশনে ।
 সহজ ভক্তির পথ হালের আইনে ॥
 দরশন যেন তেন ভক্তিতে না পায় ।
 প্রেমাভক্তি রাগভক্তি দরশনোপায় ॥
 প্রেমে অল্পরাগে এই ভক্তির গঠন ।
 মনের প্রকৃতি সেখা প্রমত্ত বারণ ॥
 বারণ না মানে ধায় পরান বিহ্বল ।
 ছিন্ন করি জ্ঞাতিকুলশীলের শিকল ॥
 মনে নাই আছে কিনা আছে দেহখানি ।
 কৃষ্ণের লাগিয়া যেন ব্রজের গোপিনী ॥
 আর এক আছে ভক্তি বৈধী নামে জানা ।
 ধর্ম যার খালি কর্ম ধ্যান-আরাধনা ॥
 বহুকাল জপপুজা কৈলে আচরণ ।
 ক্রমে ক্রমে রাগাত্মিকা ভক্তিরত্নধন ॥
 শাস্ত্র-বিধি সব যায় রাগাত্মিকা এলে ।
 শুদ্ধ পত্র তৃণ যেন উড়ায় ভিঁড়ুলে ॥
 কর্ম-বুদ্ধ-উৎপাটন সহ শক্ত গোড়া ।
 প্রেমিকের ভিন্ন গতি বেদবিধিছাড়া ॥
 বিশ্বগুরু কল্পতরু প্রভু গুণধাম ।
 প্রতি ধর্মপন্থিমাতে আশ্রয়ের স্থান ॥

শাক্ত শৈব কর্তাভজা বহুল বহুল ।
 নবরসিকের মতে সাধক বাউল ॥
 পঞ্চনামে উপাসক বৈষ্ণবের দল ।
 রামায় সন্ন্যাসী সাধু অতিথিসকল ॥
 দ্বিবিধ বেদান্তবাদী জ্ঞানমার্গে ধারী ।
 শিথজ্ঞাতি অবিহিত নানকপন্থীরা ॥
 ইদানীর ব্রহ্মজ্ঞানী নূতন ধরন ।
 দরবেশি আল্লাভজা জাতিতে যবন ॥
 আর আর বহুবিধ বাহুল্য বাখান ।
 রাজধর্ম-অবলম্বী মেচ্ছ খ্রীষ্টিয়ান ॥
 সহস্র সহস্র কত ধর্মহীন জনা ।
 কোন্ মতে পথে যাবে জানে না ঠিকানা
 এ ছাড়া গাছের পাখী প্রভুপদে মন ।
 অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গগণ ॥
 সুবিখ্যাত শাস্ত্রবেত্তা দেশে সুবিদিত ।
 ইন্দ্রেশ্বর গৌরী ঞ্জারে পরম পণ্ডিত ॥
 ধীর একে তাহে সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধনে ।
 হীরকের খণ্ডে যেন মণ্ডিত কাঞ্চনে ॥
 নৈয়ায়িক নারায়ণ শাস্ত্রী গুণধর ।
 কাটীলা যে বহুকাল প্রভুর গোচর ॥
 চতুর্বেদ যুঁতিমতী ব্রাহ্মণী যে জন ।
 শ্রীপ্রভু করেন যবে সাধনভজন ॥
 হঠাৎ আসিয়া যেবা প্রভুর নিকটে ।
 গৌরান্ধাবতার প্রভু পুরীমধ্যে রটে ॥
 তোতাপুরী প্রভুদেবে দিলা যে সন্ন্যাস ।
 কাটাইলা পুরীমধ্যে একাদশ মাস ॥
 বর্ধমান-অধিপের সভার পণ্ডিত ।
 নানাশাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা খ্যাতি-সমধিত ॥
 নাম পদ্মলোচন ধীরেন্দ্র এক জনা ।
 প্রভু-দরশনে ধীর সফল বাসনা ॥
 দরানন্দ সরস্বতী বৈদ্যাস্তিক জন ।
 কালীর মঠের তাঁর চেলা অগণন ॥
 শ্রীপ্রভুর সমাধিহু অবস্থা দেখিয়া ।
 বিষয়ে কহিলা যেবা আক্ষেপ করিয়া ॥

শাস্ত্রপাঠিগণে করে বোলের ভক্ষণ ।
 মহাপুরুষেরা খান কেবল মাখন ॥
 মহাভক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি ।
 প্রভুরে দেখিয়া হৈলা বাক্যহারি যিনি ॥
 ব্রাহ্মভক্তচূড়ামণি কেশব সজ্জন ।
 গোপনে পুঞ্জিলা যেবা প্রভুর চরণ ॥
 দীনবন্ধু ছায়রত্ন কোলগরে ঘর ।
 যে মাগিল পরাক্ষর প্রভুর গোচর ॥
 শ্রীমাদপদ ছায়রত্ন খ্যাত সাধারণে ।
 লুটাইলা যেবা মোর প্রভুর চরণে ॥
 কুঁচাকুলে খ্যাতনাম শ্রীরাম পণ্ডিত ।
 প্রভু ভগবান যার ধারণা নিশ্চিত ॥
 এইসব ধীরবর্গ সাধু ভক্তগণে ।
 ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা কথোপকথনে ॥
 শ্রীবদনে যাবতীর কহিলা গোঁসাঁই ।
 তার মধ্যে শাস্ত্র-গ্রন্থ কিছু বাধ নাই ॥
 সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে অজাবধি যত ।
 যাবৎ ঘটনাবলী সকল কথিত ॥
 সরল ভাষায় আর সংক্ষেপ প্রকারে ।
 শিশু বালকেও যেন বুঝিবারে পারে ॥
 পরিহরি নিদ্রাহার জগতগোঁসাঁই ।
 কত যে কহিলা তার লেখাঙ্কোথা নাই ॥
 কষ্টসাধ্য নানাবিধ সাধনভঞ্জে ।
 গিয়াছে গানের বল শারীরিক শ্রমে ॥
 শ্রীঅঙ্গের অস্থি-মাংস কোমল এমন ।
 ননীতে গঠিত যেন এতই নরম ॥
 এখন কেবল মাত্র রসনায় জোর ।
 হিত-উক্তি-উপদেশে সত্য বিভোর ॥
 কহিতে কহিতে প্রভু অবসন্নপ্রায় ।
 ভাবাবেশে বলিতেন সযোষিরা যার ॥
 একা আমি কত কব না যার কথনে ।
 শক্তি দেহ বিজয়ে গিরিশে আর রামে ॥
 আর আর ভক্তিমান দুই-এক-জন ।
 পৃথিমধ্যে নামোল্লেখ তাঁদের বারণ ॥

জীবহিতত্রয় প্রভু মঙ্গলনিদান ।
 জীবের কল্যাণে কৈলা আপনারে দান ॥
 আপনারে দান কিসে স্তন মন দিয়া ।
 সাধন ভঞ্জন সব জীবের লাগিয়া ॥
 সোহনার ভগ্নবাস্তব শারীরিক বল ।
 দহেতে আছিল মাত্র পরান কেবল ॥
 তাও এবে ওঠাগত রসনা-চালনে ।
 পরে একেবারে দান জীবের কল্যাণে ॥
 কহিতে দারুণ কথা বিদরে হৃদয় ।
 লীলাগীতি শুনে পরে পাবে পরিচয় ॥
 কষ্টই পঞ্চম ভূমি বেদের বচন ।
 যেই ঠাঁই অবস্থিতি কৈলে পরে মন ॥
 ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা একমাত্র স্মরে ।
 অবিরত দিব্যরাত্র রসনার দ্বারে ॥
 এই ঠাঁই শ্রীগোঁসাঁই অধিক সময় ।
 জীবের দিতে ঈশতত্ত্ব বহুবাক্যব্যয় ॥
 সেই হেতু শ্রীকণ্ঠের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ।
 সামান্য বেদনাবোধ হইল এক্ষণে ॥
 পশ্চাতে ভীষণ হেন বলিবার নয় ।
 যাহার বাতনা কষ্টে পরানসংশয় ॥
 এতেক প্রভুর কষ্ট জীবের কারণে ।
 তবু না চাহিল জীব শ্রীচরণপানে ॥
 হার প্রভু জীব নামে মোরা কিবা জীব ।
 দেখিয়া জীবের বুদ্ধি সাহিয়ার জিব ॥
 জীবজাতা শিবময় ভূমি সনাতন ।
 পাপতাপহারী হরি পতিত-পাবন ॥
 রূপাসিন্ধু দীনবন্ধু বিভূ পরমেশ ।
 অজ্ঞানতিমিরনাশ বিশ্বগুরুবেশ ॥
 সচ্চিৎ-আনন্দময় শানবমুরতি ।
 পূর্ণব্রহ্ম লীলা-প্রিয় অগতির গতি ॥
 রতি মতি দিয়া পদে করুণানিদান ।
 অথমে শরণাগলে কর পরিত্রাণ ॥
 আরম্ভ হইল এই গল্পদেশে ব্যথা ।
 পরে কি হইল পাবে পশ্চাতে বারতা ॥

রামকৃষ্ণ-লীলাকথা অমৃত-সমান ।

শ্রবণ-কীর্তনে হয় পরম কল্যাণ ॥

সংসারের স্বখে হুখে পেতে দিয়া ছাতি ।

একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥

ভক্তের ঠাকুর

জয় প্রভু রামকৃষ্ণ বিখণ্ডরু যিনি ।

জয় মাতা শ্যামাসুতা জগৎ-জননী ॥

জয় জয় যাবতীয় ভক্ত দৌহাকার ।

এ অধম পদ-রজ মাগে সবাকার ॥

স্বয়ং লীলাকথা অতি স্থললিত ।
 অক্ষরে অক্ষরে তাহে বরখে অমৃত ॥
 নিশ্চিত নীতল প্রাণ শ্রবণ কীর্তনে ।
 প্রেমভক্তি পায় স্মৃতি ভারতীর গুণে ॥
 আক্সামত শ্রীপ্রভুর দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ।
 ঘাইতে দক্ষিণেথরে কৈলা আরোহণ ॥
 সঙ্গে ল'য়ে ভক্তিমতী সরলা গৃহিণী ।
 আর তাঁর পুরুকেশা বুদ্ধক জননী ॥
 বিহারী মুখুজ্যে এক আপনার জন ।
 কোল শান্ত প্রভুপদে ভক্তি বিলক্ষণ ॥
 যার প্রতি দেবেন্দ্রের পড়ে রূপা-কণা ।
 সেখানে নিশ্চয় হয় প্রভুর করুণা ॥
 স্বচক্ষে লীলার হাটে কৈছু দরশন ।
 প্রভু রাজি রাজি যেথা দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥
 বিহারী গরীব বড় বাহারিতে ঘর ।
 অর্থ-উপার্জনে আসে শহর-ভিতর ॥
 দৈবযোগে দেবেন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় ।
 সম্মানের সম গণি দিলেন আশ্রয় ॥
 পাত্র দেখি পুত্রোপেক্ষা করেন যতন ।
 চাকরি করিয়া দিলা মনের মতন ॥

অর্থ-পরমার্থে হ'য়ে পূর্ণ অভিলাষ ।
 জনশ্রুতি কহে সংসঙ্গে কালীবাস ॥
 দেবেন্দ্রের রূপায় তাহারে রূপাবান ।
 ভক্তাধীন ভক্ত-প্রিয় প্রভু ভগবান ॥
 প্রভুদেব একদিন দেবেন্দ্রকে কন ।
 বিহারী প্রকৃত সিদ্ধ কোল একজন ॥
 শুন দিনেকের কথা কহি তোরে মন ।
 সরস্বতী পূজা করে বিহারী ব্রাহ্মণ ॥
 প্রত্যক্ষ দর্শন মূর্তি মাটি দিয়া গড়া ।
 হেলে হলে খেলে যেন জীবন্তের পারা ॥
 বিহারীর পূজা এত ভক্তি সহকারে ।
 চিন্নরীর আবির্ভাব মুম্বর-আধারে ॥
 সেই সে বিহারী আজি মহাভাগ্যবান ।
 দেবেন্দ্রের সঙ্গে প্রভু-দরশনে বান ॥
 বহু অগ্রে শুনেছেন দেবেন্দ্রের মাতা ।
 পুরীর মধ্যে তো আছে অনেক দেবতা ॥
 সেহেতু দেবতাদের পূজার কারণে ।
 শুড়ের বাতাসা কিছু আনাইলা কিনে ॥
 সেগুলি পুটুসিঁদায়ে করিল বন্দন ।
 এ বিষয়ে জীজ্ঞাসিতর ব্যবস্থা যেমন ॥

ব্যাপার গোপনে রহে কেহ নাহি জানে ।
 দেবেন্দ্র মিষ্টান্ন লন প্রভুর কারণে ॥
 তরী-আরোহণে হয় গমন তথায় ।
 যেখানে বিরাজমান রামকৃষ্ণবায় ॥
 নিদ্রাবের কাল ইহা অতি ভয়ঙ্কর ।
 প্রচণ্ড মার্তও জলে মাথার উপর ॥
 আড়াই প্রহর বেলা গগনে এখন ।
 ছোট খাটে উপবিষ্ট প্রভু নারায়ণ ॥
 একে একে প্রণাম করিলা সবে তাঁর ।
 বুড়ী খালি শ্রীপ্রভুর মুখপানে চায় ॥
 বাৎসল্য উদয় হৈল প্রভুর উপরে ।
 অকল্যাণ হবে তাই প্রণমিতে নারে ॥
 অন্তর ব্রহ্মী তবে উঠিয়া বসিতে ।
 বালকের মত প্রভু ধরিলেন হাতে ॥
 মাতৃবৎ সম্ভাষণ করিয়া তাঁহার ।
 বুড়ীরে বসান প্রভু নিজের খড়ায় ॥
 শিশুসম এক পাশে আপনি বসিয়ে ।
 কথোপকথন কত যেন মায়ে পোয়ে ॥
 বুড়ীর আনন্দ এত নাহি লেখাশোখা ।
 বাতাসার পুটুলি বগলে রাখে ঢাকা ॥
 বগলে পুটুলি আছে মোটে নাই মনে ।
 ঘন ঘন চান খালি শ্রীমুখের পানে ॥
 শিশুসম ভাষে প্রভু কহেন তখন ।
 বাতাসা খাইতে মোর হয় বড় মন ॥
 নানা দ্রব্য মন্দিরেতে সাধ নহে তার ।
 বাসনা হইল মাত্র গুড়ে বাতাসার ॥
 দেবেন্দ্র দিলেন মূল্য বিহারীর হাতে ।
 আলমবাক্সারে গিয়া বাতাসা আনিতে ॥
 সন্নিকটে দোকান নাহিক তথাকার ।
 সিকিক্রোশ দূর এই আলমবাক্সার ॥
 উর্ধ্ব্বাসে দ্রুতপদে চলিল বিহারী ।
 বাতাসার জন্য প্রভু ব্যাহুলিত ভারি ॥
 বাতাসা বাতাসা প্রভু কণে কণে কন ।
 অবিকল অল্পবয়ঃ শিশুর মতন ॥

মায়ের নিকটে যেন অতি শিশু ছেলে ।
 দ্রব্যের কারণে টানে ধরিয়া আঁচলে ॥
 ঠিক তেন প্রভুদেব করি আলিঙ্গলি !
 বাহির করিলা ঢাকা বুড়ীর পুটুলি ॥
 ভাড়াতিড়ি খুলিয়া দেখেন প্রভুরার ।
 বা খুঁজেন সেই দ্রব্য বাঁধা আছে তার ॥
 আনন্দের সীমা নাই যেন শ্রীবদনে ।
 দেবেন্দ্র কহেন তুমি বলিলে না কেনে ॥
 সুন্দর বাতাসা হেথা তোমাদের কাছে ।
 বিহারীকে অত দূর পাঠাইলে মিছে ॥
 কৃপা করি কহ প্রভু তবু সুবিশেষে ।
 গুড়ের বাতাসা এত মিঠে হৈল কিসে ॥
 শ্রীমন্দিরে নানা দ্রব্য পাত্রে পাত্রে ভরা ।
 ঢাকাসের সন্দেশ পাস্তুরা ছানাবড়া ॥
 চন্দ্রপলি ক্ষীরপুলি মনোহরা গজা ।
 বর্ধমানে সীতাভোগ মতিচূর তাজা ॥
 রকমারি ফল-মূল সহজে না মিলে ।
 গুড়ের বাতাসা মিষ্ট এ সকল ফেলে ॥
 কি দ্রব্য বিশান ছিল বাতাসা-ভিতর ।
 অণুকণা দেহ তার দয়ার সাগর ॥
 বড়ই দারুণ তৃষ্ণা রৈল মনে মনে ।
 মম স্পর্শ ভোজ্য নাহি উঠিল বদনে ॥
 অত্ৰ্য কোন বস্তু প্রভু নাহি প্রয়োজন ।
 বিনা তব সেবা-ভক্তি সেবার কারণ ॥
 দেহ যার না লাগিল তোমার সেবনে ।
 মিছার জনম তার কি ছার জীবনে ॥
 মহা ভাগ্যবান এই দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ।
 প্রভুর কৃপার কত দিব্য দরশন ॥
 ভাবানন্দে যথ মন রহে নিরন্তর ।
 সংসারে থাকিতে লাগে গায়ে যেন জর ॥
 পরিহারি গৃহবাস সন্ন্যাস-কামনা ।
 তাহার শ্রীরায় যেন বারংবার হানা ॥
 দিনেকের দারুণ খেদ মর্ম হৃৎখন্ড ।
 দণ্ডবৎ লম্বমান শ্রীপদে পতিত ॥

করহয়ে পদহর করিয়া ধারণ ।
 আৰ্ত্তনাড়ে উঠেঃস্বরে কাঁদেন ব্রাহ্মণ ॥
 ভক্তের অন্তর বৃথি প্রভু ভগবান ।
 আপনার ভাবে তবে ধরিলেন গান ॥
 ভাবে রসে গীতখানি সুন্দর কেমন ।
 যেমন অবস্থাগত তাহার মতন ॥

গীত

কেন নদে ছেড়ে সোনার গোড়র দণ্ডধারী হবি ।
 ও ভোর ঘরে বধু বিকুঞ্জিয়া ভার দশয় কি করবি ॥
 একে বিবরণের শোকে শক্তিশেল রয়েছে বৃকে ।
 তুইও কি অত্যাগী নাকে অকুলে ডুবাবি ॥

উঠাইয়া শ্রীদেবেস্ত্রে বিধগুরু কন ।
 শ্রীবাসাদি গৌরান্দের বত ভক্তগণ ॥
 কোন অংশে নহে কম সন্ন্যাসীর চেয়ে ।
 বলিতেছি রহ ঘরে কি কাজ ছাড়িয়ে ॥
 মহামন্ত্ররূপবাক্য সাঙ্ঘনা প্রভুর ।
 শুনিয়া স্থিরচিত্ত দেবেস্ত্র ঠাকুর ॥
 এহেন ভক্তের পদে মম নিবেদন ।
 কৃপা কর ছুটে যেন সংসার-বন্ধন ॥

কি সুন্দর ভক্ত সব এবার লীলার ।
 চরিত-শ্রবণে ভক্তি হয় প্রভুরায় ॥
 শুন কই আর এক ভক্তের কাহিনী ।
 শ্রীমনোমোহন মিত্র তাঁহার জননী ॥
 এখন বিধবাবস্থা পতি দেহছাড়া ।
 পতিপ্রাণা সতীদেবী পাগলের পারা ॥
 রুক্ষ কেশ রুক্ষ বেশ দেহে অবতন ।
 জীর্ণ জীর্ণ কলেবরে কেবল জীবন ॥
 আহারে আচারে ঠিক ঠিক সন্ন্যাসিনী ।
 এহেন অবস্থাপ্রাপ্ত স্বভাবতঃ তিনি ॥
 লৌকিক শাস্ত্রিক বিধি করিতে পালন ।
 বাধ্য যেন হয় অস্ত্রে কিন্তু নাহি মন ॥
 এখানে তেমন নয় শুন সমাচার ।
 ভক্তের করমকাণ্ড শাস্ত্রবিধিবার ॥

স্বভাবতঃ হয় কর্ম স্বভাবের বেশে ।
 বৃথিতে না পারে ভাব অভাগা মাহুষে ॥
 পতিভক্তি-অলঙ্কার বিতুষিত গায় ।
 কঠোর আচার মহাত্যাগিনীর ছায় ॥
 কিছু না তিরাগ কৈলা দিনেকের তরে ।
 স্তব্ধ-বলয় আর শাড়ি লালপেড়ে ॥
 বিপরীত রীতি ইহা হিন্দু বিধবার ।
 বিধবা হইলে পরা শাড়ি অলঙ্কার ॥
 তাই প্রতিবাসিনীরা করে কানাকানি ।
 কি ধারা ধরিল দেহে মিত্রের জননী ॥
 প্রবল নিজের ভাব অন্তরেতে বস ।
 কখন কাহারো বাক্যে কর্পাপাত নয় ॥
 একদিন শ্রীমন্দিরে প্রভুদরশনে ।
 সমাগতা মিত্র মাতা কল্যাণ সনে ॥
 সেই সন্ধে আসিয়াছে প্রতিবাসিনীরা ।
 তাঁহার আচারে করে দোষারোপ ঘারা ॥
 কথার প্রসঙ্গে কথা কন গুণমণি ।
 জীজ্ঞাতির ধর্ম কিবা তাহার কাহিনী ॥
 প্রাণপণে পতিসেবা ধর্ম জীজ্ঞাতির ।
 আত্মীবন পতি-পদে মতি রবে স্থির ॥
 এ নহে আমার কথা শাস্ত্রের বাথান ।
 সতীর পতিতে পঞ্চভাব বিজ্ঞমান ॥
 সধবা বিধবা এই দুই অবস্থার ।
 সমভাবে রবে সতী পতির চিন্তায় ॥
 পতির দেহান্তে সতী বৃকে স্থিরতর ।
 আছিল নখর গতি এখন অমর ॥
 এত বলি বিশেষিয়া কন ভগবান ।
 কোন এক রাজারানী তাঁহার আখ্যান ॥
 যতদিন সশরীরে ছিলেন রাজন ।
 পরিত না অঙ্গে রানী কোন আভরণ ॥
 সধবা লক্ষণ-রক্ষা পতির মঙ্গল ।
 সেহেতু ছ-খানি কলি ছ-হাতে কেবল ॥
 বিধবা হইলে পরে শুন পরিচর ।
 তিন্নাগিরা কলি পরে স্তব্ধ-বলয় ॥

কারণ জিজ্ঞাসা তাঁরে করে কোন জন ।
 বৈষ্ণব্য-দশায় কেন স্বৰ্ণ আভরণ ॥
 উত্তর করিল তারে রানী ভক্তিমতী ।
 সশরীরে নখর ছিলেন যম পতি ॥
 এখন ত্যজিয়া ভূতময় কলেবর ।
 নিজরূপে অবস্থিত অজর অমর ॥
 এত কহি অঙ্গুলিনির্দেশে গুণমণি ।
 দেখাইয়া দিলা যেথা মিত্রের জননী ॥
 অতিশয় উচ্চভাব স্নন্দর কেমন ।
 রানীর অন্তরে যেন ইহারও তেমন ॥
 যেমন ত্রীপ্রভু সঙ্গে তেন ভক্তমালা ।
 মনোহর শুন মন রামকৃষ্ণলীলা ॥
 আর দিনেকের কথা শুন বিবরণ ।
 মিত্র জননীকে প্রভু কৈলা নিমন্ত্রণ ॥
 প্রসাদ পাইতে হেথা প্রভুর মন্দিরে ।
 নন্দন নন্দিনী যত সব সমিভ্যারে ॥
 মিত্রের জননী মহা সৌভাগ্য গণিয়ে ।
 যথাদিনে উপনীত পুত্রকন্ডা ল'য়ে ॥
 আনন্দের সীমা নাই প্রভুর অন্তরে ।
 নেহারিয়া একস্তর ভক্ত-পরিবারে ॥
 একসঙ্গে বসাইয়া ভোজনকালীনে ।
 খাওয়াইতে দিয়া ভার যথাযোগ্য জনে ॥
 নিজের ভোজন-ঠাই কিঞ্চিৎ অন্তর ।
 দেওয়ালের ব্যবধান মন্দির-ভিতর ॥
 প্রভুর কি হৈল ভাব ভোজনের কালে ।
 থালায় মাছের মুড়া লইলেন তুলে ॥
 সস্তর ফেলিয়া তাহা দিলা গুণমণি ।
 যে পাতে ভোজন করে মিত্রের জননী ॥
 মহাভাগ্যবতী তবে অসঙ্কট মন ।
 গোটা মুড়া সেইক্ষণে করিলা ভোজন ॥
 নন্দন পালাট পরে আসিলে ভবনে ।
 মায়ে জিজ্ঞাসিল মুড়া খাইলে কেমনে ॥
 শুনিয়া জননী সবে করিল উত্তর ।
 প্রসাদ না হয় কভু দ্রব্যের ভিতর ॥

প্রসাদ প্রসাদ মাত্র প্রসাদ জিনিস ।
 ফল নয় মিষ্টি নয় না অন্ন আমিষ ॥
 প্রসাদের ব্যাখ্যা কিবা শুন শুন মন ।
 বুঝ যে করিলা ব্যাখ্যা সে জন কে জন ॥
 বেদব্যাক্যাদিক গুরু ভক্তে বাহ্য কর ।
 প্রভুর বিরাজ-স্থান যাদের হৃদয় ॥
 ত্রীপ্রভুর ভক্ত-পদে রাখি রতি মতি ।
 শুন ভাগবত রামকৃষ্ণ-লীলাগীতি ॥
 ভক্তের যাতনা চুঃখ লাগে ভগবানে ।
 বাহ্যিকে বাহ্যিকে নয় পরানে পরানে ॥
 প্রত্যক্ষ প্রমাণে লীলা শুন অতঃপর ।
 ভক্ত-ভগবানে নাই তিলেক অন্তর ॥
 গলায় বেদনা এই প্রথম প্রথম ।
 কোনদিন বাড়ে আর কোনদিন কম ॥
 একদিন বলিল গোলাপ ঠাকুরানী ।
 জনেক ডাক্তার আছে আমি তারে জানি
 অতি বিচক্ষণ তেঁহ সর্বজনে রটে ।
 যেখানে জামাই বাড়ি তাহার নিকটে ॥
 সরল প্রভুর ধারা বালকের ছার ।
 বলিলেন ভাল কালি বাইব তথায় ॥
 পরদিন প্রত্যুখে উঠিয়া গুণমণি ।
 সঙ্গে লাট্টু কালী ও গোলাপ ঠাকুরানী ॥
 চলিলেন শহরেতে ভরী-আরোহণে ।
 গঙ্গার উপরে নানা কথোপকথনে ॥
 এই কালী কালীচন্দ্র বালক বয়েস ।
 মা-বাপ ছাড়িয়া রহে যেথা পরমেশ ॥
 প্রভুর সেবায় রত দিবস-যামিনী ।
 মার কাছে যেমন গোলাপ ঠাকুরানী ॥
 মহাভক্তিমতী এই ব্রাহ্মণের মেয়ে ।
 গুণিতে রহিল নাম 'ভক্ত-মা' বলিয়ে ॥
 ভক্তিতে অকুতোবল লজ্জা ঘৃণা নাই ।
 ঘর যেথা মাতা আর জগৎ-গোসাঁই ॥
 প্রভুর রূপায় ভক্তি বিখ্যাসের জোরে ।
 আকারে প্রকৃতি কিন্তু পুরুষ আচারে ॥

প্রথমে সংসারী যবে আছিল। নন্দিনী ।
 এখন স্বভাব ধারা যেন উদাসিনী ॥
 মায়ার বিষাক্ত মন প্রভুপদে নাচে ।
 নির্ভয়ে গমন সঙ্গে ডাক্তারের কাছে ॥
 কুমারটুলির ঘাটে উতরিল তরী ।
 নামিলেন এইখানে করিবারে গাড়ি ॥
 লাট্টু ডাকিলেন গাড়ি শ্রীপ্রভুর লেগে ।
 বসিলেন ভক্ত-মা ঠাকুর একদিকে ॥
 অতৃদিকে লাট্টু কালীকুমার দ্বন্দ্বন ।
 এইখানে বুদ্ধিহারা এইবারে মন ॥
 কি ভাবের কোন্ ভক্ত কেবা কোন্ জনা ।
 ব্যাভার আচার দৃষ্টে আভাসেতে চেনা ॥
 পরম তিরাগী প্রভু এবার লীলার ।
 জীলাতির গাত্রগন্ধ অসহ নাসার ॥
 পরশে শ্রীঅঙ্গখানি যার একে বেকে ।
 কাঞ্চনে বেষন ধারা তেমন জীলোকে ॥
 আজি ভক্ত-মার সঙ্গে একাসনে যান ।
 বুঝিবারে শুদ্ধ-বুদ্ধি লেহ ভগবান ॥
 লীলা দেখিবার তরে কর মুক্ত আঁখি ।
 জীবনে কামনা এবে একমাত্র রাখি ॥
 পূর্ণ কর কৃপাসিদ্ধ বাহ্যকল্পতরু ।
 তমো-বিনাশন বিভূ জগতের গুরু ॥
 বিষম সমস্ত। তব্ব শুন শুন মন ।
 আকারে দর্শন নহে বস্তুর দর্শন ॥
 আকারে বস্তুরে দৌহে বিভিন্ন প্রকার ।
 আকার কেবল মাত্র বস্তুর আধার ॥
 যেন তেন চক্ষে বস্তু দেখিবার নয় ।
 বস্তু যার তাঁর কাছে জানা পরিচয় ॥
 বস্তুগত বস্তুমধ্যে সব এক জাতি ।
 আকারে পুরুষ কেহ কেহ বা প্রকৃতি ॥
 বস্তু নিরখিরে প্রভু করেন নির্ণয় ।
 কেবা কিবা কার সঙ্গে সম্বন্ধ কি হয় ॥
 সম্বন্ধ ধরিয়া হয় আচার ব্যাভার ।
 শুন তবে কহি তার কিছু সমাচার ॥

একদিন ঘোড়াগাড়ি করি আরোহণ ।
 নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে শহরে গমন ॥
 দিনকর খরতর কররাজি ঢালে ।
 শশীর সঙ্গেতে পথে দেখা হেনকালে ॥
 তাড়াতাড়ি ছুটে গাড়ি নাহিক বিরাম ।
 সেবকাগ্রগণ্য শশী পাছু পাছু ধান ॥
 গাড়ির মধ্যেতে স্থান আছে বসিবার ।
 নরেন্দ্র তাঁহারে ডাকে করিয়া চাঁৎকার ॥
 প্রভুদেব বারবার মানা তাহে করে ।
 শশীর নাহিক ঠাই গাড়ির তিতরে ॥
 নরেন্দ্র শ্রীপ্রভুদেবে কৈল প্রত্যুত্তর ।
 ক্ষতি কি যত্খণি বসে ছাড়ের উপর ॥
 তাহাতেও নারাজ হইয়া প্রভু কন ।
 হাঁটিয়া হাঁটিয়া শশী আসিবে এগন ॥
 শুন মন কার সঙ্গে বহে কিবা ভাব ।
 লীলাদৃষ্টি নহে ভাবে থাকিলে অভাব ॥
 অকলঙ্ক-কলেবর ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 স্বভাবতঃ মায়ানুজ্ঞ প্রভুপদে মন ॥
 তারে পরশিতে গাড়ি না দিলা গোসাঁই ।
 এখানে ভক্ত-মা পায় একাসনে ঠাই ॥
 প্রত্যেক ভক্তের সঙ্গে ভাব স্বতন্তর ।
 শুন লীলাকণা পরে বুঝিবে রগড় ॥
 হেথা উপনীত গাড়ি ডাক্তারখানার ।
 তিনজনে লগে সঙ্গে নামিলেন রায় ॥
 ডাক্তারের ঘশোরাশি জানা সবাকার ।
 স্নবিখ্যাত নাম ত্রুগীচরণ ডাক্তার ॥
 দরশন দিয়া তাঁয় কহেন তখন ।
 পীড়ার প্রকৃতি-আদি যত বিবরণ ॥
 বিচক্ষণ চিকিৎসক মনে বিচারিয়ে ।
 ঔষধ প্রদান কৈল এক টাকা লগে ॥
 পাটুটিয়া প্রভুদেব ভক্তদের সনে ।
 পথে পথে উপনীত বিডনবাগানে ॥
 শহরের মধ্যে ইহা স্নন্দর বাগান ।
 সেখানেতে ভক্ত-মারে তিলক দেখান ॥

রকমারি বৃক্ষ লতা ইহার ভিতরে ।
 সিমেন্টে তিলক-চিত্র আঁকা চারিধারে ॥
 একে একে নিরখিতে তিলকের মালা ।
 ক্রমশঃ গগনে হৈল অতিশয় বেলা ॥
 ধীরে ধীরে গঙ্গাভীরে যবে অগ্রসর ।
 তখন অতীত প্রায় আড়াই প্রহর ॥
 জলস্পর্শ নাই করে সব অনাহারে ।
 তরী আরোহণ কৈলা ফিরিতে মন্দিরে ॥
 কিছুদূর অগ্রসর আসিলে তরঙ্গী ।
 ক্ষুধায় আকুল হৈল সকলের প্রাণী ॥
 পেট বেন তপ্ত খোলা নাড়ী জলে চুঁয়ে ।
 উপবাসী যেন কত মাসাদি ধরিয়ে ॥
 কিছু কেহ হুখে কিন্তু বলিতে না পারে ।
 জঠরের জ্বালা খালি জঠরে সঘরে ॥
 ভক্তদের পানে চেয়ে কন প্রভুরার ।
 বড়ই পেয়েছে ক্ষুধা পেট জলে যায় ॥
 সহিতে না পারি আর ভকত-বৎসল ।
 দ্বিজাসিলা কার কাছে কি আছে সবল ॥
 লাট্টু কালী শূত্র-খলি এক বস্ত্র সার ।
 প্রভুর নিকটে থাকে সেবা করে তাঁর ॥
 ভক্ত-মা বিত্তককর্ষ বাক্য নাহি ফুটে ।
 বলিলেন এক আনা পুঁজি আছে গৈঠে ॥
 বরানগরের ঘাটে বাঁধিয়া তরঙ্গী ।
 গ্রামের ভিতরে কালী চলিল অমনি ॥
 ক্ষুধায় না চলে পদ লাগে পায় পায় ।
 কিছু পরে রসমণ্ডি আনিল ঠোঙ্গার ॥
 শুস্তিতে অনেকগুলি প্রায় চারিগুণ্ডা ।
 দেখিয়াই সবাকার প্রাণ হৈল ঠাণ্ডা ॥
 প্রসাদ পাবার আশা সকলের মনে ।
 মিষ্টিমুখে উদর পুরাবে জলপানে ॥
 সে শুড়ে পড়িল কিন্তু বালি সবাকার ।
 ভক্তের সঙ্কেতে খেলা মধুর ব্যাপার ॥
 শ্রীকরে ধরিয়া ঠোঙ্গা হুঁদিয়া নয়ন ।
 একে একে সব প্রভু করিলা ভোজন ॥

পশ্চাতে চাটিয়া পাতা দিলা ভক্ত মায় ।
 নিজে হাতে পাতাখানি ফেলিতে গঙ্গায়
 ভক্ত-মা সঙ্কেত মত পাতা দিয়া ফেলে ।
 প্রভুকে খাওয়ান জল অঞ্জলিতে তুলে ॥
 নিতাপেক্ষা নরলীলা চর্যোধ্যাতিশয় ।
 সামান্য জীবের শিরে ধারণা না হয় ॥
 নিরাকারে যেমন চর্যোধ্য ভগবান ।
 সাংকারোও সেইমত আঁকে দেখে আন ॥
 আঁকিতে ক্ষমতা নাই রৈল মনে মনে ।
 কারে বা দেখাব চিত্র কে বুঝিবে প্রাণে ॥
 ভাগ্যবান বোবা রূপাপ্রাপ্ত ঈশ্বরের ।
 বৃষ্টিতে তাঁহার পক্ষে যা কহিমু ঢের ॥
 শ্রীপ্রভুর শ্রীবচন শুন শুন মন ।
 পিত্রাজ্ঞায় রঘুমণি যবে বান বন ॥
 সাত জন ঋষি মাত্র চিনেছিল তাঁরে ।
 সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম নর-কলেবরে ॥
 সাধিতে লীলার কার্য অরণ্যে গমন ।
 অপরে দেখিল রামে নৃপতি-নন্দন ॥
 সেই কণা এইখানে নহে ধারণার ।
 দীন-গ্রন্থী-বেশে রামকৃষ্ণ অবতার ॥
 জগৎ পালনে যিনি পরম ঈশ্বর ।
 গলায় বেদনা আজি ক্ষুধায় কাতর ॥
 শ্রীঅঙ্গেতে নাহি তাঁর এক তিল বল ।
 শ্রীকরে তুলিয়া খেতে জাহ্নবীর জল ॥
 সঙ্গ্বে ধারা তেন তাঁরা এক বস্ত্র পুঁজি ।
 কখন বা পান অন্ন কখনও বা কাঁজি ॥
 কেমনে বুঝিবে নরে এই সেই জন ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের নিদান কারণ ॥
 লীলায় অগাধ কাণ্ড কেবা পায় তল ।
 শ্রীপ্রভু হইলা বাঁকা হইয়া সরল ॥
 আজিকার লীলাকথা শুন অতঃপর ।
 জলপানে শ্রীপ্রভুর ভরিয়া উদর ॥
 প্রভুর তৃপ্তিতে পূর্ণ তৃপ্ত ভক্তগণে ।
 দেখিয়া রঙ্গের কাণ্ড হাসে তিন জনে ॥

পরম্পর মুখপানে চায় বারে বারে ।
 আনন্দ উথলে পড়ে হৃদয় আধারে ॥
 প্রভুও তাঁদের সঙ্গে হাসি মিশাইয়া ।
 উত্তাল তরঙ্গ আরো দিলা উথলিয়া ॥
 কেবা চিত্রকর হেন সৃষ্টির ভিতরে ।
 এ বিচিত্র রঙ্গ-চিত্রে বর্ণ দিতে পারে ॥
 লীলাকরে আছে বর্ণ প্রতিবিম্ব তার ।
 পড়ে মাত্র ভক্ত-চিত্ত-মুকুরমাঝার ॥
 কিছুক্ষণ করি থেলা চিত্তের প্রাঙ্গণে ।
 পুনঃ গিয়া মিশে যায় জনমের স্থানে ॥

স্বর্ষের বরন যেন তার সঙ্গে রয় ।
 অন্তে অন্ত পুনরায় উদয়ে উদয় ॥
 এ চিত্রের একমাত্র লীলাকরে থানা ।
 বোবা বলে কালা শুনে চক্ষে দেখে কানা
 দর্শন শ্রবণ আর বাগিস্রিয় যায় ।
 শ্রীপ্রভুর দীপ্তিমান বর্ণের প্রভায় ॥
 অমৃত-ভাণ্ডার রামকৃষ্ণলীলাগীতি ।
 ধীরে ধীরে শুন এই রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
 পুত্র-পৌত্রে ভক্তিলাভ শ্রবণ-কীর্তনে ।
 বড়ই দয়াল প্রভু সংসারীর গণে ॥

সভক্তে প্রভুর পানিহাটি মহোৎসবে গমন

জয় জয় রামকৃষ্ণ অখিলের স্বামী ।
 জয় জয় গুরুমাতা জগৎ-জননী ॥
 জয় জয় দৌহাকার যত ভক্তগণ ।
 সবার চরণরেণু মাগে এ অধম ॥

বন্দ চ'হ' গুরু ইষ্টে, বিশ্বপতি রামকৃষ্ণ,
 পুরুষের শ্রেষ্ঠ প্রভুরায় ।
 বন্দ জগত-জননী, এবে গুরুদ্বারা যিনি,
 আত্মশক্তি আগত লীলায় ॥
 অবনী লুটারে বন্দ, দৌহাকার ভক্তবৃন্দ,
 সাক্ষোপাঙ্গ লীলার সহায় ।
 বন্দ সেই গঙ্গাতট, যেথা রাজে পঞ্চবট,
 তপ-জপ বাহার তলায় ॥
 বন্দ সেই বিঘতলা, যেখানে সাধন-লীলা,
 দ্বাদশ বৎসর নিরন্তর ।
 হইয়া সর্বস্বত্যাগী, কীষের কল্যাণ লাগি,
 করিলেন দয়ার সাগর ॥

বন্দ সেই কালীবাটা, পাবন চৈতন মাটি,
 কোটি কোটি বদ্ধ লোকজন ।
 বারেক নমিয়া মাথা, মুকুতি পাইল যেথা,
 পরশিয়া প্রভুর চরণ ॥
 বন্দ সে মন্দির মেলা, লগ্নে যেথা ভক্তমালা,
 খেলা কৈলা লীলার ঈশ্বর ।
 বন্দ সে ঝুলন পাট, ছোট বড় ছুঁটি খাট,
 শয্যারাম বাহার উপর ॥
 মহালীলা শ্রীপ্রভুর, গাইলে শুনিলে দূর,
 পাপ তাপ মন-মলিনতা ।
 খুঁটিনাট তিরাগিয়া, কায়মনপ্রাণ দিয়া,
 শুন মন রামকৃষ্ণ-কথা ॥

গলায় বেদনা প্রায়, দিন দিন বৃদ্ধি পায়,
আরোগ্যের উপায়বিধানে ।
অস্তরঙ্গ ভক্তগণ, একসঙ্গে সংজ্ঞাটন,
প্রভুর মন্দিরে এক দিনে ॥
গিরিশ দেবেন্দ্র রায়, তরু বহু বলরাম,
কুমার নরেন্দ্রনাথ আর ।
চক্ষুতে চশমাবৃত্ত, সুন্দর সুরেন্দ্র মিত্র,
মহাভক্ত মহেন্দ্র মাস্টার ॥
আর কত ঘরভরা, মনে নাই কারা তাঁরা,
মিশামিশি চেনা-অচেনায় ।
ভক্তের মেলানি দেখি, মহাতৃপ্ত বাঁকা-জাঁখি,
পূর্ব আশে বসিয়া থটায় ॥
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তিপ্রিয় ভক্তপ্রাণ,
পাইয়া সম্মুখে ভক্তপাতি ।
বেদনার কষ্ট যত, যাবতীয় তিরোহিত,
প্রভু যেন সহজপ্রকৃতি ॥
ভক্তি-প্রিয় রামকৃষ্ণ, ভক্তিতে অতুল তুষ্ট,
তাই তুলি ভক্তির তরঙ্গ ।
ভক্তগণ সঙ্গে হেথা, রঙ্গরসে কন কথা,
ভক্তিমাথা গোড়ের প্রসঙ্গ ॥
জ্ঞান ভক্তি দুই যত, শেবোক্ত প্রশস্ত পথ,
এই শিক্ষা দিতে জীবগণে ।
জ্ঞানেতে অন্তর পূর্ণ, কর্মেতে ভক্তির চিহ্ন,
আচরিতা শ্রীপ্রভু আপনে ॥
ভক্তি-শিক্ষা আচরণ, গুণ-গান-সংকীর্তন,
জপ পূজা নামের মহিমা ।
ভোগরাগ বেশ ভূষা, সেবা অহুয়াগ নেশা,
রূপ ধরি ধ্যানের গরিমা ॥
অর্চনাদি দেবাদির, যজ্ঞী মাকালাদি পীর,
মতি স্থির সকলেতে তিনি ।
সর্বত্রো তাঁহার সত্তা, তিনি অগতের কর্তা,
দেহে তাঁর গোটা সৃষ্টিখানি ॥
প্রার্থনা গোচরে তাঁর, দাসবৎ রাখিবার,
আজ্ঞাধীন চাকর যেমন ।

আমি কি আমার শব্দ, একেবারে যেথা স্তব্ধ,
অগ্নি-দগ্ধ রজ্জুর মতন ॥
বেদান্তের ভাষ্যকার, শঙ্কর শিবাবতার,
ভাষ্যে যিনি করিয়া বাথান ।
এক ব্রহ্ম সার সত্তা, জীব ও জগৎ মিথ্যা,
মায়ী ছায়া অলীক সমান ॥
ইহাতে কেবল সার, কই দিলা প্রভুরায়,
বলিলেন উত্তর বচনে ।
জীব ও জগৎ ছেড়ে, ব্রহ্ম থেকে দিলে পরে,
ব্রহ্মের ওজন যায় কমে ॥
জীব ও জগৎ নামে, ত্রিভুবনে বারে জানে,
ব্রহ্মের সে শক্তির বিকাশ ।
শক্তি সৃষ্টিব্রহ্মপীণী, বাহে ধরি ব্রহ্মে জানি,
শক্তি-বলে ব্রহ্মের প্রকাশ ॥
ধানের তণ্ডুল সার, মানি কথা বারবার,
ভ্যাগ করি তুব আবরণ ।
ক্ষেতে যদি যায় পৌতা, জনমে মাঁকুর কোথা,
শক্তিহীন ব্রহ্ম ও তেমন ।
শক্তিতে জনমে সৃষ্টি, থাই মাখি পাই পুষ্টি,
হাসি কাঁদি অবস্থার গুণে ।
দেখি শুনি দিবানিশি, ভুগি সুখ-দুঃখরাশি,
মিথ্যা তাহে বলিব কেমনে ॥
ধীর নিত্য তাঁর লীলা, উভয়ই একের খেলা,
নিত্যবৎ সত্য লীলাখানি ।
দৌহা ধরি দৌহা পাই, উনোছনো কেহ নাই,
তাও বটে তাও বটে মানি ॥
বাক্যমন-অগোচর, বটেন অখিলেশ্বর,
ক্রিয়াকাণ্ড তপাদির পার ।
পুনঃ শুদ্ধ বুদ্ধিবলে, প্রত্যক্ষ তাঁহারে মিলে,
লীলা তাঁর বিচিত্র প্রকার ॥
অসম্ভব কিছু নাই, বারে বারে শ্রীগোসাঁই,
বলিলেন বিশেষ প্রকারে ।
শুন যন সাবধানে, এখে নাই অল্প মানে,
ভক্তিকে প্রশস্ত রাখিবারে ॥

প্রভু অবতারে মত, প্রশস্ত ভক্তির পথ,
 হর্বল কালের জীবপক্ষে ।
 আগাগোড়া সমভাবে, চাক্ষুব দেখিতে পাবে,
 ভক্তিপথে শ্রীপ্রভুর শিখে ॥
 গোউর-লীলার কথা, বলিতে বলিতে হেথা,
 বিভোরান্ন হইয়া আপনে ।
 প্রভুপদে মজা প্রাণ, ভক্তিপথে আগুরান,
 জিজ্ঞাসিলা দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণে ॥
 গঙ্গাতটে বিদ্যমান, পানিহাট নামে গ্রাম,
 মনোহর স্থান অতিশয় ।
 সুবিদিত লোকে সব, চিঁড়াভোগ মহোৎসব,
 বৎসর বৎসর তথা হয় ॥
 জুটে কত লোকজন, সংখ্যা নাই অগণন,
 সংকীর্তন করে ধলে ধলে ।
 মরি কি মাধুরী আছা, তুমি কি দেখেছ তাহা,
 চল বাই একসঙ্গে মিলে ॥
 বলিলে করিষ কাল, আর নাহি সহ্যে ব্যাঙ্গ,
 একতানে কারবাক্যমন ।
 এত বলি ভক্ত রামে, আজ্ঞা হৈল সেই ক্ষণে,
 করিতে তরীর আরোহণ ॥
 আজ্ঞা শুনি ভক্তবর, প্রসারিয়া যুক্তকর,
 হাসিমুখে করেন উত্তর ।
 পেনেটির মহোৎসবে, কেমনে গমন হবে,
 গলায় বেদনা তাই ডর ॥
 নিবেধে বদনে হাসি, এদিকে অন্তরে খুলী,
 কারণ করহ অবধান ।
 প্রভুদেবে ল'য়ে সাথে, ইচ্ছা বলে মেতে পথে,
 হুজুগ-পিয়ারা ভক্ত রাম ॥
 বালক স্বভাব রায়, প্রভুান্তর কৈলা তাঁর,
 গলায় ব্যথায় নাহি ছানি ।
 পেনেটির মহোৎসবে, যেমতে বাইতে হবে,
 বাব বলে বলিয়াছি আমি ॥
 সত্যপ্রিয় সত্যপ্রাণ, সত্যরূপে ভগবান,
 গিরান প্রভুর আঞ্জীবন ।

সত্যে স্থিতি সত্যে মতি, সত্যে চিরকাল গতি,
 প্রাণপণে সত্যের পালন ॥
 ভালমন্দ মানামান, পাপপুণ্য জ্ঞানাজ্ঞান,
 শুচি ও অশুচি বলি দিয়া ।
 রাখিলা সব্বের কাছে, হুট বস্ত্র বেছে বেছে,
 শুদ্ধভক্তি সত্যেরে ধরিয়া ॥
 প্রকৃতি বুঝিয়া রাম, তখন অমনি যান,
 জলযানে মাঝিরা বেখানে ।
 ভাড়া করি চারি তরী, তখনি আইলা ফিরি,
 গোচর করিলা শ্রীচরণে ॥
 পানসীর মাঝে দাঁড়ি, শ্রীপদে ভকতি ভারি,
 চৌধারে বসন্ত গঙ্গাতটে ।
 উৎসবের ধার্যদিনে, সকালে বাধিল এনে,
 চারি তরী পুরীর নিকটে ॥
 হেথা বহু ভক্তগণ, ক্রমে ক্রমে সংজোটন,
 হইতে লাগিল শ্রীমন্দিরে ।
 আনন্দের ঠিক চিত্র, আঁকিবার তিলমাত্র,
 শক্তি নাহি আমার ভিতরে ॥
 আনন্দের সিদ্ধ রায়, হলিয়া লীলার বার,
 কানায় কানায় সমুখিত ।
 নানাবিধ রঙ্গ ভঙ্গে, তরঙ্গ তুলিয়া সঙ্গে,
 আপনে আপনি আন্দোলিত ॥
 ভক্তযুগ তাহে গিয়া, পড়ে অঙ্গ ভাসাইয়া,
 লহরে লহরে করে খেলা ।
 সরসীর স্বচ্ছ জলে, নানাভাবে হেলে দলে,
 ঘেইরূপ রাজহংসমালা ॥
 জলময় কলেবর, সেইরূপ সরোবর,
 শ্রীপ্রভু-সাগরে এইখানে ।
 আছা মরি কি মাধুরী, আনন্দ-কারণ-বারি,
 সুধা তিক্ত বাহার তুলনে ॥
 বর্গবাসী দেবতারা, অজয় অমর ধারা,
 স্তম্ভদেহে বিমানে বেড়ান ।
 অতুল শক্তিযুত, তাঁহারাও অবদিত,
 প্রভু-সিদ্ধ-বারির সন্ধান ॥

নারদাদি ঋষিগণ, শুকদেব তপঃপর,
কেবল করিল পরশন ।
গণ্ডুবেক পিয়ে পানি, শববৎ শূলপানি,
অবাক্ কাহিনী শুন মন ॥
হেথা প্রভু-ভক্তগণ, উঠু-ডুব-সন্তরণ,
অমুক্ষণ সেই জলে করে ।
সমস্তা বিষম শক্ত, বুঝিবারে প্রভুভক্ত,
কেবা তাঁরা নরকলেবরে ॥
বুঝিতে নাহিক শক্তি, ভক্তপদে মাগি ভক্তি,
যোজন অন্তরে মুক্তি রাগি ।
একমাত্র অভিলাষ, হইয়া দাসামুদাস,
চরণসেবায় যেন থাকি ॥
এই সব ভক্তপাতি, সঙ্গে লয়ে বিশ্বপতি,
প্রভুদেব লীলার ঈশ্বরে ।
আনন্দে মগন মন, করিলেন আরোহণ,
ঘাটে বাধু তরীর উপরে ॥
কাছে কাছে চারি তরী, চালাইল দ্বারি দ্বারি,
ব্রহ্ম-বারি-বাহিনী গঙ্গায় ।
ছষ্টমন ভক্তগণে, মধ্যে লয়ে ভগবানে,
আনন্দে আনন্দ-গীত গায় ॥
গীত
প্রেমের বাজারে আনন্দের মেলা ।
হার ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে আনন্দে করে খেলা ॥
ইত্যাদি
এখানে শুনিয়া গান, বাহুহারা ভগবান,
শুন তাহে কি হইল ফল ।
সেই সিদ্ধ আনন্দের, বাড়িয়া উঠিল ঢের,
আধার উণলে পড়ে জল ॥
ছদ্মবেশে ত্রিগোসাঁই, চিনে অস্ত্রে সাধ্য নাই,
চিনে মাত্র সহচরগণে ।
ভক্তিতে অতুলতেজা, তাঁহারি লুটিল মজা,
এই মহালীলার প্রাপ্তি ॥
নরচক্ষে দিয়া হুলা, এবারে প্রভুর খেলা,
অপরে না পাইল সন্ধান ।

নিত্যধাম পরিহারি, ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারী,
সকায় ধরায় মূর্তিমান ॥
ভাগ্যে যদি কেহ শুনে, তত্ত্ব নাহি পশে প্রাণে,
বরঞ্চ উত্তরে তর্কে কয় ।
করিয়া ভীষণ কোপ, মনুষ্যে ঈশ্বরারোপ,
অসম্ভব কে করে প্রত্যয় ॥
পণ্ডিতে অধিক ধোঁকা, কথা কয় চোখাচোখা,
বিপরীত তর্ক-সহকারে ।
প্রমাণে সাকার নাই, বিশ্বাস-প্রত্যয়ে পাই,
বোধ উপলব্ধির দ্বারে ॥
স্বরাটে বিরটি যিনি, মায়াময় মারামামী,
সর্বানুপ্রবিষ্ট বিশ্বকায় ।
সর্বজ্ঞ সর্বগশক্তি, সদা যার আক্সাবর্তী,
মুক্তিতে কি বুঝিবে তাঁহার ॥
বিন্দুতে যে সিন্ধুময়, অণুতে যে হিমালয়,
ব্যয়ে যার ক্ষয় ঘোটে নাই ।
অক্ষপাতে দিয়া ঠিক, কি তাঁর করিবে ঠিক,
অক্ষ যার নাহি পায় খেই ॥
সাকারে ও নিরাকারে, সমভাবে থেলা করে,
সমকালে অবিস্মিন্নভাবে ।
নাহি যেথা কথারব, কিংবা কিছু অসম্ভব,
কথায় কি তাঁহারে বুঝিবে ॥
মানুষের মাথাগুলি, যেমন শায়ক খুলি,
বিন্দু বৃদ্ধি আধারের স্থল ।
আছে যদি এক কোঁটা, তাহাতে অনেক লেঠা,
ঠিক যেন কাঁদা-বাঁটা জল ॥
জলে নাহি জলাকার, তাহে নহে ভাতিবার,
চন্দ্রমার প্রতিবিম্বখানি ।
দর্পণ হুলায় মাথা, নাহি যায় মুখ দেখা,
মলিনতা-আবরণে হানি ॥
পরাবিশ্বা বলি তাকে, কায়মনোবাক্যে একে,
গুরুবাক্যে কেবল প্রত্যয় ।
তাহে যার স্থিতি গতি, গিরিবৎ স্থিরমতি,
মুণ্ডিত সেই জনে কয় ॥

হৃদয়ে বিশ্বাস-খুঁটি, ভক্তি-ডোরে বাধ আঁটি,
পদ ছুটি প্রভুর আমার ।

চল বাই হই জনে, লীলা-গীতি আন্দোলনে,
কুলহীন ভবসিদ্ধপার ॥

এখানে দেখহ রঙ্গ, ভগবান ভক্তসঙ্গ,
আনন্দের তুলিয়া তুকান ।

মূলা জগতের চক্ষে, পুত্‌তোয়া গঙ্গাবক্ষে,
সগণে আপনে ভাসমান ॥

ভাবভঙ্গে প্রভুরায়, বাহুচেষ্টা এলে গায়,
আঁখি হাসি হ্রয়ের ছয়ায় ।

এত কথা ইশারায়, ভাষা নাহি কুল পায়,
ভেসে যায় অকুল পাণ্যারে ॥

উল্লাসে হৃদয় নাচে, পানিহাটি যত কাছে,
দূরে থেকে পশিল শ্রবণে ।

উচ্চ আনন্দের রোল, বাজে শত শত খোল,
করতাল রণশিলা সনে ॥

ক্ষতগতি তরী চলে, আসিয়া লাগিল কুলে,
মহোৎসব হয় বেইখানে ।

প্রভূপদে মন আঁটা, নবাই চৈতন্য জেঠা
আগত উৎসব-দরশনে ॥

তরীতে দেখিয়া রায়, আছাড় কাছাড় খায়,
লুটাপুটি যায় ধরাভলে ।

কতু ধরিবারে তরী, বীরভঙ্গে লক্ষ মারি,
বাঁপ দিতে যান গঙ্গাজলে ॥

শ্রীচরণ-দরশনে, দ্বিধাদিক্ নাহি মানে,
ঠিক যেন উন্মাদের প্রায় ।

সব্বর ডাঙ্গায় গিয়া, অঙ্গে হাত ব্লাইয়া
শাস্ত তাঁরে করিলেন রায় ॥

পরে প্রভু ভক্তাধীন, বটরক্ষ প্রদক্ষিণ,
কৈলা যত লয়ে ভক্তগণ ।

বেই বটরক্ষমূলে, গোরাক্ষের মূল লীলে,
মহোৎসব বাহার কারণ ॥

গৌরভক্ত এক জন, বন্দি তাঁর শ্রীচরণ,
নিতাই মল্লিক নামে তিনি ।

শুভ সমাচার পেয়ে সব্বর আইল খেয়ে,
যেথা প্রভু অখিলের স্বামী ॥

প্রভূপদে ভক্তিমতি, যুক্ত এই মহামতি,
ভক্তিমাতা বিনয় বচনে ।

প্রভুকে প্রার্থনা করে, সভ্যক্‌তে গমন তরে,
সন্নিহিতে তাঁর নিকতনে ॥

গোঁড়-নিতাই ঘরে, ভক্তিমত্রে সেবা করে,
ভক্তি বড় গোরাক্ষের পায় ।

ভক্তগণ সহ লয়ে, প্রেমে গুলকিত হয়ে,
বসাইলা বৈঠকখানায় ॥

মন্দিরের পাছুবর্তী, গোরা-নিতায়ের মূর্তি,
বিজ্ঞমান আছয়ে যেখানে ।

কীর্তনীয় দলে দলে, নাচে গায় কুতুহলে,
এই মহা উৎসবের দিনে ॥

কিছুক্ষণ হৈলে গত, মল্লিক ছ-করযুত,
নিবেদন কৈলা শ্রীগোচরে ।

ভিতরে প্রবেশ করি, যেখানে ঠাকুরবাড়ি,
বিগ্রহের দরশন তরে ॥

স্থানে গমনের আগে, শ্রীকৃষ্ণে আবেশ লাগে,
পথিমধ্যে ক্ষণের ভিতরে ।

প্রভুর প্রকৃতি জ্ঞাত, ভক্তগণ সচকিত,
আছে অঙ্গ রক্ষা করিবারে ॥

ঘোরে আবেশের নেশা, ভিতরে যখন আসা,
দালানের প্রাঙ্গণ উপর ।

কীর্তনীয় দলে দলে, বেড়িল সকলে মিলে,
ভাবে ভরা মূর্তি মনোহর ॥

পুলকে আকুল গাত্র, কেশরি-বিক্রমে নৃত্য,
দেখি নেত্রে লাগে চমৎকার ।

স্থান হৈল পরিপূর্ণ, চারিদিকে লোকারণ্য,
দেখিবারে নৃত্যের বাহার ॥

নেহারিতে শ্রীগোঁড়াই, নাচে যে না পায় ঠাই,
দরশন-পিয়াসের চোটে ।

ছাদের উপরে ধায়, কেহ উচ্চস্থানে যায়,
কেহ কেহ গাছে গিয়ে উঠে ॥

কীর্তনে প্রভুর নৃত্য, কি শক্তি আঁকিব চিত্র,
নৃত্যে মোর শ্রীপ্রভুর কর ।

আকর্ষণ পুরিত টানে, যেইরূপ ধনুর্গুণে,
ধাতুকী ছাড়িতে যায় শর ॥

বাম হস্ত প্রসারিত, সরল শরের মত,
দক্ষিণ বৃকের দিকে ঝোড়া ।

ঠিক যেন আধাআদি, গলা কিংবা কর্ণাবধি,
বক্ষে লগ্ন অঙ্গুলির গোড়া ॥

ধরে অঙ্গে মহাবল, পদচাপে ধরাতল,
অবিকল হেলাহেলি করে ।

কতু অঙ্গ এত ঢলে, পড়ে যেন ভূমিতলে,
পড়ি পড়ি কিন্তু নাহি পড়ে ॥

ভক্তগণে পায় ডর, এ যে নৃত্য ভরঙ্গর,
পাছে বাড়ে বেদনা গলায় ।

শাস্ত করিবার তরে, বিধিমতে চেষ্টা করে,
কিন্তু হয় বিফল উপায় ॥

ভীতিভাব ভক্তদের, অন্তরে পাইয়া টের,
হইলা আপনি শাস্ত নিজে ।

তখন লইয়া তাঁয়, ভক্তেরা বাহিরে যায়,
অঙ্গবাস ঘামে গেছে ভিজ্ঞে ॥

মল্লিক সোনার বেনে, সত্য সত্য সোনা চিনে,
কাতরে দাঁড়ায়ে একধারে ।

যোগাইছে বাহা লাগে, প্রভুর সেবার লেগে,
অতি ভক্তি যত্নসহকারে ॥

প্রভু যবে প্রকৃতিস্থ, হয়ে তেঁহ শশব্যস্ত,
যুক্তকরে করিয়া কাকূতি ।

প্রভু-ভক্তগণে কন, জলযোগে আয়োজন,
আগমন করুন সম্প্রতি ॥

রাঘবের ঘাট হেথা, মূল মহোৎসব যেথা,
তথাকার গোস্বামী ব্রাহ্মণ ।

প্রভুর বারতা পেয়ে, গোচরে আসিয়া ধরে,
আগমনে কৈলা নিবেদন ॥

তথায় যুগল-ঠাম, মনোহর রাধাশ্রাম,
রাঘব সেধক ছিল যার ।

রাঘব পণ্ডিত যিনি, গৌরাঙ্গের গণ তিনি,
জন্ম যবে গৌরান্নাবতার ॥

গোস্বামীরে শ্রীগোসাঁই, কহেন কেমনে বাই,
গলায় বেদনা অতিশয় ।

শ্রীবাক্য না শুনে কানে, শ্রীহস্ত ধরিয়া টানে,
সহ স্তুতি মিনতি বিনয় ॥

ভক্তিপ্রিয় ভগবান, ভক্তিতে দিয়াছে টান,
ভক্তিমান গোস্বামী ব্রাহ্মণ ।

থাকিতে না পারি আর, হইলেন আশুসার,
ছায়াবৎ পাছু ভক্তগণ ॥

ভাবে ভরা অনিবার, কি ভাব কখন তাঁর,
ধারাবৎ নিরন্তর বয় ।

সঙ্গে ধারা অহরহ, তারাও বুকে না কৈহ,
একবাক্যে সকলেই কর ॥

অবোধ্য ধাঁহার নাম, বিশ্বনাথ বিশ্বধাম,
অবোধ্য সকল অবহার ।

সাকারেও বোধাতীত, নিরাকারে যেই মত,
সীমাবদ্ধ কেবা বলে তাঁয় ॥

পাকিয়া দেহের ঘরে, যে প্রভু জ্ঞানিতে পারে,
ব্রহ্মাণ্ডের যাবৎ বায়তা ।

হরেছে কি হবে পরে, কার্যাবলী স্তরে স্তরে,
সীমাবদ্ধ তিনি কিবা কথা ॥

হেথা একে অঙ্গে পিটে, দাগ শ্রীপ্রভুর পিঠে,
সহ গাত্র প্রহার-যাতনা ।

কাছে কিবালোকান্তরে, তিনি পান দেখিবারে,
কোথা কিবা কি হয় ঘটনা ॥

একদিন গঙ্গাকূলে, ঠিক পঞ্চবট মূলে,
বসিয়া আছেন প্রভুরার ।

গভীর ভাবেতে মগ্ন, অঙ্গে বাহচৌশল্য,
জড়বৎ পুস্তলিকা প্রায় ॥

অঙ্গবাস আলথাল, সঙ্গে আছে রামলাল,
ব্রাহ্ম-পুত্র নিজের প্রভুর ।

অকস্মাৎ হেনকালে, হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ বলে,
হাত তুলে উঠিলা ঠাকুর ॥

রামলাল কিছু পরে, জিজ্ঞাসা করিল তাঁরে,
কহিবারে কিবা বিবরণ ।

তবে কন শ্রীগোসাঁই, প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই,
দেশে এক পুজারী ব্রাহ্মণ ॥

টুকিল ঠাকুরঘরে, সেবিবারে রঘুবীরে
ঘটিতে খাঁ পুকুরের জল ।

জলমধ্যে মাটি মলা, ঘোলের মতন ঘোলা,
জল-পোকা তাহাতে কেবল ॥

সেই জল পাত্রে ধরে, নাওয়াইতে রঘুবীরে,
পুজারীর উত্তম বাসনা ।

তে কারণে ব্রাহ্মণেরে, বলিয়া দিলাম তারে,
ব্যবহারে হেন জল মানা ॥

হেথা জাহ্নবীর তীর, কোথা দেশে রঘুবীর,
দূর স্থান হু-দিনের পথ ।

কি কব অধিক আর, কর রামকৃষ্ণ সার,
ওয়ার পুরিবে মনোরথ ॥

গোটা বিশ্বরাজ্য ব্যাপে, দেব কি দানবরূপে,
যে রূপ যেখানে আছে যিনি ।

শ্রীপ্রভুর করগত, প্রকৃত কলের মত,
শুন এক মহিমা-কাহিনী ॥

পূর্বান্তে পুরীর বামে, ইংরাজের মেগাজিনে,
গোলাগুলি-বারুদের ঘর ।

ইচ্ছামত কোম্পানির, বারেক করিল স্থির,
দক্ষিণে করিতে পরিসর ॥

প্রবেশিয়া কালীবাটা, যতদূর পঞ্চবটা,
ইংরাজ মাগিয়া কয় পরে ।

ল'য়ে উপযুক্ত পণ, স্থান কর সমর্পণ,
নচেৎ লইব কিন্তু জোরে ॥

পুরীতে পাইয়া ভয়, আসিয়া প্রভুকে কয়,
কি উপায় হয় এই স্থলে ।

মহান্ বিপদ শুনি, নিজমনে গুণমণি,
চলিলেন পঞ্চবটাতলে ॥

কহেন আসিয়া ফিরে, পঞ্চবটা রক্ষা করে,
মহান্ পুরুষ একজন ।

আমি কহিয়াছি তাঁয়, পৌচ বাহে ঘুরে যার
নাহি আর ভয়ের কারণ ॥

যে প্রভুর এই সাধ্য, কি সে তাঁরে কবে বোধ্য,
বটে চৌদ্দপুয়ার আধারে ।

নিত্যতেও যে প্রকার, কিমভূত কিমাকার,
লীলার ওপার নিরাকারে ॥

কত আর কব মন, নিজ মনে আন্দোলন,
কর রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি ।

কহি যদি পুনর্বার, বলা কথা পূর্বেকার,
অনর্থক বেড়ে যায় পুঁথি ॥

হেথা রাঘবের পাটে, পণে বেতে ভাব উঠে,
হেন ভাব কখন না শুনি ।

তাকারে আকাশপানে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে,
বাহুজ্ঞানহীন গুণমণি ॥

কোণায় ধাইল চোঁটা, স্পন্দনহীন অঙ্গগোটা,
জড়বৎ অচল শরীর ।

এই ছিল এই নাই, কোথা গেল শ্রীগোসাঁই,
সাধ্য কার কে করিবে স্থির ॥

বদনমণ্ডলে ফুটে, চন্দ্ৰিমার জ্যোতিঃ মিটে,
বলমূল শ্রীবদ্যানখানি ।

তাহাতে নীলিমা-রেখা, মাঝে মাঝে দেয় দেখা,
অপরূপ প্রভুর কাহিনী ॥

একপে সমাধি ঘোর, গত প্রায় ষট্টিভোর,
নিম্নে মন আসিতে না চায় ।

সেই হেতু ভক্তগণে, শ্রীপ্রভুর কানে কানে,
বীজ-বাক্য প্রণব স্তনায় ॥

বীজময় শ্রুতিমূলে, সমাধি সময়ে দিলে,
হয় মহাভাব-অবস্থান ।

হেথা রাঘবের পাটে, সে বিধান নাহি খাটে,
ভক্তবর্গে সতীত পরাণ ॥

ভক্তের যে ভগবান, শুনহ তার প্রমাণ,
ভক্তগণে ভয়াত দেখিয়া ।

সপ্তম হইতে নীচে, ক্রমে ক্রমে পিছে পিছে,
আসিলেন আপনি নাশিয়া ॥

আবেশের বোরে তাঁর, উঠায়ে লইলা নায়,
ধরাধরি করি পরস্পর ।
মাক্ষিগণে অহুমতি, পাড়ি দেহ দ্রুতগতি,
একবারে দক্ষিণশহর ॥

রামকৃষ্ণায়নকথা, শ্রুতি-স্মৃতির গাথা,
শ্রবণ করিলে একমনে ।
ভবভয় করি নষ্ট, বিশ্বরাজ রামকৃষ্ণ,
স্থান দেন অভয় চরণে ॥

প্রভুর মাহেশের রথে আগমন

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায় ।
প্রেমানন্দে বন্দ গুরু দারা জগন্মায় ॥
অবনী লুটায় বন্দ ভক্ত দৌহাকার ।
বাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

আগাগোড়া দেখ লীলা ভক্তিগহকারে ।
দয়া বিনা কিছু নাই প্রভুর শরীরে ॥
মহামত্ত দিবারাত্র বিভোর দয়ায় ।
বলবতী এত মন রহে না কায়ায় ॥
বরিষার কালে যেন জলদের দল ।
হেঁকে ডেকে শূণ্য ছুটে ঢালিবারে জল ॥
ভালমন্দ স্থানস্থান বিচারবিহীনে ।
সেইমত প্রভুদেব রূপা-বিতরণে ॥
দিনে দিনে গলার বেদনা বৃদ্ধি পায় ।
তিল গ্রাহ নাহি হেন কঠিন পীড়ায় ॥
পীড়ার বারতা রাষ্ট্র হৈল সর্ব স্থানে ।
দলে দলে ভক্ত যত আসে দরশনে ॥
দরশে অলস বহুকাল যেই জন ।
তিনিও আসিয়া দেখা দিলেন এখন ॥
বিশেষিয়া আকৃষ্ট করিতে ভক্তদল ।
গলার বেদনা যেন প্রভুর কৌশল ॥
নিরখিয়া ভক্তপ্রিয় ভক্তের মালা ।
একেশারে বিশ্বরণ বেদনার জ্বালা ॥

পূর্ববৎ একভাষ বহে অবিরাম ।
রঙ্গ-রসে কথা নাই তিলেক বিশ্রাম ॥
ভাবের আবেগবুদ্ধি কথোপকথনে ।
সহজে ধরিয়া প্রভু পড়েন তুফানে ॥
প্রভুতে যখন উঠে প্রভুত তুফান ।
ভক্তদের সঙ্গে প্রভু নিজে ভেসে যান ॥
কুটিকাটাসহ যেন অকুল সাগর ।
তরঙ্গ তুলিয়া ভাসে নিজের ভিতর ॥
সাগর-সলিলে ভরা আনন্দ হেথায় ।
প্রভু-সিদ্ধমধ্যে উন্মি তুলে ভাব-বার ॥
সিদ্ধর আধারে যেন সলিল আধেয় ।
শ্রীপ্রভু-সাগরে খালি আনন্দের তোয় ॥
সেখানে পবনে তুলে তরঙ্গের মালা ।
এখানে লইয়া ভাব শ্রীপ্রভুর খেলা ॥
কুটিকাটা ভাসমান সাগরে যেমন ।
শ্রীপ্রভু-সাগরে ভাসে ভক্তের গণ ॥
এছেন অবস্থাপনে খোঁজ নাহি রহে ।
কে গেছে দেখিতে কিংবা পীড়া কোন্ দেহে ॥

এমতে করিয়া রঙ্গ অন্তরঙ্গ সনে ।
 যে ছিল অন্তরে তাঁরে আনিলেন টেনে ॥
 অন্তরঙ্গ-বাছাই এ কাণ্ডের প্রকৃতি ।
 স্তন রামকৃষ্ণ-লীলা মধুর ভারতী ॥
 আঘাটে রথের দিনে শহরে গমন ।
 ভক্ত বহু বলরাম তাঁহার ভবন ॥
 তাঁহার মন্দিরে জগন্নাথের স্মৃতি ।
 অন্নভোগরাগসহ সেবা নিতি নিতি ॥
 সমারোহ নহে কিন্তু পর্ব সব হয় ।
 এবার আঘাটে এই রথের সময় ॥
 শ্রীপ্রভুর আগমন শুনিয়া বারতা ।
 ভক্ত-সমাগমে হৈল বিবম জনতা ॥
 বাহিরের শত শত লোক আসে যায় ।
 ভিতরে না ধরে মোটে রহে বারাণ্ডায় ॥
 চৌদিকে বারাণ্ডারাজি বাহির প্রদেশে ।
 দক্ষিণের বারাণ্ডায় রহে বারা আসে ॥
 অন্তরঙ্গ ভক্তগণ প্রায় উপস্থিত ।
 কহু দৈশতবে মন্ত কহু হয় গীত ॥
 প্রভু-সম্মুখে সেবে মগ্ন নিরবধি ।
 মনে নাই শ্রীপ্রভুর গলায় বিরাধি ॥
 প্রভুর আনন্দ তেন ভক্তসহবাসে ।
 মহামন্ত দিব্যরাত্র পরম হরবে ॥
 স্কন্ধ নরেন্দ্রে আজ্ঞা করিলেন রায় ।
 শুনিতে সঙ্গীত তোর ইচ্ছা বড় যায় ॥
 যথাআজ্ঞা ভক্তবর তুলি মনপ্রাণ ।
 ডুগি বাজাইয়া নিজে ধরিলেন গান ॥

গীত

কখন কি সঙ্গে থাক মা ভাষা সুখান্তরঙ্গিনী ।
 তুমি সঙ্গে সঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভক্ত দাও জননী ।
 লক্ষে ঋম্পে কল্পে ধরা অসিধরা করালিনী ।
 তুমি ত্রিগুণধরা পরাংপর ভরকরা কালকামিনী ॥
 ভক্তের বাহা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী ।
 তুমি কমলের কমলে নাচ মা পূর্বিক্রম সনাতনী ॥

সেই সঙ্গে দিলা যোগ আর কল্পজনে ।
 বিভোরাদ গুণমণি সঙ্গীত-শ্রবণে ॥
 বসিয়া মণ্ডলাকারে গায় ভক্তগণ ।
 দাঁড়াইয়া তার মধ্যে প্রভুর নৃত্যন ॥
 প্রেমিক নরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান ।
 কলির শেবাংশগুলি বারে বারে গান ॥
 বিশেষিয়া “পূর্বক্ৰম-সনাতনী” ভাগে ।
 মাতিয়া উঠিল গীত ভক্তি-রস-রাগে ॥
 ভক্ত-ভগবানে রঙ্গ অপূর্ব ব্যাপার ।
 শ্রোতাগণ মুগ্ধমন বাক্য নাহি কার ॥
 নরলীলা ঈশ্বরের যাই বলিহারি ।
 কি দেখিহু কি শুনিহু বলিতে না পারি ॥
 নৃত্য-গীত রসভাব কথোপকথন ।
 বিবিধপ্রকৃতিযুক্ত নরনারীগণ ॥
 কতই দেখিহু জন্ম লইয়া ধরায় ।
 হেন নহে কোথা যেন প্রভুর সভায় ॥
 কিবা দিব্য ভাবধারা ইহার ভিতর ।
 গন্ধে স্পর্শে জীবের যাহাতে গুণান্তর ॥
 বদলে বিধির লেখা কপালমোচন ।
 আসক্তির নেশা নষ্ট পাশবক ভ্রম ॥
 সৃষ্টি দৃষ্টি বালকের যেন খেলাশাল ।
 লোচন-আধার উড়ে মারার জঞ্জাল ॥
 আত্মীয় অপরিচিত ঘর হয় পর ।
 স্বদেশী বিদেশী বোধ রগড় সুন্দর ॥
 নাগপাশাধিক শক্ত সংসার-বন্ধন ।
 বহিষোগে দগ্ধরজ্জু প্রকৃত তেমন ॥
 অশঙ্কিত চিত্ত নষ্ট যাবতীয় ত্রাস ।
 হরষে প্রত্যাঙ্ক করে আপনার নশ ॥
 নানা বর্ণে নানা গুণে নানান আকারে ।
 জীব ও জগৎ-যুক্ত সৃষ্টি চরাচরে ॥
 বলিহারি রকমারি ফুলের সাজনি ।
 ছাটি নহে একমাত্র তাহার গাঁপনি ॥
 জানী যোগী সাধকেরা শেষে বাহা পায় ।
 মিলে রামকৃষ্ণ-কল্পতরুর তলায় ॥

কল্পতরু প্রভুদেব বিধির বিধাতা ।

অস্তরঙ্গ সাদ্রোপাঙ্গ কাণ্ড শাখা পাতা ॥

গীত সমাপনে বসিলেন গুণমণি ।

ছেপা করে বলরাম রথের সাজনি ॥

অতিশয় ক্ষুদ্র রথ কাঠের নির্মিত ।

দ্বিতলের বারাণ্ডায় টানিবার মত ॥

শোভে রথ বিবিধ বর্ণের পতাকায় ।

পাশের চৌদিকে প্রতি ধ্বজার ধ্বজায় ॥

সুন্দর ফুলের মালা দিলা মাঝে মাঝে ।

সেখানে তেমন ধারা যেখানে বা সাঙ্গে ॥

স্বরঞ্জিত রণরঙ্কু করিয়া বন্ধন ।

ঠাকুর আনিতে চলে পূজারী ত্রাস্ত্রণ ॥

বাজে বাজ বাঁজ বণ্টা মনে কুতুহলী ।

ঘন ঘন কীর্তনীয়া গোলে দিল তালি ॥

তার সঙ্গে করতাল উঠিল বাজিয়া ।

পূজারী ঠাকুর আনে জলধারা দিয়া ॥

বসাইল জগন্নাথে রথের উপর ।

বাণের উঠিল তবে রোল উচ্চতর ॥

তখন কে রাগে আর প্রভু গুণধরে ।

ধরাবিত উপনীত রথের গোচরে ॥

শ্রীকরে রথের রঙ্কু করি আকর্ষণ ।

মন্তভাবে ধরিলেন মধুর কীর্তন ॥

ভক্তগণ সেই সঙ্গে কৈল যোগদান ।

মাঝে মাঝে রথের দড়িতে পড়ে টান ॥

কহু রঙ্কু পরিহরি প্রমত্ত কীর্তনে ।

অপূর্ব প্রভুর লীলা ভক্তগণ সনে ॥

তালে তালে বাজ রোল উঠে অনিবার ।

প্রভুর নৃত্যন তাহে করিয়া হুঙ্কার ॥

মদমত্ত করী যেন গায়ে মহাবল ।

সঙ্গে সঙ্গে নাচে যত ভক্তের দল ॥

ভক্ত বহু বলরাম মাথায় পাগড়ি ।

নাচেন প্রভুর পাশে দোলাইয়া দাড়ি ॥

কৃষ্ণকায় তেজচক্ষু বহু চুলিলাল ।

শ্রীমনোমোহন রাম দেবেজ রাখাল ॥

কৃতদার হরিপদ হরিগনয়ন ।

সুন্দর শরৎ শশী কুমার জঁজ্বন ॥

বারাণ্ডা কাঁপায়ে নাচে অভিমানিবর ।

বিখ্যাতী গিরিশ বোবা গুরুকলেবর ॥

নাচেন সুরেন্দ্রনাথ ভক্তের প্রধান ।

সাকার ধন্যই যার নাহি পায় স্থান ॥

অতি অল্পপরিসর ছোট বারাণ্ডায় ।

দাঁড়াইতে ভক্তদের ঠাই না কুলায় ॥

এইরূপে রণলীলা লয়ে ভক্তগণ ।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে রঙ্গ-সমাপন ॥

নিজাসনে প্রভুদেব বসিলা সাদরে ।

চৌদিকে ভক্তের মালা বেড়িলা তাঁহারে ॥

প্রভুতে মোহিত এত ভক্ত সমুদয় ।

তিলেক ছাড়িয়া কেহ যাইতে না চায় ॥

পরম বৈষ্ণব ভক্ত বহু মহামতি ।

আগত দেখিয়া সন্ধ্যা জ্বালাইল বাতি ॥

দীনতাপুরিত কথা মুখা বরে তার ।

আনন্দে প্রফুল্ল মুখ কিবা শোভা পায় ॥

করজোড়ে মিনতি করেন জনে জনে ।

কিছু কিছু ঠাকুরের প্রসাদধরণে ॥

বারাণ্ডায় পাতা পাতা তাঁড় খুরি ধারে ।

বসাইলা ভক্তবর্ণে পিরীতের ভরে ॥

আয়োজনে ক্রটি নাই লুচি তরকারি ।

সুঘন ছোলায় ভাল ভাজি রকমারি ॥

পাঁপড় মোহনভোগ গজা মালপুষ্পা ।

বড় বড় রসগোল্লা লাল পানভূয়া ॥

রসের চাটনি মিঠা কিশমিশে করা ।

দধি ক্ষীর পরিপূর্ণ কটরা কটরা ॥

রসনায় তৃপ্তিকর মনের মতন ।

নানা দ্রব্যে কৈলা বহু প্রসাদ বণ্টন ॥

সুন্দর মন্দিরখানি প্রভুর ভাণ্ডার ।

কিছুই অভাব নাই লক্ষ্মী আড়ি ধরা ॥

তীর্থে তীর্থে যাত্রীদের আশ্রয়কারণ ।

সুন্দর বন্দেজ সহ সুন্দর আশ্রম ॥

বংশেতে সকলে ভক্ত বংশপরম্পরা ।
 পিতা পিতামহ আদি পূর্বপুরুষেরা ॥
 নাহি হেন ভক্তগোষ্ঠী প্রভু অবতারে ।
 লক্ষ-ভক্ত-পদধূলি বাহার দুয়ারে ॥
 বলরাম নাম যেনা উচ্চায়ে বধনে ।
 ঐব তার হয় ভক্তি প্রভুর চরণে ॥
 এই রথে কি হইল শুনাইল মন ।
 পর রথে কি হইল করহ শ্রবণ ॥
 মাহেশ নামেতে গ্রাম গঙ্গাকূলে স্থিতি ।
 অনেক লোকের বাস নানাবিধ জাতি ॥
 এই মহাভাগবত বসু বলরাম ।
 তাঁর পূর্ব-পুরুষদিগের কীর্তিধাম ॥
 সুন্দর মন্দিরে জগন্নাথের মুরতি ।
 ভোগরাগ সহ হয় সেবা নিতি নিতি ॥
 বিশেষে আবারে মহাসমারোহ হয় ।
 বৃহৎ কাঠের রথ উচ্চ অতিশয় ॥
 জনতার কথা কথা বাহুল্য কেবল ।
 সুবিদিত সাধারণে আগেটা অঞ্চল ॥
 বড়ই পিরীতি পায় মাহেশের রথে ।
 কাতারে কাতারে লোক আসে নানা পথে ॥
 জলে স্থলে নানা যানে বিবিধ উপায় ।
 বেগা লম্পটের সংখ্যা অধিকাংশ প্রায় ॥
 প্রতিবর্ষে শ্রীপ্রভুর প্রায় আগমন ।
 পাপী তাপী সন্তাপীর নিন্দার-কারণ ॥
 দরশন শ্রীপ্রভুর কৈলে একবার ।
 জঠর-জনম-কষ্ট নাহি হয় আর ॥
 জন্ম জন্মার্জিত পাপে মুক্ত তৎকালে ।
 শ্রীচরণ-দরশন বারেক করিলে ॥
 নিষাদের বাণ যথা জীব-বিনাশন ।
 পরশে-পরশে ধরে কাঞ্চন-বরন ॥
 জীবহিতব্রত প্রভু করুণাসাগর ।
 মাহেশে বাইতে আজি সাধ উগ্রতর ॥
 করিব বলিলে কর্ম দেহি নাহি আর ।
 যতুপি তাহাতে হয় বিপদ হাজার ॥

মাহেশে চলিল সঙ্গে ভক্ত কল জন ।
 কৃষ্ণবর্ণ হরিপদ হরিণ-নয়ন ॥
 ফকির ব্রাহ্মণ এক পরম আচারী ।
 মূল্যম যজ্ঞেশ্বর নিষ্ঠাবান তারি ॥
 ভক্তিমতী 'ভক্ত-মা' গোলাপ ঠাকুরানী ।
 আর আর ছিল কেবা নাম নাহি জানি ॥
 শ্রীপ্রভুর সঙ্গে যাত্রা মহানন্দ মন ।
 তরীযোগে যথাদিনে মাহেশে গমন ॥
 যথাযোগ্য বাসাবাটা মন্দিরের কাছে ।
 প্রয়োজন মত দ্রব্য সকলই আছে ॥
 নানাবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর প্রচুর ।
 ত্রিতলে আসন ঠাই হইল প্রভুর ॥
 খেচরার শ্রীপ্রভুর ভোগের কারণ ।
 ত্বরাধিতে করিলেন ভক্ত-মা রন্ধন ॥
 ভোজনে প্রভুর কিস্ত স্তম্ভ নাহি হয় ।
 গলার বেদনা আজি বৃদ্ধি অতিশয় ॥
 ক্ষুধমন ভক্তগণ হন তেকারণে ।
 শ্রীপ্রভুর সেবা করে রহে সাবধানে ॥
 মনে ভয় অতিশয় করয়ে ভাবনা ।
 রথে যদি যান প্রভু বাড়িবে বেদনা ॥
 মুখে নাই সাড়াশব্দ ভকতের দলে ।
 রথের বাজনা উচৈ বাজে হেনকালে ॥
 দারুময় ঠাকুরের মূর্তি সাজাইয়া ।
 পূজারী ব্রাহ্মণে দিলা রথে উঠাইয়া ॥
 লোকে লোকারণ্য স্থান মহাকোলাহল
 শুনিয়া শ্রীপ্রভুদেব হইলা চঞ্চল ॥
 ধীর সমীরণ-ভাব বহিল অন্তরে ।
 দ্বিতলের বারাণ্ডায় নামিলেন ধীরে ॥
 ক্রমশঃ আবেগ-বুদ্ধি অঙ্গ চলমল ।
 পবন সঞ্চারে যেন সরসীর জল ॥
 প্রবল আবেশ পরে পরে বৃদ্ধি পায় ।
 বার জোরে বহির্বারে উপনীত রায় ॥
 পাছু পাছু ধাবমান ভকতের গণ ।
 সাহস না হয় করে গতি নিবারণ ॥

মত্ত মাতঙ্গের মত্ত অঙ্গে ধরে বল ।
 আবেশের ভার যবে অধিক প্রবল ॥
 এবে যদি রথ-রজ্জু যত যাত্রিগণে ।
 বর বর শব্দেতে বৃহৎ রথ টানে ॥
 প্রভুরও হইল মন রথ টানিবারে ।
 দ্রুতপদে প্রবেশিলা জনতা ভিতরে ॥
 উপনীত একেবারে বিষম সঙ্কট ।
 রথের ঘূর্ণায়মান চক্রের নিকট ॥
 মহাভাবগ্রস্ত এবে বাহু মোটে নাই ।
 আপনে আপনহারা জগৎ-গোসাঁই ॥
 ভাবের প্রভাবে কান্দি লাভাণ্য বদনে ।
 সন্মুখল টাণ্ড যথা নিজের কিরণে ॥
 ভক্তগণ পাছু হেথা আছেন পড়িয়া ।
 শক্তি নাই সন্ধে আসে জনতা ঠেলিয়া ॥
 হেনকালে শুন কিবা অপূর্ব কাহিনী ।
 ভাবে যেথা বাহুহারা প্রভু গুণমণি ॥
 সেখানে ধরিয়া রজ্জু ছিল যত জন ।
 গুস্তিতে অনেক নহে পক্ষাশের কম ॥
 অব্যবহিত কোথা ঘর উপনীত রথে ।
 শুনা কথা গোউর গোয়ালী তারী জেতে ॥
 নিরখিয়া প্রভুদেবে নিকটে চাকার ।
 সকলে রথের রজ্জু করি পরিহার ॥
 উচ্চরবে কহে হয়ে শঙ্কায় আতুর ।
 আরে সেই আমাদের দয়াল ঠাকুর ॥
 এত বলি দলবদ্ধে ঘেরিয়া দাঁড়ায় ।
 পাছে কোন ঘটে বিয় ইহার শঙ্কায় ॥
 হৃগিত চলিত রথ দেখি একবারে ।
 যাত্রিগণ কি কারণ অব্যবহিত করে ॥
 গুণ্য পড়িয়া গেল ত্রীপ্রভুর কথা ।
 দরশনে আসে লোক ঠেলিয়া জনতা ॥
 আগে গিছে দরশন করে সর্বজনে ।
 ভাবাবেশে বাহুহারা প্রভু ভগবানে ॥
 এক কথা জিজ্ঞাসিতে পার তুমি মন ।
 যিনি নিজে সেই পূর্ণব্রজ সনাতন ॥

বিভু পরমেশ যিনি ষড়ৈশ্বর্য গুণে ।
 আত্মশক্তি যারা ধার আত্মার অধীনে
 সৃষ্টি স্থিতি লয় তিনি যিনি বিদ্যমান ।
 ইচ্ছাময় শিবময় মঙ্গলনিদান ॥
 জীব-হিত-ব্রত যিনি দয়ার সাগর ।
 জীবের কল্যাণে যাঁর তপ উগ্রতর ॥
 পরিহারি আত্মস্বত্ব এখানে সেখানে ।
 ভাবময় তাঁর পুনঃ ভাবাবেশ কেনে ॥
 শুন কিহী লীলা-তত্ত্ব অতীব মধুর ।
 শ্রবণ-পঠনে আনন্দোদয় তমঃ দূর ॥
 যখন যে মূর্তি নেহারিয়া মহাভাব ।
 সেই সে মুরতি হয় তাহে আবির্ভাব ॥
 হেন আবেশের কালে যদি কোনজন ।
 ভাগ্যবলে ত্রীপ্রভুর পায় দরশন ॥
 তাঁর দরশনে দরশন স্নানশ্রম ।
 আবির্ভূত মূর্তি বাহা প্রভুতে উদয় ॥
 আঞ্জিকার মহাভাবে প্রভু পরমেশ ।
 জগন্নাথ জগবন্ধু তাহার আবেশ ॥
 এমন আবেশ যেবা দরশন পায় ।
 তার নাহি রহে জন্ম মরণের দায় ॥
 প্রভুর সৃষ্টিতে আছে দেবদেবী যত ।
 আবেশে প্রভুর অঙ্গে হয় আবির্ভূত ॥
 প্রভু মোর মূলবৃক্ষ প্রকাণ্ড বিশাল ।
 অবতার যত কেহ কাণ্ড শাখা ভাল ॥
 অন্তরঙ্গ পারিষদ অবতার শ্রেণী ।
 এইবারে প্রভুদেব নিজে খোদে তিনি ॥
 মহালীলা ত্রীপ্রভুর লীলার প্রধান ।
 ভক্তবেশে অবতার দলে আগুয়ান ॥
 দৈশরকোটার ভক্ত যতগুলি সনে ।
 এক এক অবতার দেখা যায় গুণে ॥
 রামকৃষ্ণসাগরের খণ্ডাংশ প্রত্যেকে ।
 কেবল নরেন্দ্রনাথ অখণ্ডের থাকে ॥
 বলিতেন প্রভুদেব করহ শ্রবণ ।
 নরেন্দ্রে দেখিলে যায় অখণ্ডে মন ॥

ঈশ্বরকোটির ভক্তে নিরীক্ষণ করি ।
 মাঝে মাঝে হইতেন আবেশহু তারি ॥
 কোন্ ভক্ত কেবা আর কার অবতার ।
 আবেশে প্রত্যক্ষ সব হইত তাঁহার ॥
 মূল-নাম উচ্চারিয়া আবেশাবস্থার ।
 সমাদরে স্তুতি পূজা করিতেন রার ॥
 বুঝা কি প্রত্যক্ষ তব্ব না হয় কখন ।
 বিনা শুদ্ধবুদ্ধি আর বিমল লোচন ॥
 প্রভু প্রভু-ভক্তে রূপে রাখি একালনে ।
 কারমনোবাক্যে ধোবা মহালীলা শুনে ॥
 শুদ্ধ বুদ্ধি শুদ্ধ মন মিলয়ে তাহার ।
 বাহ্যতে প্রত্যক্ষীভূত নিশ্চয় জীবার ॥
 বাজীরে জনতা দেখিয়া দরশনে ।
 কোমরে গামছা বাঁধা গোয়ালার গণে ॥
 এক এক জন যেন এক এক রথী ।
 শ্রীঅন্ন বেড়িয়া রহে বতন সংহতি ॥
 পরে গিয়া ভক্তগণ জুটিল তথায় ।
 মহাভাবে বাহুহারা যেথা প্রভুরায় ॥
 গোয়ালারা জনতা ঠেলিয়া পথ করে ।
 ভক্তবর্গ ধরি রায়ে আনিল বাহিরে ॥
 তথাপি না ছাড়ে লোক পাছু পাছু ধায় ।
 আত্মহারা একেবারে সংখ্যায় সংখ্যায় ॥
 মকরন্দ-গন্ধে অন্ধ হইয়া যেমন ।
 চাতকের পাছু পাছু ছুটে ভৃঙ্গগণ ॥
 ভীতচিত ভক্তবর্গ মনে মনে করে ।
 ঠাকুরে লইয়া ঘরা প্রবেশে মন্দিরে ॥
 কিন্তু পথে ঘন ঘন ভাবের প্রবল ।
 ঠাই ঠাই শ্রীগোসাঁই অটল অচল ॥
 এই অবকাশে লোকে করে দরশন ।
 জন-মন-বিমোহন অতুল আনন ॥
 প্রেমমাধা শ্রীমুখমণ্ডল দ্যতিমান ।
 মন-পাণ্ডী-ধরা বাঁকা-আঁখির সন্ধান ॥
 ঈশ্বর-রক্তমাধর স্নানস্নেহের বাড়ি ।
 সহজেই বোধ নয় বিধাতার গড়া ॥

তার বিশ্বমোহনিরা হাসির খেলনি ।
 বর্ণে বর্ণে বরিষণ স্নানমাধা বাণী ॥
 দেখা শুনা যার নাহি হইল জীবনে ।
 চক্ষু কর্ণ বুঝা তার চক্ষু কর্ণ নামে ॥
 বিনা পণে অবহেলে খালি কল্পণায় ।
 দেহ ধরি অবতরি আসিয়া ধরায় ॥
 জীব-হিত-ব্রত রায় কল্যাণ-নিদান ।
 এক কর্ম জীব কেসে পায় পরিজ্ঞান ॥
 এত দয়াসাগর গোপাল উপমায় ।
 দেহ-ধরা দেহরক্ষা কেবল দরায় ॥
 আঞ্জিকার দিনে কত জীবে মুক্তিদান ।
 প্রভু বিনা অন্তে কেহ জানে না সন্ধান ॥
 পথের মধ্যেতে তাব অতি গুরুতর ।
 প্রতিপথে প্রায় প্রভু যেন বিশ্বস্তর ॥
 অর্থ তার অল্প নয় বুঝিবে বুঝিলে ।
 জীব দিতে পরাগতি দরশনহলে ॥
 বহুক্ষণ হেন রঙ্গ করি প্রভুরায় ।
 আঞ্জি রণবাত্রা-জীলা করিলেন সায় ॥
 দিনমান যার প্রায় ভাব-অবসান ।
 সঙ্গতে ভক্তবর্গ ব্যাকুলিত প্রাণ ॥
 ধীরে ধীরে মন্দিরের উপরে লয়ে যার ।
 বহুগুণে হৈল বুদ্ধি বেদনা গলায় ॥
 পরদিন দক্ষিণশহরে শ্রীগোসাঁই ।
 শয্যাগত উঠিবার শক্তি দেহে নাই ॥
 বেদনায় রক্তস্রাব হয় এইবারে ।
 দারুণ বয়্রণাভোগ গলায় ভিতরে ॥
 প্রফুল্ল মুখাবিন্দু বিগুণ আকার ।
 তরল পদার্থ বিনা চলে না আহার ॥
 সমাচার পাইয়া সভীত ভক্তগণ ।
 স্বরায় আইলা খেয়ে প্রভুর সদন ॥
 বেদনায় পরিশুদ্ধ শ্রীমদানুমানি ।
 প্রফুল্লিত ক্রমে দেখি ভক্তের মেলানি ॥
 বিশ্বরূপ গলায় বেদনা একেবারে ।
 উপবিষ্ট হইলেন খাটের উপরে ॥

পূর্ববৎ রত্ন-রস কথায় কথায় ।
 ভক্তবর্গ এইবারে ভুলিল না তায় ॥
 আনিয়া রাখালদাস ঘোষ ডাক্তারে ।
 নিযুক্ত করিয়া দিল চিকিৎসার তরে ॥
 রাখালের চিকিৎসায় নহে উপশম ।
 কোন দিন রোগরুদ্বি কোন দিন কম ॥
 বিবিধ উপায় কৈল না হয় সফল ।
 ক্রমশঃ হইতে থাকে শরীর দুর্বল ॥
 কেবল তরল ভোজ্য চলিছে এখন ।
 ভাত ডাল নাহি হয় গলাধঃকরণ ॥
 ভক্তেরা সন্তীত প্রাণ দিবানিশি ভাবে ।
 কি উপায়ে সমারোগ্য করে প্রভুদেবে ॥
 দিনেক গিরিশ ঘোষ বিশ্বাসের বীর ।
 প্রহরেক বেলা হৈল। মন্দিরে হাজির ॥
 আবদার সহ কন প্রভুর গোচরে ।
 আজি অন্ন খাইতে হইবে আপনারে ॥
 শ্রীপ্রভু বলেন অন্ন কি করিয়া পাই ।
 আহার তরল দ্রব্য তবু কষ্ট পাই ॥
 গিরিশ প্রভুকে কন শ্রীশুকর বলে ।
 তোমার যেমন কেহ নাই তিনকূলে ॥
 আমার সেরূপ নহে আছে একজন ।
 শশঙ্কিত নামে যার পুরন্দর যম ॥
 তাঁহার শক্তিতে আমি হেন শক্তি ধরি ।
 সামান্য বেদনা কুঁয়ে উড়াইতে পারি ॥
 এত বলি এই মঙ্গ কন মনে মনে ।
 তুমি বাহ্যকল্পতরু গুরু বিভ্রমানে ॥
 তোমারে প্রার্থনা যেন তোমার রূপায় ।
 আরোগ্য গলার ব্যাধি মুহূর্ত্তেকে পায় ॥
 উচ্চারিয়া এই মন্ত্র প্রভু ভক্তবর ।
 ফুঁক দিলা তিন বার গলার উপর ॥
 বেদনার স্থানে হাত বুলিয়ে গোসাঁই ।
 বলিলেন কি আশ্চর্য ব্যাথা আর নাই ॥
 এমন দারুণ ব্যাথা গেলা কোণাকারে ।
 এ কেবল গিরিশের মন্ত্রের জোরে ॥

এত শুনি শ্রীমন্দিরে আনন্দের রোল ।
 রাঁধিতে চলিল অন্ন মাগুরের ঝোল ॥
 অবিলম্বে ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ।
 প্রভুর গোচরে দিলা মন্দিরে আনিয়া ॥
 মহানন্দে ভক্তবর্গ করে দরশন ।
 বহুদিন পরে পুনঃ প্রভুর ভোজন ॥
 দিবা-অবশানে যত ভকতনিকরে ।
 সেদিন চলিয়া গেল আপনার ঘরে ॥
 এইতক সমাপন দিনের ঘটনা ।
 পর দিনে পূর্ববৎ প্রবল বেদনা ॥
 এই অন্নভোগ হৈল অন্নভোগ সায় ।
 দারুণ যন্ত্রণা এত গলার ব্যাগায় ॥
 প্রায় তিন মাস পূর্বে শুরু এই রোগ ।
 তখন হইতে আগে বন্ধ লুচিভোগ ॥
 যেই দিন মহোৎসব দেবেন্দের ঘরে ।
 স্মরণ করহ কথা আবেশের ভরে ॥
 কিবা বলিলেন প্রভু বিশ্বের গোসাঁই ।
 ভবিষ্যৎ ব্যাথা আর লুচি খাব নাই ॥
 তখন অবোধ্য কিবা ভাবার্থ বাক্যের ।
 লীলাসমাপনে তবে মর্ম হৈল টের ॥
 তর্কচূড়ামণি যিনি নাম শশধর ।
 প্রভু-দরশনে আসে দক্ষিণশহর ॥
 অন্তর বিষঃ ভারি মলিন বদন ।
 প্রভুর গলায় ব্যাথা তাহার কারণ ॥
 আরোগ্য-উপায়ে তেঁহ কন শ্রীগোচরে ।
 বর্ণনা আছয়ে হেন শাস্ত্রের ভিতরে ॥
 সমাধি ঘাঁহার হয় যদি সেই জন ।
 সমাধিস্থ হন দিয়া ব্যাধিহানে মন ॥
 সেই সে তাঁহার পক্ষে পরম ঔষধি ।
 কণেকে আরোগ্যলাভ নাহি রহে ব্যাধি ॥
 এত শুনি মুহু হাস্য করি প্রভুবর ।
 দীর্ঘবয় শশধরে করিলা উত্তর ॥
 সমাধিতে যবে করি দরশন তাঁর ।
 তুচ্ছ এই দেহ পচা কুমড়ার স্থায় ॥

আছে কিনা আছে যোর রহে না স্মরণ ।
 কেমনে সম্ভব দিব ব্যাখ্যানে মন ॥
 শ্রীমুখে শুনিয়া হেন কথার উত্তর ।
 বাক্যহীন বিষয়ে আবিষ্ট শশধর ॥
 মনে মনে ভাবে তেঁহে প্রভু কোন্ জন ।
 ব্রহ্মানন্দভোগী দিয়া দেহ বিসর্জন ॥
 শাস্ত্রে আর প্রভুবাক্যে প্রভুর ক্রিয়ায় ।
 শশধর বোল আনা মিলাইয়া পায় ॥

তথাপি বুঝিতে না পারিল মায়া রতি
 প্রভু যে পরমেশ্বর অখিলের পতি ॥
 শিরে ধরি শাস্ত্রপাঠ নাহি আরোজন ।
 নিরন্তর প্রভুকে প্রার্থনা কর মন ॥
 দেহ রামকৃষ্ণ রায় ভিক্ষা মাগে দীনে ।
 জ্ঞাতভক্তি সহ যতি চরণসেবনে ॥
 এইখানে চতুর্থ খণ্ডের কথা যায় ।
 স্মৃতি গাইল গীত মারের আজায় ॥

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত

ଶ୍ରୀଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ-ପୁଂଥି

ପଞ୍ଚମ ଥଣ୍ଡ

(ଅଷ୍ଟମୀ)

প্রভুর চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমন ও বাস

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায় ।

প্রেমামন্দে বন্দ গুরু-দারা জগমায় ॥

অবনী লুটায় বন্দ ভক্ত দৌহাকার ।

যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

প্রথম খণ্ডেতে বাল্য-লীলা হৃদয় ।

শ্রবণ-কীর্তনে স্বচ্ছ হৃদয় মুকুর ॥

সমুজ্জ্বল প্রতিভাত তাহার উপর ।

শ্রীপ্রভুর অপক্লপ রূপ মনোহর ॥

দ্বিতীয় খণ্ডের লীলা সাধন-ভঞ্জন ।

বিশ্বাসের সহ বেবা করে আন্দোলন ॥

নিশ্চয় বিশ্বকৃত্ত তার লোচন-আধার ।

পশিতে রতনাগারে চৈতন্তের দ্বার ॥

তৃতীয় চতুর্থ খণ্ডে ভক্ত-সংজ্ঞাটন ।

মহিমা-প্রচার ধর্ম-দ্বন্দ্ব-বিতর্জন ॥

স্বরূপ-প্রদর্শন দীনহীনসাজে ।

শ্রবণ কীর্তনে মন মজে পদাশুভে ॥

পঞ্চম শেষের খণ্ড পুঁথি বাহে সায় ।

একমনে যদি কেহ শুনে কিংবা গায় ॥

বড়ই মধুর ফল হাতে হাতে ফলে ।

প্রেমভক্তি পরাধন চরণকমলে ॥

ব্যাধির বিক্রম ভারি বৃদ্ধি এইবার ।

প্রদাহ যন্ত্রণা কত কষ্ট অনিবার ॥

মধ্যে মধ্যে রক্তশ্রাবে দেহ শীর্ণ-প্রায় ।

এই মতে শ্রাবণের আধাআধি যায় ॥

ক্লমমন ভক্তগণ বঁধিতে না পারে ।

প্রভুর আরোগ্য-হেতু কি উপায় করে ॥

একদিন রাম আর দেবেন্দ্রে ব্রাহ্মণ ।

কালীপদ-গিরিশ প্রভৃতি কল্পজন ॥

একত্র বসিয়া বৃক্তি কৈল স্থিরতর ।

ঐতিকারে উপবৃক্ত ইংরাজ ডাক্তার ॥

পরদিন প্রাতঃকালে ভক্ত চারিজন ।

অহুমতি-হেতু চলে প্রভুর সদন ॥

বিশুদ্ধ-বদন প্রভু দেখিলেন গিয়া ।

উঠিবার শক্তি নাই আছেন শুইয়া ॥

হেন বিমরষ ভাব কখন না শুনি ।

রসনা রহিত রস নাহি ফুটে বাগী ॥

সদানন্দময়ে হেন নিরানন্দ ধার ।

দেখি ভক্তচতুষ্টয়ে প্রায় প্রাণহার ॥

মুখে নাহি সরে কথা প্রভুর যেমন ।

জিজ্ঞাসা করিতে তাঁরে আছেন কেমন

কিছুক্ষণ পরে তবে সম্মি আপনে ।

বলিলেন বড় কষ্ট গেছে গত দিনে ॥

এক পুয়া রক্তশ্রাব যন্ত্রণা সহিত ।

গলনাগিমধ্যে দাহ বিদ্যাধির রীতি ॥

ঘোর বরিষার কাল শ্রাবণের শেষ ।

গেরুয়া-বসনা গঙ্গা বিরাগিনী বেশ ॥

নীল-কলেবর সিদ্ধ-সম্মি-আশায় ।

কুল দিয়া ভাসাইয়া তীব্র বেগে ধার ॥

পুরীমধ্যে পুষ্পোত্তান জাহ্নবীর কূলে ।

শ্রীপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিম অঞ্চলে ॥

ছয় হস্ত পরিমিত দূরত্ব কেবল ।

মাটি নাহি যায় দেখা তদ্রূপে জল ॥

সেই হেতু শ্রীপ্রভুর মন্দিরাভ্যন্তর ।

অতিশয় জলে সিক্ত রহে নিরন্তর ॥

এদিকে বিশালাকাশে জলধের দল ।

খুক খুক ফেলিতেছে রাষ্ট্র অবিরল ॥

জনকণা মাখি অন্ধে বায়ু বহমান ।
 আর্জ করে অবিরত আশ্রয়ের স্থান ॥
 হেন ঠাই শ্রীগোসাঁই করিলে বসতি ।
 স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে তাঁর হবে বহু ক্ষতি ॥
 এত ভাবি ভক্তগণে কৈলা নিবেদন ।
 শহরে বসতি করা এবে প্রয়োজন ॥
 উপযুক্ত বাসস্থান অল্পমতি দিলে ।
 নির্ধারিত করি গিয়া শহর অঞ্চলে ॥
 অবিকল শিশুহেলে বালক যেমন ।
 ভালবাসা মাখা ভাবা করিয়া শ্রবণ ॥
 সহাস্ত-আননে কন বাড়ি দেখ তবে ।
 বাগবাঝারের কাছে গঙ্গাতীরে হবে ॥
 ভ্রাতৃপুত্র রামলালে বলেন ডাকিয়া ।
 বাত্ৰাদিন কর স্থির পঞ্জিকা দেখিয়া ॥
 স্নানর বাত্রিক দিন পর শনিবারে ।
 আজি বৃহস্পতি আর একদিন পরে ॥
 সানন্দে ভকতবর্গ উঠিল সড়র ।
 অধেষণ করিবারে আজ্ঞামত ঘর ॥
 আনন্দ কি হেতু যদি জিজ্ঞাসিলে মন ।
 তদন্তরে কহি শুন তাহার কারণ ॥
 প্রভু-দরশন-প্রিয় ভকতনিকর ।
 ক্রোশত্রয় দূরে এই দক্ষিণশহর ॥
 সহজে এখানে আসা ঘটে না কাহার ।
 সপ্তাহে বারেক কেহ পক্ষে একবার ॥
 কিন্তু এবে কৈলে প্রভু শহরে বসতি ।
 দরশন শুভযোগে হবে দিবা রাত্রি ॥
 মনে মনে সকলের স্থিরতর জানা ।
 হৃ-দিনের চিকিৎসার সারিবে বেদনা ॥
 সেইহেতু ভক্তবর্গ হরষিত মন ।
 কে জানে ঘটবে পরে বিপদ ভীষণ ॥
 বাগবাঝারের কাছে গঙ্গা সরিহিত ।
 নূতন আবাস-বাটী করি নির্ধারিত ॥
 সমাচার পাঠাইলা প্রভুর সাক্ষাতে ।
 উপনীত প্রভুদেব শনিবার প্রাতে ॥

নিরখিয়া বাসাবাটী জানি না কারণ ।
 বসতি করিতে তথা হইল না মন ॥
 পরিহরি সেই বাটী স্থিরত-গমনে ।
 উপনীত হইলেন বহুর ভবনে ॥
 বহুর ভাগ্যের কথা নাহি হয় ইতি ।
 ধাহার ভবনে এত প্রভুর পিরীতি ॥
 শ্রীপ্রভুর আগমন বহুর ভবনে ।
 সাধারণে রাষ্ট্র কথা হৈল কানে কানে ॥
 লোকারণ্য হৈল লোকে ভবন-ভিতরে ।
 অগণন সাধ্য কার সংখ্যা তার করে ॥
 মঙ্গল-উৎসব-ধ্বনি উঠে দিবারাত্র ।
 বহুর ভবন ঠিক জগন্নাথ-ক্ষেত্র ॥
 প্রভু যে পীড়িত এত কেহ নাহি ভাবে ।
 দরশনে সবে মহানন্দ-নীরে ডুবে ॥
 পূর্ববৎ সমভাবে ব্যাধির বিক্রম ।
 কখন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি কহু কিছু কম ॥
 ইংরাজ ডাক্তারে দিতে চিকিৎসার ভার ।
 ঠাকুর তাহাতে নাহি করিলা স্বীকার ॥
 চিকিৎসার ভার তবে হইল পশ্চাতে ।
 প্রতাপ মজুমদার ডাক্তারের হাতে ॥
 শহরের একজন সুবিজ্ঞ ডাক্তার ।
 হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা তাঁহার ॥
 যথাসাধ্য বিদ্যাধির নিরূপণ করি ।
 খাইতে দিলেন ছোট ছোট সাধা বড়ি ॥
 প্রভুর বালকাপেক্ষা শরীর দুর্বল ।
 ঔষধসেবনে ঘটে বিপরীত ফল ॥
 প্রতাপ প্রতাপাবিত যশ দেশ জুড়ে ।
 এখানের প্রতিকারে বৃদ্ধি যায় হুড়ে ॥
 কিছুতেই কোনমতে কিছু নহে ফল ।
 প্রতিকারে রোগ করে ছনো গুণে বল ॥
 ইহাতেও তিল নাই প্রভুর বিশ্রাম ।
 তৎকথা নৃত্য-গীত চলে অবিরাম ॥
 দরশনে আসে বেবা বে কোন আশার ।
 আশার অতীত কহু অনারাসে পার ॥

একদিন শুন এক শ্রীপ্রভুর খেলা ।
 গগনে কেবল বাকি প্রহরেক বেলা ॥
 গৌরান্ধ-ভকত এক ব্রাহ্মণ-নন্দন ।
 নামাবলী ছিঁটাফোঁটা অঙ্গে স্মরণে ॥
 প্রভুর মহিমা-কথা লোকমুখে শুনে ।
 আসিতেন পথে পথে কত দরশনে ॥
 আসিতে আসিতে করে মনে আন্দোলন ।
 প্রভুর মহিমা-কথা-শ্রবণ যেমন ॥
 সরল বিশ্বাসে তেঁহ পাইল দেখিতে ।
 গৌরান্ধ-চরিতখানি প্রভুর চরিতে ॥
 বিশ্বয় সহিত নানাবিধ চিন্তা মনে ।
 অবশেষে উপনীত বহুর ভবনে ॥
 বাহ্যকল্পতরু প্রভু অখিলের রাজ ।
 সদয় মেলার মধ্যে করেন বিরাজ ॥
 বৈষ্ণবের বৈষ্ণব্যা অঙ্গে দেখি তার ।
 শ্রীপ্রভুর রীতি বেন অগ্রে নমস্কার ॥
 ব্রাহ্মণ-নন্দন করি প্রণিপাত পরে ।
 ভক্তিরীতে বসিলেন প্রভুর গোচরে ॥
 শ্রীকরে ধরিয়া এক বিউনি তখন ।
 আপনে আপনি প্রভু করেন ব্যজন ॥
 ব্রাহ্মণের মনে মনে উপজিল আশ ।
 পাইলে বিউনি করে শ্রীঅঙ্গে বাতাস ॥
 হৃদয় নিবাস প্রভু বৃষ্টিয়া অন্তরে ।
 সমর্পণ কৈলা পাখা ব্রাহ্মণের করে ॥
 মিটাইয়া মনসাধ ব্রাহ্মণ তখন ।
 পরম আচ্ছাদে করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন ॥
 কৃপা-পরবশ প্রভু স্বভাবের গুণে ।
 সেবার হইয়া তুষ্ট ব্রাহ্মণনন্দনে ॥
 কমলার সেব্য সেই অমূল্য চরণ ।
 ভাবাবেশে বক্ষে তাঁর করিলা অর্পণ ॥
 পূজকে পূর্ণিত হিয়া দ্বিজ ভাগ্যবান ।
 পথে যা ভাবিলা তাই দেখে বিদ্যমান ॥
 প্রবল প্রাণান্ত পীড়াভোগ অবিরাম ।
 তথাপি তিলেক নাই খেলার বিশ্রাম ॥

ভূগভ্য জ্ঞান দেহে খেলা নিরবধি ।
 যত দিন যায় তত বৃদ্ধি পায় ব্যাধি ॥
 পরাতৃত কবিরাজ ডাক্তারের গুণে ।
 এক পক্ষ হৈল গত বহুর ভবনে ॥
 এখানে অধিক দিন স্থিতি নহে যোগ্য
 স্বতন্ত্র স্থান চেষ্টা করে ভক্তবর্গ ॥
 শ্রামপুরুষের মধ্যে বাড়ি হৈল স্থির ।
 বাহার পশ্চিমে এক শিবের মন্দির ॥
 দ্বিতল মহল বাড়ি মাস ভাড়া ধার্য ।
 গৃহস্বামী নামজাদা শিব ভট্টাচার্য ॥
 শ্রীপ্রভুর মহাভক্ত কালীপদ ঘোষ ।
 নিকটে তাঁহার বাড়ি বড়ই সম্ভোষ ॥
 যে বাড়িতে শ্রীপ্রভুর হবে আগুসার ।
 অগ্রণী হইয়া কর্ণে কৈলা পরিষ্কার ॥
 দেবদেবীমূর্তি-আঁকা পট ক্রয় করি ।
 চৌদিকে দেয়ালে আঁটাইল সারি সারি ॥
 জালা হাঁড়ি খুস্তি বেড়ি মাছর আসন ।
 চাল ডাল অন্নাদি যতেক প্রয়োজন ॥
 এইসব আয়োজন করিবার তরে ।
 লইল সকল ভার নিজের উপরে ॥
 বায় তার যত হয় সকলে যোগান ।
 গিরিশ সুরেন্দ্র মিত্র বসু বলরাম ॥
 হরিশ মুস্তফী নবগোপাল কেদার ।
 চাঁই ভক্ত রাম দত্ত মহেন্দ্র মাষ্টার ॥
 কালীপদ দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভক্তগণ ।
 এবে ধারা সন্ন্যাসীরা বালক তখন ॥
 যোগাইতে টাকাকড়ি পাইবে কোথায় ।
 বাহা ছিল দেহ-প্রাণ সঁপিলা সেবার ॥
 রাখাল যোগীন লাটু নিত্যনিরঞ্জন ।
 বাবুরাম কালী শর্মা এই কয়জন ॥
 সেবাপর অবিরত রহে রেতে দিনে ।
 ‘ভক্ত-মা’ গোলাপ-মাতা একাকী রন্ধনে ।
 এখন নরেন্দ্রনাথ প্রভুতে পিরীত ।
 ছ-গুণা প্রহর গোটা প্রায় উপস্থিত ॥

কোথাও ক্ষণেক অস্ত্র হইলে বাহির ।
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ স্বহানে হাজির ॥
 এইবার আগেকার কথা মনে মনে ।
 কতই ঘুরিলা প্রভু নরেন্দ্রাধেবণে ॥
 কোথা তাঁর থেলাস্থান কোথা তাঁর ঘর ।
 সমাজ-মন্দির কোথা দক্ষিণশহর ॥
 ঋতুর তাড়না গ্রাহ তিলাদপি নাই ।
 নরেন্দ্রের অস্ত্র যেন পাগল গোসাঁই ॥
 সহিলা কহিলা কত তাঁহার বিচ্ছেদে ।
 এখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীপ্রভুর ফাঁদে ॥
 শরীরে ধরিয়া পীড়া এখন গোসাঁই ।
 করিছেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই ॥
 ভক্তি-প্রাণ-ভালবাসা প্রাণাধিক টান ।
 এই কয় গুণে অন্তরঙ্গের প্রমাণ ॥
 পীড়ার প্রাবল্য যত হয় দিন দিন ।
 কাস্তিময় তনুখানি জীর্ণ জীর্ণ জীর্ণ ॥
 তত অন্তরঙ্গদের বাড়য়ে আসক্তি ।
 প্রাণের অধিক টান ভালবাসা ভক্তি ॥
 যেন দেহ-বিনিময়ে দেহে লয়ে রোগ ।
 করিছেন ভক্তদের ভক্তির সন্তোষ ॥
 একদিন ভক্তবর্গে হয়ে একস্তর ।
 ভাবিয়া চিন্তিয়া মুক্তি কৈলা স্থিরতর ॥
 শহরের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক ।
 হউক যতই ব্যয় তারে আবশ্যক ॥
 ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ সরকারোপাধি ।
 হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসার বিধি ॥
 প্রতিকারে নির্বাচিত হইলেন তিনি ।
 বোল টাক। প্রতিবারে বেতন দর্শনী ॥
 রাজভাবা-বিশারদ পাঠপ্রিয় ধার ।
 যতগুলি আছে পাশ সবগুলি করা ॥
 অগণ্য করিয়া পাশ বদ্ধ মহাপাশে ।
 বিশেষিয়া পরিচয় পাবে পরিশেষে ॥
 সরল অন্তরাধারে দয়া বলবান ।
 রসনা কর্কশ বড় বাক্য যেন বাণ ॥

যে কার্য করিলা তেঁহ প্রভুর লীলার ।
 বহি যদি গিরে জুতা শোধ নাহি যায় ॥
 রামকৃষ্ণপত্নী যাত্র তাঁর কাছে গী ।
 বারে বারে বন্দি তাঁর চরণ ভ্রুখানি ॥
 পূজনীয় প্রভুভক্ত মহেন্দ্র মাস্টার ।
 ডাক্তার আনিতে কর্ণে লইলেন ভার ॥
 ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ডাক্তার-ভবনে ।
 শ্রীপ্রভুর আগমন ব্যাধি নিরূপণে ॥
 জানা-গুনা ইহার অধিক পূর্বে আর ।
 মথুরে চিকিৎসা করেন যখন ডাক্তার ॥
 মথুরের মনমত ইহার চিকিৎসা ।
 সেহেতু দক্ষিণেশ্বরে ছিল বাওয়া-আসা ॥
 সে জানা কেমন জানা গুন পরিচয় ।
 মথুর-পোষ্য লোকে পরমহংস কয় ॥
 যেন অতিশয় বৃথ ব্রাহ্মণের ছেলে ।
 পূজাকার্যে ত্রীতাই ভট্টাচার্য বলে ॥
 সেইমতে ডাক্তারের প্রভুদেবে জানা ।
 সে ঠকে অধিক নিজে যে বুঝে শিরানা ॥
 হেথা পথপানে চেয়ে আছে ভক্তবৃন্দ ।
 কখন মহেন্দ্রে ল'য়ে আসেন মহেন্দ্র ॥
 হেনকালে ডাক্তার হইল উপনীত ।
 ভকতনিকরে প্রভুদেব সুবেষ্টিত ॥
 প্রভুদেবে দেখিয়াই সবিস্ময় মনে ।
 ডাক্তার প্রভুকে কন ভূমি যে এখানে ॥
 দেখাইয়া সম্মুখীন ভকতনিকরে ।
 উত্তর—এনেছে এরা চিকিৎসার তরে ॥
 শ্রীপ্রভুর বিছানার উপর বসিয়া ।
 রোগ পরীক্ষিয়া দিল ঔষধ কহিয়া ॥
 নূতন দেখিল আশি এতদিন পরে ।
 প্রভু ভিন্ন অস্ত্রে তাঁর শয্যার উপরে ॥
 অতি আলক্ষণ মধ্যে উঠিল ডাক্তার ।
 উপনীত নীচে বেথা বাহির দুয়ার ॥
 ডাক্তারের কাছে গিয়া মাস্টার অগ্রণী ।
 সচেষ্ট তাঁহারে দিতে বেতন দর্শনী ॥

হাতে না লইয়া টাকা পুছিল ডাক্তার ।
 যে বাড়িতে আসিয়াছি এ বাড়ি কাহার ॥
 শুনিয়া ডাক্তারে কৈলা মাস্টার উত্তর ।
 শ্রীপ্রভুর ভক্তদের ভাড়া লওয়া বর ॥
 ইহার চিকিৎসা মাত্র উদ্দেশ্য ইহাতে ।
 দক্ষিণশহর দূর শহর হইতে ॥
 উহার আবার ভক্ত ভক্ত কি রকম ।
 অধিক বিষয়াপন্ন হইয়া তখন ॥
 জিজ্ঞাসা করিল তবে জানিতে আখ্যান ।
 ভক্ত সব কারা তাঁরা কি তাঁদের নাম ॥
 ভক্তদের নাম শুনি অবাধ ডাক্তার ।
 দর্শন গ্রহণে তবে কৈলা অস্বীকার ॥
 ডাক্তার হৃদয়বান ধীমান পণ্ডিত ।
 ধর্ম তাঁর একমাত্র সাধারণহিত ॥
 প্রভুদেব হিতাকাঙ্ক্ষী সাধারণ জনে ।
 বিশেষ ধারণা দৃঢ় হৈল মনে মনে ॥
 মনোভাব বাক্যেতে প্রকাশ করি তিনি ।
 অস্বীকার করিলেন লইতে দর্শনী ॥
 মহেন্দ্র মাস্টার পুনঃ বুঝাইয়া কন ।
 যদিও ভক্তেরা নহে ধনাঢ্য এমন ॥
 তথাপি অক্ষম নহে দর্শনী-প্রদানে ।
 গ্রহণ করুন এথে অস্বীকার কেনে ॥
 মুখমন ডাক্তার কহেন তৎক্ষণে ।
 আমাকেও কর গণ্য পাঁচের ভিতরে ॥
 পরম যতন সহ উহারে দেখিব ।
 যতবার আবশ্যক আপনি আসিব ॥
 স্নহদের মত তেঁহ বলিলেন পিছে ।
 ইহাতে নিষ্পন্ন মোর বহু স্বার্থ আছে ॥
 শ্রীপ্রভুর চিকিৎসার স্বার্থ আছে তাঁর ।
 স্নগভীর অর্থ দেখি ভিতরে ইহার ॥
 গৃহ কথা বড় হেথা কহিলা ডাক্তার ।
 লক্ষ কোটি নমস্কার চরণে তাঁহার ॥
 বহুদূরদর্শিতার ভাব এ কথায় ।
 ডাক্তার—ডাক্তার নহে জনৈক লীলার ॥

অতিশয় প্রিয়তম শ্রীপ্রভুর জন ।
 প্রভুর ইচ্ছায় এবে অবস্থা এমন ॥
 শ্রীপ্রভুর রক্ষ বত ডাক্তারের সনে ।
 আলোচনা করিলে বুঝিবে অন্ধ জনে ॥
 শহরেতে শ্রীপ্রভুর কেন আগমন ।
 উদ্দেশ্য তাহার সন্দেহ সপ্রেম মিলন ॥
 বহুদূরদর্শিতার শকতির গুণে ।
 ডাক্তার বিশেষরূপে বুঝিলা আপনে ॥
 আপনার অবস্থা দেখিয়া পান টের ।
 প্রভুর চিকিৎসা নয় চিকিৎসা নিষ্পন্ন ॥
 ডাক্তার বড়ই চাপা অন্তঃশীলা বর ।
 দেড়গুণা ভাল আঁটা হৃদয়-নিলয় ॥
 মনোগত ভাব কত প্রকাশ না করে ।
 স্বেচ্ছায় এ নয় তাঁর স্বভাবানুসারে ॥
 মাহুকের সন্দেহ কি খেলেন ভগবান ।
 বাহুবে না দেন তিনি জানিতে সন্ধান ॥
 মান্নার মোহিতচিত্ত অবিরত রয় ।
 অহঙ্কারে আমি করি এই মত কয় ॥
 জাগাইয়া বার সন্দেহ খেলেন ঈশ্বর ।
 সে খেলার অস্ত্র ধারা বর্ণ স্বতন্তর ॥
 সেখানে মান্নার ভাল খোলা একেবারে ।
 আমিহে অকর্তা-বোধ তুমি তুমি করে ॥
 ডাক্তারের ধর্ম-রোগ শুনহ এখন ।
 পরম পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক এক জন ॥
 তর্ক-বিজ্ঞাবলে পক্ষ সমর্থন করে ।
 শ্রীপ্রভুর স্বীকার নয় সাকার ঈশ্বরে ॥
 এ রোগ ইহার নহে একাকী কেবল ।
 রোগগ্রস্ত এবে প্রায় সব নব্যদল ॥
 সাকারের প্রতিবাদী সংখ্যা কেবা করে ।
 ম্যালেরিয়া রোগী যেন প্রতি ঘরে ঘরে ॥
 সকলে বিদিত হেতু বলাই বাহুল্য ।
 ব্রাহ্মধর্ম প্রাবল্যেতে রোগের প্রাবল্য ॥
 বিজ্ঞানের দেশে দেশে উন্নতি সাধন ।
 বৃদ্ধি বল কলবল দ্বিতীয় কারণ ॥

সাকার না লাগে ভাল দোষ নাহি তার ।
 দোষমাত্র প্রতিবাদে সাকার কথায় ॥
 সর্বশক্তিমানস্বের ভাব ভগবানে ।
 আকার ধরিতে তবে শক্তি নাই কেনে ॥
 সর্বশক্তিমানস্ব প্রত্যক্ষ দেখা যায় ।
 সে যুঝে সাকার যিনি তিনি নিরাকার ॥
 যত দূর ধারণা করিতে পারে জীবে ।
 অসম্ভব কিবা তার সকলি সম্ভবে ॥
 বার বার বলিলেন প্রভু ভক্তপতি ।
 ঈশ্বরীয় অবস্থার নাহি হয় ইতি ॥
 ভক্তপতি শ্রীপ্রভুর নাম এইখানে ।
 নুতন কহিলু শুন কিবা তার মানে ॥
 ভক্ত সাধারণী নাম ভক্ত কল্প তাঁরে ।
 ভক্তিতরে ঈশ্বরের ভজন্য যে করে ॥
 শাক্ত শৈব গাণপত্য রামাইও বৈষ্ণব ।
 বাউল নানকপন্থী কর্তাভজ্য সব ॥
 নবরসিকের দল জানা সর্বজনে ।
 নিরাকার-উপাসক সগুণ নিগুণে ॥
 অব্যোমহী কি বোদ্ধ কিবা পঞ্চনামী ।
 দরবেশ আল্লাভজ্য কিবা খ্রীষ্টিয়ানি ॥
 যে মতে যে পথে যেবা ভজ্ঞে ভগবানে ।
 ভক্ত অর্থে এক করি সাধারণী মানে ॥
 এই সব পন্থীদের প্রভু অধিপতি ।
 বারে বারে বলিয়াছি ইহার তারতী ॥
 যে মত পথের ভক্ত প্রভু বিত্তমান ।
 সব পায় আপনার পথের সন্ধান ॥
 বাবতীর মতে পথে করিয়া সাধনা ।
 পথঘাট শ্রীপ্রভুর সব ভাল জানা ॥
 উপায়ের ছেতু কাছে আসিলে সাধক ।
 বুঢ়িয়া দিতেন তার যেখানে আটক ॥
 উপদেশ তার মত তাহার ভাবায় ।
 সে কথা অস্তুর পক্ষে বুঝা মহাদায় ॥
 ভক্তনাজে হয়ে মুগ্ধ চরিতে প্রভুর ।
 সকলে ব্রহ্মিত তিনি তাঁদের ঠাকুর ॥

ইহার বিশেষ মর্ম বিশেষিয়া জানে ।
 ইদানীর সমুদ্রত ব্রাহ্মভক্তগণে ॥
 সকলের উপদেষ্টা প্রভু ভগবান ।
 পুঁথি তাই জানে তাঁর ভক্তপতি নাম ॥
 ডাক্তার বোঝেন সেই পরম-ঈশ্বর ।
 অরূপ আকারহীন বুদ্ধির উপর ॥
 মানুষ কখনও গুরু হইতে না পারে ।
 মানুষ মানুষ মাত্র কিবা শক্তি ধরে ॥
 মানুষের পদবুলি গ্রহণীয় নয় ।
 ঈশ্বর মহান কিবা মহুশ্মনিচয় ॥
 অসীম অখণ্ডেশ্বর মহুশ্ম-আধারে ।
 হইবার নহে কভু হইতে না পারে ॥
 কেমনে হইবে যাহা নহে হইবার ।
 ভাব কি সমাধি ইহার মাথার বিকার ॥
 হৃদ থেকে মলভ্যাগ যেই জন করে ।
 কেমনে ঈশ্বরারোপ করিব তাঁহারে ॥
 বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিক মার্জিতাগ্রগণ্য ।
 যনে গুণে যশে কাজে সাধারণে মাত্র ॥
 এহেন উন্নতশীল মানুষ যে জন ।
 ঈশ্বর সমাধি ব্যাখ্যা করিল কেমন ॥
 বাহে বেদ ওস্তাদ গীতা পুরাণনিচয় ।
 সাধন-ভজনকর্ম সব হয় লয় ॥

বিশেষিয়া এইখানে বুঝ তুমি মন ।
 হালের মার্জিতবুদ্ধি লোকের লক্ষণ ॥
 হায় ! আমি কি কহিব অতি অর্বাচীন ।
 পাড়ার্গেয়ে মেঠো লোক বিজ্ঞাবুদ্ধিহীন ॥
 চেহারা মুছা যায় গেছো ভূত দেখে ।
 বরনে লজ্জার কালি দোয়াতেতে ঢুকে ॥
 পেটভরা ভাত মুড়ি কোথা হ-বেলায় ।
 হীন দাস্তবৃত্তি কাজে আরু কেটে বার ॥
 এরা সব বড়লোক চড়ে গাড়ি ঘোড়া ।
 স্তূর্ণন স্তূর্ণন বেশ আমাছোড়া ॥
 লুচি চিনি ছদ মিষ্টি ইচ্ছামত খায় ।
 দ্বিতলে ত্রিতলে নিদ্রা কোমল শয্যা ॥

দাস দাসী খানসামা চাকর বেহারী।
 ভোজ্যপূরী বংশধারী দরজাতে খাড়া ॥
 বড় বড় সাহেবেরা মহামাত্র করে।
 হুজুমেতে মাহুবেদ মাথা বায় উড়ে ॥
 এহেন অবস্থাপন্ন লোকের তুলনে।
 আমি ক্ষুদ্র পিপীলিকা ভাবে এক কোণে ॥
 কিন্তু রামকৃষ্ণজীর রূপাদৃষ্টিবলে।
 বড় লোকে দেখি যেন দুগ্ধপোষ্য ছেলে ॥
 বলিল কেমনে কথা ফুটিল বদনে।
 এত সব মহা মহা ভক্তদের স্থানে ॥
 ভাব কি সমাধি ইহা মাগার বিকার।
 শক্তিহীন ভগবান ধরিতে আকার ॥
 তবে দূরদর্শিতার ভাব তাহে কিসে।
 কেবল চাঁদের আলো প্রভুর পরশে ॥
 রক্ষা কর রামকৃষ্ণ নরভূ-বেশ।
 পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিভূ পরমেশ ॥
 অনাদি অখণ্ড সীমাহীন বিশ্বস্বামী।
 নিরাকার শাকার উভয় রূপে তুমি ॥
 তোমার রূপায় প্রভু দূরীভূত ধাঁধা।
 প্রার্থনা চরণে যেন মন রহে বাঁধা ॥
 নিঃস্বার্থে প্রভুতে শ্রদ্ধা রাখি ঘেইজন।
 রোগ-প্রতিকারে করে বিশেষ যতন ॥
 যে কেহ হউন তিনি আরোধ্য আমার।
 যুগল চরণ তাঁর বন্দি বার বার ॥
 ডাক্তার নিঃস্বার্থপর কি হেতু এখানে।
 শুনিতে বাসনা যদি শুন এক মনে ॥
 দেখিতে পাইলা তেঁহ প্রভুর ইচ্ছায়।
 মোহনীর শক্তি এক শ্রীপ্রভুর গায় ॥
 বাহার প্রভাবে বহু কদাচারী জন।
 কুতূহলে করিতেছে স্পর্শে গমন ॥
 সেইহেতু স্বার্থহীন পর-উপকারে।
 আরোগ্যে বিবিধোগায় যত্নসহকারে ॥
 ক্রমে ক্রমে স্বাভাবিক পাবে সমাচার।
 রামকৃষ্ণ-জীলা-গীতি স্থধার পাথার ॥

ডাক্তারের সদাচার শ্রীপ্রভুর সনে।
 চিকিৎসা করিবে তেঁহ কড়িপাতি বিনে
 ভক্তের মণ্ডলী মধ্যে রাষ্ট্র হইল কথা।
 ধৃত্য ধৃত্য সবে করে মুয়াইয়া মাথা ॥
 পরদিনে বহু ভক্ত একত্র হোয়ায়।
 আগোটা গৃহেতে আর ঠাই না কুলায় ॥
 প্রভুর সভায় আজি শোভা কি সুন্দর।
 ছদ্মবেশে পরমেশ রাজরাজেশ্বর ॥
 ঐশ্বর্যাদি কাস্তিতাব ভিতরে গোপনে।
 পুণ্ড্রিমার কররাজি ঘন আবরণে ॥
 সঙ্গে অন্তরঙ্গগুলি গড়া সেই ছাঁচে।
 কালামাথা মণিমালা সাধ্য কার বাহে ॥
 আজিকার নবধারা অপূর্ব ধরন।
 ফিকে ফিকে লবু বর্ণ ঘন-আবরণ ॥
 মনোহর কাস্তি-কর ফুটে শ্রীবদনে।
 দীপ্তিমান মণিরাজি যাহার কিরণে ॥
 গোপনে মোহন মেলা নয়নানন্দকর।
 রত্নরসে জীলাভস্ককথা পরস্পর ॥
 ডাক্তার এমন কালে হইল হাজির।
 শ্রীব্রাহ্মনাকাশে পুনঃ উদিল তিমির ॥
 ভক্তবর্গ নমস্কার কৈলা জনে জনে।
 বলিল ডাক্তার গিয়া প্রভুর আসনে ॥
 পরীক্ষিয়া ব্যাধা-স্থান ঔষধ-বিধান।
 অতি অল্পক্ষণ মধ্যে কৈল সমাধান ॥
 নেহারিয়া চারিদিক দেখেন ডাক্তার।
 আজি দিনে বহু ভক্ত পরিপূর্ণ ঘর ॥
 স্রবশে সুন্দরমূর্তি যুবকের দল।
 ভক্তির চটায় করে মুখ ঝলমল ॥
 চমকিত আনন্দিত হৃদয়-নিলয়।
 গিরিশের সঙ্গে আজি শুভ পরিচয় ॥
 ঈশ্বরীয় কথা পরে কথায় কথায়।
 বাদপ্রতিবাদে তিন ঘণ্টা কেটে যায় ॥
 বাকবিত্তোত্তর তেঁহ বুঝিল নিশ্চিত।
 সভাস্থ ভক্তবর্গ পরম পণ্ডিত ॥

অত্যাচ্চ বর্ণের সব নহে মালা জেলে ।
অধিকাংশ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ছেলে ॥
মিষ্টভাবী সদালাপী বিনীত-আচার ।
অঙ্গে শোভে নানাবিধ গুণ-অলঙ্কার ॥

দেখিয়া শুনিয়া সভা আনন্দ-অন্তর ।
অধিক বাড়িল শ্রদ্ধা প্রভুর উপর ॥
শিলা দেখি শৈলের বারতা কিছু পেরে
বিদায় লইয়া গেলা সে দিন চলিয়ে ॥

সুরেন্দ্রের গৃহে অধিকাপূজা ও প্রভুর অলক্ষ্যে আবির্ভাব এবং ডাক্তারের সঙ্গে বিবিধ তত্ত্বালাপ

বন্দ রামকৃষ্ণরায় বিশ্বস্বামী যিনি ।
বন্দ মাতা শ্যামা-সুতা জগৎ-জননী ॥
গৃহস্থ সন্ন্যাসী ভক্ত বন্দ দৌহাকার ।
বাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার ॥

আখিনে অধিকাপূজা উৎসব প্রধান ।
বঙ্গবাসী জনে জনে স্থখে ভাসমান ॥
কিবা বুঝা কি বুঝতী বুদ্ধ কিবা মাগী ।
ধনী কি নির্ধন কিবা শোকা তানী রোগী ॥
বিশেষতঃ কলিকাতা প্রধান নগরী ।
ধনরসে পরিপূর্ণ অট্টালিকা বাড়ি ॥
সর্ব অঙ্গে সুচিকন কিবা শোভা পায় ।
ঘরে ঘরে অধিকার প্রতিমা সাজায় ॥
চেনা নাহি যায় কেবা জড় কি চেনন ।
আগোটা প্রকৃতি দেবী সহাস্তবদন ॥
হেথা বিপরীত ধারা প্রভুর সংসারে ।
প্রিয়মাণ ক্ষুদ্রমন ভক্ততনিকরে ॥
জবাব দিয়াছে চিকিৎসকের নিচর ।
প্রভুর অসাধ্য ব্যাধি আরোগ্যের নয় ॥
মারা লয়ে লীলাখেলা যারার ভিতর ।
হালি কারা স্থখ দুঃখ সঙ্গে নিরন্তর ॥
এইখানে এক কথা কর অবহিত ।
প্রভুর নিকটে ভক্ত নহে বিবাদিত ॥

হাজার পীড়িত তাঁরে নয়নে দেখিছে ।
তবু নাই কোন দুঃখ বতক্ষণ কাছে ॥
বরঞ্চ আনন্দে হৃদি পড়ে উথলিয়া ।
যে কোন অবস্থাপন্ন প্রভুরে দেখিয়া ॥
পরিহরি শ্রীগোচর আসিলে বাহিরে ।
দুঃখতাপ বিষমতা আক্রমণ করে ॥
কি হেতু এমন হয় হেতু শুন তার ।
শ্রীপ্রভু আনন্দময় কারণ ইহার ॥
যেখানে শ্রীপ্রভুদেব আনন্দ সেখানে ।
কোথায় আঁধার রহে চাঁদ বিষমানে ॥
অহঙ্কার তাপ শোক সব রহে দূর ।
বিরাজিত বেইখানে লীলার ঠাকুর ॥
প্রভুর লীলার শত সহস্র প্রমাণ ।
তর্ক বুদ্ধি বিভ্রামদ তাঁর সমিধান ॥
দূরীভূত একেবারে মুক্ত মহাকাঁদে ।
শেষে ধরি শ্রীচরণ প্রোমানন্দে কাঁদে ॥
এইমত কত শত পণ্ডিত ধীমান ।
শ্রীপ্রভুর প্রসাদেতে পাইলেন জ্ঞান ॥

হরষ বিবাদ দিয়া লীলার ঠাকুর ।
 লীলা-অবসানকাল নাহি বেশী দূর ॥
 সন্মিলিত করিছেন অন্তরঙ্গগণে ।
 ভবিষ্য প্রচারকার্যে লীলার প্রাক্ষণে ॥
 প্রভুকে পীড়িত দেখি পীড়িত সবাই ।
 পীড়ায় প্রভুর কিম্ব কোন গ্রাহ নাই ॥
 সদানন্দময় তাঁর পীড়া নাই মনে ।
 সর্বদা খেলায় রত ভক্তদের সনে ॥
 কখন কাহার বন্ধ হস্ত পরিশ্রীয়া ।
 মুচকি হাসেন তায় ধ্যানস্থ করিয়া ॥
 কত্ব বিদেশস্থ বেধা বহু দুরাস্তরে ।
 এখানে থাকিয়া সেথা দেখা দেন তাঁরে ॥
 কত্ব দাঁড়াইয়া মধ্যে ভক্তদের কন ।
 হরিষোল দিয়া নাচ করিয়া বেটন ॥
 কত্ব গিয়া গৃহান্তরে ভক্তের দলে ।
 করিয়া দেখিয়া রঙ্গ প্রহরেক চলে ॥
 সুরেন্দ্রের ঘরে হেথা সন্তুর্মা পূজায় ।
 শুন কি করিলা রঙ্গ প্রভুদেবরায় ॥
 প্রতিবর্ষ তুর্গোৎসবে সুরেন্দ্রের ঘরে ।
 সতর্কে শ্রীপ্রভুদেবে নিমন্ত্রণ করে ॥
 ভক্তগণে সঙ্গে লয়ে ভক্তপ্রিয় রায় ।
 যাইতেন তাঁর ঘরে অধিকা পূজায় ॥
 শয্যায় পীড়িত এবে প্রভু গুণমণি ।
 নিরানন্দ ভক্ত-বৃন্দ আকুল পরানী ॥
 পূর্ব আনন্দের খেলা করিয়া স্রগ ।
 বীরভক্ত শ্রীপ্রভুর সুরেন্দ্র এখন ॥
 দাঁড়াইয়া প্রতিমার সমুখ প্রদেশে ।
 হনয়নে অপ্রাধার গও যায় ভেসে ॥
 এবে পায় ন্যূনাধিক ছয় দণ্ড রাতি ।
 নিকেতনে চারিদিকে জলিতেছে বাতি ॥
 রাতি নাহি জানা যায় বাতির আলোকে ।
 নিমন্ত্রণরক্ষাহেতু আসে যায় লোকে ॥
 সুরেন্দ্র সমান ভাবে আছে দাঁড়াইয়া ।
 প্রভুর মোহন মূর্তি মনে ধিরাইয়া ॥

এমন সময় উঁহ দেখিবারে পান ।
 প্রতিমার মধ্যে প্রভু নিজে অধিষ্ঠান ॥
 এখানেতে প্রভুদেব ভক্তদের কন ।
 সুরেন্দ্রের বাড়িতে বাইতে হৈল মন ॥
 বাসনা-উদয় যেন অন্তর মাঝারে ।
 দেগিতে পাইমু আমি তিলের ভিতরে ॥
 জ্যোতির্ময় পথ এক অতি পরিসর ।
 এখান হইতে যেথা সুরেন্দ্রের ঘর ॥
 তার মধ্যে প্রবেশিয়া দেখিমু সেখানে ।
 আবির্ভাব অধিকার পূজার দ্বালানে ॥
 কি সুন্দর প্রতিমার ভাতি উঠে গায় ।
 ক্ষীণপ্রভা দীপমালা তাহার প্রভায় ॥
 তোমরা সকলে যাও মিলে একতরে ।
 প্রতিমার দরশনে সুরেন্দ্রের ঘরে ॥
 এইরূপ নানা খেলা ভক্তসহকারে ।
 বিশেষিয়া বিবরণ নহে বলিবারে ॥
 শ্রীবন্দ বিগলিত তত্ত্বসুধাপানে ।
 ডাক্তার উন্মত্তবৎ রহে রেতে দিনে ॥
 প্রতিদিন উপনীত প্রভুর সদন ।
 শুনিবারে সুধাখাণ্ড প্রভুর বচন ॥
 আগত রজনী আজি গত দিনমান ।
 ঘর পরিপূর্ণ লোকে নাহি পায় স্থান ॥
 ভক্তি-সুখ প্রভুদেব ভক্তি-আচরণ ।
 ভক্তি-পথে জীব-শিক্ষা তাহার কারণ ॥
 প্রভুর নিকটে নাই জ্ঞাতির বিচার ।
 যেখানে দেখেন ভক্তি সেই আপনার ॥
 প্রাণ-তুল্য-প্রাণাধিক প্রাণাপেক্ষা প্রিয়
 আত্মীয় হইতে তিনি পরম আত্মীয় ॥
 ধর্মী কর্মী মহাদানী মুখ্যে দ্রষ্টান ।
 সমুখে দেখিয়া তাঁরে কন ভগবান ॥
 ঈশ্বরের পদাম্বুজে রাখিয়া ভক্তিত ।
 যে জন সংসারাপ্রমে রহে স্থিরমতি ॥
 সেই ধন্য সেই বীর বলিহারি তায় ।
 কেমন সে জন পরে কন উপহার ॥

শিরে হু-মণের ভার-বোঝারী যেমন ।
 পথিমধ্যে আড়ে আড়ে করে নিরীক্ষণ ॥
 বায় বর সজ্জীভূত বিবাহের তরে ।
 সমারোহে বাত্ৰভাণ্ডঘটা সহকারে ॥
 বিশেষ বীরত্ব শক্তি না থাকিলে গায় ।
 কেহ না করিতে পারে হু-কূল বজায় ॥
 এহেন সংসারী জনে অনাসক্ত রীত ।
 পাকাল মাছের মত বুঝিবা নিশ্চিত ॥
 অবিরত রহে মাছ পুকুরের পাঁকে ।
 গায়ে নাহি লাগে পাঁক পরিকার থাকে ॥
 অনাসক্ত হইবার বাহার বাসনা ।
 তাহাতে উপায় বিধি সাধন ভজনা ॥
 সাধনার স্থান বিধি অতি নিরঞ্জন ।
 জন-মানবেতে যেন কেহ নাহি জানে ॥
 নির্জনে আকুল প্রাণে করিবে প্রার্থনা ।
 পাইলে ভকতি তবে পুরিবে কামনা ॥
 জ্ঞানভক্তি-লাভ অগ্রে পশ্চাৎ সংসার ।
 বাহাতে আটক রাখে বন্ধন মায়ার ॥
 যে জানে জীবনমুক্ত আছিল জনক ।
 কঠোর সাধনা সেই জ্ঞানের জনক ॥
 সাধকে হুঃসাধ্য এবে কঠোর সাধনা ।
 ক্ষীণ মন বিদ্র বাধা পথে দেয় হানি ॥
 সেহেতু ভক্তির পথ সুপ্রশস্ততর ।
 যে পথে সহজে লাভ পরম ঈশ্বর ॥
 বহু পূর্বেকার প্রশ্ন উঠিল আবার ।
 ঈশ্বর সাকার কিবা তিনি নিরাকার ॥
 প্রভুর উত্তর তিনি ঠাই অবস্থায় ।
 বিষম সমস্তা ইহা ব্রহ্ম মহাদায় ॥
 কাঁচা মনে এই তত্ত্ব প্রবেশিতে নারে ।
 যে করে ঈশ্বর চিন্তা সে বুঝিতে পারে ॥
 ধনবিভ্রাহেতু জ্ঞেবে অহঙ্কার বার ।
 ঈশ্বরদর্শন তার নহে হইবার ॥
 রাবণের রজোগুণ কুস্তকর্ণ তমে ।
 বিভীষণ সম্ভোগী লিখিত পুরাণে ॥

এইবারে বলিলেন মহেন্দ্র ডাক্তার ।
 ইন্দিরসংঘম করা কঠিন ব্যাপার ॥
 তাহার উত্তরে কন বিশ্বগুরু রায় ।
 যদি কেহ ঈশ্বরের রূপাকণা পায় ॥
 কিংবা যদি পায় কেহ দরশন তাঁর ।
 অথবা সাক্ষাৎকার যতপি আদ্যার ॥
 তখন এ ষড়রিপু যুত্তের মতন ।
 বিষহীন বীৰ্যহীন যেন ভুজঙ্গম ॥
 বুদ্ধিহারা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার এখানে ।
 শ্রীপ্রভুদেবের ভক্তিতত্ত্বের বাথানে ॥
 ডাক্তারের জ্ঞান অগ্রে ইন্দির-সংঘম ।
 পশ্চাতে সাধনে হয় ঈশ্বর-দর্শন ॥
 সেহেতু বলিলেন প্রভু পরমেশে ।
 ঈশ্বর কি লাভ হন বিনা রিপুবশে ॥
 তবে ব্রাহ্মীতে প্রভু বৈজ্ঞানিকে কন ।
 তুমি যাঁহা করিতেছ স্বতন্ত্র রকম ॥
 ইহাকে বিচার-পণ জ্ঞান-পথ বলে ।
 জ্ঞানমার্গী বারা তারা এই মতে চলে ॥
 তারা কহে চিন্তগুদ্ধি অগ্রে দরকার ।
 পশ্চাতে সাধনে হয় জ্ঞানের সঞ্চার ॥
 এ দিকে সহজে পুনঃ সেই বস্ত্র মিলে ।
 ভক্তি যদি হয় তাঁর চরণ-কমলে ॥
 ঈশ্বরের গুণগানে চিন্তে যদি রস ।
 আপনি ইন্দির মরে রিপু হয় বশ ॥
 যেমন বাতলে পোকা আলো-দরশনে ।
 থাকিতে না পারে আর অন্ধকার স্থানে ॥
 ভক্ত তেন রিপুবর্গ ইন্দির সহিত ।
 ঝাঁপ দেয় রূপে তাঁর হইয়া মোহিত ॥
 বৈজ্ঞানিক এইখানে কন আর বার ।
 যতপি পুড়িয়া মরে তাহাও স্বীকার ॥
 বিধিমতে ব্রাহ্মীতে প্রভুর বচন ।
 তত্ত্ব নাহি হয় দৃষ্ট পোকার মতন ॥
 যে আলোতে পোকা পড়ে দাহ গুণ তার ।
 কাজেই পড়িলে পোকা জীবন হারার ॥

ভক্তগণ বাহে পড়ে সে আলো মণির ।
 আশ্বনের সঙ্গে ইহা ভিন্ন প্রকৃতির ॥
 ঈশ্বরে মণির রূপ সমুজ্জ্বলতর ।
 তথাপিহ স্থগীতল সুখশাস্তিকর ॥
 জ্ঞানমার্গাশ্রয়ে কিংবা বিচারের বলে ।
 সত্য ঈশ্বরের লাভ দরশন মিলে ॥
 কিন্তু এই কলিকালে সে পথাতিক্রম ।
 দুর্বল জীবের পক্ষে বড়ই বিঘম ॥
 মন নহি বুদ্ধি নহি দেহখানি ।
 ইন্দ্রিয় রিপুর নহি বণীভূত আমি ॥
 রোগ শোক স্ত্রুৎ দুঃখ অতীত সবার ।
 আমি সে সচ্চিদানন্দ সকলের পার ॥
 বড়ই সহজে বলা যুগের কথার ।
 ধারণা বড়ই শক্ত করা মহাদায় ॥
 কাঁটার কাটিছে হাত রক্তধারা বর ।
 অথচ বলিছে যুগে কৈ কিছু নয় ॥
 মরে তবু যুগে বলে বেশ আছি হেথা ।
 সাঙ্গে কি যত্নপি কেহ কহে হেন কথা ॥
 অনেক করেন মনে বিনা অধ্যয়ন ।
 জ্ঞান কিংবা বিজ্ঞা নাহি হয় উপার্জন ॥
 কিন্তু অধ্যয়নাত্মক শূন্য শ্রেয়স্কর ।
 দর্শন শ্রবণাপেক্ষা হয় শ্রেষ্ঠতর ॥
 সংসারী মলিন-বুদ্ধি আসক্ত বিষয়ে ।
 ত্যাগীরা নির্মল-জ্ঞানি সংসারীর চেয়ে ॥
 চক্ষুমান বুদ্ধিমান বহু পরিমাণে ।
 একমাত্র নিরাসক্ত শকতির গুণে ॥
 সংসারী সংসারে খেলে উন্নতের প্রায় ।
 আপনার ঠিক চাল দেখিতে না পার ॥
 ত্যাগী জন মুক্ত-জ্ঞানি বাহিরে থাকিয়ে ।
 সুন্দর দেখিতে পায় সংসারীর চেয়ে ॥
 সতরঞ্চ দাবাবোড়ে খেলায় যেমন ।
 সে খেলে না তত ভাল খেলুড়ে যে জন ॥
 সুন্দর তাহার চাল যুগ বিধিমতে ।
 যে বলে উপর-চাল থাকিয়া তফাতে ॥

নীতিগর্ভ তত্ত্বসার চিত্ত-আকর্ষণী ।
 অমৃত-পুত্রিত যত শ্রীমুখের বাণী ॥
 শুনিয়া ডাক্তার এবে বিমোহিত প্রাণে ।
 কহিলেন সম্ভাষিয়া সমাসীনগণে ॥
 পুস্তকাধ্যয়ন-বিজ্ঞা হইলে প্রভুর ।
 হইত না অধিকার জ্ঞান এত দূর ॥
 ডাক্তারে পুনশ্চ তবে প্রভুদেব কন ।
 পঞ্চবটমূলে যবে শাধন-ভঞ্জন ॥
 নিপতিত যুক্তিকায় বলিতাম মাকে ।
 এই তিন বস্তু মাগো দেখাও আমাকে ॥
 কর্মবলে কর্মী বাহা কৈল উপার্জন ।
 যোগবলে যোগীর যতেক দরশন ॥
 জ্ঞানপথে জ্ঞানমার্গী করিয়া বিচার ।
 অবগত হইলেন বাহা তত্ত্বসার ॥
 কতই দেখিলু আমি মায়ের রূপায় ।
 যুমে পাড়াইলে যুম যুম যায় যায় ॥
 এত বলি অবস্থার আভাষ সহিত ।
 বীণা-বিনিদ্রিত কণ্ঠে ধরিলেন গীত ॥

“যুম ভেঙ্গেছে আর কি যুমাই
 যোগে যোগে জেগে আছি ।
 এখন যোগনিদ্রা তোর পেয়ে মা
 যুনের যুম পাড়ায়েছি ॥”

গীত সমাপনে কন ত্রীপ্রভু আমার ।
 অধ্যয়ন নাই করি খালি নাম মার ॥
 দানী শব্দু আমাকে বলিয়াছিল তাই ।
 শাস্তিরাম সিংহ ঢাল তরবারি নাই ॥
 ঈশানে কহেন প্রভু লীলার ঈশ্বর ।
 অবতার অস্বীকার করেন ডাক্তার ॥
 প্রভুর আজ্ঞাহসারে কহেন ঈশান ।
 ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য অবতারাখ্যান ॥
 আমাদের হৃদয়ে বিশ্বাস বড় কম ।
 অহঙ্কার একমাত্র তাহার কারণ ॥
 কাকভুষণীর কণা অতি চমৎকার ।
 সেইকালে স্বর্ষবংশে রাম অবতার ॥

পূর্ণব্রহ্ম সেই রাম কৌশল্যা-নন্দনে ।
 স্বীকার করে না কাক প্রথমে প্রথমে ॥
 পরে যবে নানালোক করিয়া ভ্রমণ ।
 সর্ব ঠাই সেই রাম কৈল দরশন ॥
 তখন চৈতন্যোদয় চূর্ণ অহঙ্কার ।
 বৃষ্টিতে পারিল রামে রাম অবতার ॥
 দেখিতে কেবলমাত্র নর-কলেবর ।
 কিন্তু গোটা সৃষ্টি তাঁর উদর-ভিতর ॥
 ডাক্তারের প্রতি প্রভু এইখানে কন ।
 স্বরাট-বিরাটরূপে সেই এক জন ॥
 নিত্য যার লীলা তাঁর একের খেলায় ।
 বিবম সমস্তা ইহা বুঝা মহাদায় ॥
 সৃষ্টির ঈশ্বর মায়াধীশ ভগবান ।
 সকল সম্ভবে তাঁর সর্বশক্তিমান ॥
 কুজ-বুদ্ধি মোরা সব বলিতে কি পারি ।
 আসিতে নারেন হরি নররূপ ধরি ॥
 ঈশ্বরের কার্যাবলী বুঝাতির পার ।
 ধারণা না হয় শিরে নহে বুঝিবার ॥
 সেহেতু ঈশ্বরল্যাভে উপায় সখল ।
 সাধু মহাত্মার বাক্যে বিশ্বাস কেবল ॥
 সরলতা বিনা তাঁরে বিশ্বাস না হয় ।
 বিষয়-বুদ্ধিতে বহু সন্দেহ উদয় ॥
 সাধুসঙ্গ সর্বদাই অতি প্রয়োজন ।
 বৈভেদ প্রকৃতি ধরে সাধু মহাজন ॥
 ভবরোগ-বিনাশনে জানে মহৌষধি ।
 সমারোগ্য করিবারে বিষয়ীর ব্যাধি ॥
 মহেন্দ্র-হাস্টার নামে প্রভুভক্ত যিনি ।
 যতখানি জমি তাঁর বুদ্ধি ততখানি ॥
 আট চাল ভাবিয়া চালেন এক চাল ।
 মাস্তবে সহজে তাঁর না পারি নাগাল ॥
 জন্ম গুণাইলে কাছে নাহি যার চেনা ।
 লীলা-দরশনে শক্তিবুদ্ধ এক জনা ॥
 বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিকে মাস্টার হেথায় ।
 নিরখিয়া বিমোহিত প্রভুর কথায় ॥

তাই মৃত্যুরে তাঁরে কহেন তখন ।
 এখানে প্রহরাভীত হইল এখন ॥
 আরো বহু আছে রোগী আপনার হাতে ।
 কখন যাবেন তবে তা সবে দেখিতে ॥
 আনন্দে মগন মন ডাক্তার কহিল ।
 পাইয়া পরমহংস সব মাটি হ'ল ॥
 হাসিতে লাগিল সবে গুনিয়া বচন ।
 স্মরণ লীলা-গীতি গুন তুমি মন ॥
 তদন্তরে ডাক্তারের প্রতি কন রায় ।
 আছে এক নদী কর্মনাশা বলে তার ॥
 তার জলে ডুব দিলে যাবতীয় কর্ম ।
 সকল বিনষ্ট হয় হেন তার ধর্ম ॥
 প্রভুর বচন বেন স্মরণ আচার ।
 গুনি ভক্তগণে তবে কহেন ডাক্তার ॥
 অন্তরে অতুলানন্দ নাহি বার টের ।
 মোরে ভাবিও না পর আমি তোমাদের ।
 পরিশেষে বৈজ্ঞানিকে কন পরমেশ ।
 অমৃত তোমার ছেলে ছেলেটিও বেশ ॥
 অবতারবাদে কিন্তু বিপরীত কয় ।
 তাহে কোন ক্ষতি কিংবা হানি নাহি হয় ॥
 সাকার কি নিরাকারে বার যাহে মন ।
 বিশ্বাস শরণাগত এই প্রয়োজন ॥
 পুত্রের থিরাতি গুনি ডাক্তার কহিল ।
 অমৃত আমার পুত্র তোমারি তো চেলা ॥
 তদন্তরে বলিলেন জগৎ-গোসাঁই ।
 জগতে আমার চেলা কোন শালা নাই ॥
 আমি চেলা সকলের তলে সবাকার ।
 সকলে তাঁহার দাস আমিও তাঁহার ॥
 সবে ঈশ্বরের ছেলে হুই একজন ।
 গুরু মাত্র ভগবান অল্প কেহ নন ॥
 অভিমানশূন্য প্রভু জীবের শিক্ষায় ।
 গুন মহালীলা গাই মায়ের আজ্ঞায় ॥
 তাহার সঙ্গতে ভক্তদের আশীর্বাদ ।
 প্রত্যেকের পদ-পেগু পরম প্রসাদ ॥

মহেন্দ্র ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ ও তাঁহাকে বিবিধ উপদেশ

(‘তত্ত্বমঞ্জরী’ মাসিক পত্রে প্রকাশিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ হইতে সংগ্রহ)

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায় ।

প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্মায় ॥

অবনী লুটায় বন্দ ভক্ত দৌহাকার ।

যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

এবে আশ্বিনের শেষ মাস প্রায় যায় ।
তিনমাস গোটা প্রভু পীড়িতাবস্থায় ॥
বড় বড় কবিরাজ ডাক্তারের গণ ।
দেখিতেছে বিদ্যাধির আরম্ভ যখন ॥
প্রাণপণে যত্ন-চেষ্টা আরোগ্যের তরে ।
বিফল সকল গেল ব্যাধি খুব বেড়ে ॥
এখন হতাশ সবে একমতে কর ।
কঠিন বিদ্যাধি ইহা আরোগ্যের নয় ॥
হরিষ-বিষাদে কাল কাটে ভক্তগণ ।
কভু হাসে কভু করে অশ্রু-বিসর্জন ॥
কভু বা তারকনাথে হত্যা দিতে যায় ।
কভু দৈব কর্মে জন্মপত্রিকা দেখায় ॥
কাস্তিময় দেহখানি বিগুস্ত নীরস ।
আহার কেবলমাত্র সুজির পায়স ॥
এত পীড়া তবু লোকে দলে দলে আসে ।
বাঞ্ছাকল্পতরু-প্রভু-দরশন-আশে ॥
একবার দরশনে শোকতাপ দূর ।
অহেতুক ক্রুপাসিদ্ধ দয়াল ঠাকুর ॥
দয়ার ইয়ত্তা নাই করুণানিধান ।
সদা চেষ্টা কিসে হয় লোকের কল্যাণ ॥
জীবনের একোদ্দেশ্য জগতের হিত ।
সকলের সঙ্গে কথা আদর সহিত ॥
কথার বিরাম নাই নাই তার ইতি ।
প্রাতঃকালাবধি প্রায় গ্রহরেক রাত্তি ॥

কণ্ঠার চালনা হেতু কণ্ঠার পীড়ায় ।
ডাক্তার করিল মানা বাক্যব্যয়ে তাঁয় ॥
লোকের মেলানি বন্ধ ভক্তগণ করে ।
শ্রীগোচরে যাইতে না দেয় যারে তারে ॥
ঔষধের বিধানাদি করিয়া ডাক্তার ।
আসিতে বিদায় মাগে প্রভুর গোচর ॥
সুধামাথা বাক্যে তাঁরে কন ভগবান ।
কি হেতু সত্ত্বর আজি শুনিবে না গান ॥
নরেন্দ্রের গীতে মন মুগ্ধ সবাচার ।
গানের শুনিয়া কথা বসিল ডাক্তার ॥
করে ধরা তানপুরা কিবা শোভা পায় ।
সসঙ্গে সতীশচন্দ্র যদঙ্গ বাজায় ॥
বসিলা নরেন্দ্রনাথ সংগীত পিরীত ।
শ্রীপ্রভুর আচ্ছাদনে গাইবারে গীত ॥
গীতের মাধুরী যেন তেমনি কণ্ঠের ।
শুনিলে বারেক ইচ্ছা শুনি ফের ফের ॥

গীত

নিবিড় আধারে মা স্তোর চমকে ও রূপ রাশি ।
তাই বোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী ॥
অনন্ত আধার-কোলে, মহানির্বাণ হিলোলে ।
চিরশান্তি-পরিমল অরত যায় ভাসি ॥
মহাকালীরূপ ধরি, আধার-বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি
অভয় পদকমলে, শ্রোমের বিজলী জ্বলে,
চিরয় মুখমণ্ডলে শোভে অট অট হাসি ॥

গীত-সমাপনে কন মাষ্টারে ডাক্তার ।

এ গীত প্রভুর পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর ॥
 শুনিলে সংগীত হেন হইবে সমাধি ।
 বাহাতে সম্ভব খুব বৃদ্ধি হবে ব্যাধি ॥
 করিতে করিতে এই কথা-আন্দোলন ।
 শ্রীপ্রভু গভীর ধ্যানে হইল মগন ॥
 স্পন্দহীন গোটা অঙ্গ শ্রবণ বধির ।
 কাঠপুস্তলিকাতুল্য হ-নয়ন স্থির ॥
 বাহজ্ঞানশূন্য দেহে দেহের অন্ত্রথ ।
 মন বৃদ্ধি চিত্ত অহংকার অন্তর্মুখ ॥
 প্রভুকে ভাবস্থ দেখি নরেন্দ্র আবার ।
 ধরিলেন অগ্নি গীত পিক-কণ্ঠে তাঁর ॥

গীত

কি হৃথ জীবনে মন ওহে নাথ দয়াময় হে ;
 যদি চরণ-সরোজে পরান মধুণ চিরমগন না রয় হে ।
 অগণন ধনরাশি তার কিবা ফলোদয় হে,
 যদি লঙ্ঘিরে সে ধনে পরম বতনে যতন না করয় হে,
 হুকুমার কুমারমুখ দেখিতে না চাই হে,
 যদি সে চাঁদবরানে তব প্রেমমুখ দেখিতে না পাই হে,
 কি ছার শশাঙ্কজ্যোতিঃ দেখি আঁধারময় হে,
 যদি সে চাঁদপ্রকাশে তব প্রেমচাঁদ নাহি উদয় হয় হে ।
 সতীর পবিত্র প্রেম তাও মগিনতানয় হে,
 যদি সে প্রেমকনকে তব প্রেমমণি
 নাহি জড়িত রয় হে ।

ভীকবিব ব্যাল সম সতত দশর হে,
 যদি মোহ-পরমাসে নাথ তোমাতে ঘটায় সংশয় হে ।
 কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে,
 তুমি আমার হৃদয়রতন মণি আনন্দ নিলয় হে ।

এই গীতে বিশোধিত হইয়া ডাক্তার ।

হ-নয়নে বরিষণ করে অশ্রুধার ॥
 ইতিমধ্যে প্রভুদেব আসিলেন ফিরে ।
 ধীরে ধীরে আপনার আবাস-মন্দিরে ॥
 মরি কি প্রভুর শোভা মনোহর ছবি ।
 আবাসে উদয় যেন কত শশী রবি ॥
 মুখ-মন লোকজন নীরব সভায় ।
 নাই শব্দ সবে শুদ্ধ ভাবে ভেসে যায় ॥

কোথায় কঠিন পীড়া শ্রীঅঙ্গে এখন ।
 বিন্দুমাত্র বিষাদির নাহিক লক্ষণ ॥
 শ্রীমুখ প্রফুল্ল কিবা কান্তি উঠে তার ।
 হেরিলে আপনি মায়া নিজে মোহ যায় ॥
 একদৃষ্টে সকলেই চেয়ে মুখপানে ।
 পুনরায় মনে আশা কথাযুত-পানে ॥
 ভক্ত-বাৎসল্যভর বৃষ্টিয়া অন্তরে ।
 কন কথা সর্বোধিয়া মহেশ্বর ডাক্তারে ॥
 লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন করি পরিহার ।
 গাও ঈশ্বরের নাম মুখে এইবার ॥
 ডাক্তারের মনে মনে বোল আনা জানা ।
 তিনি খুব সুপণ্ডিত বৈজ্ঞানিক জনা ॥
 বিজ্ঞানশাস্ত্রেতে পটু বৃদ্ধি বিচক্ষণ ।
 সেই তমোবিনাশনে প্রভুদেব কন ॥
 বিজ্ঞান কাহারে বলে লক্ষণ কি তার ।
 যার বলে কুটে চক্ষু নষ্ট অহংকার ॥
 জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যায় যেই জন ।
 সেই সে যুঁজিতে পারে ঈশ্বর কেমন ॥
 সে জন অজ্ঞান নানা জ্ঞান আছে যার ।
 কিংবা যার মনোমধ্যে পাণ্ডিত্যহকার ॥
 ঈশ্বর সকল ভূতে রন বিগম্বান ।
 ইহাতে নিশ্চয় বৃদ্ধি তার নাম জ্ঞান ॥
 যে বৃদ্ধি বিশেষরূপে ভগবানে জানে ।
 সেই বৃদ্ধি সুবিদিত বিজ্ঞানের নামে ॥
 ভগবান জ্ঞানাজ্ঞান এ দুয়ের পার ।
 সবতনে উভয়েই কর পরিহার ॥
 পায়েতে হুটিলে কাঁটা কাঁটা দিয়া তুলে ।
 পশ্চাতে উভয় কাঁটা দূরে দেয় ফেলে ॥
 প্রথমে অজ্ঞান-কাঁটা তুলিবার তরে ।
 জ্ঞান-কাঁটা যেটি তার আবশ্যক করে ॥
 বিন্দু কাঁটা উঠাইয়া যুক্তি এই সার ।
 সমভাবে উভয়ের কর পরিহার ॥
 বাখানিয়া প্রভুদেব কন এইখানে ।
 লক্ষণ জিজ্ঞাসা কৈল সীতাপতি রামে ॥

বশিষ্ঠদেবের মত হেন জ্ঞানী জন ।
অধীর পুত্রের শোকে করেন রোদন ॥
তদন্তরে লক্ষ্মণেরে কহিলেন রাম ।
জ্ঞান আছে যেথা আছে সেখানে অজ্ঞান ॥
জ্ঞানাজ্ঞান পাপপুণ্য ধর্ম কি অধর্ম ।
শুচি কি অশুচি এই বাবতীয় কর্ম ॥
সকলের পায়ের পাবে সেই ভগবান ।
এত বলি পিক-কণ্ঠে ধরিলেন গান ॥

গীত

আম নন বেড়াতে যাবি ।
কালীকল্পতরু-মূলে বসে চারি ফল কুড়িয়ে পাবি ॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জামা তার নিবৃত্তির সঙ্গে দিবি ।
বিবেক নামে তার বেটা তরু-কথা তায় শুধাবি ॥
প্রথম ভাষার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি ।
যদি না মানে প্রবেশ কালীসিন্ধুরে ডুবাইবি ॥
শুচি-অশুচিরে লয়ে দিয়া ঘরে কবে শুধি ।
তাদের দুই সতীনে পিরীত হ'লে
তবে শ্যামা-মাকে পাবি ॥
ধর্মার্থ ছুটা অজ্ঞা তুচ্ছ খুঁটার বেধে থুবি ।
তাদের জ্ঞানথল্লা বলি দিয়ে উত্তরে কৈবল্য দিবি ॥
অহংকার অবিজ্ঞা তোর পিতামাতার ভাড়িয়ে দিবি ।
যদি মোহগর্ভে টেনে লয় ধৈর্যখুঁটা ধ'রে র'বি ॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে তবে কালের কাছে
জ্বাব দিবি ।
তবে বাপু বাচ্চা বাপের ঠাকুর মনের মত নন হবি ॥

হেনকালে কোনজন জিজ্ঞাসে প্রভুকে ।
ছটি কাঁটা-তির্যাকের পর কিবা থাকে ॥
জ্ঞানাজ্ঞান-পরিহারে পরের খবর ।
“নিত্যশুদ্ধবোধরূপ” প্রভুর উত্তর ॥
তাঁহার স্বরূপ কথা বলিবার নয় ।
সেই বস্তু একমাত্র তার পরিচয় ॥
সচ্চিদানন্দের সঙ্গে ক্রৌড়া কি রমণ ।
অবক্তব্য কথা ইহা না যায় বর্ণন ॥
ডাক্তারে করিয়া লক্ষ্য প্রভু পুনঃ কন ।
জ্ঞান জন্মে অহংকার হইলে নিধন ॥

অজ্ঞানেতে আমি ও আমার লোকে কয় ।
ভূমি ও তোমার-বোধে জ্ঞানের উদয় ॥
সর্বের স্বরূপ ভগবান অজ্ঞ কেহ নন ।
আপনে অকর্তব্যবোধে জ্ঞানের লক্ষণ ॥
পুস্তকাধ্যয়নে ভারি বাড়ে অহংকার ।
ভগবৎ তুচ্ছ দেখে জগৎ-সংসার ॥
ভক্তিকে হুঁসিয়া সার এঁটে ধর খুঁটি ।
তির্যাকিয়া কুট তর্ক আনু কুটিনাটি ।
পাপ-পুণ্য আছে কিনা কাহে কিবা রয় ।
কে করে করায়, কর্ম কাহে কিবা হয় ॥
ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ এই বাবতীয় ।
কথার প্রসঙ্গে কিছু নাহি হয় শ্রেয়ঃ ॥
একমাত্র সারবস্তু ভক্তি পরাধন ।
ঈশ্বরে প্রার্থনা কর ভক্তির কারণ ॥
খাইয়া শূকর মাংস ঈশ্বর-চরণে ।
ভক্তি যদি হয় তাও শ্রেয়ঃ লক্ষণে ॥
হবিষ্য করিয়া যদি আসক্তি সংসারে ।
সে নহে মাহুখ বলি নরাদম্য তারে ॥
বিশেষিয়া কন প্রভু ডাক্তারের প্রতি ।
সংগ্রেহ সম্ভাব তাহে বিনয় সংহতি ॥
এতকাল সন্তোষিলে বহু পরিমাণ ।
টাকাকড়ি প্রতিপত্তি অতুল সম্মান ॥
এইবার যাও মন ঈশ্বর-চরণে ।
উদ্ধীপনা হেতু তুমি আসিও এখানে ॥

কিছুক্ষণ পরেতে ডাক্তার ভাগ্যবান ।
বিদায় লইয়া তবে কৈলা গাত্রোথান ॥
হেনকালে দরশন দিলেন গিরিশ ।
যাহে হৈল হরিষের উপরে হরিষ ॥
প্রভুর চরণেরেণু করিয়া গ্রহণ ।
উপবিষ্ট হইলেন হরষিত মন ॥
ডাক্তার প্রেমের ভরে সন্তোষিয়া তাঁয় ।
আসন গ্রহণ তেঁহ কৈলা পুনরায় ॥
শ্রীপ্রভুর পদরজ লইতে দেখিয়া ।
ডাক্তার গিরিশে কন উপদেশ দিয়া ॥

আর সব কর বাহা যুক্তিযুক্ত হয় ।
 ঈশ্বরের পূজা শুঁরে দেওয়া ভাল নয় ॥
 এমন সুন্দর লোক এঁর হয় হানি ।
 সেইহেতু নিবারণ করিতেছি আমি ॥
 গুরুপদে স্থির মতি গৃহী ভক্তবর ।
 বিশ্বাসী গিরিশ তাঁরে করিল উত্তর ॥
 অকূল পাথার ভীম সন্দেহ-সাগরে ।
 উত্তীর্ণ রূপায় ধীর কিবা দিব তাঁরে ॥
 উচ্চ পূজা উপযুক্ত তাঁহার চরণে ।
 তাঁর বিষ্ঠা বিষ্ঠাবৎ নাহি লয় মনে ॥
 প্রত্যুত্তরে প্রতিবাদ বলেন ডাক্তার ।
 আমার কথার ইহা কথা স্বতন্তর ॥
 আমি কি পারি না নিলে 'লিচি' এই বলি ।
 ডাক্তার গ্রহণ কৈলা প্রভুপদ-মূলি ॥
 গিরিশ তখন কন উল্লাসের ভরে ।
 করিছে জিহ্বাবাসী ধ্বজ আপনারে ॥
 রজবলে ডাক্তারের আলোকিত হৃদি ।
 উচ্ছ্বাসের ভরে কন গিরিশে সন্মোখি ॥
 পদমূলিগ্রহণেতে কার্য কিবা ভার ।
 এখন লইতে পারি রজ সবাকার ॥
 এত বলি ভক্তদের পদ পরশিয়া ।
 লইলা চরণ-রেণু মাথায় ধরিয়া ॥
 মঙ্গল-নিদান প্রভু এখানে প্রমাণ ।
 কেমনে সাধেন দেখ জীবের কল্যাণ ॥
 সভক্তে শ্রীপদরেণু পরম মঙ্গল ।
 লওয়াইলা ডাক্তারে করিয়া কৌশল ॥

চকিতের কার্য যত নরেন্দ্র দেখিয়া ।
 ডাক্তারের প্রতি কন তাঁরে সম্ভাষিয়া ॥
 বিস্ময়-আহ্লাদ-কুতূহল-সম্মিত ।
 ইহাকে আমরা দেখি ঈশ্বরের মত ॥
 সে কেমন বুঝাইতে কহিলেন পিছে ।
 উদ্ভিদশ্রেণীর মধ্যে হেন বস্তু আছে ॥
 যেই বস্তু-দরশনে বুঝা নাহি যায় ।
 উদ্ভিদ বলি কি আমি প্রাণী বলি তায় ॥
 তেন নরলোক দেবলোকের মাঝারে ।
 হেন বস্তু আছে যোরা পাই দেখিবারে ॥
 ধীর গুণধর্মদৃষ্টে বুঝা বড় ভার ।
 নর কি ঈশ্বর নাম কিবা দিব তাঁর ॥
 প্রতিবাদে বৈজ্ঞানিক যত কণা কন ।
 সব ভাসে বজ্রাঙ্কলে কুটীর মতন ॥
 পরে বৈজ্ঞানিক কন প্রভু পরমেশে ।
 কি কারণ কহ তুমি ভাবের আবেশে ॥
 ভাল মন্দ কিছু নাহি বিচার করিয়া ।
 অপরের গারে দাও চরণ তুলিয়া ॥
 এ কথায় গিরিশের সঙ্গে বাধে রণ ।
 বাদ প্রতিবাদ দৌহে হৈল কিছুক্ষণ ॥
 অবশেষে বৈজ্ঞানিক হার মানি তাঁয় ।
 গিরিশের পদমূলি লইলা মাথায় ॥
 আজিকার সভা ভঙ্গ করি এইখানে ।
 পূজ্যপাদ বৈজ্ঞানিক চলিলা ভবনে ॥
 রামকৃষ্ণায়ন-কণা অমৃত-ভাণ্ডার ।
 শ্রবণ-কীর্তনে জীবৈ ভবলিঙ্গুপার ॥

সংসারের স্রুথে চঃথে পেতে দিয়া ছাতি

এক মনে তন মন রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥

ডাক্তারকে ভাবের বাজার প্রদর্শন ও শ্রীপ্রভুর কালীপূজা

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণরায় ।

প্রেমানন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্নাথ ॥

অবনী লুটায় বন্দ ভক্ত দৌহাকার ।

যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

বড়ই সুমিষ্ট রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত ।
ইঞ্জিয়াদি সহ মন গুলিলে মোহিত ॥
বিমল পবিত্র চিত চৈতন্য-সঞ্চার ।
লীলা-দরশন যদি ভাগ্যে ঘটে কার ॥
কেমন ঠাকুর কিবা সহচরগণ ।
অপরূপ প্রকৃতির বিচিত্র ধরন ॥
সহজেই বুঝা যায় দেখিলে চরিত ।
সর্ব-অংশে মাহুয়ের ঠিক বিপরীত ॥
অনায়াসে প্রাণিধানে হইবে সক্ষম ।
একমনে মহালীলা করিলে শ্রবণ ॥
বিজয় গোস্বামী যিনি ব্রাহ্মদের দলে ।
জন্ম গোরাক্ষভক্ত অষ্টৈতের কুলে ॥
মিলন প্রভুর সঙ্গে বহুকালাবধি ।
এখন নাহিক আর নিরাকারবাদী ॥
কেশবের মত এবে পিরীতি সাকারে ।
কালী-কৃষ্ণ-রাম নামে ছ-নয়ন ঝরে ॥
কোথায় বিজয় ছিল এখন কোথায় ।
একমাত্র বিশ্বগুরু প্রভুর কৃপায় ॥
কায় কোন্ পথ কিসে কাহার আরাম ।
সব জ্ঞাত প্রভু তাই বিশ্বগুরু নাম ॥
প্রভুর মতন নেতা ঈশ্বরের পথে ।
জানি নাই শুনি নাই কোথা কে জগতে ॥
ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক বিজয় এখন ।
নানা দেশ নানা তীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥

উপনীত এবে তেঁহ শহর ভিতরে ।
আজি হেথা শ্রীপ্রভুর দরশন তরে ॥
প্রভুর সাজান ঘর অপূর্ব ভাণ্ডার ।
অমূল্য মাণিক এক এক ভক্ত তাঁর ॥
জলিতেছে সারি সারি বিজলিয়া ঠাঁই ।
তার মধ্যে জগচ্ছত্র জগৎ-গোসাঁই ॥
বিজয়ে বেজায় কৃপা প্রভুর আয়ার ।
সেহেতু ঈশ্বর-পথে উচ্চাষস্থা তাঁর ॥
প্রভুর শ্রীপদমূলে বিজয় আসিয়া ।
চরণবন্দনা কৈল ভূমিষ্ঠ হইয়া ॥
বিজয়ে দেখিয়া চিত্তে হয়ে মহাপ্রীতি ।
সম্ভাষিয়ে বলিলেন অত্যাশ্চর্য্যে প্রতি ॥
সুন্দর-অবস্থাগত বিজয় এখন ।
দেখিলে সহজে যায় বুঝা বিলক্ষণ ॥
ঘাড় ও কপাল দৃষ্টে বেশ যায় জানা ।
অবস্থা পরমহংসের হইয়াছে কিনা ॥
পরে প্রভু বলিলেন ঈশ্বরের ঘর ।
বিজয়ের হইয়াছে নয়নগোচর ॥
কাশ্মীরামিষপতির যেমন নিকেতন ।
পর্বতাস্তরালে দূরে হয় দরশন ॥

শ্রীমহিম চক্রবর্তী কহিল বিজয়ে ।
আসিলেন নানাবিধ তীর্থ পর্ষটিয়ে ॥
কোথায় কি দরশন হৈল আপনার ।
শুনিব বস্তু বাবতীর সমাচার ॥

মহিমে উত্তর দিলা বিজয় গোসাঁই ।
 এখানে প্রভুতে বাহা দেখিবারে পাই ॥
 পরিপূর্ণ পূর্ণভাবে বোল-আনা ধারা ।
 এমন কোথাও নাই মিছামিছি বোরা ॥
 মহিমও বারেক গি'ছিল পর্যটনে ।
 ফিরিয়া ঘুরিয়া পুনঃ হাজির এখানে ॥
 করজোড়ে প্রভুদেবে শ্রীবিজয় কন ।
 বুঝেছি না দিলে ধরা ধরে কোন্ জন ॥
 একদিন নিরঞ্জে ঢাকায় বথন ।
 আপনারে সশরীরে কেহু দরশন ॥
 এত বলি চক্ষে বারি প্রেমে গদ হয়ে ।
 অভয়-চরণ-মূলে পড়িলা লুটিয়ে ॥
 নিরখিয়া তাহা প্রভু হইয়া কেমন ।
 বিজয়ের বক্ষে দিলা দক্ষিণ চরণ ॥
 এখন ঈশ্বরাবেশে বাহু আর নাই ।
 প্তলিকাখণ্ড জড় জগৎ-গোসাঁই ॥
 মরি কি মোহন মূর্তি এখন প্রভুর ।
 শ্রীমুখমণ্ডলে যেন ঝলসে চিকুর ॥
 প্রেমের ঠাকুর প্রেমে ঢলা গলা কায় ।
 উপমায়ে দেখাইতে কি আছে ধরায় ॥
 ভক্তগণ উপস্থিত ছিল ধারা ঘরে ।
 কেহ কাঁদে কেহ কেহ স্তব-স্ততি করে ॥
 বাহার যেমন ভাব সে দেখে তেমন ।
 কেহ বা পরম ভক্ত কেহ সাধু জন ॥
 কেহ কেহ বুদ্ধিহারা হয়ে একেবারে ।
 যা দেখে তা দেখে কিছু বুঝিতে না পারে ॥
 কেহ বা দেখিতে পায় মুক্ত আঁখি যার ।
 সাক্ষাতে শ্রীদেহধারী ঈশ্বরাবতার ॥
 মহিম সজল-আঁখি কহে উচ্চৈঃস্বরে ।
 দেখ কি প্রেমের ছবি অবনী-ভিতরে ॥
 অল্পমান হয় তাঁর শুনিয়া বচন ।
 যেন তেঁহ করিছেন বিচিত্র দর্শন ॥
 ভবনে কি ভাব হৈল কথা নাহি যায় ।
 একে একে নানা জনে নানা গীত গায় ॥

যে যেমন দেখে তাঁর গীতে ছবি তার ।
 তিলেকে হইল বাহা নহে বর্ণিবার ॥
 স্তন দুই এক গীত কহি এইখানে ।
 জ্ঞান-ভক্তি মিলে জীলা-শ্রবণ-কীর্তনে ॥

গীত

চিদানন্দ-সিদ্ধুরীয়ে শ্রেয়ানন্দ-লহরী ।
 মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি,
 বিবিধ বিলাস রঙ্গ-প্রসঙ্গ কত অভিনব ভাবতরঙ্গ,
 উঠিছে পড়িছে করিছে রঙ্গ নবীন রূপ ধরি ॥
 মহাগোপে সমুদায় একাকার হইল,
 দেশ-কাল-ব্যবধান ভেদাত্মক দু'ছিল ।
 আশা পুড়িল রে আমার সকল সাধ মিটে গেল,
 এখন আনন্দে মাতিয়া দুহাছ তুলিয়া
 বলরে মন হরি হরি ॥

টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি,
 দূর ভেল জাতি-কুলনান ।
 কাঁহা হায় কাঁহা হরি, প্রাণমন চুরি করি,
 ঝুঁঝা করিলা পরান ॥
 ভাবেতে হুগল ভোর, অবহি ছু দয়মোর,
 নাহি যাও আগুন পসান ।
 প্রেমদাস কহে হাসি , ওন সাধু জগবাসী,
 আশাস-হী নুতন বিধান ॥

ধরিয়া বৈকুণ্ঠমেলা ভবের ভিতরে ।
 প্রকৃতিস্থ প্রভুদেব বহুক্ষণ পরে ॥
 শ্রীপ্রভু কহেন পেয়ে বাহিক গিয়ান ।
 শাস্ত্র বেদ তন্ত্রাদির পার ব্রহ্মজ্ঞান ॥
 যতক্ষণ একখানা হাতে থাকে বই ।
 হইলেও জ্ঞানী তাঁরে রাজ-খুঁষি কই ॥
 আমার গিয়ানে বলি ব্রহ্মবি ঠাহাকে ।
 অন্ধেতে বাহার কোন চিহ্ন নাই থাকে ॥
 এই উপমায়ে প্রভু করিলা বিচার ।
 ব্রহ্মজ্ঞান বেদ তন্ত্র শাস্ত্রাদির পার ॥
 পরে অবতারবাদ কন যীরে যীরে ।
 ঈশ্বরের আবির্ভাব মানব-আধারে ॥

নরদেহে না আসিলে পরম-ঈশ্বর ।
 কেমনে পাইবে জীবৈ তঁাহার খবর ॥
 বাসনা অপূর্ণ রহে অবতার বিনে ।
 সেহেতু আসেন তিনি শরীরধারণে ॥
 এত বলি উপমায় দেন বুঝাইয়া ।
 অবতার প্রয়োজন কিসের লাগিয়া ॥
 নিরাকার সাকার সম্বন্ধে বারবার ।
 এত যে कहিলা প্রভু হেতু শুন তার ॥
 হালের উন্নতিলাল নব্য সভ্যগণে ।
 সাকারের প্রতিবাদী সাকার না মানে ॥
 ইংরাজী শিক্ষার গুণে প্রায় এই ফল ।
 ততপরি ব্রাহ্মধর্ম দেশেতে প্রবল ॥
 তত্ত্বগীতাপুরাণাদি গেছে রসাতলে ।
 ইংরাজি বিজ্ঞানশাস্ত্র তাদের বদলে ॥
 এহেন মার্জিতবুদ্ধি উদ্ধারের তরে ।
 শ্রীপ্রভুর আবির্ভাব লীলার আসরে ॥
 পাণ্ডিত্যের অভিমান চূর্ণ কৈলা তেজে ।
 নিরক্ষর দীন-দ্রঃণী হৃৎকলের সাঙ্গে ॥
 নয়নরঞ্জন মূর্তি মহেন্দ্র ডাক্তার ।
 প্রকুল্লিত চিত্তে দেখা দিল এইবার ॥
 আসন গ্রহণ করি প্রভুদেবে কন ।
 অবিরত হয় চিন্তা তোমার কারণ ॥
 গত রেতে রাত্রি যবে তৃতীয় প্রহর ।
 ঘুম নাই এই চিন্তা খালি নিরন্তর ॥
 দেখ মন শ্রীপ্রভুর কেমন কৌশল ।
 চিন্তাই স্থান মাত্র পরম মঙ্গল ॥
 সাকারের প্রতিবাদী ডাক্তার এখানে ।
 আকার-স্থান-কথা শুনিবে না কানে ॥
 শ্রীঅঙ্কে বিরাধি ধরি মঙ্গলনিদান ।
 কৌশলে করান তাঁরে তাঁহার স্থান ॥
 স্মরণ-মনন ধ্যান লীলার প্রসঙ্গ ।
 কীর্তন-শ্রবণ-আদি সাধনার অঙ্গ ॥
 এই সব কর্মে হয় পথে আশ্রয়ান ।
 তাহাই ডাক্তারে প্রভু কৌশলে করান ॥

জ্ঞান্বে কি অজ্ঞান্বে এই কর্ম আচরণ ।
 সমভাবে এক ফল প্রভুর বচন ॥
 ডাক্তার কদম্বান দগ্না স্বস্তঃ ঘটে ।
 প্রদর রূপায় এবে ভক্তি গেছে ছুটে ॥
 ঈশ্বরীয় তত্ত্বালাপ-শ্রবণ কীর্তনে ।
 প্রভুর সভায় তাঁর ভক্তদের সনে ॥
 এখন বড়ই মুগ্ধ মজিয়াছে মন ।
 ডাক্তার ডাক্তার নাই পূর্বের মতন ॥
 বৈজ্ঞানিক গণ্ডীরাস্ত্রা প্রশস্ত আধার ।
 সহজে না মিলে টের মনোভাব তাঁর ॥
 প্রমাণে প্রত্যক্ষ বস্তু যতক্ষণ নয় ।
 ডাক্তার কখন তাহা করে না প্রত্যয় ॥
 প্রত্যয় যা হয় তাও চেপে রাখে তেজে ।
 জ্ঞানিতে না দেন ভাব অপরে সহজে ॥
 এখানেতে বিশ্বগুরু সর্বশক্তিধর ।
 পরম কৌশলী চক্রী লীলার ঈশ্বর ॥
 এডান নাহিক তার ধরেন বাহ্যকে ।
 বিষম ভীষণ কুঁদে বাক নাহি থাকে ॥
 অবতারে লীলাথেলা অতীব রঙ্গের ।
 যে বুঝে সে বুঝে যে না বুঝে তার ফের
 পূরণ বেদান্ত বেদ তত্ত্বের নিকর ।
 সাধন-ভজ্ঞন সব লীলার ভিতর ॥
 লীলা-দরশনে হয় সব দরশন ।
 লীলাদৃষ্টি শক্তি ধীর বিমল নয়ন ॥
 লীলারূপে ভগবান লীলার ভিতর ।
 লীলা-দরশনে মিলে সকল খবর ॥
 যত মত যত পথ যত ভবে আছে ।
 বাবতীয় যায় দেখা লগ্ন লীলা-গাছে ॥
 লীলার ঈশ্বরে নাই তিল ভিন্ন ভেদ ।
 স্বভাবে উভয় এক নাহি অবিচ্ছেদ ॥
 কথায় না বুঝা যায় যদিও সরল ।
 বোধ উপলব্ধি বস্তু-প্রত্যক্ষে কেবল ॥
 শ্রবণ-কীর্তনে লীলা ক্রমে দেখা যায় ।
 যতপূর্ণ করেন রূপা প্রভুদেবায় ॥

পাইবে বিমল আঁখি বুঝিবে নিশ্চিত ।
 ভক্তিতরে শুনে চল মহালীলাগীত ॥
 বিজ্ঞানশাস্ত্রের পাঠে যুবেন ডাক্তার ।
 সমাধি কি মহাভাব মাথার বিকার ॥
 এই ভ্রম-বিনাশনে কি করিলা রায় ।
 শুন হৃষিকেশ লীলা অকিঞ্চন গায় ॥
 সঙ্গীত-শ্রবণপ্রিয় ডাক্তার এখন ।
 বিগা-বিনিমিত-কণ্ঠ শ্রীনরেন্দ্রে কন ॥
 কখন শুনায়ে গীত গাও এইবারে ।
 শুনিতে তোমার গান ইচ্ছা বড় করে ॥
 বিশাল নয়নে ভাতিযুক্ত ভক্তবর ।
 পরম স্তূঠাম মূর্তি সর্বাত্ম হৃদয় ॥
 শ্রীপ্রভুর প্রাণাধিক নরেন্দ্রে তখন ।
 কাছে ছিল তানপুরা করিলা ধারণ ॥
 করে ধরা তানপুরা দৃষ্ট মনোহর ।
 পরম সন্ন্যাসী যেন বাল মহেশ্বর ॥
 তেজঃপুঞ্জকলের ভাব উদাসীন ।
 জৈবের পাদপদ্মে প্রাণমন লীন ॥
 ঝঝরিলা চারি তার একতানে তেজে ।
 মৃদঙ্গ তাহার সঙ্গে ঘন ঘন বাজে ॥
 উঠিলা বিচিত্র ধারা ভবনে এখন ।
 স্তম্ভীভূত একত্রিত দর্শকের গণ ॥
 উদিল বিচিত্র ভাব চিত্রে সবাংকার ।
 প্রাণ-মন-ইঞ্জিয়াদি সবে একাকার ॥
 সংসার সবার ভুল কিছু নাই মনে ।
 খালি লুকু শ্রুতিমুগ্ধ সঙ্গীত-শ্রবণে ॥
 গীত-আরম্ভের পূর্বে সকলে মোহিত ।
 পশ্চাতে মধুর কণ্ঠে ধরিলেন গীত ॥

গীত

হৃদয় তোমার নাম দীনশরণ হে,
 বসিবে অমৃতধারা, জুড়ায় শ্রবণ হে ।
 এক তব নামধন অমৃত-ভবন হে,
 অমর হয় সেই জন যে করে কীর্তন হে ।
 গভীর বিদ্যারশি নিমিষে বিনাশে,
 যখন তব নাম স্মৃতি শ্রবণে পরশে ।

হৃদয় মধুর তব নামগানে,
 হয় হে হৃদয়নাথ চিদানন্দধন হে ॥
 সঙ্গীত শুনার আগে বার বাহা ছিল ।
 এখন শুনিয়া গীত তাও তার গেল ॥
 শ্রোতাদের ভাব দেখি নরেন্দ্রে আবার ।
 ধরিলেন অত্র গীত স্তম্ভার আধার ॥
 গীত
 আমায় দেখা পাগল ক'রে
 আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে ।
 তোমার ও প্রেমের স্মৃতি, পানে কর মাতোয়ারা
 ও মা ভক্তচিত্তহারা, ভূবাণ্ড প্রেমমাগরে ।
 তোমার এ পাগলা-গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে
 কেহ নাচে আনন্দের ভরে,
 ঈশা শূণ্য শ্রীচৈতন্য তাঁরা প্রেমের বোরে অচৈতন্য
 কবে আমি হব মা দম্ব মিশে তার ভিতরে ॥
 গীতের ভিতরে প্রভু কি করিলা কল ।
 শুনিয়া উন্মত্ত সবে যেমন পাগল ॥
 পাণ্ডিত্যাভিমानी যিনি পাণ্ডিত্যাহংকার ।
 একদিকে তিরাগিরে করেন চীৎকার ॥
 দিগাদিগজ্ঞানমুগ্ধ আকুল হইয়া ।
 “বিচারে কি কাজ দে মা পাগল করিয়া ॥”
 বিশ্বয় লুপ্তরমান সকলের আগে ।
 প্রভুর কৃপার প্রাপ্ত ভাবের আবেগে ॥
 পরে প্রভু দাঁড়াইলা ভাবের গোঁসাই ।
 কঠিন বিরাধি অঙ্গে কিছু মনে নাই ॥
 আপনে আপন ভাবে মহা নিমগন ।
 ডাক্তারেরো হ'ল নাই প্রভুর যেমন ॥
 এদিকে দক্ষিণ কক্ষে বৃকে হাত দিয়া ।
 ভাবে সমাধিস্থ লাটু, আছে দাঁড়াইয়া ॥
 তার পাশে মণিশুভ বালক বয়েস ।
 গৌরবর্ণ লম্বা লম্বা স্তম্ভিকন কেশ ॥
 হাতে ধরা জপমালা বামে হেলা শির ।
 পুস্তকিকা মত অঙ্গ ভাব স্নগভীর ॥
 ডাক্তারের সন্নিকটে পূরব অঞ্চলে ।
 ভক্ত ছোট-নরেন্দ্রে গিয়াছে বাহু ভুলে ॥

মুদিত নয়ন ছুটি অড়বৎ অঙ্গ ।

ক্ষণেকের মধ্যে প্রভু কি করিলা রঙ্গ ॥

বিজ্ঞতম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতপ্রধান ।

ভাবের বাজারে আর কূল নাহি পান ॥

দেখেন অবাক হয়ে ভাবগ্রস্ত জনে ।

কাহারো নাহিক বাহু সবে স্পন্দহীনে ॥

ভাব-উপশমে কারো কান্না কারো হাস ।

লাট্টুর না ছুটে ভাব-সমাধির নেশা ॥

তখন শ্রীপ্রভুদেব ভাবের সাগর ।

বসাইয়া দিলা তাঁর স্বন্ধে দিরা ভর ॥

ভূমিতলে উপবিষ্ট শ্রীলাট্টু বথন ।

প্রভু করিলেন তাঁর স্বন্ধে আরোহণ ॥

দলিতে লাগিলা বন্ধুঃ বামপদভরে ।

লাট্টুর আইল বাহুচৌঁচী কিছু পরে ॥

রঙ্গ-সমাপনে পরে রত্নের ঈশ্বর ।

বসিলেন আপনার শয্যার উপর ॥

ডাক্তারের প্রতি তবে প্রভুদেব কন ।

কেমন সমাধিভাব দেখিলে এখন ॥

অপরের চক্ষে নয় স্বচক্ষে দেখিলে ।

তোমার বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহাকে কি বলে ॥

সায়েক্ষেতে সমাধিকে কিবা নামে কর ।

ঢং কি বথার্থই ইহা প্রতীতি কি হয় ॥

ডাক্তার উত্তরে কন প্রভু ভগবানে ।

অনেকের হস্তেছে ঢং বলিব কেমনে ॥

চূর্ণ আজি ডাক্তারের পাণ্ডিত্যাহংকার ।

যথার্থ সঙ্ক্লামিতাব করিল স্বীকার ॥

ডাক্তারের সঙ্গে রঙ্গ হইল বিস্তর ।

দিন দিন অভিনব তত্ত্বের সময় ॥

মহাভাগ্যবান তেঁহ জন্ম ধরাতলে ।

তাঁহার চরণরেণু মহাভাগ্যে মিলে ॥

যেমন ডাক্তার তাঁর ভেততি নন্দন ।

অমৃত তাঁহার নাম প্রিয়দর্শন ॥

প্রভুর অপার রূপা অমৃতের প্রতি ।

রূপার সন্ধকে আছে অপূর্ব ভারতী ॥

শ্রীগোচরে ভক্ত মেলা রহে রেতেদিনে ।

ভক্তিমতী পুরনারী প্রভু-দরশনে ॥

আসিতে না পায় তাই রহে ক্ষুধমনা ।

এক দিন উপনীত এক বারান্দনা ॥

গিরিশের রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রী যত ।

সকলেই প্রভুদেবে ভক্তি করিত ॥

তাহাদের মধ্যে যেবা বিনোদিনী নামে ।

বিশেষ তাহার ভক্তি প্রভুর চরণে ॥

কি হবে হইলে বেঞ্চা ভক্তি আছে যার ।

যে হোক সে হোক তেঁহ নমস্ত আমার ॥

প্রভুর কঠিন পীড়া লোকমুখে শুনি ।

অন্তরে হৃৎপিতা বড় বেঞ্চা বিনোদিনী ॥

পরমা যুবতী তেঁহ রূপবতী তার ।

শ্রীপ্রভুর দরশনে আসিতে না পায় ॥

প্রবল বাসনা সাধ হৃদয়-মাঝারে ।

তিলকের অন্ত তাঁর দরশন করে ॥

নিরুপায়ে উপায় ভাবিয়া কৈলা মনে ।

ধরিয়া পুরুষ-বেশ যাব দরশনে ॥

এক দিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ।

চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রে ইহার ভিতরে ॥

যুবকের পরিচ্ছদে হাজির হেথায় ।

বিরাজে যেখানে বাঞ্ছাকল্পতরু রায় ॥

অনেকের সঙ্গে দেখা পথের মাঝারে

কেহই চিনিতে নাহি পারিল তাহারে ॥

কিন্তু শ্রীগোচরে যেই মুহূর্ত্তকে আসা ।

চিনিয়া শ্রীপ্রভু তারে করিলা জিজ্ঞাসা ॥

কি রে তুই হেথা হেন বেশে কি কারণ ।

উত্তরে কহিল প্রভু মাত্র দরশন ॥

বিশেষ আশিস রূপা করিয়া তাহার ।

অনতিবিলম্বে দিলা তখনি বিদায় ॥

রঙ্গমঞ্চে বীরভক্ত রাখিয়া গিরিশে ।

বেঞ্চার উদ্ধার এত স্তম্ভিতে না আসে ॥

তার সঙ্গে অভিনেতা লম্পটের দল ।

পরশিল শ্রীপ্রভুর চরণ-কমল ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি

স্বভাব ছাড়িতে নাহে গাঁজা মদ খায়।
 গুরুর মতন কিন্তু ভক্তি করে রায় ॥
 অষ্টাবধি সেই ধারা দিনে দিনে বাড়ি।
 প্রভুর মুরতি বাখে মঞ্চের ভিতরে ॥
 বিশেষতঃ সাক্ষর সাজে যেইখানে।
 সাক্ষর অতিশয় গোপনীর স্থানে ॥
 রত্নদিনে পরিপাটি ফুলের মালায়।
 শ্রীপ্রভুর প্রতিমূর্তি সন্দের সাজায় ॥
 যতবার রত্নস্থানে করে আগমন।
 বাহির না হয় বিনা চরণবন্দন ॥
 শুনি এবে অভিনেত্রী অনেকের ঘরে।
 প্রভুর মুরতি আছে পূজা সেবা করে ॥
 গিরিশে রাখিয়া মঞ্চে প্রভুর মহিমা।
 বেঞ্চা লম্পটের মধ্যে ভক্তির সূচনা ॥
 শ্রীগিরিশে গুরুতুল্য সকলেই মানে।
 রত্নমঞ্চমধ্যে বেবা যে আছে যেখানে ॥
 বারে বারে গিরিশ বলিল শ্রীচরণে।
 কত দিন রব বেঞ্চা-লম্পটের সনে ॥
 ভগবান রাখ মোরে সেবার এবারে।
 না হয় অধিক দিন বৎসরের তরে ॥
 উত্তরে কহিল তাঁরে অগিলের রাজ।
 থাক তুমি রত্নালয়ে বহু হবে কাজ ॥
 বেঞ্চা কি লম্পট প্রভুগণে ভক্তি বার।
 তে সবায় করি কোটি কোটি নমস্কার ॥
 বিষয়ীরে ঘৃণা নাই তিলেকের তরে।
 দরশন দিল প্রভু গিয়া ঘরে ঘরে ॥
 করণাবতার প্রভু সকলে করণা।
 বিষয়ী লম্পট বেঞ্চা করে নাই ঘৃণা ॥
 সরল অন্তরে বেবা চায় ভগবানে।
 সেই সেই আসিয়া জুটে প্রভুর সন্দেশ ॥
 শুন এক শ্রীপ্রভুর মহিমা বাণান।
 এক দিন তৃতীয় গ্রহর দিনমান ॥
 আসিয়া জুটিল এক ত্যাগী যোগিবর।
 শ্রামল বরন চক্ষু ডাগর ডাগর ॥

কোট পেণ্টুলন পরা টুপি আছে শিরে।
 চাপ বাড়ি হাতে ছড়ি সুহাসি অধরে ॥
 ভিতরে কোপীন তাঁর বাসে আচ্ছাদন।
 বাহ্যিক দেখিতে এক বাবুর মতন ॥
 স্বভাবে চরিতে কিন্তু যোগীর আচার।
 উপাধিতে মিশ্র তিনি প্রভু নাম তাঁর ॥
 পিতামহ শ্রীষ্টিয়ান জন্ম সেই কুলে।
 মূলে কিন্তু কনোজিয়া ব্রাহ্মণের ছেলে ॥
 মিশ্রের আচারে এক অপরাধ রীত।
 না হিন্দু না শ্রীষ্টিয়ান অপূর্ব চরিত ॥
 জীবে দয়া জিতেন্দ্রিয় নাহি হিংসা ঘেব।
 মারিলে চাপড় গালে হেসে করে শেষ ॥
 জাস্তব আহার নাই হিংসা হয় জীবে।
 প্রাণিমাত্রের পীড়া দিতে মৃত্যুতুল্য ভাবে ॥
 যতপি অপরে তাঁরে খেতে দেয় বিষ।
 রাজার কি ভগবানে করে না নালিশ ॥
 জাতির বিচার নাই যার তার খায়।
 পরমা সন্মরী দারা নিরামক্‌ত তায় ॥
 বাহা না হইলে নয় তাহার কারণ।
 দিলে কেহ টাকাকড়ি করেন গ্রহণ ॥
 অধিক পাইলে পরে কিনিয়া ঔষধি।
 সযতনে হৃৎকবির দূর করে ব্যাধি ॥
 সাধন-ভজন-প্রিয় যোগপরায়ণ।
 ভালবাসে গিরিশুহা বিজ্ঞ কানন ॥
 ঈশ্বরের জ্যোতির্ময় মূর্তি দরশনে।
 এই আশে যোগাশ্রয় উদ্দেশ্য জীবনে ॥
 একবার গিরিশুহে ধিয়ানে মগন।
 দেখিতে পাইল কিবা শুন বিষয়ণ ॥
 অপরাধ কলনাদী তটিনীর কুলে।
 সন্মর বাগান এক পরিপূর্ণ ফুলে ॥
 তার পাশে সমাধিস্থ সন্মর চেহার।
 জ্যোতির্ময় মূর্তি নয় পঞ্চভূতে গড়া ॥
 হৃদয়-অঙ্কিত ছবি সদা জাগে মনে।
 আর না দেখিতে পায় বলিলে ধিয়ানে ॥

সমগ্রানুক্রমে এবে আসিয়া শহরে ।
 শুনিল প্রভুর নাম লোক পরম্পরে ॥
 দরশন-পিয়াসে আছি হাজির হেথায় ।
 এখানে করিলা কিবা শুন প্রভুরায় ॥
 আগন্তুক শ্রীগোচরে আসিবার আগে ।
 প্রভু বলিলেন আমি বাব মলত্যাগে ॥
 এত বলি প্রবেশিলা পাইখানা ঘর ।
 ভাবে দেখিলেন এক আসে যোগিবর ॥
 মহাবীর বলবান বলিষ্ঠ আকার ।
 কোমরেতে বাঁধা আছে পাঁচ হেতিয়ার ॥
 আগাগোড়া হৈল জ্ঞাত যত বিবরণ ।
 নব অভ্যাগত কেবা অমুরাগী জন ॥
 দ্বিতলে এখানে যোণা প্রভুর আসন ।
 উপনীত হয়ে মিশ্র দিল দরশন ॥
 ভক্তগণ দিলা তাঁরে বসিবারে ঠাই ।
 ফিরিলেন হেনকালে অগত-গোসাঁই ॥
 যোগিবরে প্রভুরায় করি নিরীক্ষণ ।
 দাঁড়াইয়া সমাধিতে হইলা মগন ॥
 অনিমিষ-জাঁখি মিশ্র দেখিবারে পায় ।
 ধ্যানে দেখা সেই মূর্তি এই প্রভুরায় ॥
 আরে অবিস্বাসী মন কি কব তোমাকে ।
 চিরকাল মগ্ন তুমি সন্দেহের পাকে ॥
 না হয় বিশ্বাস তোর মোর কিবা ক্ষতি ।
 মূই জানি প্রভু মোর অখিলের পতি ॥
 জ্ঞাতা পাতা নেতা পথের হৃদয়বাহারী ।
 সংসার-জলধি-অলে পারের কাণ্ডারী ॥
 রতন মাণিক মম প্রাণ মুক্তি বল ।
 সম্পদ-বিপদ-সপা সহায় সম্বল ॥
 ঐশ্বর্য দেখিয়া ভক্ত করিতে নির্ণয় ।
 তোর মত সন্দ যেন মোর নাহি হয় ॥
 হউন শ্রীপ্রভুদেব পূজারী-ব্রাহ্মণ ।
 পরগৃহে বাস কিংবা পরায়ে পালন ॥
 না হয় হউন তিনি নিরক্ষর-বেশ ।
 অরূপ অশুণ কিংবা উন্নত অশেষ ॥

না হয় হউন পঞ্চভূতদেহধারী ।
 দীনহীন হঃখাতুর অতি কদাচারী ॥
 ভূষণবসনহীন বালকের স্থায় ।
 জীর্ণ জীর্ণ কলেবর বেদনা গলায় ॥
 বত কিছু থাক তাঁয় না করি বিচার ।
 ভজিব পূজিব প্রভু ঠাকুর আমার ॥
 চাহ তুমি বেশ ভূষা ঐশ্বর্য দর্শন ।
 অঙ্গে কাস্তি নবদূর্বাদলের বরন ॥
 রতন কুণ্ডল কানে লম্বান বেণী ।
 বিজড়িত বুকুটেতে নানা রত্নমণি ॥
 পদে পদে অশ্ব গজ রথ ধাবমান ।
 পৃষ্ঠদেশে তুণ হাতে ধরা ধনুর্বাণ ॥
 কনক-বরনা বামে সীতাঠাকুরানী ।
 হরধনুভঙ্গলক জনক-নন্দিনী ॥
 আরে মন নিরৈশ্বর্য দেখে পেলি ধোঁকা ।
 সেই রাম এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা ॥
 চাহ তুমি দেখিবারে শিরে শিখিপাখা ।
 শোভিত স্তম্ভর ভালে অলকা তিলকা ॥
 ঢলু ঢলু গজমতি অতুল নাসায় ।
 চন্দ্রিমা-কিরণ-জিনি কৌন্তভ গলায় ॥
 নয়ন ছথানি বাঁকা আকর্ণ পুরিত ।
 নীল কলেবরখানি চন্দনে চর্চিত ॥
 মনোহর পীতবাস জড়িত তড়িতে ।
 ভুবনমোহন বেগু ঠামে ধরা হাতে ॥
 শ্রীরাধার প্রেমে বাঁকা ত্রিভঙ্গিম ঠাম ।
 জগমনবিরঞ্জন নটবর শ্রাম ॥
 হলে গলে বনমালা আপাদলম্বিত ।
 পীতধড়া গুঞ্জবেড়া অঙ্গে সুষোভিত ॥
 কনক নুপুর পায় রত্ন সুহু রব ।
 রক্তকমল জিনি চরণ-শোষ্ঠব ॥
 পায়ে পায়ে প্রস্থটিত কমল-আবলী ।
 মকরন্দগন্ধে ছুটে ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ॥
 আরে মন নিরৈশ্বর্য দেখে পেলি ধোঁকা ।
 সেই কৃষ্ণ এই রামকৃষ্ণরূপে ঢাকা ॥

সেই রাম সেই কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ-সাজে ।
 লীলাস্তরে রূপান্তর আপনার কাজে ॥
 রূপান্তর মাত্র কিন্তু গুণান্তর নয় ।
 রামকৃষ্ণ মহালীলা তার পরিচয় ॥
 যখন বেরূপ সজ্জা হয় দরকার ।
 সেরূপে সে সাজে আবির্ভাব অবতার ॥
 সমভাবে সেই শক্তি বিরাজিত কার্ধে ।
 ঐশ্বর্যবানেতে যেন তেন নিরৈষ্যে ॥
 এবারে স্বরূপ কিবা প্রভুর আমার ।
 আরো কিছু পরে তুমি পাবে সমাচার ॥
 দৃষ্টি-শক্তিহীন তোর বল অবিখাস ।
 কামিনী-কাঞ্চন-মুগ্ধ অবিভার দাস ॥
 কুঞ্চিত মলিন বুদ্ধি হের পথে মতি ।
 ভাল ছেড়ে মন্দ ধরা স্বভাব প্রকৃতি ॥
 না শুনিব তোর কথা স্থিরমতি রব ।
 প্রভু রামকৃষ্ণ হুই ভজিব পুজিব ॥
 এখানেতে প্রভুদেব মিশ্রে তুষ্ট হয়ে ।
 বেদানার ফল দিলা প্রসাদ করিয়ে ॥
 ভক্তবর্গে কিছু কিছু করিয়া বটন ।
 প্রসাদ পাইলা মিশ্র আনন্দিত মন ॥
 প্রভুর পীড়ার হেথা যত ব্যয় দিন ।
 ততই শ্রীঅঙ্গুথানি ক্রমে হয় ক্ষীণ ॥
 রীতিমত পরিচর্যা কিছু নাহি ক্রটি ।
 ঔষধসেবন কালে পথ্য পরিপাটি ॥
 বয়োধিক যোগ্য ধারা নেন সমাচার ।
 ক্রটি কিসে কিংবা কেবে কিবা দরকার ॥
 একদিন কন প্রভু গোপনে গোপনে ।
 অপর কাহাকে নয় খালিমাত্র রামে ॥
 উচ্ছিষ্ট স্থানেতে হয় ভোজনের ঠাঁই ।
 সেহেতু ভোজন পক্ষে কষ্ট বড় পাই ॥
 সেবার শুনিয়া ক্রটি রাম ক্রোধাধিত ।
 বাহিরে চলিলা তার করিতে বিহিত ॥
 অপরাধী জনে করে অতি তিরস্কার ।
 বারেক রাগিলে রাম রক্ষা নাই আর ॥

ভবিষ্যতে হেন ক্রটি বাহাতে না হয় ।
 উপায়-বিধানে তবে বুঝিল নিশ্চয় ॥
 গুরুদারা জগন্নাথ তাঁহে আনিবারে ।
 এখন আছেন তিনি দক্ষিণশহরে ॥
 তত্বাবধারণে তথা আছে রামলাল ।
 আর এক গৃহী ভক্ত মুরুব্বী গোপাল ॥
 মনোগত ভাব রাম প্রভুদেবে কর ।
 প্রভুর সম্মতি তাহে আদতে না হয় ॥
 বুঝাইতে প্রভুদেব কন ভক্ত রামে ।
 হংস হংসী এক ঠাঁই কেবে লোকজনে ॥
 প্রবোধ না মানে রাম তবু জেদ করে ।
 অহুমতি হেতু হেথা মায়ে আনিবারে ॥
 ভক্তের নিকটে তাঁর কথা থাকে কোথা ।
 অগত্যা সম্মতি মায়ে আনাইলা হেথা ॥
 মাতার নাহিক যুম অশন শয়ন ।
 দিবারাত্রি শ্রীপ্রভুর সেবা-আয়োজন ॥
 অলস নাহিক তাঁর দিবা কি বামিনী ।
 সহায়তা হেতু কাছে গোলাপ ব্রাহ্মণী ॥
 ভক্ত-মা বাহার নাম ভক্তিমতী মেয়ে ।
 সর্বস্বত্যাগিনী যিনি প্রভুর লাগিয়ে ॥
 বড় আশ্চর্যের কথা একমাত্র বাড়ি ।
 উপরে দ্বিতলে মাত্র পাঁচটি কুঠুরী ॥
 তার মধ্যে একখানি অতি অল্প স্থান ।
 বৈঠক হইতে দরমায় ব্যবধান ॥
 সেবা আয়োজনে তথা আছেন জননী ।
 পাক-ত্রিমা নিজে হাতে করেন আপনি ॥
 দরমার অন্তরালে প্রভুদেবরায় ।
 জনসমাগম এত নহে গণনায় ॥
 অবিরত নহে ক্রান্ত আসে দরশনে ।
 আছে মাতা হেথা বার্তা কেহ নাহি জানে
 বার্তা পাওয়া থাক দূরে অদ্রুত ঘটন ।
 দরমা ওপারে নাই বসতি-লক্ষণ ॥
 বিন্দু-নিবাসিনী মাতা শুনা ছিল কানে ।
 রূপায় তাঁহার এবে দেখিলু নয়নে ॥

চিকিৎসকে দেয় যেন সেবার বিধান।

সেই মত কালে কালে হয় সরঞ্জাম ॥

বিক্রম করিতে কিন্তু নাহি ছাড়ে ব্যাধি।

পর্যভব হৈল সব পথ্যাদি ঔষধি ॥

ঔষধে আরোগ্য করা দেখিয়া বিফল।

ভক্তগণে অষেবণ করে দৈববল ॥

কতু সংযমেতে থাকে দিনের বেলায়।

মঙ্গলের হেতু ধ্যানে রজনী কাটায় ॥

একদিন প্রভুদেব কহে সকলতে।

আপুনি তো কথা কন মা-কালীর সাথে ॥

আপনারে জিজ্ঞাসিতে হইবে তাঁহারে।

অন্নাদি ভোজন বাহে প্রবেশে উদরে ॥

তত্ত্বরে কহিলেন সর্বের রায়।

আঁট নাহি হবে মোটে আমার কথায় ॥

তথাপিহ মহা জ্ঞেদ করে ভক্তগণে।

শ্রীপ্রভুর প্রতিবাদ না গুনিল কানে ॥

কিছুক্ষণ পরে তবে বলিলেন রায়।

আমি বলিলাম মাকে তোদের কথায় ॥

উত্তরে মা-কালী তবে কহিলা আমাকে।

আমার ভোজন হয় লক্ষ লক্ষ মুখে ॥

এক মুখে যদি আমি না করি ভোজন।

তাহে কিবা আছে ক্ষতি জেদ কি কারণ ॥

উত্তর গুনিয়া হেন সরমে পড়িহু।

আর তাঁরে কোন কথা বলিতে নারিহু ॥

তত্ত্ববর্ণে দেখিলেই বিষয় আতুর।

মায়ায় ভুলায়ে দেন লীলার ঠাকুর ॥

করেন আপন মনে কর্ষ পরমেশ।

এবে প্রায় কার্তিকের আধা আধি শেষ ॥

কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।

কালীতে কেবল তিনি মা-কালী তাঁহাতে ॥

পরিচয়ে লীলাকথা শুন এক মনে।

সংসার-জলধিপার শ্রবণকর্তনে ॥

কালীপূজা কাছে কাছে আসিয়াছে প্রায়।

ডাকাইয়া মাষ্টারেরে কহিলেন রায় ॥

অমাবস্তা-যোগে কালীপূজা প্রয়োজন।

বুজিযুক্ত লয় মনে কর আরোজন ॥

মাষ্টার মহেত্তরনাথ পরম উল্লাসে।

সেই কথা বলিলেন কালীপদ ঘোষে ॥

তত্ত্ববধায়ক কালী এখানে বাসায়।

প্রয়োজন যাঁহা হয় অনিয়া যোগায় ॥

প্রভুদেব আখ্যা তাঁর দিলা ম্যানেজার।

নরেন্দ্র দিলেন পরে দানা নাম তাঁর ॥

জনে জনে আখ্যা দিলা নরেন্দ্র এখানে।

সেঁতাগ্য বিদিত হৈহু শাকচুরী নামে ॥

আনন্দেতে কালীপদ আটখানা হয়ে।

পূজার জোগাড় করে দিন পানে চেয়ে ॥

যথা নির্ধারিত দিনে সন্ধ্যার বেলায়।

আলোকিত কৈলা বাড়ি নীপের মালায় ॥

হেথা ভক্তিমতী ঘরে গৃহিণী তাঁহার।

ভোজ্যাদি নিজের হাতে করেন তৈয়ার ॥

ফুলকা ফুলকা লুচি সজ্জির পায়ের।

নূতন গেজুর-গুড়ে গোল্লা সন্দেশ ॥

সাদা সন্দেশাদি আর মিষ্টান্ন বহুল।

বিষপত্র গন্ধাজল ধূপ দীপ ফুল ॥

যাবতীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করি ঘরে।

শুভক্ষণে দিলা আনি প্রভুর গোচরে ॥

অপর দ্রব্যাদি কালী আনিলা আপনি।

সজ্জির পায়ের আনে তাঁহার গৃহিণী ॥

কোচলা গামছা এক করি পরিধান।

গৃহিণীর ভক্তি এত না যায় বাখান ॥

চুইট মোমের বাতি দিলা চুই পাশে।

আসনে শ্রীপ্রভুদেব বসিলেন শেষে ॥

পরিপূর্ণ গোটা ঘর অন্তরঙ্গগণে।

অনিমিখে চেয়ে সব শ্রীপ্রভুর পানে ॥

এইখানে এক কথা শুন তুমি মন।

এতগুলি মহাভক্ত বৃদ্ধি বিলক্ষণ ॥

কাহারো আদতে এটি আসিল না মনে।

ষট কিংবা পট কি প্রতিমা আনয়নে ॥

অথচ সকলে জানে প্রভু গুণমণি ।
 কালীপূজা করিবেন আপনিই তিনি ॥
 মহারঙ্গ ঠাকুরের স্তন মন দিয়ে ।
 আসনে বসিয়ে প্রভু স্থির ভাব হয়ে ॥
 ভাবে মগ্ন নন বাহু চেষ্টা আছে গায় ।
 এইরূপে বহুক্ষণ গত হয়ে যায় ॥
 তখন গিরিশে কন রাম পেয়ে টের ।
 প্রভুর এ পূজা নয় পূজা আমাদের ॥
 আমাদের পূজা প্রভু লইবার তরে ।
 অপেক্ষায় উপবিষ্ট আসন-উপরে ॥
 'বল কি' বলিয়া শ্রীগিরিশ মহাবলী ।
 জয় মা বলিয়া দিলা পায়ে পুষ্পাঞ্জলি ॥
 কালীর আবেশে মগ্ন তখনি গোসাঁই ।
 বরাভয় করঘর অঙ্গে বাহু নাই ॥
 ক্রমে পরে বাবতীর মহাভাগ্যবান ।
 পুষ্পাঞ্জলি শ্রীচরণে করিল প্রদান ॥
 কেহ হাসে কেহ নাচে উন্মত্ত হইয়া ।
 বীরদত্তে লক্ষ্যে কেহ ছাদ কাঁপাইয়া ॥
 আনন্দময়ীর ভাবে প্রভুদেবরায় ।
 মহা আনন্দের শ্রোত ঘরে বয়ে যায় ॥
 কিছুক্ষণ পর হৈল ভাব-অবসান ।
 দশ-বার আনা প্রায় অঙ্গে বাহুজ্ঞান ॥

কোন ভক্ত দেখি তাঁর উদ্দীলিত নেত্র ।
 শ্রীমুখে ধরিল তুলে পায়সের পাত্র ॥
 পাত্রোতে আধেয় ছিল ছয় সের প্রায় ।
 আবেশে ভক্ষণ সব করিলেন রায় ॥
 সন্দেশ খাইয়া পরে বহল বহল ।
 সর্বশেষে মুঠাভরা স্মৃষ্টি তাহুল ॥
 ভক্তেরা করিলা মনে ব্যথা গেছে সেরে ।
 আত্মি অঙ্গে মা কালীর আবেশের তরে ॥
 আনন্দের শ্রোত্রেতে আনন্দ বাড়াবাড়ি ।
 সকলে প্রসাদ লয়ে করে কাড়াকাড়ি ॥
 শ্রীপদে অঞ্জলি দেয়া কুহুমের হার ।
 কেহ উঠাইয়া গলে পরে আপনার ॥
 কেহ বা সঞ্চয় হেতু বাধিল বসনে ।
 কেহ বা গরবতরে পরে ডুই কানে ॥
 কেহ বা চলিয়া পড়ে অপরের গায় ।
 হৃদয়ে আনন্দ এত ধরে না তাহায় ॥
 কি রঙ্গ হইল দৃশ্য কার পাখ্য কর ।
 চক্ষে দেখা তবু তিল বর্ণিবার নয় ॥
 মধুর কথন রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি ।
 রামকৃষ্ণভক্তবৃন্দ পদে মাগি মতি ॥
 রামকৃষ্ণপুঁথি মহাশান্তির ভাণ্ডার ।
 শ্রবণকীর্তনে ভব-জলধিতে পার ॥

পাষণ্ডীর প্রতি প্রভুর করুণা

দরশনে ত্রিপ্রভুর, নির্মল চিত-মুকুর,
বিকশিত হৃদয়কমল ।

জীবন্তে দেবত্ব উঠে, লোচন-আঁধার ছুটে,
কঠিন পাষাণে ঝরে জল ॥

শুক কাঠ মঞ্জরিত, মুকুল পল্লবযুত,
সহ ফুল কুসুমনিচয় ।

কথা নয় কাল্পনিক, চক্ষে দেখা বাস্তবিক,
শুন কহি তার পরিচয় ॥

শহরেতে একজন, প্রভুদেবী আজীবন,
দ্রুতজন পাষণ্ডী প্রধান ।

স্বতঃ রীতি স্বতন্ত্র, নরাকৃতি বিষধর,
বাক্য যেন বিষ মাথা বাণ ॥

স্থিতে নারিহু মন, সে মন কেমন মন,
রসনা-চালনে ঝার সাধ ।

প্রভু অকলঙ্ক শশী, গুণযুত রাশি রাশি,
তাহার করিতে নিন্দাবাদ ॥

একে তো সুন্দর কায়, মাধুর্য্য লাভণ্য তায়,
হেরিলে হরষে প্রাণমন ।

বাকি বাহা রহে ঘরে, তাও বায় ক্রমে পরে,
মিঠা বাণী করিলে শ্রবণ ॥

বালকের ভাব গায়, মরি কিবা শোভা পায়,
রক্ত মণি মরকত জিনি ।

স্বতঃ সরলাভিষয়, সতত আনন্দময়,
ভাবে ভোর দিবস রজনী ॥

তাহে বিনয়াবনত, কোমল-প্রকৃতিযুত,
যারে তারে অগ্রে নমস্কার ।

জীবের কল্যাণ লাগি, স্বার্থশূন্য সর্বত্যাগী,
নেত্রে ধারা ঝরে-অনিবার ॥

অদ্বাবধি আজীবন, তদ্বালাপে মত্ত মন,
সাধনভঞ্জন তার সনে ।

অনাঙ্গত বোল-আনা কামিনী-কাঙ্কনে স্থগা,
দেহ ধরা জীবের কল্যাণে ॥

শিবসিদ্ধিময় নাম, ধর্ম অর্থ যোক কাম,
উচ্চারণে পরিণাম ফল ।

ত্রিতাপ-সন্তাপ হরে, ভব-জলধির নীরে,
পারাপারে হ্রবলের বল ॥

নিবিড় সংসারারণ্যে, পথভ্রান্তদের জ্ঞে,
স্বার্থশূন্যে সখল সহায় ।

অজ্ঞান-তিমির-হর, যিনি তেজে দিনকর,
চক্ষুহীন জনের উপায় ॥

নামে যদি এত বল, নিন্দুকের কিবা ফল,
সেও তো লইল রসনায় ।

শুন মন তদন্তরে, সেও যাবে ভবপারে,
কল্লপ নামের মহিমায় ॥

আগুনে অজ্ঞানে হাত, যদি পড়ে আচম্বিত,
সেও পোড়াতে নাহি ছাড়ে ।

আগুনের ধর্ম ধারা, পরশিলে দগ্ধ করা,
ভালমন্দ না যায় বিচারে ॥

বহি না বিচারে যায়, যারে পায় তারে খায়,
তাই তার নাম সর্বভুক ।

সেইমত এইখানে, প্রভুর নামে গুণে,
পরিগ্রাণ পাইবে নিন্দুক ॥

ফুলে ফুল-চীট যেন, নিন্দুক লীলায় তেন,
অবতারে লক্ষ অধুক্ষণ ।

নিন্দার বন্দনা গায়, যাহে তেঁহ স্তব পায়,
ত্রিপ্রভুর সৃজন যেমন ॥

সম-দরশন রায়, স্তুতি-নিন্দা সম তাঁয়,
স্বষ্টীধর কল্যাণনিধানে ।

নিন্দুকের কথা শুন, নিন্দা করে পুনঃ পুনঃ,
অকলঙ্কী প্রভু ভগবানে ॥

সমগ্রাহক্রেম তার, প্রিয় পুত্র সুকুমার,
শয্যাগত হইল পীড়ায় ।

কবিরাজ ডাক্তারাদি, আনাইয়া নিরবধি,
প্রাণাধিক নন্দনে দেখায় ॥

নাহি হর উপশম, পীড়া ক্রমে করে ক্রম,
 দিনে দিনে দেহ জেরবার ।
 ব্যাধির জ্বলন গায়, গড়াগড়ি বিছানায়,
 বাতনায় করয়ে চাঁৎকার ॥
 প্রাণের নাহিক আশ, পরিবারবর্গে ত্রাস,
 অনিবার ভালে আঁখিনীরে ।
 হাহাকার গোটা বাড়ি, আদতে না চড়ে হাঁড়ি,
 মগ্ন সবে অকূল পাথারে ॥
 নিম্নকের আশা মনে, মহেন্দ্র ডাক্তার আনে,
 নন্দনের চিকিৎসা কারণ ।
 এখন ডাক্তার হেথা, প্রভুর হত্যায় গাঁথা,
 ব্যবসায় মোটে নাই মন ॥
 অল্প রোগী দেখিবার, প্রলাস না হয় আর,
 কত লোক যায় ফিরে ফিরে ।
 যদি কেহ দেখা পায়, ছনো দাম দিতে চায়,
 তথাপিহ স্বীকার না করে ॥
 শ্রীপ্রভুর চিকিৎসার, দিবসরাত্ৰি নাই বার,
 এখানে আসিলে মাতামাতি ।
 রাত্রিকালে নিকেতনে, চিন্তাকরমন প্রাণে,
 শ্রীপ্রভুর পীড়ার প্রকৃতি ॥
 কখনো বা মগ্ন মন, ব্যাধিশত্রু অধ্যয়ন,
 উপায়-বিধান-অন্বেষণে ।
 পাঁচশ টাকার বহি, ক্রমে কৈল জলসহি,
 একমাত্র প্রভুর কারণে ॥
 নিম্নক কাতর স্বরে, ডাক্তারে কাকূতি করে,
 বাইবারে তাহার ভবনে ।
 ডাক্তার না শুনি তার, চড়ি গাড়ি উভরায়,
 উপনীত প্রভুর সন্মানে ॥
 নিম্নকের প্রাণ ফাটে, গাড়ির পশ্চাতে ছুটে,
 উর্ধ্ববাসে আকুল পরাণ ।
 অবশেষে উপনীত, ভক্তবর্গে হৃবেষ্টিত,
 বিরাঞ্জন বেথা ভগবান ॥
 লজ্জা ভর মনে হেথা সাধ্য নাই কয় কথা,
 একধারে দাঁড়াইয়া রয় ।

শ্রীপ্রভুর ব্যথার ব্যাধী, সম্পদ-বিপদ-সাহী,
 হৃদয়-নিবাস দয়াময় ॥
 অন্তরে পাইয়া টের, হৃদি-ব্যথা নিম্নকের,
 জিজ্ঞাসা করিয়া বিবরণ ।
 কাকূতি কাতর স্বরে, নিবেদিল শ্রীগোচরে,
 মৃততুল্য শয্যায় নন্দন ॥
 নিম্নকের কথা শুনি, আকুল প্রভুর প্রাণী,
 ধারা জিনি ঝরে হ'নয়ন ।
 কহেন সজল চোখে, আমি এত বয়োধিকে,
 গলদেশে সামান্য বেদন ॥
 বাতনা অল্পপেষের, সে যে শিশু অল্পবয়ঃ,
 নাহি জানি কত কষ্ট পায় ।
 এত বলি ডাক্তারেরে, বলিলেন বাইবারে,
 পীড়িত শিশুর চিকিৎসায় ॥
 প্রভুর দেখিয়া দয়া, নিম্নকের শক্ত হিয়া,
 দ্রবীয়া তখন হৈল হ'শ ।
 ভাবে আয়ে নিন্দা কার, করিয়াছি বারবার,
 এ যে মহা প্রেমিক পুরুষ ॥
 স্তুতি করে মনে মনে, বারি ধারা হ'নয়নে,
 দিক্কার সহিত আপনারে ।
 প্রার্থনা তাহার সনে, সরল আকুল প্রাণে,
 অপরাধ ক্ষমিবার তরে ॥
 চক্ষে দেখা অবিকল, পাষাণে ঝরিল জল,
 নিরমল হৃদয়-সুহৃৎ ।
 চির অন্ধকারালয়, পলকে আলোকময়,
 মহতী মহিমা শ্রীপ্রভুর ॥
 রামকৃষ্ণ-শীলা-গীতি কীর্তনে বাসনা অতি,
 বলিতে নারিহ কিন্তু সে কি ।
 শতদল কর্ণিকার, সাধ্য নাই বর্ণিবার,
 অবাক্ হইয়া বসে দেখি ॥
 কিসে কব লীলা আর, বাক্শক্তি রসনায়,
 নয়ন হরিল একেবারে ।
 রূপেতে নয়ন টেনে, বিশোধিত করি প্রাণে,
 ডুবাইল অকূল পাথারে ॥

কাশীপুরে স্থানপরিবর্তন ও অন্তরঙ্গ-বাছাই

বন্দ মন বিশ্বগুরু রামকৃষ্ণায় ।

প্রেমাম্বন্দে বন্দ গুরু-দারা জগন্মায় ॥

অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দৌহাকার ।

বাদের হৃদয়মধ্যে যুগলবিহার ॥

প্রভুর প্রকৃতিখানি বিচিত্র প্রকার ।
নিয়ম বিধান শাস্ত্র সকলের পার ॥
সীমাতীত বিধাতার কার্যে কি শরীরে ।
আগাগোড়া লীলাগীতি সাক্ষ্য দান করে ॥
নরদেহে বিগ্রহের ইহাই লক্ষণ ।
যে দেহে ধাতার নাই মাত্র পরশন ॥
শ্রীপ্রভুর তনুখানি যে যে উপাদানে ।
সৃষ্টিছাড়া সে সকল ধাতাও না জানে ॥
ব্যাক্তি-বিনাশনে বিধি নাগাল না পায় ।
দিনে দিনে বৃদ্ধি পুনঃ বেদনা গলায় ॥
উদরে না যায় ভোজ্য ক্ষীণ অঙ্গখানি ।
এইবার স্বরভঙ্গ কণ্ঠে সরে বাণী ॥
যে কণ্ঠের স্বর শুনে বীণার সরম ।
সেই স্বর এইবারে কৈল পলায়ন ॥
সংশ্লিষ্ট-চিত্ত এবে ডাক্তার প্রধান ।
স্থান-পরিবর্তনের দিলেন বিধান ॥
যে বা বলে তাই করে অন্তরঙ্গগণে ।
সত্তর চলিল রাম বাড়ি-অবেশণে ॥
তিরাগিয়া কর্ম-কাজ চারিদিকে ধায় ।
মনের মতন বাড়ি কোথাও না পায় ॥
ক্লাস্ত-কলেবর তেঁহ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ।
কোথা যাই কোথা যাই ভাবেন বসিয়া ॥
হেনকালে মনে মনে হৈল সম্মুখিত ।
সর্বজ্ঞ শ্রীপ্রভুদেব সকল বিদিত ॥
কোথার বৈঠক হবে আছে তাঁর জানা ।
জিজ্ঞাসা করিব তাঁর মিছার ভাবনা ॥

এত ভাবি শ্রীগোচরে রাম ভক্তবর ।
নিবেদিল একে একে যতেক খবর ॥
পশ্চাতে জিজ্ঞাসা কৈলা কাকুতি করিয়া ।
কোনদিকে পাব বাড়ি দেন দেখাইয়া ॥
শুনিল রামের কথা শ্রীমুখেতে হাস ।
যেখানে মিলিবে বাড়ি দিলেন আভাস ॥

শ্রীপ্রভুর প্রদর্শিত দিক্ অহুসারে ।
উপনীত রামচন্দ্র হৈলা কাশীপুরে ॥
মহিমের কাছে রাম পাইলা সন্ধান ।
সন্নিকটে আছে এক বিরাট বাগান ॥
সুন্দর দ্বিতল বাড়ি তাহার তিতরে ।
ফুলের ফলের গাছ বহু চারিধারে ॥
সুন্দর সরসীদ্বয় শানে বাঁধা ঘাট ।
শোভমান পুষ্পোচ্চানে মাঝে মাঝে বাট ॥
কোম্পানির বড় পথ বাগানের পাশে ।
চারি কুড়ি টাকা ভাড়া ধার্য মাসে মাসে ॥
বাগানের অধিকার যে দিনে হইল ।
সেই দিনে শ্রীপ্রভুর বৈঠক উঠিল ॥
ভারি খুশী হৈলা রাম দেখিয়া বাগান ।
ভক্তসঙ্গে চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়ান ॥
পাছু পাছু আসিলেন মাতা ঠাকুরানী ।
স্বতন্ত্র মহলে বাসা লইলেন তিনি ॥
ভক্ত-মা সঙ্গতে আছে ছাত্রার মতন ।
দৌহাকার পাদপদ্মে মথ ঘাঁর মন ॥
প্রভু আর মায়ে ভিন্ন অণ্ডে নাহি জানে ।
কুল-পীল জলাঞ্জলি বাঁধের কারণে ॥

একপাশে পাকশালা বেড়ার আটক ।
 মায়ের মহল পূর্বে রহিল পৃথক ॥
 এখানে দ্বিতলভাগে প্রভুর আসন ।
 তার নিম্নতলে রহে অন্তরঙ্গগণ ॥
 মাঝে মাঝে ডাক্তার আসেন এইখানে ।
 চিকিৎসার শ্রীপ্রভুর ঔষধ-বিধানে ॥
 দিনে দিনে কমে পীড়া স্বাস্থ্যের উন্নতি ।
 ভক্তবর্গে ডাক্তার সহিত পান শ্রীতি ॥
 পূর্বাপেক্ষা অঙ্গে হৈল বলের সঞ্চার ।
 উজানে নামিয়া নীচে করেন বিহার ॥
 অবিরত আনন্দের উচ্চরোল উঠে ।
 গীত-বাস্তে গোটা বাড়ি যেন পড়ে ফেটে ॥
 এক এক দিন রত্ন যতেক ঘটনা ।
 লিখিলেও জন্ম জন্ম না যায় বর্ণনা ॥
 এ সময়ে শ্রীপ্রভুর সেবার কারণ ।
 গৃহত্যাগ একেবারে কৈলা কন্নজন ॥
 নরেন্দ্র রাখাল কালী নিত্যনিরঞ্জন ।
 যোগীন শরৎ শশী এ তিন ব্রাহ্মণ ॥
 ভক্ত বহু বলরাম শ্রালক তাঁহার ।
 মহাভক্ত বাহুরাম বয়সে কুমার ॥
 মুরধী গোপাল ধীর সিঁতিগ্রামে বর ।
 লাটু নহে এ দেশীয় আছে বরাবর ॥
 তারক ঘোষাল তেঁহ ছিল। অল্প স্থানে ।
 এইখানে মিলিলেন ইহাদের সনে ॥
 তিরাগিয়া ঘরবাড়ি একটানে থাকে ।
 কানেও না শুনে বত আত্মীরেরা ডাকে ॥
 শ্রীপদে অটল রাগ দেখি হৃদিবাস ।
 অন্তরে ঢালিয়া দিলা অপার বিশ্বাস ॥
 দিবস বিশেষে আজ্ঞা কখন কাহারে ।
 এখানে আসিয়া হেথা দক্ষিণশহরে ॥
 পঞ্চবটমূলেতে রচিয়া যোগাসন ।
 করিবারে ধ্যানজপ সাধন ভজন ॥
 তপাচারে জোর আজ্ঞা নরেন্দ্রের প্রীতি ।
 বীরশ্রেষ্ঠ অঙ্গে বীর অপার শক্তি ॥

মধুর ভারতী কহি শুন এক মনে ।
 কিবা প্রভু কিবা তাঁর অন্তরঙ্গগণে ॥
 প্রভুদেব নিজ পূর্ণব্রহ্মসনাতন ।
 তাঁর শক্তি অংশ যত অবতারগণ ॥
 অবতারদিগের প্রভুর অঙ্গে ধাম ।
 সেইহেতু শ্রীপ্রভুর অবতরী নাম ॥
 অবতরী মানে যাঁর আবির্ভাব-কালে ।
 অন্তরঙ্গ-বেশে আসে অবতার দলে ॥
 অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি এই অবতারগণ ।
 ঈশ্বর-কোটির তাঁরা প্রভুর বচন ॥
 কোন্ কোন্ ভক্ত শুন ঈশ্বর-কোটির ।
 শ্রীপ্রভুর আবির্ভাবে লীলায় হাজির ॥
 নিরঞ্জন বাহুরাম ছোট শ্রীনরেন্দ্র ।
 শ্রীরাখাল শ্রীবোগীন আর পূর্ণচন্দ্র ॥
 বরাহনগরে বাড়ি ভবনাথ আর ।
 শ্রীভারক বেলঘোরিয়ায় ঘর ধীর ॥
 প্রায় সবে কৃতদার তইলা ইহার।
 নিরঞ্জন বাহুরাম এই ছই ছাড়া ॥
 যোগীনের নামে বিদ্যা বিদ্যায় অমুখ ।
 রমণীর কোনকালে দেখিলা না মুখ ॥
 প্রভুর নরেন্দ্র যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বীর ।
 ঈশ্বর-কোটির থেকে অত্যাচ্চ শ্রেণীর ॥
 বলিতেন প্রভুদেব অখিলবিহারী ।
 একাকী নরেন্দ্রনাথ জানেন অধিকারী ॥
 জানী যিনি জানেন ধীর আছে অধিকার ।
 জগৎ জগদীশ্বর সে চরের পার ॥
 মায়ার রাজ্যের মধ্যে এ চরের গতি ।
 মায়ার উপরে কিন্তু গিয়ানীর স্থিতি ॥
 মায়ার সন্ধেতে জানী সন্ধক না রাখে ।
 সেইহেতু জানী যিনি অখণ্ডের থাকে ॥
 অখণ্ড শ্রেণীর লোক নরেন্দ্র বিদিত ।
 ভুবনমোহিনী মায়ার তাহার অতীত ॥
 মায়ার অতীত বস্তু হন বেইজন ।
 তাঁহারে ভুলাতে নারে কামিনী-কাঞ্চন ॥

মায়ার অন্তরগত বস্ত্র বাবতীয় ।
 জ্ঞানীতে সে সবে দেখে অতিশয় ছেদ ॥
 আগাগোড়া দেখিতেছি কারবাক্যমনে ।
 নরেন্দ্রের ভারি ঘৃণা কামিনী-কাঞ্ছনে ॥
 অর্থের অভাবে কষ্ট পান নিরন্তর ।
 ভবনেতে অন্নবয়ঃ সোদরা সোদর ॥
 নিজে জ্যেষ্ঠ যোগ্য তাম্ অর্থ উপার্জনে ।
 তথাপি না হয় মন সংসার-সেবনে ॥
 প্রবল বাসনা মনে সাধ উগ্রতর ।
 বিবেক-বৈরাগ্য কিসে হইবে প্রথর ॥
 নিরন্তর প্রীতিকর তপ যোগ যাগ ।
 সংসারের কর্মকাণ্ডে অতি বীতরাগ ॥
 অমুরাগ একমাত্র ব্রহ্মনিরাকারে ।
 অরূপ অশ্লগ যিনি মায়ার ওপারে ॥
 প্রকৃতি বুঝিয়া তাঁর তাই প্রভুরার ।
 ধ্যানে তপে জোর আঁজা করিলেন তাঁর ॥
 শ্রীপ্রভুর আজ্ঞামত করিয়া সাধন ।
 হইত না নরেন্দ্রের পরিতৃপ্ত মন ॥
 আবেদন শ্রীগোচরে হইত কেবল ।
 বলিলেন যেমন কৈহু কি হৈল ফল ॥
 তদন্তরে বলিতেন লীলার ঈশ্বর ।
 হুই কৈহু যোল-আনা তুই সিকি কর ॥
 খানদানী চাষা বার চাষে গুজরান ।
 দশ বর্ষ অনারুণি নাহি পায় ধান ॥
 তথাপিহ কুবিকর্ম ছাড়িতে না পারে ।
 দুনো বলে দেয় হাল মাটি কাঁপে ডরে ॥
 যত্নসিহ নাহি পায় হাতে হাতে ফল ।
 সময়ে সফল কর্ম মিলিবে ফসল ॥
 ত্যাগিবর যোগিবর সাধকপ্রধান ।
 স্বভাবে সাধনা-প্রিয় বীর বলবান ॥
 অঙ্গভূষা শ্রীপ্রভুর নরেন্দ্র এখানে ।
 গোটা রাত্টি ধূনী পাশে রহেন যিহানে ॥
 ভয়মাখা গোটা অঙ্গে কোপীনধারণ ।
 পাতা আছে বাহুখাল বাহাতে আসন ॥

নিত্যনিরঞ্জন কালী শরৎ ও যোগীন ।
 সকলেই নরেন্দ্রের আজ্ঞার অধীন ॥
 মনে প্রাণে মাধামাখি ভাব পরম্পরে ।
 প্রত্যেকই ঠাই ঠাই তপ ধ্যান করে ॥
 সাধনভঞ্নে সাধ নাহিক শরীর ।
 কবি রাত্রি কিবা দিন সেবার হাজির ॥
 হুহাবহা শ্রীপ্রভুর করি দরশন ।
 সোৎসাহে সকলে করে সাধন-ভঞ্জন ॥
 পুনরিত অতিশয় মহেজ্ঞ ভাক্তার ।
 ভাবিলা সম্যগারোগ্য শ্রীপ্রভু এবার ॥
 অন্তরে ভরসা আশা গৃহী ভক্তগণে ।
 যোগায় সকল ব্যয় সেবার কারণে ॥
 সংসারী বিষয়কর্মে রহে নিরন্তর ।
 প্রভু-দরশনে আসে যবে অবসর ॥
 বিশেষতঃ রবিবারে সেবার মেলানি ।
 নৃত্য-গীত রঙ্গ-রস কতই না জানি ॥
 মাসাধিক কাল প্রায় এমতে কাটিল ।
 ইংরাজের নববর্ষ এখন পড়িল ॥
 আঠার শ ছিয়াশির সাল গণনায় ।
 বিশেষতঃ দিন ইহা প্রভুর লীলায় ॥
 প্রথম দিবস আজি নব বরযেতে ।
 একাদশী তিথি আজি হিন্দুদের মতে ॥
 প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ ।
 হাটেতে ভাস্কিন হাঁড়ি বাইব যখন ॥
 সেই হাঁড়ি-ভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে ।
 কি ভাবে ভাস্কিনা হাঁড়ি শুন এক মনে ॥
 প্রভুর বিচিত্র কার্য যেন তাঁর দেহ ।
 হাটেতে ভাস্কিনা হাঁড়ি জানিল না কেহ ॥
 বিশাল জাহাজ যবে জলে চলে যায় ।
 তিল বিন্দু সাড়া শব্দ নাহি রহে তায় ॥
 তেমতি প্রভুর খেলা ইকডাক নাই ।
 গুপ্তবেশে মহালীলা করিলা গোঁসাই ॥
 নববর্ষে অপরূপ রূপে পরমেশ ।
 ভবনে বিরাজমান কল্পতরুবেশ ॥

হরিশ হৃৎকী নামে ভক্ত একজন ।
 দেবেজের মায়া তিনি বদ্ধজ-ব্রাহ্মণ ॥
 মহাভাগ্যবান হৈলা হাজির গোচরে ।
 দ্বিতলে শ্রীপ্রভু বেধা দরশন তরে ॥
 নিকটে ডাকিয়া তাঁরে করণানিধান ।
 দেবেশবাহিত কৃপা করিলেন দান ॥
 শ্রীপ্রভুর কৃপা কিবা কি কহিব মন ।
 কৃপার গোচর মাত্র কৃপা কিবা ধন ॥
 যে পায় কিছুই সেও বলিতে না পারে ।
 কি ছিল না কি পাইল কৃপার দ্বারে ॥
 পরম প্লকে খালি বুঝে হু-নয়ন ।
 প্রভুর কৃপার এই বাহ্যিক লক্ষণ ॥
 কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর ।
 আপনি বিরাজমান কৃপার ভিতর ॥
 হরিবে হরিশচন্দ্র বুঝে মাত্র ক্ষুদ্রে ।
 কৃপায় আনন্দ কিবা হৃদয়ে না ধরে ॥
 কৃপা নহে কড়ি পাতি নহে রাজ্যধন ।
 কিংবা নহে মনোহর কামিনী-কাকন ॥
 সুবাহু ভোজন নয় নয় গাঁজা সুরা ।
 নহে মাদকীয় কিছু কণানন্দধারা ॥
 তথাপি কৃপার মধ্যে হেন বস্তু আছে ।
 তুলনার বাবতীর রাজ্যধন মিছে ॥
 কৃপায় আনন্দরাশি বহে শতধার ।
 ধন্য সে আধার বাহে কৃপার সকার ॥
 একজনে কৃপাবারি করি বিতরণ ।
 উখলিল কৃপাসিন্ধু প্রভুর এখন ॥
 দীন দুঃখী কানা বোঁড়া যে ছিল বাগানে ।
 একে একে তা সবারে পড়ে গেল মনে ॥
 অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁর দেবেজ ব্রাহ্মণ ।
 দ্বিতলে ডাকিয়া তাঁর প্রভুদেব কন ॥
 স্থিরতর কর কথা তোমরা সকলে ।
 রাম কি কারণে যোরে অবতার বলে ॥
 এ কথার অর্থ কেহ বুঝিতে নারিল ।
 কথার সুগুঢ় মর্ম কথার রহিল ॥

কি কব প্রভুর লীলা জগৎ রহিল গাঁথা ।
 পরে কি হইল স্তন মধুর বারতা ॥
 গগনে বধন বেলা তৃতীয় প্রহর ।
 নিম্নতলে নামিলেন কৃপার সাগর ॥
 ভবন হইতে পরে উত্তানের পথে ।
 সেবাপর ভক্তগণ পাছু পাছু সাথে ॥
 বাগানে ভ্রমেন প্রভু স্তনিয়া বারতা ।
 নিকটে জুটিল সবে যেবা ছিল বেধা ॥
 আমরা ক-জনে ছিছ গাছের উপর ।
 খেলিতেছিলাম ডালে বানর বানর ॥
 দ্রুতপদে উপনীত হইলু সে ঠাই ।
 সভক্তে বিহারে বেধা জগৎ-গোসাঁই ॥
 দাঁড়াইলু একধারে প্রভুর পশ্চাতে ।
 জহরিয়া চাপা হুটি ছিল দুই হাতে ॥
 মহাভক্ত শ্রীগিরিশ কাছে শ্রীপ্রভুর ।
 সঙ্গে তাঁর কন কথা লীলার ঠাকুর ॥
 আজি মনোহর বেশ প্রভুর আমার ।
 বারেক দেখিলে কভু নহে ভুলিবার ॥
 পরিধান লালপেড়ে স্ত্রতার বসন ।
 গায়ে বনাতের জামা সবুজ বসন ॥
 সেই কাপড়ের টুপি কর্ণমূল ঢাকা ।
 মোজা পায়ে চটি জুতা লতাপাতা আঁকা ॥
 শ্রীঅঙ্গের মধ্যে থোলা বদনমণ্ডল ।
 কাস্তিরূপে লাবণোতে করে বলমল ॥
 দারুণ বিরোধি-ভোগে শীর্ণ কলেবর ।
 কিন্তু বদনেতে কাস্তি বহে নিরস্তর ॥
 মনে হয় অঙ্গ-বাস সব দিয়া খুলি ।
 নয়ন তারিয়া দেখি রূপের পুতুলি ॥
 হঠাৎ দাঁড়াইয়া পথে শ্রীগিরিশে কন ।
 তোমরা কি দেখে যোরে কিবা লয় মন ॥
 গিরিশ পাতিয়া জাহ্নু বলি পদমূলে ।
 করজোড়ে সম্ভাবিয়া প্রভুদেবে বলে ॥
 আমি ছার কি বলিব আপনার কথা ।
 শুক ব্যাল বিবরণে পরাতন বেধা ॥

উত্তর শুনিয়া তবে লীলার ঈশ্বর ।
 দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ পথের উপর ॥
 পদপ্রান্তে গিয়া হুই এমন সময়ে ।
 তোলা চুটি চাপা ফুল দিহু চুটি পায়ে ॥
 কিছু পরে বাহুচোঁটা উদিলে ত্রীগায় ।
 ভক্তগণে আশীর্বাদ করিলেন রায় ॥
 তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি ।
 চৈতন্ত হউক আর কি বলিব আমি ॥
 পরে প্রভু ফিরিলেন ভবনের পথে ।
 দাঁড়িয়ে আছিহু হুই অনেক তক্ষাতে ॥
 দূরে থেকে সম্ভাষিয়া কি গো বলি মোরে ।
 পরশিয়া হস্ত দিলা বন্ধের উপরে ॥
 কানে কিবা বলিলেন আছরে স্ররণে ।
 মহামন্ত্রবাক্য তাই রাখিহু গোপনে ॥
 কি দেখিহু কি শুনিহু নহে কহিবার ।
 মনোরথ পূর্ণ আজি হইল আমার ॥
 প্রভুর মহিমা মন কি কব তোমায় ।
 রামকৃষ্ণনাম গেয়ে দিন যেন যায় ॥
 শ্রীনবগোপালে কৃপা হৈল তারপর ।
 আজি কর্তব্যরূপ লীলার ঈশ্বর ॥
 উপেন্দ্র মজুমদারে করি পরশন ।
 লোহার তাঁহার তত্ত্ব করিলা কাকন ॥
 পরে কৃপা হৈল ভ্রাতৃপুত্র রামলালে ।
 পরে গিরিশের ভাই অতুল অতুলে ॥
 এ সময়ে ভক্তবৃন্দ উন্নত হইয়া ।
 করে আনন্দের ধ্বনি শৃঙ্গ বিভেদিয়া ॥
 বিশেষতঃ রামচন্দ্র ভক্ত মহাবলী ।
 শ্রীচরণে দেন ফুল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥
 পাশেতে দণ্ডায়মান শ্রীহরিশোহন ।
 প্রভুর সম্মুখে রাম কৈলা আনয়ন ॥
 বক্ষঃ পরশিয়া তাঁর প্রভুদেব রায় ।
 আজি থাক বলিয়া ছাড়িয়া দিলা তাঁয় ॥
 এখানে গিরিশচন্দ্র উন্নত অধিক ।
 কে কোথা শূঙ্খিতে দ্রুত ছুটে চারিদিক ॥

পাকশালে গিয়া দেখে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ ।
 কুটি বেলিবার তরে করে উপক্রম ॥
 উপাধি গাঙ্গুলী তাঁর নাম নাহি জানি ।
 গিরিশ আনিতে তাঁরে করে টানাটনি ॥
 ভাগ্যবান শ্রীগোচরে হইল আগত ।
 পাইল প্রভুর রূপা আশার অতীত ॥
 রাশি রাশি রূপা ঢালি প্রভু ভগবান ।
 উপরে দ্বিতলভাগে করিলা পয়ান ॥
 নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা ।
 এখানে শ্রীঅঙ্গে উঠে নিদারুণ জ্বালা ॥
 শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন গুন বিবরণ ।
 যে যে পাপীদের আজি করিলা মোচন ॥
 তে সবার জীবনের যত পাপভার ।
 সকল লইয়া প্রভু অঙ্গে আপনার ॥
 সন্নিকটে রামলালে কন প্রভুরায় ।
 শালাদের পাপ লয়ে অঙ্গ জলে যায় ॥
 করেছে কতই পাপ কিছু নাহি বাকি ।
 যে যে এনে গঙ্গাজল সর্ব অঙ্গে মাখি ॥
 গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ ।
 তবে না হইল পরে জ্বালা-নিবারণ ॥
 গলায় দারুণ ব্যাধি অত কিছু নয় ।
 জীবের মোচনকর্মে পাপের সঞ্চয় ॥
 জগতের পাপরাশি লইয়া গোসাঁই ।
 আপনায় শ্রীঅঙ্গের মধ্যে দিলা ঠাই ॥
 করণানিধান হেন কোথা কেবা আর ।
 জপ-তপ রামকৃষ্ণপদ কর সার ॥
 হাড়রা প্রতাপচন্দ্র এখন এখানে ।
 দিবা রাত্র উপস্থিত আছেন বাগানে ॥
 কিন্তু যে সময়ে হেথা প্রভু ভগবান ।
 দীন হীন কানা খঞ্জে কৈলা কৃপাদান ॥
 অজ্ঞে তখন তেঁহ গিয়াছে চলিয়া ।
 অবিরত বিশ্রামের উদ্ভান ছাড়িয়া ॥
 যেমন ঘটনা সাক্ষ আঁইল হেথায় ।
 শুনিয়া দিনের রঙ্গ করে হাস হাস ॥

হাজরা তপস্বী এক পিরীত-সাধনে ।
 বড়ই সন্ধ্যা তাঁর নরেন্দ্রের সনে ॥
 সেইহেতু প্রভুদেবে ত্রীনরেন্দ্র কন ।
 হাজরারে করিবারে কুপাবিতরণ ॥
 উত্তরে কহিলা রায় এবে নাহি হবে ।
 সমরসাপেক্ষ কাঙ্ক্ষা শেষেতে পাইবে ॥
 এইমতে মাসাধিক হইল বাপন ।
 পুনশ্চ পূর্বের চেয়ে ব্যাধির বিক্রম ॥
 কিছু দিন ছিল রোগ সাম্য-অবস্থার ।
 এবে স্নেহ মূলে কর করিল আদায় ॥
 সবার ভরসা আশা এই বারে দূর ।
 হৃদয়ে উদয় হৈল বাতনা প্রচুর ॥
 বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক মহেন্দ্র ডাক্তার ।
 বিকল-প্রয়াস জানে হতাশ এবার ॥
 ক্লান্ত মনে ক্লান্ত প্রাণে ভক্তগণে কন ।
 করিলাম বথাসাধ্য অসাধ্য এখন ॥
 বতরুণ হাস আশা ততরুণ প্রাণে ।
 হুঁকি করি পরস্পর অস্ত্রজনে আনে ॥
 বহুবাক্যারেতে ঘর সুবিস্ত্র ডাক্তার ।
 উপাধিতে দস্ত, নাম রাজেন্দ্র তাঁহার ॥
 ব্যাধিবিৎ কবিরাজ ডাক্তার প্রভৃতি ।
 আশে পাশে চারিদিকে শহরে বসতি ॥
 কতই আসিল তার সংখ্যা নাহি হয় ।
 করিতে নারিল কেহ রোগের নির্ণয় ॥
 যেমন ত্রীপ্রভুদেব শাস্ত্রাদির পারে ।
 তেমতি নিদানাতীত বিদ্যাধি শরীরে ॥
 রাজেন্দ্র করিল বটে আরম্ভ চিকিৎসা ।
 মনে জানে আরোগ্যের নাহি কোন আশা ॥
 গলার ভিতরে ছিল বাসা বিরাধির ।
 এখন বহিরভাগে হইল বাহির ॥
 প্রভুর দারুণ ব্যাধি দারুণ বয়স ।
 তথাপি তাঁহার নাহি তিলেক ভাবনা ॥
 হাতানেনে সহ কষ্ট নহে বিষমব ।
 যেহেতে অস্থখভোগ মনেতে হয়ব ॥

রঙ্গের বিরাহ নাহি চলে অবিরল ।
 স্তন রামকৃষ্ণকথা শ্রবণমগ্নল ॥
 প্রত্যক্ষ কি অন্তরীক্ষে প্রভু ভগবান ।
 সত্য ভক্তের সঙ্গে বেড়িয়া বেড়ান ॥
 প্রত্যক্ষ আগোটা লীলা রামকৃষ্ণায়ন ।
 অন্তরীক্ষে কিবা খেলা-করহ শ্রবণ ॥
 অনেক ফলের বৃক্ষ উজানভিতরে ।
 উজান-স্বামীর সব আছে অধিকারে ॥
 প্রত্যেক ফলের গাছ বাগানে অনেক ।
 কিন্তু খেজুরের গাছ খালি মাত্র এক ॥
 সেই গাছে এ সময়ে দিগেছিল তাড়ি ।
 বিকালে ফুলারে দিত মেথিদেখে হাঁড়ি ॥
 গোটা রাতি জমে রস হাঁড়ির ভিতরে ।
 নানাহইয়া লয় মালি খুব ভোরে ভোরে ॥
 জিরান-কাটের রস তৃপ্তি রসনার ।
 বড়ই হুমিষ্ট তার বড়ই সুতার ॥
 নিরঞ্জন একদিন সঙ্গীদের সনে ।
 পরামর্শ করিলেন গোপনে গোপনে ॥
 নিশীথ অতীতে হাঁড়ি লইবে পাড়িয়া ।
 পান করিবে রস সকলে মিলিয়া ॥
 রাত্রিকালে সব মিলে যান একস্তরে ।
 গাছের নিকটে রস চুরি করিবারে ॥
 নিজের মহলে হেথা মাতাঠাকুরানী ।
 জাগিয়া থাকেন প্রায় আগোটা বামিনী ॥
 যোগাইতে জব্যচর সময়ের আগে ।
 প্রভুর সেবার হেতু কখন কি লাগে ॥
 দেখিতে পাইল মাতা অগৎজননী ।
 নিরঞ্জনাদির সঙ্গে ত্রীপ্রভু আপনি ॥
 শরীরে দারুণ ব্যাধি নাহি কোন ডর ।
 বেড়িয়া বেড়ান গোটা উজান-ভিতরে ॥
 কিন্তু প্রভুদেব হেথা নিজের শয্যায় ।
 অস্ত্র ভক্তঘর কাছে হাজির সেবার ॥
 এখানেতে নিরঞ্জন সঙ্গীদের সনে ।
 আগোটা বাগান ঘোরে বৃক্ষ অবেষণে ॥

সেই সে বাগান বার প্রতি ঠাই জানা ।
 থেজুর গাছের আজি না পান ঠিকানা ॥
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া সবে ক্লাস্ত-কলেবর ।
 পশ্চাতে বুঝিল ইহা প্রভুর রগড় ॥
 পীড়াতেও নাহি কাশ রক্ত অবিরাম ।
 শুন রামকৃষ্ণলীলা প্রাণের আরাম ॥

কাল-পাগলিনী যিনি বারনারী জেতে ।
 প্রভুকে ভজিতে চায় মধুর ভাবেতে ॥
 এবে তেঁহ উন্মাদিনী প্রভুর লাগিয়া ।
 উত্তানের মধ্যে আসে ছুটিয়া ছুটিয়া ॥
 আশা মনে একমাত্র প্রভূদরশন ।
 তাড়া করে লাঠি হাতে নিত্যনিরঞ্জন ॥
 চরণ ছাঁদিয়া তাঁর কাল-পাগলিনী ।
 কাকুতি মিনতি করে লুটায়ে অবনী ॥
 কোনমতে নিরঞ্জন নাহি দেন যেতে ।
 বরঞ্চ প্রহার করে ধরিয়া খুটিতে ॥
 কোম্পানির পথে দিলা করিয়া বাহির ।
 পীড়াইয়া রহে বহে ছনমনে নীর ॥
 মরি কিবা অগুরাগ প্রভুর চরণে ।
 এ জনার পদরেণু ভিক্ষা করে দীনে ॥
 তখন অবজ্ঞা-ভাব করিয়া তাহারে ।
 জনমের মত খেদ রাখিল অন্তরে ॥
 যে হোক সে হোক বার প্রভূপদে মতি ।
 সার্থক জীবন তাঁর চরণে প্রগতি ॥

হোক বেশা বারাদনা হীন হেরাচার ।
 রামকৃষ্ণ-ভক্তি বেথা আরাধ্য আশার ॥
 ভক্তের ভজনা কর ভক্তি মাত্র ধন ;
 ভক্ত ভক্ত পুঞ্জ ভক্ত ভক্তির কারণ ॥
 ভক্ত মাত্র এক জ্ঞাতি সামাজিকে নানা ।
 স্বর্ণ অধম সঙ্গে তবু তাহা সোনা ॥
 ভক্তির আধার পাত্র প্রভুর আলয় ।
 শ্রদ্ধেয় প্রপুঞ্জনীয় বেথানে না রয় ॥
 রমণী নামক বেশা দক্ষিণশহরে ।
 বাৎসল্যের চক্ষে দেখে প্রভু গুণধরে ॥
 মা বলিয়া তাহারে সন্তোষে প্রভুবর ।
 ত্রাতা পাতা লগতের অখিল-ঈশ্বর ॥
 কি বড় ভাগ্যের কথা বুঝে দেখ মন ।
 বিখে ভাগ্যবতী হেন আছে কমলজন ॥
 চাউল-কলাই-ভাজা লুকায়ে বসনে ।
 রমণী প্রভুর হাতে দিত সবতনে ॥
 ফুলমনে পদ্মাননে হান্তসহকার ।
 সাধরে গ্রহণ প্রভু কৈলা কতবার ॥
 কার সঙ্গে রমণীর তুল্য ত্রিভুবনে ।
 চরণের রেণু আশ করে এ অধমে ॥
 রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি অমৃত-ভাণ্ডার ।
 শ্রবণ-কীর্তনে ভব-জলধিতে পার ॥
 সংসারের স্বখে দুঃখে পেতে দিয়া জ্ঞাতি ।
 একমনে শুন মন রামকৃষ্ণ-পুণি ॥

প্রভু কর্তৃক অন্তরঙ্গগণের বাসনাপূরণ ও ভক্তগণ কর্তৃক মঠস্থাপন

বন্দ মন বিখণ্ডরু রামকৃষ্ণরায় ।

প্রেমানন্দে বন্দ গুরুদায়। জগন্মায় ॥

অবনী লুটায়ে বন্দ ভক্ত দৌহাকার ।

যাঁদের হৃদয়মধ্যে যুগল-বিহার ॥

প্রভুর দারুণ ব্যাধি শরীরের মাঝে ।
তালে টানে মন কিস্ত বাঁধা আছে কাজে ॥
অবিরত মহালীলা চলিছে কেবল ।
বরষায় দিনেরেতে ঝরে বেন জল ॥
এই জল রহে লীলা ক্ষেত্র-সরোবরে ।
যাহাতে প্রচারাবাদ হইলেক পরে ॥
ছদ্মবেশ অবতার বড়ই গোপন ।
জানিতে না দেন কারে তিনি কোন্ জন ॥
মায়ী-পরিচ্ছদে ঢাকা স্বরূপ আছে ।
তিলে তিলে ভয় তায় জানে কেহ পাছে ॥
আপনে প্রচারে হাত নাহি দিলা রায় ।
পশ্চাতে প্রচার কৈলা ভক্তের ঘারায় ॥
সেই মহা কর্ণে বাহা বাহা প্রয়োজন ।
তাহার উন্মোগ-প্রভু করেন এখন ॥
অপরে বৃত্তিতে তব্ব লাগে মহা ধাঁধা ।
সে বুঝে বাহার মন ভক্ত-পথে বাঁধা ॥
পূর্বে বলিয়াছি আমি প্রভুর সেবার ।
যা লাগে সংসারী ভক্তে সকল যোগায় ॥
সংসারীর বতই না থাকে ঘরে ধন ।
ব্যয়েতে কান্তর সদা হয় বিলক্ষণ ॥
সংসারীর টাকাকড়ি বৃকের শোণিত ।
কাণাকড়ি-ব্যয়ে হয় বড়ই কোপিত ॥
প্রভুর সেবার রত যে যে ভক্তগণ ।
সকলের চেয়ে ঘরে স্নেহের ধন ॥

বাদ বাকি অল্প সব হাতে পেটে খায় ।
সঞ্চয় রাখিবে কিবা ব্যয় না ফুলায় ॥
জীবিকা-নির্বাহ শ্রমে নাহি জমিদারি ।
কমিয়ে ঘরের ব্যয় হেথা দেয় কড়ি ॥
সংসার-তির্যগী যারা প্রভুর সেবনে ।
সেবা-হেতু শ্রী প্রভুর কাছে রেতেদিনে ॥
প্রভু বিনা যাহাদের আর কিছু নাই ।
খরচের টাকা থাকে তাঁহাদের ঠাই ॥
সকলে কুমারবয়ঃ তিরাগ-প্রস্তুতি ।
মোটেই জানে না কিবা সংসারের রীতি ।
বিষয়-বুদ্ধির গন্ধ জানে না কেমন ।
কোলে ছিল মা-বাপের সেবায় এখন ॥
কোন কোন বিষয়ে অধিক ব্যয় করে ।
সংসারীরা সহ্য তাহা করিতে না পারে ॥
উজ্জানেতে ব্যয়াদিক্য দেখিরা গৃহীরা ।
একত্তরে পরামর্শ করে যোগ্য যারা ॥
রামচন্দ্র কালীপদ স্নেহে এ তিনে ।
বলিলেন সেবাপর কুমারের গণে ॥
করিতেছ অপব্যয় শোভা নাহি পায় ।
হিসাব রাখিতে হবে তুলিরা খাতায় ॥
ছটকো গোপাল প্রায় উজ্জানেতে থাকে ।
কথামত ব্যয়েরে হিসাব-পত্র রাখে ॥
গৃহীরা আসিরা দেখে সময় সময় ।
কোন্ মাসে কোন্ কর্ণে কত হয় ব্যয় ॥

এইবার ব্যয় দেখে হয় হলহুল ।
 মূল তার হিসাবেতে ঠিকে ছিল ভুল ॥
 সেই হেতু কালীপদ দানা আখ্যা ধার ।
 হট্টকো গোপালে করে মিষ্ট তিরস্কার ॥
 তুমুল হইল দ্বন্দ্ব ক্রমে পরিশেষে ।
 নরেন্দ্র বিদিত তাহা কৈল পরমেশে ॥
 নরেন্দ্রে দেখিয়া ক্ষুব্ধ কন প্রভুরায় ।
 চলু আমি যাব তোরা ঘাইবি যেণায় ॥
 যেখানে থাকিবি তোরা সেইখানে রব ।
 যেমন রাখিবি মোরে তেমতি থাকিব ॥
 নরেন্দ্র বলেন স্বন্ধে তোমায় লইয়া ।
 রাখিব খাওয়ার ভিক্ষা দ্বারের মাগিয়া ॥
 এত শুনি গুণমণি কন আর বার ।
 গৃহীদের টাকাকড়ি লইও না আর ॥
 টানিয়া লইব না কি ইন্দ্রনারায়ণে ।
 প্রচুর সম্পত্তি ধন তাহার ভবনে ॥
 কিছুক্ষণ বিচারিয়া পুনঃ প্রভু কন ।
 কাজ নাই করে ইন্দ্র যবনী-গমন ॥
 তারপর বলিলেন হৃদয়বিসারী ।
 ডাকিয়া আনহ'সেই খোঁটা মারোরাড়ী ॥
 খোঁটা মারোরাড়ী এক যনের দৈবধর ।
 বড়বাজারেতে তার অট্টালিকা ঘর ॥
 বহু কাল হইতে বাসনা মনে মনে ।
 যোগাইতে অর্থপাতি প্রভুর সেবনে ॥
 ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু ভগবান ।
 পুরাতে বাসনা তাঁর করিলেন নাম ॥
 খবর পাইয়া সেই খোঁটা মারোরাড়ী ।
 গোচরে হাজির সঙ্গে লয়ে টাকাকড়ি ॥
 সম্মুখে দেখিয়া টাকা প্রভুদেব কন ।
 আমি না করিব তব কাঞ্চন গ্রহণ ॥
 করজোড়ে কহে তেঁহ বিনয়বচনে ।
 আনিয়াছি মহারাজ তোমার কারণে ॥
 ফিরিয়া লইয়া যাই শক্তি নাই গায় ।
 এত বলি টাকা রাখি ফিরিয়া পালায় ॥

সম্মুখে টাকার গাদা দেখি প্রভুবর ।
 ভক্তগণে আজ্ঞা শীঘ্র কর স্থানান্তর ॥
 যথা আজ্ঞা সেবকেরা চলিলা সত্তরে ।
 রাখিয়া আসিল কাছে মহিমের ঘরে ॥
 ব্যয়ের কি হবে তবে বিচারিয়া মনে ।
 গিরিশে ডাকিতে আজ্ঞা হৈল সেইক্ষণে ॥
 মহাভক্ত শ্রীগিরিশ বিখ্যাসের বীর ।
 বারতা পাইয়া হৈল গোচরে হাজির ॥
 শ্রীমুখে শুনিয়া তবে সব বিবরণ ।
 প্রভুর সম্মুখে তেঁহু করিলেন পণ ॥
 একা যোগাইব ব্যয় ভয় কিবা তার ।
 নহি ভীত যদি মোর ভিটাঘাতি যায় ॥
 গিরিশের বাক্যে হয়ে সাহসে পুণ্ডিত ।
 সেই সঙ্গে কৈলা পণ সেবকেরা যত ॥
 গৃহিগণে দরশনে আসিতে না দিব ।
 লাঠি-সেঁটা লয়ে দ্বারে প্রহরী থাকিব ॥
 যুক্তিমত পর দিনে নিত্যনিরঞ্জন ।
 বলিলেন দ্বারদেশ রক্ষার কারণ ॥
 মহাবীর বলবান লাঠি-সেঁটা হাতে ।
 মাথায় পাগড়ী বাধা সুন্দর দেখিতে ॥
 চিরুণি আরশি সঙ্গে রামায়ণপুঁথি ।
 ভোজপুরী দ্বারীদের যে প্রকার রীতি ॥
 দ্বিতলে বাইতে আর নাহি দেন কারে ।
 দরশনে আসে যারা তবে যায় ফিরে ॥
 ক্রমাধয়ে তিন দিন ফিরিল সুরেন্দ্র ।
 কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্দ্র ॥
 অতুল ফিরিয়া গেলা গিরিশের ভাই ।
 ছোটখাট কত ফিরে সংখ্যা লীমা নাই ॥
 শ্রীঅতুল অভিমানে করিলেন পণ ।
 আটক করিল দ্বারে নিত্যনিরঞ্জন ॥
 যদি তেঁহ আপনি আসিয়া মোর ঘরে ।
 ডাকিয়া লইয়া যান প্রভুর গোচরে ॥
 তবে যাব নৈলে আর এ জনমে নয় ।
 এই দৃঢ় পণ মোর রহিল নিশ্চয় ॥

রাম ও সুরেন্দ্রের হয়ে বিবাদিত মন ।
 সুরেন্দ্র নির্জনে করে অশ্রু বিসর্জন ॥
 গঙ্গীরাষ্মা রামচন্দ্র ভিতরে গুণময় ।
 মনোহুঃখ সহসা প্রকাশ নাহি করে ॥
 অন্তরে বুঝিয়া তবু প্রভু ভক্ত-প্রাণ ।
 ডাকাইলা উভয়ে আপন সন্নিধান ॥
 সামঞ্জস্য করিয়া দিলেন পরম্পর ।
 গৃহী সন্ন্যাসীতে এই থেকে মনান্তর ॥
 কেমন কোশলচক্র দেখেহ প্রভুর ।
 ভক্তমাত্রের সকলের সমান ঠাহুর ॥
 স্মরণ করহ কিবা প্রভুর বচন ।
 চাঁদামাশা সকলের একা কারও নন ॥
 গৃহী সন্ন্যাসীতে ছরে সমান আদর ।
 মধ্যে বাধাইয়া বন্ধ করিলা রগড় ॥
 এই বন্ধ ভবিষ্যতে প্রচারে পোষ্টাই ।
 প্রভুর মতন চক্ৰী জিতুবনে নাই ॥

এখানে অতুলকৃষ্ণ বরে অভিমানে ।
 এক দিন কন কতু নিত্যনিরঞ্জে ॥
 বাও তুমি একবার গিরিশের ঘরে ।
 অতুলে ডাকিয়া আন হাত দেখিবারে ॥
 নাড়ীজ্ঞান ব্যাধিজ্ঞান এত অতুলের ।
 যেন তেঁহ ধবন্তরি বেশে মাহুঘের ॥
 আচ্ছাদিত ধাইলেন নিত্যনিরঞ্জন ।
 শুনিয়া অতুলকৃষ্ণ পুলকিত-মন ॥
 শ্রীপ্রভুর রক্ত কিবা বুঝিয়া অন্তরে ।
 স্বরাধিত উপনীত হইলা গোচরে ॥
 ভিতরের কাণ্ড কিবা নিজে বুঝ মন ।
 বেদাধিক গুরুতর রামকৃষ্ণায়ন ॥

দুর্লভী গোপাল সিঁতিগ্রামে ঘর ধীর ।
 চীনেবাঝারেতে ধীর ছিল কারবার ॥
 সম্ভানাদি বনিতার বিরোগের পরে ।
 মহেন্দ্রে আনিলা তাঁর প্রভুর পোচরে ॥
 ঘরশনে শ্রীচরণে বাঁধা পড়ে মন ।
 সন্নিধানে রহে করে প্রভুর সেবন ॥

হাতে ছিল চাঁকাকড়ি ইচ্ছা এবে মনে ।
 বস্ত্র কিনে বিতরণ করে সাধুবনে ॥
 গঙ্গাসাগরীর বাতী বহু এইকালে ।
 অতিথি সন্ন্যাসী নাগা শহর অকালে ॥
 সেই সবে নব বস্ত্র দানের ইচ্ছায় ।
 অহুমতি-হেতু তেঁহ কহিলেন রায় ॥
 প্রভুদেব দেখাইয়া সেবকের গণে ।
 বলিলেন দাঁও যদি দাঁও এইখানে ।
 এমন সুন্দর সাধু ভুবনে বিরল ॥
 অকলঙ্ক তবু ঘটে ভরা গঙ্গাজল ॥
 শুনিয়া গোপাল তবে প্রভুর বচন ।
 কিনিয়া আনিলা বস্ত্র মনের মতন ॥
 গেকরার রঙে বস্ত্র সব ছোঁবাইলা ।
 সেই সঙ্গে ছড়া রক্তাক্ষের মালা ॥
 বস্ত্র মালা একত্রেতে গোপাল এখানে ।
 হাজির করিয়া দিলা প্রভু-সন্নিধানে ॥
 সন্ন্যাসের উপযুক্ত যে যে ভক্তগণ ।
 প্রত্যেকে বসন মালা কৈলা বিতরণ ॥
 একখানি বস্ত্র বাকি থাকে অবশেষে ।
 পর দিনে দান কৈলা শ্রীগিরিশ ঘোষে ॥
 গিরিশ সংসারী যদি মনে ত্যাগ তাঁর ।
 সংসারে আছেন নাই অন্তরে সংসার ॥
 শ্রীগিরিশ সত্য মিথ্যা উভয়ের পারে ।
 প্রভুর আশিস এই তাঁহার উপরে ॥
 একবার কন প্রভু কথোপকথনে ।
 গিরিশের আছে বোগ এ দেহের সনে ॥
 বোগী ভোগী দুই তেঁহ অপূর্ব-প্রকৃতি ।
 গিরিশে না পাওয়া যায় মাহুঘের রীতি ॥
 কোথাকার এই সব ভক্তনামধারী ।
 সদা লব্ধে অভ্যাগিহ ব্রহ্মিতে না পারি ॥
 হায় প্রভু কবে মোর ফুটিবে নয়ন ।
 পূজা করি ভক্ত-পথ জুড়াব জীবন ॥
 গৃহী কি সন্ন্যাসী ছরে দ্বীনের মিনতি ।
 তোমা লবাকার পথে রয়ে যেন মতি ॥

প্রভুর অবস্থা। এবে বর্ণনার নয়।
 তেমন সুন্দর তহু দিনে দিনে ক্ষয়।
 এ সময়ে চঞ্চুমাত্র কেবল আহ্বারে।
 এক পোয়া দিলে যার ছটাক উদরে।
 বদনের কাস্তি কিবা মনের আনন্দ।
 তিলেকের তরে নাট এক তিল বন্ধ।
 বিরাধি অসাধ্য কেহ কহিলে গোচরে।
 উত্তর প্রভুর এই আনন্দের ভরে।
 “পীড়া জানে দেহ জানেনে আমার মন।
 অবিরত রহ তুমি আনন্দে মগন।”
 দেহাতীত মনখানি প্রভুর আহার।
 অমুগত বশীভূত ইচ্ছামত তাঁর।
 জীবের কল্যাণে মাত্র দেহেতে কদর।
 দ্বারাতে রাখেন দেহ দ্বার সাগর।
 মহানন্দময় নিজে আনন্দের খনি।
 প্রভুর বারতা প্রভু জানেন আপনি।
 বিবন্ধ হইতে তিনি নাহি দেন কারে।
 দেখিলে আনন্দ তাঁর বহে শতধারে।
 ভক্ত-রঞ্জন ভাব প্রাবল্যের বলে।
 ভক্তবর্গ ভালে সদা আনন্দ-সঙ্গিলে।
 আনন্দে নরেন্দ্রনাথ সহচর সনে।
 কাটেন রজনী গোটা সাধন-ভঞ্জে।
 দিনমানে গীত-বাণ্য অবিরত চলে।
 সতত আনন্দে মগ্ন প্রভুর কৌশলে।
 প্রভুর গলার হার অন্তরঙ্গগণে।
 তাঁহারাও চিরদাস প্রভুর চরণে।
 প্রাণে প্রাণে টানাটানি প্রেম-সম্বিত।
 পরম্পর পরম্পরে বিরামরহিত।
 অধির আড়ালে বসি তিলেকের তরে।
 তাহাও বিরহ হেন ভাব পরম্পরে।
 গৃহীরা সংসারকর্মে রহে হানান্তর।
 মনখানি কিন্তু হেথা প্রভুর গোচর।
 অহেতুক ভালবাসা কর্ম স্বার্থহীনে।
 প্রত্যক্ষ দেখিছ আগে শুনা ছিল কানে।

আগোটা লীলার মধ্যে প্রভু অবতারে।
 দেখা শুনা হৈল যাহা উজানভিতরে।
 অতিশয় শুভ তত্ত্ব কহিবার নয়।
 অবাক হইছ দেখে এমন কি হয়।
 যে সকল এ ধরার নহে কারখানা।
 একমাত্র তত্ত্বে আর ভগবানে জানা।
 যেন প্রভু ভূঞ্জে ভক্ত প্রেমানন্দরোল।
 অন্তরে অন্তরে শ্রোত বাছে নাহি গোল।
 লোকের বাঞ্ছার নাই এখন গোচরে
 দেগিয়া দারুণ ব্যাধি সব গেছে সরে।
 সন্দেহ উন্নয় মনে তাঁদের এবার।
 দারুণ বিরাধি কেন বসি অবতার।
 নানা জনে নানা ভাবে নানা কথা কর।
 শুনিলে শ্রমিলে পরে বিদরে হৃদয়।
 কলুষ-মায়া বুদ্ধি দোষ কিবা তার।
 এসেছিল দূরে গেল প্রভুর ইচ্ছার।
 লীলা-অবসান-কাল দেখিয়া গোসাঁই।
 করিলেন অন্তরঙ্গগণের বাছাই।
 তে সবারে একতরে লইয়া নির্জনে।
 নিগূঢ় ঈশ্বর-তত্ত্ব কন সঙ্গোপনে।
 অন্তরঙ্গদের মধ্যে বিবিধ প্রকৃতি।
 কেহ কেহ ত্যাগী কেহ গৃহস্থের জাতি।
 ভাব-ভেদে উভয়ের ভিন্ন উপদেশ।
 বাহে হবে উভয়ের মঙ্গল অশেষ।
 প্রভুর কৌশল এক ইহার ভিতরে।
 জানিতে না দেন কিবা উপদেশ কারে
 তাঁরে দেন সেই রস লীলার ঈশ্বর।
 যে রস বাহার পক্ষে পরিপুষ্টিকর।
 কাহারে বা দেন ধৈর্য সময়-বিশেষে।
 রূপান্তর-প্রদর্শন সন্দেহ-বিনাশে।
 শুন দিনেকের কথা অপূর্ব কাহিনী।
 শ্রীঅতুল গিরিশের সহোদর যিনি।
 নাড়ীজ্ঞান বড় তাঁর সেই সে কারণে।
 প্রভুর প্রবল পীড়া দেখি এক দিনে।

সেবাপর ভক্তগণে কহিলেন তাঁর ।
 থাকিতে প্রভুর কাছে রেতের বেলায় ॥
 দিবাভাগে এই কথা করিয়া স্বীকার ।
 অতুল চলিয়া যান ঘরে আপনার ॥
 পান-ভোজনাদি কর রাত্রির মতন ।
 ঋটিতি ভবনে সব কৈলা সমাপন ॥
 অতীত হইলে রাত্রি প্রহরেক প্রায় ।
 উত্তানান্তিমুখে আসে শ্রীপ্রভু বেথায় ॥
 পথিমধ্যে ভক্তবর করে মনে মনে ।
 শুভ রাত্রি যাবে আজি প্রভুর সেবনে ॥
 মহাভাগ্যবান বিনা ভাগে ঘটে কার ।
 বিশ্বপতি শ্রীপ্রভুর সেবা-অধিকার ॥
 এতেকাভিমান মনে উল্লাস সহিত ।
 আন্দোলন করিতে করিতে উপনীত ॥
 বেথানে শ্রীপ্রভুদেব উত্তান-ভিতরে ।
 রাত্রি বেশী ভালাবদ্ধ ফটকের দ্বারে ॥
 দুয়ার হইতে তেঁহ করেন চীৎকার ।
 সব স্তব্ধ সাড়া শব্দ নাহি মিলে কার ॥
 দারুণ মাঘের শীতে হিমায়ী বিস্তর ।
 ঠাণ্ডা বায়ে শ্রীঅতুল কাঁপে থর থর ॥
 পূর্বেকার সুখ আশা সব হৈল দূর ।
 তাহার বদলে হৃদে যাতনা প্রচুর ॥
 নানাবিধ চিন্তা ভাবে আকাশ-পাতাল ।
 মাঝে মাঝে ডাকে ডাক না পায় নাগাল ॥
 হেনকালে শুন কিবা কৌশল প্রভুর ।
 বাহির হইতে এক আসিল কুকুর ॥
 দ্রুতগতি ফটকের সর ছিড় দিয়া ।
 তিলেকের মধ্যে গেল উত্তানে চুকিয়া ॥
 অতুল চৈতন্যবান প্রভুর রূপায় ।
 স্থপণ্ডিত ঘটনা পঠন-মন্তি গায় ॥
 উদ্দেশিয়া প্রভুরায় মরম-বেদনা ।
 জানাইয়া সেইক্ষণে করেন প্রার্থনা ॥
 অধম হইহু প্রভু কুকুর হইতে ।
 সে গেল ভিতরে হুই দাঁড়াইয়া পথে ॥

হাজার বিকার হেন দিয়া আপনাকে ।
 দ্বারমুক্ত-হেতু এই শেষ ডাক ডাকে ॥
 শুনিতে পাইয়া তাহা মুকবী গোপাল ।
 ফটক খুলিয়া দিল খুঁচিল জঞ্জাল ॥
 উত্তানে প্রবেশ করি যান ধীরে ধীরে ।
 প্রভুর বেথানে শয্যা দ্বিতল-উপরে ॥
 দেখিলেন মহাভক্ত শ্রীশ্রী ঠাকুর ।
 দাঁড়াইয়া করে পাখা শ্রীঅঙ্গে প্রভুর ॥
 মাছি মশা চালাইতে পাখার চালনা ।
 শীত ঋতু এবে নাই গ্রীষ্মের তাড়না ॥
 আর এক পাশে লাটু ঘুমে অচেতন ।
 গোটা রাত্রি অঙ্গে বাতি গরম ভবন ॥
 অতুলে দেখিয়া শশী পাখা দিয়া তাঁর ।
 বিশ্রামের হেতু নীচে লইয়া বিদায় ॥
 শয্যায় শ্রীপ্রভুদেব নাহি নড়াচড়া ।
 আপাঙ্গ-মস্তক গোটা বালাপোষে মোড়া ॥
 কিছু পরে শ্রীঅতুল করে দরশন ।
 প্রভুর গা ফুটে উঠে উজ্জল কিরণ ॥
 গাত্র আবরণখানি স্বচ্ছ নিরমল ।
 দেখা যায় গোটা অঙ্গ করে ঝলমল ॥
 কিরণে উত্তপ্ত গৃহ হইল বহল ।
 শীতবস্ত্র ছোড়া শাল খুলিল অতুল ॥
 খুলিয়া রাখিতে শাল সময় কণেক ।
 অস্ত্র দিকে গেল দৃষ্টি ছাড়িয়া প্রভুকে ॥
 এই অবসরমধ্যে শুন বিবরণ ।
 কি হইল শ্রীঅঙ্গের পটের বর্তন ॥
 শ্রীপ্রভুর এক অঙ্গ ভাগে আধা আধা ।
 দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণরূপ বাম অঙ্গে রাধা ॥
 কৃষ্ণাঙ্গে নীলমাকান্তি নয়ন-রঞ্জন ।
 রাধা অঙ্গ ঢল ঢল সোনার বরন ॥
 তখন অতুলকৃষ্ণ নিরখি ব্যাপার ।
 বুঝিলেন এ আমাদের মাথার বিকার ॥
 মস্তকে প্রবল উনপঞ্চাশের বাই ।
 মনে করে এইবারে লাটু কে উঠাই ॥

ভয়ে দেহে ঝরে ঘাম অন্তর সজীত ।
 হেনকালে শরৎ উপরেতে উপনীত ॥
 অমনি শ্রীপ্রভুদেব লীলার ঈশ্বর ।
 নাড়া দিয়া খুলিলেন বুকের কাপড় ॥
 অতুল দেখিয়া তবে করেন জিজ্ঞাসা ।
 তুমি যে গো এখানে কখন হৈল আসা ॥
 নীচে গিয়া বিশ্রাম করহ এইবারে ।
 শরৎ আমার নিকট থাকিবে উপরে ॥
 মরি কি প্রভুর রক্ত স্বর্ণগণসহিত ।
 সুধার-আসার রামকৃষ্ণ-লীলা-গীত ॥
 একদিন গৃহত্যাগী ভক্তগণে কন ।
 তোদের ভিক্ষার অন্ন ভোজনেনেত মন ॥
 রেহ-প্রেমপরিপূর্ণ শ্রীবাক্য শুনিয়া ।
 নাচিতে লাগিয়া সবে উল্লাসে ভরিয়া ॥
 প্রধান নরেন্দ্রনাথ বাল মহেশ্বর ।
 পরদিনে প্রাতঃকালে সঙ্গে সহচর ॥
 আনন্দ-অন্তর, তবে সাজিলা ভিক্ষায় ।
 প্রথমে মাগিয়া ভিক্ষা গুরুদ্বারা যায় ॥
 জগৎপালিকা দেবী জগৎ-জননী ।
 ভিক্ষাপাত্রে বোল-আনা দিলেন আপনি ॥
 উত্তান হইতে পরে বাহির হইয়া ।
 দুরারে দুরারে ভিক্ষা আনিলা মাগিয়া ॥
 তামা-রূপা তড়ুলাদি ভিক্ষার জিনিস ।
 নয়নে দেখিয়া প্রভু পরম হরিষ ॥
 সেই তড়ুলের মণ্ড তরল তরল ।
 খাইয়া বলেন প্রভু পরান শীতল ॥
 ঈশ্বরের নরলীলা বাই বলিহারী ।
 শুক ব্যাস ভাগবত বর্ণনাধিকারী ॥
 কি করিতে পারি মুই অতি তুচ্ছ ছার ।
 বিজ্ঞা-বুদ্ধিহীন ছের দাস অবিজ্ঞার ॥
 রাজেন্দ্র ডাক্তার করে চিকিৎসা এখন ।
 উপশম নহে ব্যাধি পূর্বের মতন ॥
 দিন দিন তস্থ ক্ষীণ আকার বিকার ।
 ভক্তগণে আনিহিলা সাহেব ডাক্তার ॥

ব্যাধি পরীক্ষিয়া তেঁহ শ্রীগোচরে কর ।
 বাড়িয়া গিয়াছে আর আরোগ্যের নয় ॥
 সাহেব চলিয়া গেল ছেড়ে দিয়া হাল ।
 অতঃপর আসিলেন শ্রীনবীন পাল ॥
 সুবিদ্য ডাক্তার তেঁহ দেহে বহু গুণ ।
 ব্যবসায়ে পুরুষ চিকিৎসা-নিপুণ ॥
 যুক্তি-পরামর্শ করি রাজেন্দ্রের সনে ।
 চিকিৎসা আরম্ভ কৈলা ব্যাধি-বিনাশনে ॥
 আইল ফাগুন মাস এবে দোল-লীলা ।
 ঘরে ঘরে করে লোক আবিরের খেলা ॥
 শ্রীপ্রভুদেবের যত অন্তরঙ্গগণে ।
 একত্রিত হইলেন ফাগুয়ার দিনে ॥
 এইখানে আবিরের করি আরোজন ।
 আরম্ভিল নৃত্য-গীত আনন্দে মগন ॥
 বসনাদি সহ সব ভক্তে লালে লাল ।
 উচ্চরোল বাজে তালে খোল করতাল ॥
 অবশেষে মাতোয়ারা ভক্ত যুগে যুগে ।
 বাহিরে আইলা হেথা উত্তানের পথে ॥
 যে মন্দিরে প্রভুদেব চারিধারে তার ।
 সুন্দর সড়ক পথ অতি পরিষ্কার ॥
 সেই পথে উপনীত হয়ে ভক্তগণ ।
 নাচে গায় শ্রীমন্দির করিয়া বেঠন ॥
 মহৎ প্রভু ভগবান লীলার ঈশ্বর ।
 উঠিতে শক্তি নাই অঙ্গ থর থর ॥
 দ্বিতলে দেওয়াল ধরি পথে গবাক্ষের ।
 দাঁড়িয়ে দেখেন নৃত্য-গীত ভক্তদের ॥
 প্রকুল মুখারবিন্দ করে ঝলমল ।
 ভক্ত-মন-বিমোহন আনন্দের স্থল ॥
 ভক্তদের লক্ষ্য হৈল প্রভুর উপরে ।
 প্রেমানন্দ-বিবর্ধন গবাক্ষের ধারে ॥
 নিরখি আনন্দময় সবে মাতোয়ারা ।
 অন্তরে ছুটিল যেন শতেক ফোয়ারা ॥
 শরীর হইল মহাবলের আধান ।
 আনন্দের ধ্বনি করি ফাটায় বাগান ॥

গিরিশের সহোদর অভুল বে জন ।
 গুরুকার প্রায় দুই মণের ওজন ॥
 পাঁচ ছয় জন মিলে একত্র হইরা ।
 নাচিতে লাগিলা তাঁরে শূন্তে উঠাইয়া ॥
 পাকশাঠি দিয়া কভু লুফে আসমান ।
 লক্ষ্মে বাল্মে পদচাপে ধরা কম্পমান ॥
 কেহ কেহ শ্রীপ্রভুর মুখ নিরখিরা ।
 ক্রমে বার গড়াগড়ি লুটিয়া লুটিয়া ॥
 কেহ বা আবির্ভব লয়ে দুঠার দুঠার ।
 শূন্তে ছুঁড়ে বরিষণ করে ভক্তগায় ॥
 অবিরল লাল রেণু চারিদিকে ছুটে ।
 লড়ক হইল রাঙ্গা ফাণ্ডার চোটে ॥
 শ্রীপদে প্রণাম করি পরে ভক্তগণ ।
 ঘোলবেলা আজিকার কৈল সমাপন ॥
 নিরঞ্জে একদিন কন প্রভুরায় ।
 ইঁয়া রে যদি ব্যাধি মোর ভাল হয়ে বার ॥
 কি কর্ম করিবি তুই কি করিতে মন ।
 এত শুনি কহে তবে নিত্যনিরঞ্জন ॥
 বাগানের বত গাছ টান দিয়া তুলে ।
 সমূলে উপাড়ি ফেলি জাহ্নবীর জলে ॥
 শ্রীমুখে মধুর হাস্তে কন আর বার ।
 তা তুই পারিল নহে অসাধা তোমার ॥
 শ্রীপ্রভুর মহালীলা কি কহিতে পারি ।
 দীনদুঃখী বিজ্ঞ-সাধে নিজে অবতরি ॥
 সেই সে মহান বস্তু অকূল অপার :
 অন্তরঙ্গগণ এক এক অবতার ॥
 প্রভুর বিচিত্র রঙ্গ নরেন্দ্র দেখিরা ।
 মনসন্দ-বিনাশনে জিহ্বাসিল গিরা ॥
 তুমি সিদ্ধ কিংবা তাহা ছাড়া কিছু আর ।
 করিয়া সংসার বৃত্ত করহ আমার ॥
 প্রভু বলিলেন যেই রাম যেই কৃষ্ণ ।
 ইদানীতে এ আধারে সেই রামকৃষ্ণ ॥
 জীবনের গুপ্ত কথা কন প্রকাশিরা ।
 লীলা-অবসান-কাল নিকটে দেখিরা ॥

একদিন শ্রীনরেন্দ্র সংগোপনে কন ।
 করিবারে কিছুদিন রামের সাধন ॥
 বৃক্ষমূলে রাজিকালে জালাইয়া বুনী ।
 রামের ধ্যাননে রহে আগোটা রজনী ॥
 যিনের বেলায় বত সঙ্গীত সহিত ।
 বাস্তবরসহ হয় রাম-গুণ-গীত ॥
 একদিন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর ।
 একত্রিত বহু ভক্ত ভবন-ভিতর ॥
 মধ্যেতে নরেন্দ্রনাথ মহাত্ম্যগী বোগী ।
 করে ধরা তানপুরা সঙ্গে বাজে ডুগী ॥
 সমস্বরে এক সঙ্গে লয়ের সহিত ।
 গাইছেন রাম-গুণ মধুর সংগীত ॥

গীত

গীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরায় ।
 ভজলে আযোধ্যানাথ দোসরা ন কোই ॥
 হমন বোলন চতুর চাল অমন বদান দুগ-বিশাল ।
 ক্রকট-কুটিল তিলক-ভাল মাসিকা সোহাই ॥
 মোতিনকে কষ্টমাল, তারাগণ উর বিশাল ।
 অবশকুল ঝলমলাত রতিপতি ছবি ছাষ্ট ॥
 সখা সহিত সরযুতীর বিহারে রঘুবংশবীর ।
 তুলসীদাস হরষ নিরখি চরণরঙ্গ পাষ্ট ॥

গীতে গগনরচিত বত ভক্তগণ ।
 ধ্বনিতো ফাটিয়া পড়ে আগোটা ভবন ॥
 সংগীতের রাগে ভাবে বিভোর সকলে ।
 ঘুরে-ফিরে গীতধানি ঘণ্টা ভোর চলে ॥
 দিতল উপরে হেথা প্রভু ভগবান ।
 রাগমাধা গীত শুনি স্নেহে ভাসমান ॥
 রঙ্গ-হেতু বাহে রুট ভাবপ্রদর্শনে ।
 সেবাপর ভক্ত বারা ছিল সন্নিধানে ॥
 তে সবারে কহিলেন প্রভু অবতরি ।
 কেহ প্রাণে মরে কেহ বলে হরি হরি ॥
 অভুল বলেন তবে মানা করি গিরে ।
 প্রভু কন, না—শালায়া দিগ্-মোরে হয়ে ॥

একত্রিতে পুলাকে আনন্দে গীত গায় ।
হইবেক রসভঙ্গ কি কাজ মানায় ॥
কিছুক্ষণ পরে তবে নরেন্দ্র আপনি ।
দ্বিতলে হাজির যেথা প্রভু গুণমণি ॥
নিরখিয়া তাঁহে প্রভু পুলকিত মন ।
প্রভুর নরেন্দ্রনাথ জীবন-জীবন ॥
ভক্তবরে গুণমণি कहিলেন পিছে ।
যে গীত গাইছ তার আরো কলি আছে ॥
এত বলি সেই কলি গান আউরিয়া ।
জনেক তথনি নিল কাগজে লিখিয়া ॥

গীতাংশ

কেশরকে তিলক ভাল মানরিব প্রাতঃকাল ।
শ্রবণকুণ্ডল বলমলা ত রত্নপতি চবিচাঁই ॥

নিম্নতলে পুনঃ সবে হয়ে একত্রিত ।
গাইতে লাগিলা সেই আগোটা সংগীত ॥
নরেন্দ্র না মানে মোটে সাকারের কথা ।
প্রভুর মোহনে মত্ত রামনামে হেথা ॥
নরেন্দ্র সাধক-শ্রেষ্ঠ রামের সাধনে ।
একদিন দরশন কৈলা হুহুমনে ॥
তাহাতে কেমন ভাব হইল তাঁহার ।
ভাগবত লীলা-তত্ত্ব বুঝা অতি ভার ॥
ভাবের প্রবলবেগে শরীর অস্থির ।
হাতেতে ধরিয়া লাঠি ঘুরে শ্রীমন্দির ॥
একেবারে মত্ততুল্য নাহি বাহুজ্ঞান ।
মন্দির বেঠন করি ঘুরিয়া বেড়ান ॥
ভাব দেখি বিশ্বাস প্রতীত হয় মনে ।
যেন তাঁর প্রভুদেব মানিকরতনে ॥
পাছে কেহ লয়ে যায় করিয়া হরণ ।
সেহেতু প্রহরিভাবে মন্দির বেঠন ॥
রামকৃষ্ণ-গ-প্রাণ প্রেমিক বৈরাগী ।
প্রভুর কারণে যেবা সর্বস্ব-ত্যাগী ॥
মাতা-ভ্রাতা ঘরবাড়ি সব বিসর্জন ।
আত্মীয় বান্ধব আদি দেহ প্রাণ মন ॥

এহেন সন্ন্যাসী যিনি শ্রীনরেন্দ্রনাথ ।
বন্দিতে চরণ তাঁর কোটি প্রণিপাত ॥
যোগিবর ত্যাগিবর অবিজ্ঞা বিজ্ঞিত ।
নানাভাষাবিভাবিদ্ শাস্ত্রাদি অতীত ॥
বালমহেখর-মুতি তেজঃপুঞ্জ-তত্ত্ব ।
অবিরত দীপ্তিমান শিরে জ্ঞান-ভাষ ॥
অন্তরের ঘটমধ্যে বহে কল্কল ।
প্রেম-ভক্তি-জাহ্নবীর নিরমল জল ॥
গন্ধর্ব-নিশ্চিতকণ্ঠ নয়ন বিশাল ।
জন-মনবিমোহন হৃদয় দয়াল ॥
এহেন সন্ন্যাসী যিনি শ্রীনরেন্দ্রনাথ ।
বন্দিতে চরণ তাঁর কোটি প্রণিপাত ॥
দিন দিন দেহ ক্ষয় দেখিয়া প্রভুর ।
অন্তরে নরেন্দ্রনাথ বড়ই আতুর ॥
প্রভুদেবে একদিন খেদভরে কন ।
নিজ স্থানে পলাইবে করিছ উত্তম ॥
মুই তিন্নাগিছু সব তোমার কারণে ।
কি করিলে মোর কিবা হবে পারিণামে ॥
নীরবে তুলিলা সব লীলার ঈশ্বর ।
সে দিনে না দিলা কোন কথার উত্তর ॥
দিবস কয়েক পরে আর ময় বেশী ।
হঠাৎ যিয়ানে মগ্ন প্রেমিক সন্ন্যাসী ॥
গভীর যিয়ানে যেন তস্থখানি জড় ।
শ্রীগোচরে সমাচার চলিলা সত্তর ॥
ভক্তের ঈশ্বর প্রভু হাত্যাননে কন ।
“পশ্চাতে ভাঙ্গিব—ভোগ করুক এখন ॥”
চৌদিকে লুপ্তমান আছে তরুশ্রেণী ।
বহুক্ষণ পরে দিলা অঙ্গ নাড়া ধ্যানী ॥
কিছু পরিমাণে যবে আইল চেতন ।
তখন হইল তাঁর দেহের স্মরণ ॥
সমাধিতে দেহী দেহে ছিল স্বতন্তর ।
এবে চোঁতা তাই দেহী চান দেহ-ঘর ॥
দেহ কোথা দেহ-কোথা বলিয়া এখন ।
হাতড়িয়া দেহের করেন অব্যবণ ॥

শয্যাগত রোগী যেন অন্ধকার ঘরে ।
 হামা দিয়া কোন বস্তু অব্বেষণ করে ॥
 প্রভুকে বিদিত কৈল ভক্ততনিত্রয় ।
 ধ্যানীর অবস্থা কিবা মুখে কিবা কয় ॥
 আজ্ঞামত ভক্তবর্গে ধরিয়া ধ্যানীরে ।
 উপরে লইয়া যান প্রভুর গোচরে ॥
 বাহু চেষ্টা দিয়া তারে কন ভগবান ।
 এই সেই বস্তু যার করহ সন্ধান ॥
 দেহভাববিলুপ্ত সমাধি নাম এর ।
 অপরের কথা কি ভুলভ যোগেশের ॥
 “সমাধির ঘর এবে রৈল আটা ভোলা ।
 আগে কর কর্ম মোর পরে পাবে খোলা ॥”
 কর্ম মানে এইখানে প্রচার প্রভুর ।
 এ কাজে সুযোগ্য জন নরেন্দ্রচাকুর ॥
 প্রভুর অধিক শক্তি হইবার ভিতরে ।
 সবিশেষ পরিচয় ক্রমে পাবে পরে ॥
 প্রচারেতে শক্তিপ্রাপ্ত অগ্রে করজন ।
 পূর্বকার কথা এবে কহি শুন মন ॥
 পীড়াগ্রস্ত হইবার কিছুকাল আগে ।
 একদিন প্রভুদেব আবেশের বেগে ॥
 বলিলেন মা কালীকে সন্মোহন করি ।
 মা আমি কহিব কত আর নাহি পারি ॥
 বিজয় মহেন্দ্র রাঘ গিরিশ কেশার ।
 এই করজনে কর শক্তির সকার ॥
 শিখাইয়া বুঝাইয়া অস্ত্র লোকজনে ।
 চাব দিয়া হৃদি কেন্দ্রে আনিবে এখানে ॥
 আমি মাত্র একবার করি পরশন ।
 তাহের করিয়া দিব কার্য সমাপন ॥
 কি তোরে কহিব মন প্রভুদেব কেবা ।
 বাহ্যপূর্ণ ঐব কর ভক্ত-পদসেবা ॥
 অন্তরঙ্গ সঙ্গে মঙ্গ এই মত করি ।
 অতীত হইল প্রায় মাস তিন চারি ॥
 এখন দেখিলে তাঁরে চেনা নাহি যায় ।
 এমন অবস্থাপর হইলেন রায় ॥

তথাপি ভরসা আশা সকলের করে ।
 পীড়াতে বিমুক্ত প্রভু হইবেন পরে ॥
 একদিন প্রভুদেব নিরঞ্জন কন ।
 “দেখরে অবস্থা এক এসেছে এখন ॥
 যে কেহ দেখিবে মোরে হেন অবস্থায় ।
 সে হবে জীবন-মুক্ত মায়ের ইচ্ছায় ॥
 কিন্তু সেই সঙ্গে কথা বুঝিও নিশ্চয় ।
 পরমায়ু অধিক হইবে মোর ক্ষয় ॥”
 শ্রীবাণী শুনিয়া তবৎ নিত্যানিরঞ্জন ।
 হাতে লাঠি ঘারদেশে বলিল তখন ॥
 দিনেরেতে সতত সতর্কভাবে থাকে ।
 আসিতে না দেন কোন বাহিরের লোকে ॥
 অবোধ্য যে জন তাঁর অবোধ্য সকল ।
 অতলের কোন কালে কেবা পায় তল ॥
 সিদ্ধুর ভরদ্বারাজি বিন্দুর আধারে ।
 কর্মকাণ্ড দেখিয়া ধাতার ধাতু ছাড়ে ॥
 এত যে আসিল লোক প্রভুর নিকটে ।
 বোল আনা পাঁচসিকি বুদ্ধি-বল ঘটে ॥
 নানাশাস্ত্রবিজ্ঞাবিদ সিদ্ধ সাধনার ।
 কেহই বুঝিতে কিছু পারিল না তাঁর ॥
 অদ্ভুত যেমন প্রভু অদ্ভুত তেমন ।
 নিজে যেন সেইমত অঙ্গের গঠন ॥
 কাঁধাধি তদনুরূপ বুদ্ধিবার নয় ।
 সরল হইয়া হৈলা বাঁকা অতিশয় ॥
 কঠিন যেমন তেন আবার কোমল ।
 গাভীরে সুধেক শিশু-সমান চঞ্চল ॥
 জায়গারায়ণতায় নিক্তির ওজন ।
 দমায় জীবের তরে প্রাণ সমর্পণ ॥
 বিধানে বিধানাতীতে পূর্ণ সমান ।
 বিশ্বের মঙ্গলে একা মঙ্গলনিধান ॥
 দেহের গড়নে নাই সাধারণ রীত ।
 বুঝিতে নারিল এল এতো ব্যাধিবিৎ ॥
 পাইল না নাগাল কেহই নিয়ামির ।
 সুদূরে লাহল কাছে দেখে বুদ্ধি স্থির ॥

এখন দেহের দশা: আছে মাত্র প্রাণী ।
 কঙ্কালবিশিষ্ট তাহে চামের ছাউনি ॥
 প্রবল বাধির ক্রম ইহার উপরে ।
 দেখিলেই দর্শকের নাকীয়াতু ছাড়ে ॥
 ব্যাধির বিক্রম কথা না যায় বর্ণন ।
 এক দিন এ সময়ে শোণিত-বমন ॥
 মুখ বেয়ে রক্তশ্রাব বিস্তর বিস্তর ।
 নরেন্দ্র ধরেন তাহা লইয়া ডাবর ॥
 এক পাত্র হৈল পূর্ণ অল্প পাত্র ধরে ।
 বাহিরে আসিল রক্ত বা ছিল শরীরে ॥
 নীচেতে বাগানে দশী মাটির ভিতর ।
 শোণিত পুষ্টিয়া খালি করেন ডাবর ॥
 বুঝা নাহি যায় এই জীব লীল কায় ।
 বমন এতেক রক্ত—আছিল কোথায় ॥
 ইহাতেও হাস নাহি কান্দি বদনের ।
 কিংবা কিছু চিন্তা হাস শ্রী প্রভুদেবের ॥
 সর্বৈব প্রকারে প্রভু অবোধ্য সবার ।
 দেবেশ যোগেশ কিবা শিবানি ব্রহ্মার ॥
 অন্তরঙ্গগণে প্রভু আভাসেতে কন ।
 নিত্যধামে এইবারে করিব গমন ॥
 বৃক্ষিণ্ড কেহ কিন্তু বৃক্ষিতে না পারে ।
 মায়ার ভূলায়ে দেন কিছুক্ষণ পরে ॥
 একদিন মাস্টারের সঙ্গে কথা হয় ।
 এ দেহ অধিক দিন আর নাহি রয় ॥
 মাস্টার উত্তরে কন অন্তরে বিবাদ ।
 আমাদের কিন্তু কিছু মিটল না সাধ ॥
 প্রভুসত্তরে বলিলেন প্রভুদেবরায় ।
 এই সাধ ভক্তদের কতু না ফুরায় ॥
 বাহ্যে ইহার অর্থ কহি শুন মন ।
 আদর্শাবতারে প্রভু আসেন যখন ॥
 ভক্তসঙ্গে ধরাধামে খেলিবার তরে ।
 বৃক্ষিতে সক্ষম ভক্ত অল্প কেহ নারে ॥
 আদর্শাবতারে হয় বিচিত্র খেলনী ।
 লাখে লাখে বদ্ধজীব হয় উর্ধ্বগামী ॥

লাখে লাখে বদ্ধ মুক্ত দয়ার কারণ ।
 অপার সংসারার্ণবে সেতুর বন্ধন ॥
 তাড়িতে বারতা বহে লোক চতুর্দশে ।
 দিবারাতি গতিবিধি ভুলে আকাশে ॥
 অশরীরী দেবদেবী শরীর সহিত ।
 নানাবেশে লীলাধামে রহে বিরাজিত ॥
 তাঁর যত আগরিত পাপক্ষয়ে হয় ।
 গোলক মরুত দিবা অন্তক্ষণ বয় ॥
 সংসার মরুতে ধরে সুদাবন-রীতি ।
 সহ পুঞ্জ কুঞ্জরাজি চৌদিকে ব্যাপিত ॥
 মুক্তিসান ভগবান নিজে কল্পজন্ম ।
 ঘরে ঘরে ঈশ্বরে অচনার ধুম ॥
 বিবেকবিরাগরয় কাঁজ ঘণ্টা বাজে ।
 গোটা দর আলোময় তৈতত্ত্বের তেজে ॥
 চমকিত নিদ্রাতুর জগবাসী জনে ।
 অশ্রুত অদৃতপূর্ণ পটদরশনে ॥
 সত্ত্বগুণে রতি মতি অস্ত্র নিরমল ।
 স্বধর্মানুরাগবৃত্তি স্বভাবে প্রবল ॥
 গুরুজনে শ্রদ্ধা-ভক্তি বৈধি আচরণ ।
 শাস্ত্রে রাগ শাস্ত্রব্যাক্যপালনে বতন ॥
 আদর্শাবতারে এই ভাবাদি সকল ।
 সহজে জ্ঞাবেতে হয় স্বতই প্রবল ॥
 অন্তরঙ্গে এই সব করে দরশন ।
 অপরে দেখিতে তাহা না পায় কখন ॥
 স্বতন্ত্র খেলা তাঁর অন্তরঙ্গ সনে ।
 বাহ্যেতে প্রমত্ত চিত্র রহে ভক্তগণে ॥
 লীলা-রঙ্গরস-পানে হয় মত্ততর ।
 ভক্ত বিনা অল্পে বার জানে না খবর ॥
 লীলার প্রাঙ্গণে লীলা-রসের আবাদ ।
 স্বতই না ভোগে ভক্ত নাহি মিটে সাধ ।
 মাস্টারের কাছে প্রভু বলিলেন তাই ।
 এই সাধ ভক্তদের কতু মিটে নাই ॥
 এবে শ্রাবণের মাস প্রায় শেষ হয় ।
 আট নয় দিন বাকি আর বেশী নয় ॥

একদিন ত্ৰিভোগীনে ত্ৰিআজ্ঞা তাঁহাৰ।

পঁচিশে হইতে পাঠ কৰ পল্লিকার।

দিন তারিখের তিথি নক্ষত্র যেমন।

সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রভু করিলা শ্রবণ।

পয়লা ভাদ্ৰের কথা আরম্ভে গোঁসাই।

বলিলেন থাক আর পাঠে কাজ নাই।

আর দিন বিধিযত ক্রিয়া সমাপনে।

সন্ন্যাস দিলেন প্রভু ভক্ত দশজনে।

নরেন্দ্ৰ যোগীন লাট্টু নিত্যনিরঞ্জন।

বাবুরাম কালীচন্দ্র বণিকনন্দন।

সুন্দর শরৎ শশী ও তারক যোগাল।

শেষ জন নাম ধীর মুকুণ্ড গোপাল।

রাখাল না ছিল আজি গিয়াছিল।

পশ্চাতে সন্ন্যাস প্রাপ্ত আইলে গোচরে।

এই একাদশে আজ্ঞা দিলা গুণমণি।

যার তার খাস তোরা হইবে না হানি।

এ সময় কিছু দিন ক্রমাঘরে প্রায়।

ভক্তেন্দ্ৰ নরেন্দ্ৰনাথে কন প্রভুরায়।

“দেখ কি আশ্চৰ্য এক করি দরশন।

সুবিশাল ময়দানে শিশু একজন।

নানাবিধ রত্ন মণি গাদা চারিধারে।

যারে যারে ইচ্ছা তার বিতরণ করে।”

এই সব মহাবাক্যে কিবা গূঢ় মানে।

সহজে বুঝিবে লীলা শ্রবণ-কীর্তনে।

আর দিন শশীকে কহেন প্রভুরায়।

ডাকিয়া আনিতে গুরু-দারা জগন্নাথ।

বুদ্ধিমতী তিনি তাঁরে করিতে জিজ্ঞাসা।

কি উপায় হইবে হইল হেন দশা।

ব্রহ্মজ্ঞানে অবিরত এবে প্রভুরায়।

ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বকথা কথায় কথায়।

দেখ গো জানি না যোর কহ কি কারণে।

সর্বদাই ব্রহ্মভাব-উদ্দীপনা মনে।

দেহে মন ছাড়া ছাড়া দেহে উদাসীন।

সংগোপনে দেবেশ্ব কহেন একদিন।

প্রবল বাসনা সদা উঠিছে অন্তরে।

সমাধিস্থ হয়ে থাকি সপ্তমের ঘরে।

একত্রিশ সংক্রান্তিতে শ্রাবণ মাহার

বার শ ভিহানবরই সাল রবিবার।

বড় বিপদের দিন অতি ভয়ঙ্কর।

নিত্যধামে বাইবেন লীলার ঈশ্বর।

পরিহরি লীলাধামে সাদ্ধোপাঙ্গগণে।

ত্ৰিপ্রভুর মহালীলাপ্রচার-কাৰণে।

দিনমান গেল এল বিকালের বেলা।

উজানের মধ্যে বহু ভক্তদের মেলা।

ত্ৰিঅঙ্গেতে জ্বালা আজি বর্ণন-অতীত।

ক্ষয়-নাড়ী মাঝে মাঝে চালনা-রহিত।

উপনীত চিকিৎসক হৈল হেনকালে।

ভক্তেরা লইয়া তাঁরে চলিলা স্থিতলে।

ডাক্তার নবীন পাল নাড়ী পরীক্ষিয়া।

বুঝিতে নারিল কিছু বিশেষ করিয়া।

দিনের অবস্থা তাঁরে কন প্রভুরায়।

দেখ গো আমার যেন প্রত্যেক শিরায়।

চলিতেছে গরম জ্বলের পিচকারী।

অতিশয় অঙ্গ জলে সহিতে না পারি।

নাড়ীর পরীক্ষা আজি অনেক করিল।

প্রকৃত অবস্থাতানি বুঝিতে নারিল।

একাকী অতুলক্লম ক্ষয়নাড়ী কয়।

এমত অবস্থাপয়ে পরান-সংশয়।

ভবনে গমন-কালে কন ভক্তগণে।

সচকিত থাকিতে প্রভুর সন্নিধানে।

সন্ধ্যার অলপ আগে প্রভু ভগবান।

বোধ করিলেন বুকে হাঁপানির টান।

দেখাইয়া সেবাপর ভক্তদের যলে।

বলিলেন ইহাকেই নাভি-স্থান বলে।

বিশ্বাস না হৈল কার প্রভুর কথায়।

আনিল স্থজির বাটি থাওয়াইতে তাঁয়।

নরেন্দ্ৰের আজ্ঞায়ত হুই আজি দিনে।

স্নাত্তির মতন ছিহ্ন সেবার কারণে।

এমন সময় ডাক হইল আমার ।
 দেখিহু শয্যার পাশে বসিয়া শ্রীরায় ॥
 হুজি খাওয়াতে চেষ্টা ভক্তগণে করে ।
 হুখ বেয়ে পড়ে ভূঁয়ে না বায় উত্তরে ॥
 অতি অল্প পরিমাণে গলাধঃকরণ ।
 জঠরে যেমন ক্ষুধা রহিল তেমন ॥
 হুখ পাগালিয়া পুনঃ হুছায়ে বসনে ।
 বিছানায় শুইয়া দিল সাবধানে ॥
 পদ-প্রসারণে শক্তি নাহিক প্রভুর ।
 বালিসে মেলায়ে দিলা শ্রীশশীঠাকুর ॥
 বিরাট তালের পাখা দিয়া মোর হাতে ।
 বলিলেন কোমলাঙ্গে বাজান করিতে ॥
 সেইমত আর পাখা শাওলের করে ।
 তিনিও চালান পাখা শক্তি অল্পসারে ॥
 দেখিতে দেখিতে মাত্র চকিত ভিতর ।
 সমাধিস্থ প্রভুদেব তহুখানি জড় ॥
 স্বাভাবিক সমাধির মত ইহা নয় ।
 বৈলক্ষণ্য-গুণে সবে সতীত হৃদয় ॥
 সংশয়-সংযুক্ত অঙ্গে নাড়িয়া প্রভুর ।
 কাঁদিতে লাগিলা কাছে শ্রীশশীঠাকুর ॥
 হরিত গমনে বৃত্তি কহিলা আমারে ।
 সংবাদপ্রদানহেতু গিরিশের ঘরে ॥
 গিরিশ ও রামে দিহু সংবাদ যাইয়া ।
 এখন হৃৎ ও রাত্রি প্রহর ছাড়িয়া ॥
 প্রভুর সমাধি ভঙ্গ দুপুরের পর ।
 বলেন ক্ষুধার মোর জলিছে উদর ॥
 সেবাপর ভক্তগণে পাইলা পরানী ।
 শ্রীবদনে শ্রীপ্রভুর গুনিয়া শ্রীবাণী ॥
 উঠিয়া বসিলা প্রভু শয্যার উপর ।
 থাইলেন সব হুজি ভরিয়া উদর ॥
 এক তোলা ধার পক্ষে দুধর ভোজন ।
 কি কব আশ্চর্য কণা এবে সেইজন ॥
 পাত্র পরিপূর্ণ হুজি খান অবহেলে ।
 গলায় বিয়াধি বেন নাই কোনকালে ॥

ভোজনান্তে শান্তি বোধে কন ভগবান ।
 উদর-তৃপ্তিতে হৈল শীতল পরান ॥
 প্রভুর ভোজন হেন বহুদিন পরে ।
 দেখিয়া আনন্দে মগ্ন ভক্ততনিকরে ॥
 নরেন্দ্র শ্রী প্রভুদেবে কহেন তখন ।
 নিজায় আরাম চেষ্টা উচিত এখন ॥
 এত গুনি গুণমণি লীলার ঈশ্বর ।
 বহুকালাবধি কণ্ঠে ভাস্বা ভাস্বা স্বর ॥
 আজি পূর্ণকণ্ঠে নাহি বিয়াধি যেমন ।
 তিনবার কালী কালী কৈলা উচ্চারণ ॥
 মা কালী জীবন তাঁর ডাকিয়া তাঁহারে ।
 ধীরে ধীরে শুইলেন শয্যার উপরে ॥
 নানামতে সেবা করে ভক্ততনিকর ।
 শ্রীপাদসেবার শ্রীনরেন্দ্র নরবর ॥
 বিধিমতে সেবাচেষ্টা করে ভক্তজ্ঞেয়ী ।
 যাহে হন নিজাগত ঠাকুর আপনি ॥
 প্রভুকে হুস্থির দেখি নরেন্দ্র তখন ।
 বিশ্রামের হেতু নোচে করেন গমন ॥
 ইতিমধ্যে কি হইল গুন অতঃপর ।
 কটকিত চকিতে প্রভুর কলবর ॥
 নাশিকার অগ্রভাগে আঁখিদৃষ্টি স্থির ।
 হ্রশোভন হান্তানন সমাধি গভীর ॥
 এই সমাধিতে হইল সমাধি মহান ।
 লীলাধামে ফিরে না আইলা ভগবান ॥
 ভক্তগণে সমাধির অবস্থা দেখিয়া ।
 প্রাণে-সারা বাক্য-সারা রহিল বসিয়া ॥
 একটা বাজিয়া মাত্র হুমিনিট পার ।
 মহাসমাধিস্থ যবে শ্রীপ্রভু আমার ॥
 ইহারই ক্রিকিত পরে আইল বাগানে ॥
 ভক্ত রামচন্দ্র আর গিরিশ দুজনে ॥
 আদি-অন্ত গুনিয়া সকল বিবরণ ।
 বৃত্তিতে না পারে কিবা কর্তব্য এখন ॥
 উপায়-বিধান কিছু করিবারে স্থির ।
 সতীত বসিয়া বাঁধাঘাটে সরসীর ॥

যুক্তি-উপায় হির যে বুদ্ধির বলে ।
 ব্যাপার দেখিয়া গেছে সেই বুদ্ধি টলে ॥
 যে প্রভুর বিত্তমানে দিবা কি বামিনী ।
 গগন ভেদিয়া উঠে আনন্দের ধ্বনি ॥
 বিপরীত ভাব আজি সবে স্নিগ্ধমান ।
 অকূল পাণারে মগ্ন আগোচা উত্তান ॥
 কৃষ্ণা প্রতিপদে চাঁদে পুণিমার সাজ ।
 ছটাঘটা-সহকারে গগনে বিরাজ ॥
 সোনার বরন কর ঢালে রাশি রাশি ।
 কর বিতরণে যেন কল্লতরু শশী ॥
 মণ্ডল-আকার এক রেখা স্তম্ভোত্তর ।
 চাঁদের চৌদিকভাগে দিল দরশন ॥
 বিচিত্র আসন যেন পাতিল সভায় ।
 বসাইতে দেবদলে আগত তথায় ॥
 হরষে উৎফুল্ল মন দেবতার পতি ।
 সম্মুখিতে প্রভুরার পোহাইলে রাত্তি ॥
 নিত্যাধামে গমনে উত্তত লীলেশ্বর ।
 সমাধি-আশ্রমে ত্যজি নর কলেবর ॥
 কেহ হাসে কেহ কাঁদে লীলার যে রীত ।
 হেথা অন্তরঙ্গগণে শোকে আকুলিত ॥
 ইতি-উতি ভাবিতে চিস্তিতে রাত্তি গেল ।
 অরুণ উদয় ক্রমে প্রভাত হইল ॥

হেথা গত রতে কালীপুরীর ভিতর ।
 অদ্বুত ঘটনা কিবা শুন অতঃপর ॥
 রাত্রিকালে মা কালীর লুচিভোগ রীত ।
 যে কোন কারণে তাহা হয়েছিল স্থগিত ॥
 পুরীতে পূজারী বহু ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
 সুন্দর বন্ধানি সম্মুখে একরূপ ঘটন ॥
 অতি আশ্চর্যের কথা কারণ ইহার ।
 নিজ মনে আন্দোলনে পাবে সমাচার ॥
 এখানে শহর-মধ্যে ঘটনা রাত্রির ।
 দ্রুতগতি ছুটে যেন মস্তপুত তীর ॥
 ভক্ত উপভক্ত যেনা আছিল বেথানে ।
 জুটিতে লাগিল ক্রমে এখানে বাগানে ॥

ভক্তিমতী কুলবতী কুলের ললনা ।
 দর্শনলোলুপ ঘরে নাহি মানে মানা ॥
 চারিদিকে উঠে খালি হাহাকার রব ।
 যে শুনে সে হয় যেন জীবন্তের শব ॥
 ভক্তগণ এখনো আছেন প্রত্যাশায় ।
 যত্নপি ফিরিয়া ঘরে আসেন শ্রীয়ায় ॥
 বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কাপ্তেন যে জন ।
 আট বাজে বাগানে দিলেন দরশন ॥
 সমাধির ধারা তাঁর বিশেষিয়া জানা ।
 অবস্থা বৃত্তিতে কৈল ক্রিয়ার সূচনা ॥
 শ্রীপুষ্ঠের শিরদাঁড়া তাহার উপর ।
 গব্যস্থত মালিস করেন নিরন্তর ॥
 কিছুপরে লক্ষণে বুঝিলা নির্ধারিত ।
 এখনো সমাধিদেহ আছে জীবিত ॥
 এই দেহে যদি কেহ অগ্নি-ক্রিয়া করে ।
 ব্রহ্মহত্যা মহাপাপ তাহার উপরে ॥
 এত বলি নীরব হইয়া উপাধ্যায় ।
 বসিয়া রহিল হস্ত স্থাপিয়া মাথায় ॥
 তপুর হইয়া প্রায় ঘণ্টা অতীত ।
 হেনকালে মহেন্দ্র ডাক্তার উপনীত ॥
 পরীক্ষা করিয়া কন বিধাদে বিভোর ।
 দেহত্যাগ হইয়াছে আদ্যবস্থা ছোর ॥

ভক্তবর্গে ভর দিয়া কথায় তাঁহার ।
 শেষকর্ম সম্পাদনে করেন ষোণাড় ॥
 সুন্দর শব্দের সহ মূল্যবান খাট ।
 ধূপ-ধূনা গন্ধ-দ্রব্য চন্দনের কাঠ ॥
 প্রয়োজনানুযায়ী দ্রুত বসন সুন্দর ।
 বিস্তর ফুলের গোড়ে মালা মনোহর ॥
 দিবসের শেষভাগে নাবাইয়া রায় ।
 চন্দনে চর্চিত কৈলা রাখিয়া খট্টার ॥
 ফুলের মালায় বিভূষিত তনুখানি ।
 এ সজ্জা ভীষণতর না যায় বাখানি ॥
 অতি বিবাদিত-চিন্তা মহেন্দ্র ডাক্তার ।
 বলিলেন শ্রীশ্রী হেন অবস্থার ॥

ফটো রাখিবার আছে অতি প্রয়োজন ।
 দশ টাকা দিহু এর ব্যয়ের কারণ ॥
 এত বলি টাকা রাখি করিল পয়ান ।
 ভক্তবর্গে ফটোর করিল সজ্জাম ॥
 দিনমান গত প্রায় তৃতীয় প্রহর ।
 প্রভুদেবে সঙ্কীর্ত খাটের উপর ॥
 লইয়া চলিল সবে জাহ্নবীর তটে ।
 বরাহনগরে পরামানিকের ঘাটে ॥
 পাছু পাছু ভক্তবর্গ শোকাবুল যায় ।
 পথের ভ্রাশে লোকে করে হার ছায় ॥
 ঘাটের ঘটনা কথা না যায় বাখানি ।
 এখানে থাকিতে নাহি জুরায় পরানী ॥
 প্রহরেক রাত্রি সবে ক্রিয়া-সমাপনে ।
 প্রাণহীন দেহ যেন ফিরিয়া বাগানে ॥
 কলের পুতুল সম মুখে নাহি স্বর ।
 লইয়া দেহাবশিষ্ট কলসী ভিতর ॥
 সে স্থখের বাগান নাহিক আজি আর ।
 আধারের চেয়ে অতি নিবিড় আধার ॥
 পাবাণে বাধিয়া বুক সন্ন্যাসীর গণে ।
 শুদ্ধাচারে কলসীটি খুইল যতনে ॥
 এখানে উদ্যান মধ্যে মাতাঠাকুরানী ।
 আত্মশক্তি গুরুদারা-ভক্তের জননী ॥
 শোকেতে আকুলচিত্ত প্রভুর বিহনে ।
 শাস্ত্বনা করেন তাঁর ভক্তিমতীগণে ॥
 সেবাহেতু সর্বদাই কাছে আছে তাঁর ।
 প্রভুর চরিত বেন তেমতি মাতার ॥
 শুন এক কথা হেথা লোক হবে দূর ।
 মহীয়ান মহতী মহিমা শ্রীপ্রভুর ॥
 পরদিনে যথারীতি মাতাঠাকুরানী ।
 একে একে অলঙ্কার খুলেন আপনি ॥
 পরিশেষে শ্রীহস্তের স্নবর্ণ বলর ।
 টান দিয়া খুলিতে উত্তত বে সময় ॥
 দশরীরে প্রভুদেব আসিয়া তখন ।
 খুলিতে হাতের বালা কৈলা নিবারণ ॥

অত্যাধি সেই বাংলা মায়ের চহাতে ।
 তিলেক নাহিক ছাড়া আছে দিনেরতে
 অতিক্রম লালপেড়ে স্তম্ভার বসন ।
 প্রভুর নিবেধ অঙ্গে বৈধব্য-লক্ষণ ॥
 এখানে সন্ন্যাসিগণে যুক্তি করি সার ।
 শ্রীপ্রভুর ভোগ-রাগ পুজা সহকার ॥
 আজি হতে আরম্ভ করিল নিয়মিত ।
 শয্যায় শ্রীমুতি এক করিয়া স্থাপিত ॥
 রামকৃষ্ণ-মহালীলা সুবিশাল তরু ।
 লীলাক্ষেত্রে প্রভুদেব জগতের গুরু ॥
 হরিহর-বিধি-পূজ্য স্রষ্টির আধান ।
 রোদ্দী তাহার কাঁজ হৈলা অন্তর্ধান ॥
 অন্তর্ধান মানে ইহা উফে যাওয়া নয় ।
 রামকৃষ্ণ বলে ডাক পাবে পরিচয় ॥
 প্রয়োজন মত কালবিগ্রহের রূপে ।
 বিরাটমুরতি এবে গোটা বিশ্ব বাপে ॥
 সরাটে বিগ্রহ দেহে আছিল আলর ।
 এখন হইল সৃষ্টি রামকৃষ্ণময় ॥
 বিগ্রহমুতিও আছে পূর্বকার ঠামে ।
 প্রত্যেক ভক্তের প্রতিজ্ঞার ধামে ॥
 ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈঠকের থানা ।
 ঠিক ঠিক ভক্তমাত্রে সকলের জানা ॥
 এক এক ভাবে প্রভু এক এক ঠাই ।
 ভক্তের সমষ্টিমধ্যে আগোটা গোসাঁই ॥
 অবিরত খেলা তাঁর লয়ে ভক্তগণ ।
 প্রত্যক্ষ আছিল এবে অলঙ্কার এখন ॥
 ভাবরূপে ভক্তের হৃদয় মধ্যে খেলা ।
 ভক্তের করান কর্ম নিজে দিয়া ঠেলা ॥
 লীলাবন্ধ তুলিবারে কি করিলা কল ।
 শুন রামকৃষ্ণ-গীতি শ্রবণমঙ্গল ॥
 প্রভুর বিরহে মাত্র দিনত্রয় খেদ ।
 পরে গৃহ-সন্ন্যাসীতে লাগিল বিচ্ছেদ ॥
 শ্রীঅশ্বি সমাধিগত সপ্তাহ-ভিতরে ।
 এই বিধি শাস্ত্রমধ্যে শাস্ত্রকার করে ॥

শ্রীঅস্থি কলসী-মথো আছরে এখন ।
 ইহার সমাধি কথা হৈল উত্থাপন ॥
 নিরুপিত ঠাই আর ঠিক নাহি হয় ।
 সচিস্তিত ভক্তবর্গ অবিরত রয় ॥
 সব কর্মে সবাশয় রাম আশ্রয়ান ।
 কাঁকুড়গাছিতে আছে তাঁহার বাগান ॥
 সেইখানে বহুপূর্বে প্রভুর গমন ।
 মনের মতন স্থান অতি নিরঞ্জন ॥
 তুলসীকানন এক তাহার ভিতর ।
 দেখিয়া বড়ই খুশী প্রভু গুণধর ॥
 ভূমিষ্ঠ হইয়া সেই ঠাই বারবার ।
 স্থানের মাছাখ্যা-শুণে কৈলা নমস্কার ॥
 সেই কথা রামের পড়িয়া গেল মনে ।
 প্রকাশ করিয়া কন সবা-সন্নিধানে ॥
 রাম কহে তুলসী-কানন-অংশ বত ।
 সমাধির তরে দিব হইহু স্বীকৃত ॥
 সন্ন্যাসীরা রহে যদি বাগানভিতর ।
 সমর্পণ করিব আছরে এক বর ॥
 কিন্তু বেইমত তথা নিরম-আইন ।
 থাকিতে হইবে সব তাহার অধীন ॥
 সে কথা শুনিয়া কহে সন্ন্যাসী সকলে ।
 চাই সমাধির ঠাই জাহ্নবীর কূলে ॥
 বানাইয়া দাঁও মঠ অবশ্য থাকিব ।
 স্বাধীন সন্ন্যাসী নাহি আইন মানিব ॥
 গৃহীদের মধ্যে একা কার্যকারী রাম ।
 মুক্তহস্ত চাই ভক্ত সবার প্রধান ॥
 সব কর্মে অগ্রসর কর্তৃভাতিমানে ।
 অশ্রু বত সহকারী রামের পেছনে ॥
 রাম কহে গঙ্গাতীরে কিনিবারে জমি ।
 কোথার এতেক টাকা-কড়ি পাব আমি ॥
 বাদ-প্রতিবাদ এইরূপে দ্রুই দলে ।
 চারি পাঁচ দিবস ক্রমশঃ গেল চলে ॥
 শ্রীপ্রভুর গৃহী ভক্ত আছে এতগুলি ।
 কিন্তু এই কর্মে বেশী রামের বিকুলি ॥

সন্ন্যাসী বালকবর্গে স্থায়ে বিহিত ।
 কাঁকুড়গাছিতে মত কৈল স্থিরীকৃত ॥
 সমাধি-দিনের ঠিক পূর্বোকার রেতে ।
 কলসী পাইল তবে আপনার হাতে ॥
 ভবনে লইয়া হাতে ভক্তবর রাম ।
 যার অশ্রু ছয়দিন তুহল সংগ্রাম ॥
 পরদিন প্রাতে সংকীর্তনের সহিত ।
 গৃহী ও সন্ন্যাসী সব হইয়া মিলিত ॥
 কলসী ধরিয়া শিরে সহ সংকীর্তনে ।
 চলিল কাঁকুড়গাছি রামের বাগানে ॥
 তুলসীকানন যেথা স্থান মনোহর ।
 কলসী সমাধিগত গর্ভের ভিতর ॥
 তবে তদুপরি করি বেদির স্থচনা ।
 ক্রমশঃ হইল পরে মন্দির স্থাপনা ॥
 নিত্য নিত্য ভোগ রাগ যেইমত বিধি ।
 কালে কালে পর্বোৎসব হয় অস্তাবধি ॥
 এখানের কাজকর্ম বত হয় ব্যয় ।
 একাকী যোগায় রাম-আর কেহ নয় ॥
 সমাধির পরে নানা ঘটনার জন্ম ।
 রামে সন্ন্যাসীতে হয় মনের মালিন্য ॥
 নাহি হয় রাজী তাঁরা থাকিতে এখানে ।
 কর্তৃভাতিমানী রাম তাঁহার অধীনে ॥
 প্রভুর কোমল কিবা শুন অতঃপরে ।
 হুরেঙ্গ প্রভুর তরু বহু অর্থ বরে ॥
 শ্রীনরেন্দ্রজীকে তেঁহ কন সংগোপনে ।
 মঠ বানাইব যদি থাক সেইখানে ॥
 এত বলি গঙ্গাতীরে বরাহনগরে ।
 মঠের পত্তন কৈলা ভাড়াটিয়া ঘরে ॥
 অতি পরিসর বাড়ী উত্তর দক্ষিণে ।
 মুন্সিদের ভাঙ্গা বাড়ী সাধারণে জানে ॥
 শ্রীপ্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সকল ।
 লব্যা বস্ত্র পাটকাড়ি হকাসহ নল ॥
 সজাইয়া বখাস্থানে বস্ত্রসহকারে ।
 শ্রীমুর্তি সহিত শশী নিত্যসেবা করে ॥

একশ্রেণে সন্ন্যাসিগণে হেথা এইবার ।
কুলগত নাম আখ্যা কৈলা পরিহার ॥
আশ্রমভিত্তক নব নামের ধারণ ।
কার কি হইল নাম স্তন বিবরণ ॥

শ্রীনরেন্দ্রজী	স্বামী বিবেকানন্দ
শ্রীরাখালজী	” ব্রহ্মানন্দ
শ্রীযোগীনজী	” যোগানন্দ
শ্রীনিত্যনিরঞ্জনজী	” নিরঞ্জনানন্দ
শ্রীবাংরামজী	” প্রেম্যানন্দ
শ্রীশশীজী	” শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ
শ্রীশরৎজী	” সারদানন্দ
শ্রীলাট্টজী	” অভূতানন্দ
শ্রীকালীজী	” অভেদানন্দ
শ্রীতারকজী	” শিবানন্দ
মুরুবী শ্রীগোপালজী	” অদ্বৈতানন্দ

এই সব পুঙ্খপাদ সন্ন্যাসিনিকর ।
প্রভুর রূপার ভেষজপুঞ্জ কলেবর ॥
সার করি প্রভুপদ বিসজ্জিয়া সব ।
রটিতে লাগিল প্রভু-মাহাত্ম্য-গোরব ॥
আরাধ্য বিবেকানন্দ বিশেষতঃ একা ।
অচিরে উড়িল ধার যশের পতাকা ॥
তুখণ্ডের চারিদিকে সাগরের পার ।
প্রভুর মাহাত্ম্য-গীতি করিয়া প্রচার ॥
বেলুড়ে তুলিয়া মঠ আকবীর তীর ।
মনোহর শ্রীপ্রভুর বিতল মন্দির ॥
কীতি-স্তম্ভ স্বামীজীর অতুল ভুবনে ।
সাগরাস্ত্র দেশে চেলা বিশেষে মার্কিনে ॥
বারে বারে বন্দি আমি তাঁহার চরণ ।
ভুবন-বিজয়-খ্যাতি পুণ্য-দরশন ॥
অমুকরণীয়ভাবে পবিত্র-চরিত ।
স্বতঃ প্রকৃতিতে লেখ-ভাব-বিবজ্জিত ॥
বিজিত ইন্দ্রিয় মন অকলঙ্ক তম্বু ।
মাগি রামকৃষ্ণ-ভক্তি সহ পদরেণু ॥

মম সঙ্গে স্বামীজীর সখ্য আচার ।
সংক্ষেপে শুনহ মন কহি সমাচার ॥
দেবেন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে এছারস্ত্র হর ।
যে সময়ে লিখি বালালীলা পরিচর ॥
স্বামীজী শুনিয়া কথা লোকপরম্পরে ।
ডাকাইয়া লইলেন মঠের ভিতরে ॥
বরাহনগরে মঠ নৃতন এখন ।
মূলীদের ভান্ডা বাড়ি স্থিতল ভবন ॥
লীলাংশ করিয়া পাঠ বিনা প্রতিবাদ ।
ব্রহ্ম হইবে পুঁথি কৈলা আশীর্বাদ ॥
পশ্চাতে ইহাই বলি আশিসিলা মোরে ।
তুমি মাত্র অধিকারী পুঁথি লিখিবারে ॥
তখন আমার ঘটে কোন বোধ নাই ।
স্বামীজী কহিলা কিবা না পাইছু থাই ॥
প্রেমিক সন্ন্যাসী তিনি দূরদৃষ্টিমান ।
নিরমল মুক্ত-ঐশি অতি স্খোতিমান ॥
সিদ্ধবাক্ নিত্যসিদ্ধ দয়াল প্রকৃতি ।
নিরাপদে লিখাইতে রামকৃষ্ণ-পুঁথি ॥
বলিলেন অজ্ঞ যত সব সন্ন্যাসীরে ।
চলহ ইহারে লয়ে যাই গঙ্গাতীরে ॥
বেলুড়ে আছেন যেথা জগৎ-জননী ।
তাঁরে শুনাইলে রূপা করিবেন তিনি ॥
শ্রবণাস্ত্রে মাতা তবে কৈল আশীর্বাদ ।
নির্বিয়ে সমাধা পুঁথি পূর্ণ হবে সাধ ॥
স্বামীজী সঁপিরা মোরে মায়ের চরণে ।
নিরুদ্দেশ হইলেন তীর্থ-পৰ্বতনে ॥
মায়ের রূপার স্বাদ পাইয়া এখন ।
পাছু পাছু রহি মার স্বদেশে যখন ॥
কামারপুকুরে মাতা যবে একবার ।
বড়ই পাইছু রূপা রূপায় মাতার ॥
শুন তবে কহি কথা মাতা একদিন ।
ডাকাইলা গ্রাম্য ঘেরে প্রাচীন প্রাচীন ॥
শ্রীপ্রভুর সন্ময়ের রূপাপ্রাপ্ত তাঁর ।
শুনিলে লীলা-পুঁথি প্রভুর আমার ॥



সে দিনের লীলা-পুঁথি করিয়া প্রবণ ।
 জানি নাই জননীর কি হইল মন ॥
 আশিস করিলা মোরে ছই হাত তুলি ।
 যত ইচ্ছা লিখ পুঁথি এই কথা বলি ॥
 বারবার কত রূপা করিলা জননী ।
 বাহুল্য বর্ণন করা সে সব কাহিনী ॥
 লীলা-গীতি-বিরচনে যে শক্তি ছাপা ।
 সে নহে সম্পত্তি মোর জননীর রূপা ॥
 যে যে সব ভক্তদের অপার করুণা ।
 যে বলে পাইছ পুঁথি মিটল বাসনা ॥
 বন্দনা করিয়া তে সবার শ্রীচরণ ।
 রামকৃষ্ণ-লীলা-গীতি করি সমাপন ॥
 প্রথমতঃ গুরুরূপে দেবেক্স ত্রাঙ্গণ ।
 বাহার রূপার হৈল প্রভু দরশন ॥
 লীলাগীতি গ্রন্থারম্ভ তাঁহার আজ্ঞায় ।
 কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
 দ্বিতীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তবর ।
 দিলা যেবা গুহ গুহ লীলার খবর ॥

অন্তরে অন্তরে ভালবাসিয়া আমার ।
 কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
 তৃতীয়তঃ যোগানন্দ প্রেমিক সন্ন্যাসী ।
 আমার উপরে যার রূপা রাশি রাশি ॥
 করুণ প্রার্থনা যেবা কৈলা বারে বারে ।
 জননীর কাছে মোর মঙ্গলের তরে ॥
 বার্থশূন্য শ্রীতি নৈহ কৈলা যে আমার ।
 কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
 চতুর্থ যে জন তিনি নিত্যনিরঞ্জন ।
 সদা আশ্রয় হস্তরাশি সুরসল মন ॥
 পবিত্র করিলা যেবা মম জন্মস্থলী ।
 বিতরিয়া স্নহলভ চরণের ধূলি ॥
 সার্থক জীবন মম যাঁহার রূপায় ।
 কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥
 শেষে রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীশ্রী ঠাকুর ।
 সতত উদ্ভূত যিনি সেবার প্রভুর ॥
 লীলাতর সিদ্ধতীরে দিলা যে আমার ।
 কিঙ্কর জন্মের মত বিকি তাঁর পায় ॥

সায় এইখানে রামকৃষ্ণলীলা-গান ।
 বদনে সকলে বল রামকৃষ্ণ-নাম ॥

পঞ্চম খণ্ড সমাপ্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি সমাপ্ত

निर्घण्ट

নির্ধাৰণ

অক্ষয় (স্মৃতিপুত্ৰ)—২

অক্ষয় কুমাৰ সেন—(৯), ৪৮-৪৯, ৮০, ৪০৩, ৪০২, ৪৭৩,
৪৮২, ৪২২-২৩, ৪২৯, ৪৩৯, ৪৮৭, ৪৮৯, ৬০৮, ৬১৪-
১৫, ৬২৮-২৯, ৬৩০-৩৪

অৰ্ঘ্য (ব্রাহ্ম স্মৃতি)—৩২৪

অৰ্জুনকৃষ্ণ ঘোষ—৪৪৩, ৪৭৯-৮১, ৪১৯, ৬১৫, ৬১৯-২৪, ৬২৮

অৰ্জুনানন্দ, স্বামী—লাট্টু, কুটুবা

অৰ্জুনানন্দ, স্বামী—পোপাল শূৰ কুটুবা

অৰ্জুন সেন—৩৪৭, ৪৪৭

অৰ্জুনানন্দ, স্বামী—কালী চন্দ্ৰ কুটুবা

অমৃত (ভাৰতীয় মহাশয় সন্মেলন পুত্ৰ)—৪৮৬, ৪৯৫, ৬০৩

অমৃতলাল বসু—২৫৮

অম্বিকানন্দ সৰ্গ—২৯৭

আই চাক্ষুৰানী—১৯, ১২-১৪, ১৮, ২৬, ৩২, ৪০, ৪৫, ৯২,
১০২, ১৪৫, ১৪৪, ১৭২, ১৮১-৮২, ১৯৮, ১৯৯, ৩০৩, ৪২৬

আবদুল গফাৰ—৪০১

ইন্দ্ৰনাথ—৬১৯

ইশান সুৰ্য্যো—৩৬০, ৩৭৯-৮০, ৪২২, ৪২৪

ইশ্বৰকটি—৪৩০, ৪৭৭-৭৮, ৬১৩

ইশ্বৰচন্দ্ৰ বিশ্বাসপুৰ—৩৬০, ৩৬২, ৩৬৬

উইলিয়ম—৩৭৬

উপেন্দ্ৰ মজুমদাৰ—৬১৫

উপেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়—৪১১, ৪০৯

উপাধ্যায়—বিদ্যাধাৰ কুটুবা

ওয়াৰ্ডেনগাৰ্ভ—৩৭৬

কবীৰ—৩৮২, ৪২৪

কান্ত্যবানী (ব্রাহ্মকান্ত্য)—২

কাল পাগলিনী—৪৮২, ৬১৭

কালচাঁদ মুখোপাধ্যায়—৪৪৪

কালী মুখোপাধ্যায়—৪০৯, ৪১৯

কালী চন্দ্ৰ—৪০৬, ৪০৭, ৪৬৩-৪৪, ৪৮৬, ৬১২, ৬২৮, ৬৩৩

কালীপদ ঘোষ—৩৭৭, ৪৭৬-৭৮, ৪৮১, ৪১৯, ৪৮৩, ৪৮৫-
৮৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬১৮-১৯

কালীৰ মা—১২৯

কালোসেনে—১৮০

কালীপুৰ—৬১১-১৭

কালীধৰ মিত্ৰ—২৫৮, ৩৪৪

কিশোৰী (বিটল বায়ন)—৩৯২, ৪৭৪

কিশোৰী গুপ্ত—৪১১

কৃষ্ণকিশোৰ—৮৯

কৃষ্ণদাস পাল—২১৪-৯৬

কেশৱচন্দ্ৰ চাট্টিয়া—২৮৭, ২৯৮, ৩৪৮-৪৯, ৪৫১, ৪৭১,
৪৮১, ৪৯৯, ৪৮৬, ৬২৬

কেশৱচন্দ্ৰ সেন—১৬০-৬১, ২২৫-২৮, ২৩৫-৩৯, ২৫১,

২৫৬-৫৯, ২৭০-৭৪, ২৮৭, ২৯৬-২৮, ৩১৯, ৩২১, ৩২৪-

২৭, ৩২৮-২৯, ৩৫৩-৫৪, ৩৭৬, ৪০২, ৪১৪, ৪৩৬-৪০,

৪৫১-৫৩, ৪৬৬, ৪৮৬, ৪৯৭, ৪৪৪, ৪৫৯, ৪৬৯

কীৰ্ত্তন—৪০৯

কুন্দিয়া চট্টোপাধ্যায়—১৭, ১০-১১, ১৮, ৩২, ৪৫, ৪৫১

পেত্তিৰ মা—৩২

খোটা মারোয়াড়ী—৩৪৩, ৬১৯

গজাধৰ ঘটক—২৭৯

গজাধৰ কবিতা—৬৮

গজাবিকু লাহা—২৬, ১৮৫

গজা মাই—১৫১-৫৩

গজাবিকু লাহা—৮, ১৮৫

গজুলী (পাচক)—৬১৫

গিৰিশ ঘোষ—৩৬, ২৭৯-৮০, ৩৭৩-৭৪, ৩৯২-৯৫, ৩৯৭-

৪০০, ৪০২, ৪৪২-৪৩, ৪৪৮-৪৯, ৪৬২-৬৩, ৪৬৬-৬৯,

৪৭৬, ৪৭৯-৮০, ৪৮৫, ৪৯৮, ৪১১-১২, ৪১৯, ৪২২-২৩,

৪২৫, ৪৩৬-৩৭, ৪৪৯, ৪৬৭, ৪৭৫, ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৬

৪৯০, ৪৯৮-৯৯, ৬০৩-০৪, ৬০৮, ৬১৪-১৫, ৬১৯-২১,

৬২৪, ৬২৬, ৬২৯, ৬৩৪

গিৰীশ মিত্ৰ—৩৪৪

গিৰিশ সেন—২৯৮

গোপাল—ব্রাহ্ম কুটুবা

গোপাল (কীৰ্ত্তন)—২১৯-২১

গোপাল (বৰাহনগৰ)—৪০৫

গোপাল শূৰ (মুকুন্দ)—৪৩৬, ৬০৬, ৬১২, ৬২০, ৬২২,

৬২৮, ৬৩৩

গোপাল (হুটকো)—৪০৯, ৪৮১, ৬১৮-১৯

গোপালের মা—২৮৭, ২৯৪, ৩৪২-৪৩, ৪৪৫

গোলাপ-মা—৪১১-১৩, ৪৪৪-৪৬, ৪৬৩-৬৬, ৪৭৬, ৪৮৬,

৬০৭, ৬১২

গোষ্ঠ (খোলবাদক)—৪২৩

গোবিন্দ অধিকাৰী—৩৭২

গোবিন্দ সন্ত—৩০১

গোবিন্দ মুখ্যো—২২৮

গোবিন্দ রায়—১১৯

গৌর দা (গৌর দাসী)—২৮৭, ৩০৫-০৬, ৩৪৬, ৩৪৮-৪৯, ৪২১

গৌরী পণ্ডিত—৮২-৮৬, ১০২, ৪৫৮

চণ্ডী—৪১২

চন্দ্র—১১৫-১৬

চন্দ্রমণি (আই ঈষ্টব্য)—১৮, ২৬, ১৭২

চিহ্ন, চিনিবাস শাখারী—২৩-২৪, ২৬-২৭, ৩৩-৩৪, ১৩৩

চুনিলাল বহু—৪০৯, ৪৭৫

জগদ্বা দাসী—১৮, ১০৯, ১১১, ১৩১, ১৪২-৪৪, ৩৫৫

জটাবারী—২০-২১

জরকৃষ্ণ—৪৮৯

জরগোপাল সেন—২২৬, ২৮৮, ৪৩৭

জররায় মুখ্যো—৪৪

জান চৌধুরী—৪৩৭

জানা কাকা—৩২৮-৩০

ডাক্তার বাবা—২২১-১৪

ডি. শুভ—৪৪৮

ডায়াক বোবাল—৪০৯, ৬১২, ৬২৮, ৬৩৩

ডায়াক মুখ্যো—৩৮৬

ভৈরবচন্দ্র—৪০৯, ৪৭৫

ভোতাপুরী—১০০০-০৫, ৩০০, ৪৫৮

ব্রহ্মলক্ষ্মণী—১৪৭

ব্রহ্মলোকনাথ বিবাস—৩০৩

ব্রহ্মলোকা শর্মা—২৫৮, ৩২১-২২

ব্রহ্মলোকা সাল্লাল—৪৪৭-৪৮, ৪৮৬

মহানন্দ সরস্বতী—১৪৭-৪৮, ৪৫৮

মিশ্বর মিত্র—৪০

দীননাথ (বহু) বহু—২৭৭-৭৮, ৩৯৩

দীনবহু ভায়রহ—২২৯-৩১, ৪৫৯

দুর্গাচরণ ডাক্তার—৪৫৪

দুর্গাচরণ নাগ—২৮৭, ৬০২

দেবেল ঠাকুর—২৩৭

দেবেল মজুমদার—৩৮৮-৮৯, ৩৯২, ৪০৩, ৪১৪, ৪৪২, ৪৮১,

৪৮৯-৯০, ৪১৯, ৪৩০, ৪৩৩-৩৯, ৪৬০-৬২, ৪৬৭-৬৮,

৪৭৫, ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৬, ৬১৪, ৬২৮, ৬৩৩-৩৪

দ্বী কামারিনী—২, ৪, ৬, ১৯-২১, ৩২, ৪৫, ৬২, ৭১, ২২৯

দহু (দহর দ্যে)—২২১-২২

ধর্মদাস দা—৭, ৮, ২১

ধীরেন্দ্র—৪০৩

নটবর গোবামী—১৮৯, ২২১-২২, ২৭৬

নকর বাড়্যো—২১৮-১৯

নকর মুখ্যো—১৮৬

নন্দ বহু—৩৯৫

নবগোপাল ঘোষ—৩৯২, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪১৯, ৪২৯, ৪৩১-৩৩, ৪৮৬, ৬১৫

নবগোপাল কবিরাজ—৪০৯

নবদীপ গোবামী—২০৪-০৬

নবাই চৈতন্য—২৮৭, ২৯১, ৭৭০

নবীনচন্দ্র রায়—২৮৮

নবীন পাল (ডাক্তার)—৬২৩-২৮

নরেন্দ্র—৩২৭-৩৪, ৩৩৯, ৩৫২, ৩৮১, ৩৮৪-৮৫, ৪১৩-১৭, ৪২৭, ৪৪৩-৪৪, ৪৫১, ৪৫৪-৫৫, ৪৭৩, ৪৮১-৮২, ৪৮৮, ৫০৬, ৫০৯, ৫১১-১২, ৫২৪, ৫২৯, ৫৩৪, ৫৬৭, ৫৭৪-৭৫, ৫৭৭, ৫৮৬, ৫৯৬, ৫৯৮, ৬০৭, ৬০৮, ৬১২-১৩, ৬১৬, ৬১৯, ৬২১, ৬২২-২৯, ৬৩২-৩৩

নরেন্দ্র (ছোট)—৪০৯, ৪৮১, ৫০৯, ৬০৩, ৬১২

নরেন্দ্র—৪২৩

নারায়ণ চন্দ্র—৩৮৬, ৩৯৫, ৩৯৭, ৫০৯

নারায়ণ শাস্ত্রী—১২৩, ২০৩, ২০৪-০৫, ৪৫৮

নিভাই মল্লিক—৫৭০-৭১

নিভানিরঞ্জন—৩১৮-১৯, ৪৪৪-৪৫, ৪৪৭-৪৮, ৪৮১, ৫৮৬, ৬১২-১৩, ৬১৬-১৭, ৬১৯-২০, ৬২২, ৬২৬, ৬২৮, ৬৩৩-৩৪

নিরঞ্জনানন্দ, দ্বী—নিভানিরঞ্জন ঈষ্টব্য

নীলকণ্ঠ—৩৭২, ৪৫৯

নৃত্যগোপাল গোবামী—৩৮৬-৮৮

পণ্ডহারী বাবা—৪৩৮

পদ্মলোচন—১২৪-২৭, ১৫৮

পাণ্ডী—৬০২-১১

পূর্ণচন্দ্র—৪০৯, ৫০৭-০৯, ৬১২

প্রতাপ মজুমদার—২৫৮, ৫৮৫

প্রতাপচন্দ্র হাজরা—১৮৮, ২৭৬, ৩০২, ৩৪১-৪২, ৪৪৩-৪৪, ৪৫১, ৪৬৯-৭৩, ৬১৬

প্রমথচন্দ্র—৪০৯

প্রমথদাসী—২৬

প্রদীপক মুখ্যো—২৮৭, ৩০০-০১, ৩১৪, ৪১৩

প্রমোদন, দ্বী—বাবুদাস ঈষ্টব্য

বকিন চাটাজী—৪৪৭-৪৮

বহুবাহারী—৫১

বনহারী—৫০০

বলরাম বহু—২৪, ২৭০, ২৮৬, ৩০০, ৩০৪-০৬, ৩১২-১৪,
৩৪৬, ৩৫২, ৩৭০, ৩৯৫, ৪০৯, ৪১১, ৪৪৬, ৪৬১, ৪৬৯,
৪৮১, ৪৮৭-৮৮, ৫০৯, ৫১৬-১৭, ৫১৯, ৫৪৩, ৫৬৭,
৫৭৪-৭৬, ৫৮২-৮৪, ৬১২

বাগদী—২১১-১৩

বাবুরাম—২৭১, ৩৮৯, ৪৪৬, ৪৮৮, ৫৭৮, ৬০৪, ৬২০,
৬২৫

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—২৫৭-৫৮, ২৮৭, ৩৮১, ৪০৫, ৪৩৮-
৩৯, ৪৫১, ৪৫৩, ৪৮১, ৫৫৯, ৫৯৯-৬০০, ৬০৩, ৬২৬

বিনোদ সোম—৪০৯

বিনোদিনী—৪৬৭, ৬০৩-০৪

বিশালাক্ষী—২৫২৬

বিশ্বনাথ উপাধ্যায়—২৫৪-৫৫, ২৮০-৮৩, ২৯৪, ৩৪৪, ৬৩০

বিশেষরী—৪৪৭

বিশারী মুখ্যো—৪০৯, ৪৬০-৬১

বিসু—৩৮৬, ৪৬৪, ৪৬৬

বীণকার—১৫৫

ব্রহ্মার মা—৩২

বৈদীপাল—২৫৮, ৪২০, ৪৩৭

বৈকুণ্ঠ দাম্পত্য—সাগুন ঔঃ

বৈকবচরণ—৭৪-৭৮, ৮৩-৮৪, ১১৬, ১৭০

ব্রজ বিহার—৩৭৪

ব্রজব্রজ সামাধ্যারী—৪৪৪-৪৫

ব্রজানন্দ, স্বামী—রাখাল ঔঃ

ব্রাহ্ম—২০১, ২৪৫, ২৮৭, ৩২৪

ব্রাহ্মী—ভৈরবী ব্রাহ্মী ঔঃ

ভক্ত মা—গোলাপ মা ঔঃ

ভগবান দাস—১৭২-১৩

ভবনাথ—২৮৭, ২৯১-৯২, ৫০৯, ৬১২

ভর্তাভারী—৬০

ভাই ভূপতি—৩৮২-২১

ভামিনীর মাতা—৩১৩

ভিক্টোরিয়া (রানী)—২৬

ভৈরবী ব্রাহ্মী—৭৫-৭৬, ৮২-৮৪, ৮৬-৮৮, ১০০-০১,
১১২, ১১৬, ১০১-০৫, ১৪৮, ১৫২, ২৬৩, ৫৫৮

মণি গুপ্ত—৫০৭, ৫০০, ৬০৩

মণি মল্লিক—২৫৮, ৪৩৭, ৫০৭

মণি মল্লিকের ঘরে—৪৭৭

মণুরানিধি—৪৭-৪৮, ৬৪-৬৫, ৬৮, ৭৭-৮৪, ৯৩, ৯৫-৯৮,
১০৮-০৯, ১১১, ১১৪, ১২০, ১২৬, ১২৮, ১৩১, ১৪২-৪৬,
১৪৮, ১৫০-৬০, ১৬৭-৬৯, ১৭০-৭৮, ১৮০, ১৮৯, ১৯১,
২০৮, ২৩৭, ৩০৩, ৩১৩, ৩৫৫, ৩৭৪, ৩০২, ৪৩১-৩২, ৫৮৬

মধুসূদন, সাইকেল—২০১-০৩

মনোমোহিন মিত্র—২৪২-৫৫, ২৬০-৬৩, ২৯০-৯১, ৩১১,
৩১৪, ৩১৮, ৩২৩-২৫, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৫৪-৫৫, ৪৩০,
৪৪৬, ৪৭১-৭২, ৪৮১, ৫১৯, ৫৬০, ৫৭৫

মনোমোহনের মা—২৫০, ২৫৪, ৩২৩, ৩৪১, ৫৬২-৬৩

ময়রা (মোদক)—২১৪

মহিম চক্রবর্তী—২৮৭, ২৯৯, ৩৪৭, ৪০৩-০৫, ৪০৭, ৪৫১,
৪৫৪, ৪৫৫, ৬০০, ৬১১, ৬১৯

মহেন্দ্র পাল (কবিরাজ)—৪৩৬, ৬২০

মহেন্দ্র মাস্টার—৩৫০-৫২, ৩৬০-৬১, ৪৩৮, ৫০৮, ৫৬৭,
৫৮৬-৮৭, ৫৯৪, ৫৯৬, ৬০৭, ৬২২, ৬২৬-২৭

মহেন্দ্র মুখ্যো—৩৯২

মহেন্দ্র সরকার (ডাক্তার)—৫৮৬, ৫৯০, ৫৯২-৯৮
৬০১-০২, ৬১০, ৬১২-১৩, ৬১৬, ৬৩০

মহেন্দ্র সরকার—১৫৫

মানিক বাঁড়্যো—১৬৩-৭

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়—৪৪১

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী—৪৬, ৫৪-৫৯, ১৩২-৩৫, ১৭৪, ১৭৯-
৮৩, ১৯৬-৯৭, ২০৯-১৫, ৩০৩-০৪, ৩৪৬-৪৭, ৩৫৭-
৫৯, ৩৮৪, ৪১৩, ৪৩২, ৫২৫, ৫৫৫, ৬০৪-০৭, ৬১২,
৬১৭, ৬২৩, ৬২৮, ৬৩১, ৬৩৩-৩৪

মিশ্র—৬০৪-০৬

মোদক—২১৫-১৭

মজুমদার—৪০২, ৫৭৬

মতীল ঠাকুর—২৮৭, ২৯৪

মদ্র মল্লিক—১২২, ২০৪, ২৭৩, ২৯৪, ৪৪৫

মদ্র মল্লিকের মাসী—১২২, ২৮৪, ২৯৪, ৪৪৫

যোগানন্দ, স্বামী—যোগীল ঔঃ

যোগীব-মা—২৮৭, ৩০৪, ৪১২-১৩

যোগীল—২৮৭-৯০, ৩৪৬-৪৭, ৩৮৫, ৪১৪, ৫৮৬, ৬১২-
১৩, ৬২৮, ৬৩৩-৩৪

যোগেশ্বরী—ভৈরবী ব্রাহ্মী ঔঃ

রঘুবীর—১, ৩-৬, ১০-১২, ২৮, ৮৯, ১২৭, ১৩৩, ৫৪১

রমণী—৬১৭

রাইচরণ—২২১

রাধুনি বাসু (গান্ধী)—৬১৫

রাখাল—৩০৮, ৩১১-১৫, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৪৯, ৩৫২, ৪১৪,
৪৪৭, ৪৭০, ৪৭২-৭৩, ৪৮১, ৪৮৬-৮৭, ৫০২, ৫১৮, ৫৭৫,
৫৮৬, ৬১২, ৬২৮, ৬৩৩

রাখালদাস ঘোষ—৫৭২

রাখারাম মুখুয্যে—১৩৮-৩৯, ১৮৭-৮৮, ৫১৮

রাজেন্দ্র—৩১৮, ৩২৪-২৫

রাজেন্দ্র দত্ত (ডাক্তার)—৬১৬, ৬২৩

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—২, ১৮, ৫০, ৪৩-৪৮, ৫০, ৫৩, ৫৪১

রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী—শ্রী উষ্টবা

রামচন্দ্র (শ্রী)—২১

রামচন্দ্র (ব্রহ্মচারী)—৫৪৫

রামচন্দ্র দত্ত—২৪২-৫৫, ২৫৮, ২৬০-৬৪, ২৬২-৭০, ২৮২-
৮৩, ২৮৪-৮৬, ২৯০-৯২, ৩০৪, ৩২৪, ৩২৭-২৮, ৩৪৫-৪৬,
৩৪৯, ৩৯৮-৯৯, ৪০১-০২, ৪৩৭, ৪৬৮-৬৯, ৪৭১-৭২,
৪৭৫, ৪৮১-৮২, ৫১৯-২২, ৫২৯, ৫৩৫-৩৬, ৫৫৬, ৫৫৯,
৫৬৭-৬৮, ৫৭৫, ৫৮৩, ৫৮৬, ৬০৬-০৮, ৬১১, ৬১৪-
১৫, ৬১৮-২০, ৬২৬, ৬২৯, ৬৩২

রামচন্দ্র মুখুয্যে—৫৪, ১৭২-৮০

রামদয়াল—২৭২

রাম মল্লিক—২৯

রামমোহন রায়—২৩৭

রামলাল—২, ১৯২-২০০, ৩৫৫, ৪৭২, ৪৮৮, ৫৪০-৪১
৫৪৩, ৫৪৫, ৫৭১-৭২, ৫৮৪, ৬০৬, ৬১৫

রামলাল—২১, ২৫

রাধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়—২, ১৮, ২০, ৫৩-৫৫, ৭০, ৭২
৭৩, ১৩৬, ৫৪১

রাসবি—৪, ৪৬, ৪৮-৫২, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৯৯, ৩৫৫

রাস্বিনী—০০-৩১

রাস্বিনীকুরানী—২, ৫৪, ২১০

রাস্বিনী বারোহাড়া—২৩২-৩৪

রাস্বিনী মুখুয্যে—৫৪

রাস্বিনী বসি—৭২-৮১

লাট্টি—২৮৭, ২৯৩, ২৯৬, ৩০৪, ৩৪১, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৭,
৪৮১, ৫০০, ৫৬৩-৬৫, ৫৮৬, ৬০৩, ৬১২, ৬২২, ৬২৮, ৬৩৩

লক্ষ্মী—৩২

লক্ষ্মী মল্লিক—১২০-২৩, ১২৫-২৭, ৩১৩, ৩৬০, ৩৯২

লক্ষ্মী—৪৩৫, ৫৭৫, ৬১২-১৩, ৬২৩, ৬২৮, ৬৩৩

লক্ষ্মী ভট্টাচার্য—৩৭২-৩৩, ৫১৩-১৭, ৫৫২, ৫৭২-৮০

লক্ষী—৪৩০-৩৫, ৫৪৬, ৫৪৮, ৫৭৫, ৬১২, ৬২২
৬২৭-২৯, ৬৩২-৪৪

শাক্তচরী—অক্ষয়কুমার সেন উষ্টবা

ভাষাপদ ভাষাবিশিষ্ট—৪৮২-৯৫, ৫৫৯

ভাষাবিশিষ্ট (শাক্তচরী)—৫৬-৫৭, ১৩৫-৩৮

শিবনাথ শাস্ত্রী—২৫৮, ৪২০-২১, ৪২৭

শিবরাম চট্টোপাধ্যায়—২, ৫৪১

শিবু ভট্টাচার্য—৫৪১, ৫৮৫

শ্রীপোষিত রায়—১১৯

শ্রীরাম—৫২৯

সত্যশচন্দ্র—৫২৬

সর্বমঙ্গলা—২

সাতেন (বৈকুণ্ঠ)—৩৯২, ৬২৯

সারদানন্দ, স্বামী—শরণ উষ্টবা

সারদা মিত্র—৩৮৬

সিংহবাহিনী—১২৭

সীতানাথ—২৬, ৩১

স্বর্গোপ—৪০২

স্বর্গোপ—৩২৯

স্বর্গোপ মিত্র—২৬০, ২৬৪-৬৯, ৩০৪, ৩১৩, ৩১৮-২২,
৬২৯, ৩৪৫, ৩৪৮, ৩৯৮, ৪৭১, ৪৮১-৮২, ৫১৮-১৯,
৫৬৭, ৫৮৬, ৫৯১-৯২, ৬১৮-২০, ৬৩২

স্বর্গোপ—৪৭৫

স্বর্গোপ দত্ত—২৮৭, ৩০২

স্বর্গোপ মিত্র—৩৭৬, ৬১৫

স্বর্গোপ—২৭৯

স্বর্গোপ—২৮৭, ২৯৬, ৩০৪, ৩৪১-৪২, ৪৭০, ৪৮১

স্বর্গোপ—৪০২, ৫৭৫-৭৬

স্বর্গোপ মুক্তকী (পত্নী)—৩৯২

স্বর্গোপ মুক্তকী—৩৯২, ৫৮৬, ৬১৪

স্বর্গোপ—৬৫-৬৬, ৬৯, ৯০, ৯৩, ৯৫, ৪২৬

স্বর্গোপ—প্রভাশচন্দ্র উষ্টবা

স্বর্গোপ দাস—৪১১

স্বর্গোপ—৫৫১

স্বর্গোপ—২৯, ৪৪, ৪৭-৪৮, ৫৪, ৫৬, ৬২-৬৩, ৬৬-৬৮,
৭০-৭৬, ৯২, ৯৫, ১১৪, ১২০-২১, ১২৪, ১৩৪-৩৬,
১৩৮-৪০, ১৪৪, ১৪৮, ১৫১, ১৫২-৫৭, ১৭০, ১৭৩-৭৯,
১৮৪-৯০, ১৯৭-৯৯, ২১৫-১৮, ২২০-২২, ২২৬, ২২৯,
২৫২-৫৩, ২৭৬-৭৮, ২৮৭, ৩০২-০৪, ৩৯৬-৯৭, ৪৩২,
৪৩৭, ৫১৮

স্বর্গোপ কর—৪০৯